রূপসী যাদুকরী

নিরঞ্জন ভট্টাচার্য

পরিবেশক :
নাথ ব্রাদার্স
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
১লা জানুয়ারী ১৯৫৮

প্রকাশক :
শ্রীপ্রণবকুমার ভট্টাচার্য ও
শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য
হরিপাল, হুগলী

মুদ্রক :
হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

সর্ববিধ সহায়তায় :
শ্রীদেবকুমার চট্টোপাধ্যায় ও
শ্রীসুধীরকুমার সামন্ত
শেওড়াফুলি, হুগলী

স্বর্গতা গৌরীপ্রভা দেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই বইখানি
উৎসর্গীকৃত হইল।

নিবেদন

আমার এই উপন্যাসের বর্ণিতা নায়িকা অসাধারণ রূপবতী, বিদুষী, অতি আধুনিকা। এক অপরিহার্য কারণে ক্ষণেকের জন্য চারিত্রিক নিন্দিতা হলেও, সারা পুস্তকে সে মহীয়সীর ভূমিকায় অভিনয় করে গেছে। নিন্দা যেটুকু, তার খ্যাতিতে বিলুপ্ত। চাঁদে কলঙ্ক আছে, কিন্তু তার অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যের কাছে সে কলঙ্কটুকু একেবারেই নগণ্য বা নির্ণিরীক্ষ্য।

প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে কিছুক্ষণের জন্য ট্রেন থেকে ত্রিবেণী স্টেশনে নেমেছিলাম। সেখানে প্ল্যাটফরমে দণ্ডায়মানা এক অপরূপ রূপবতা যুবতীকে দেখে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হই। যুবতীর অঙ্গে যেমনি রঙ, তেমনি অটেল স্বাস্থ্য ও নিখুঁত মুখশ্রী। তার দিকে তাকালে সহজে চোখ ফেরান যায় না। ক্ষণিক অবস্থানহেতু যুবতীর সহিত আলাপের সুযোগ ঘটেনি, কিন্তু একে অবলম্বন করে আমি আমার প্রথম উপন্যাস লেখা শুরু করলাম, কিন্তু পারিবাবিক দুর্দৈব আমার সাহিত্য সাধনায় অন্তরায় হোল। আমাকে চাকুরীজীবনে অনুপ্রবেশ করতে হয়। অখণ্ড কর্মব্যস্ততা, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সাহিত্যানুরাগ ক্ষাণবল হয়ে আমার অন্তর হতে অপসৃত হয়নি। কর্মব্যস্ততাব ফাঁকে ফাঁকেই আমি বইখানি শেষ করেছিলাম, কিন্তু প্রকাশনায় নানা কারণে বিঘ্ন ঘটতে লাগল। আমি অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্য পুস্তকপ্রকাশ স্থগিত রেখেছিলাম, হঠাৎ দৈবক্রমে সত্যনারায়ণ প্রেসের মালিক হবিপদ পাত্র ও কর্মী সুবীরকুমাব সামন্ত-র সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাঁদেরই উৎসাহদানে ও পরামর্শে উদ্বুদ্ধ হযে আমি বইখানি ছাপাতে সাহসী হই। তাঁদের এই মহোপকারেব জন্য আমি সত্যনারায়ণ প্রেসের কাছে একান্ত কৃতজ্ঞ। এই বইখানি আমার সাহিত্য সাধনার প্রথম প্রচেষ্টা। পাঠকগণ ধৈর্য সহকারে পাঠ করলে বিশেষ অনুগৃহীত হব। এখানে বলা প্রয়োজন, বহুদিন পূর্বে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য আমি ত্রিবেণী স্টেশনে নেমেছিলাম। সেখানকার চতুষ্পার্শ্ববর্তী জায়গা বা দৃশ্যগুলি আমার নয়নগোচর হয়নি। যা যা লেখলাম সবই আমার কল্পনার উপর নির্ভর করে। পুস্তকে যে যে জায়গার উল্লেখ আছে সেখানেও কোনদিন যাইনি। তাছাড়া সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরে সব জায়গাতেই যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। সমালোচনায় নিন্দিত হলে আমি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হব না। ভবিষ্যতে পাঠকগণের প্রশংসালাভের জন্য সবিশেষ চেষ্টিত হব। নমস্কার

ইতি—

নিরঞ্জন ভট্টাচার্য

সোনার বর্ণ তাম্রাভ হতে আরম্ভ করেছে! শীতের সন্ধ্যায় যখন ধরণীর বুকে পাষাণ-গলা ঠাণ্ডা নামে, মানুষ জড়সড় হয়ে পথ চলে, সে তখন একদৃষ্টে আকাশ পানে চেয়ে বসে থাকে—দেখে কেমন করে একটির পর একটি করে তারা উঠে সারা নভঃকে ভরিয়ে দেয়! দেখে জ্যোৎস্না রাত্রে পুব দিগন্তে বনানীর মাথার উপর প্রকাণ্ড রূপালী চাঁদ উঠে কেমন করে তার রজত মহিমায় নদীর বেলাভূমিতে আলোর স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করে!

রাত্রে প্রকৃতির কোলে সেই গাছতলাতেই সে শুয়ে থাকে। ভয় নেই তার নিশাচর ভয়াল ব্যাঘ্র ভল্লুকের, ভয় নেই বর্ষা শীতের! বুদ্ধিবৈকল্যহেতু সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত অনুভূতিশূন্য সে, নিজের নিরাপত্তায় সম্পূর্ণ উদাসীন, অসতর্ক।

নিকটেই একজন বৃদ্ধ দোকানদার তাকে খেতে দেয়। এই লোকটির প্রতি দোকানদারের সন্তানবাৎসল্য আছে। এই লোকটি যখন প্রথম এখানে এসে এই গাছতলায় আশ্রয় নেয়, তখন একে দেখতে ঠিক তার কিছুদিন আগে একমাত্র মৃত পুত্রের মত বলে এর প্রতি তার স্নেহ-মমতা জন্মেছে। এ লিখতে ভালবাসে দেখে একে কাগজ কলম কালী সরবরাহ করে। লোকটা সর্বদা লেখা নিয়েই থাকে। মধ্যে মধ্যে বাইরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কি চিন্তা করে। হয়ত তার পূর্বাবস্থা স্মরণ করবার চেষ্টা করে। তাকে কেউ কথা বলতে দেখেনি। একেবারে মূক পাগল। দারুণ দুর্দৈব শুধু তার জ্ঞান বুদ্ধির বিলোপ সাধন করেনি, তার বাক্‌শক্তি পর্যন্ত হরণ করে নিয়েছে।

সম্প্রতি একে নিয়ে যাবার জন্য লোক এসেছে। চার-পাঁচজন হিন্দুস্থানী। তারা কিন্তু কিছুতেই একে নিয়ে যেতে পারছে না। টানা-হেঁচড়া করেও না। লোকটা একেবারে "জগদ্দল" পাথরের মত অনড় হয়ে বসে থাকে। ভেতো, বাঙালীর কাছে ডাল-রোটি-ঘিউ খানেওয়ালারা হার মেনে যায়।

অবশেষে আসে এক রমণী—সারা অঙ্গ অঙ্গরাখায় মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত করে। সে সুন্দরী কি কুৎসিতা তার বহিরাবরণ ভেদ করে দেখবার উপায় নাই, কিন্তু তার অসামান্য স্বাস্থ্য-সৌষ্ঠব দর্শকমাত্রকেই আকৃষ্ট করে। দর্শকগণ আরও সবিস্ময়ে দেখে সে এসে ঐ লোকটির হাত ধরে আকর্ষণ করতেই সে কাগজ-কলম ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে আরম্ভ করে।

পাগলকে নিয়ে ঐ রমণী অদূরে এক বাংলোয় প্রবেশ করে। সে তখন তার অঙ্গরাখা খুলে ফেলে দেয়। অমনি বের হয়ে পড়ে তার আগুনের মত

রূপ। যেমনি রঙ, তেমনি নাক মুখ চোখ! এক বিচিত্রা অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্না স্বাস্থ্যবতী যুবতী! সে প্রাণপণ চেষ্টায় লোকগুলোর দ্বারা পাগলার নোংরা পোশাক ছাড়িয়ে সাবান মাখিয়ে স্নান করিয়ে তাকে পরিষ্কার ভদ্র সাজাতে চায়, কিন্তু পাগল এমন দুর্বার হয়ে ওঠে যে, কোন কিছুই করা চায় না। পাগল পাঁচ-ছয়জন লোককে গায়ের জোরে ঝট্‌কা মেরে ফেলে দিয়ে সেই গাছতলায় এসে হাজির হয়। শেষে পরপর কয়েকবার চেষ্টা করেও যখন সকল চেষ্টা বিফল হল, তখন পাছে পাগল অন্যত্র চলে যায় এই ভয়ে সকলে ঐ কাজে ক্ষান্ত থাকল। পাগল বাংলোতেই রাত্রে থাকে, সকাল হলেই গাছতলাতে চলে যায়। সারাদিন ঐখানেই থাকে, সন্ধ্যা হলেই যুবতী ওকে বাংলোয় নিয়ে আসে। মধ্যে মধ্যে যুবতী একটি দেড বৎসরের অনুপম শিশুকে এনে পাগলের সামনে বসিয়ে দেয়, তাকে দেখে যদি পাগলের স্মৃতিশক্তি ফিরে আসে, কিন্তু বৃথা, পাগল শুধু শূন্য নিশ্চেষ্ট নয়নে শিশুকে দেখতে থাকে, কোনও প্রকার ভাবভঙ্গী প্রকাশ করে না। পাগলের চুলদাড়িসমেত নোংরা কুৎসিত চেহারা দেখে শিশু ভয়ে আঁৎকে উঠে সরে গিয়ে যুবতীকে জড়িয়ে ধরে।

গভীর রাত্রে আপন ঘর হতে বেরিয়ে এসে পাগলের ঘরে গিয়ে নিদ্রাহীন পাগলকে জড়িয়ে ধরে যুবতী আকুল হয়ে কাঁদে—বলে "আপনার এই দুর্গতির দুর্ভাগ্যের আমিই মূল, কত বড়লোকের ঘরের ছেলে আপনি, আপনি আমায় ক্ষমা করুন, বিশ্বাস করুন, সেদিনের ঘটনায় সত্যই আমার কোনও দোষ ছিল না। আমি চিরদিন আপনাকেই ভালবেসে এসেছি, আমার দুর্ভাগ্য, অত চেষ্টা করেও সেদিনের ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে নিঃসন্দেহ করবার সময় সুযোগ পেলুম না। আপনি দৌড়ে গিয়ে মোটরে উঠে আমার প্রতি অগাধ অবিশ্বাস, ভুল ধারণা নিয়ে মোটর ছুটিয়ে দিলেন। আপনাকে এ বেশে আমি দেখতে পারছি না, সহ্য করতে পারছি না। হে ভগবান! আপনি দয়া করে এঁকে ভাল করে দিন, ইনি আবার সেই রাজপুত্রের মত অপরূপ শরীর ধারণ করুন।"

নির্জন প্রকোষ্ঠে পরম রূপবতী যৌবনবতী যুবতী নারীর অতি কমনীয় লোভনীয় কোমল অঙ্গের অতি ঘনিষ্ঠ স্পর্শে পাগল কিন্তু পাশব কামনায় উদ্দাম বর্বর হয়ে ওঠে না, ইন্দ্রিয় অনুভূতির সম্পূর্ণ বাইরে সে, শুধু উদাসীন নির্লিপ্ত নেত্রে যুবতীর মুখের দিকে চেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার স্নানহীন রুক্ষ ক্লেদাক্ত শরীরের উৎকট দুর্গন্ধে যুবতী বেশীক্ষণ তার গাত্রসংলগ্ন হয়ে থাকতে পারে না।

তাকে ছেড়ে দূরে সরে যায়। হায়, কোথায় আজ এর সেই সুচারু বেশভূষা সমন্বিত সুগন্ধ পরিমলবাহী নারী পাগল করা নয়ন মনোহর কান্তি, যা দেখলে নারীমাত্রেই মোহে আত্মহারা হয়ে উঠত!

মানুষ ভাবে এক, ঘটে আর। সংসার রঙ্গমঞ্চে মানুষ অভিনয় করতে আসে। সে অভিনয় কখনো আনন্দোদ্বেল, কখনো বিষাদ-বিধুর!

ঘটনাচক্রে উভয়ের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়ে সে আলাপ প্রথমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়ে পরে ভাব অন্তরঙ্গ ভালবাসার চরমে এসে উপস্থিত হয়, কিন্তু অকস্মাৎ এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা এসে এদের মিলনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়—ভেঙে যায় এদের প্রেমের পূর্বরাগ!

কাশীতে যুবতীর মাতামহ থাকেন পরম বিদ্বান বিখ্যাত জ্যোতিষী। নির্ভুল তাঁর গণনা। যুবতীর হাত দেখে একসময় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—"তোমার জীবনে আসবে এক বিদ্বান, ধনবান, রূপবান, রাজপুত্র, কিন্তু তুমি তাকে সর্বতোভাবে পরিহার করে চলবে, নচেৎ তোমার জীবনে ঘটবে মহা দুঃখ।"

জ্যোতিষীর এই অনিবার্য ভবিষ্যৎকথন কালক্রমে এক অভাবিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যুবতী এই লোকটির সঙ্গে অতি অপরিহার্যভাবে জড়িয়ে পড়ে; ফলে তার জীবন সুখ-শান্তিহীন হয়।

যুবতী হা-হুতাশ করে না। পরম ধৈর্যবতী সে। দয়িত তার সম্মুখে, কিন্তু এখন সে আর কামিনী মনমোহন কন্দর্পকান্তি সুপুরুষ নয়, এক ঘৃণ্য জঘন্য কদাকার পথের পাগল। কিন্তু সে পাগলকে আরোগ্য করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা যত্ন অধ্যবসায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করেছে! চিকিৎসার ত্রুটি রাখছে না। ডাক্তার, বৈদ্য, কবিরাজ, সন্ন্যাসীর ঔষধ, ঠাকুরের চরণামৃত কিছুই বাদ যাচ্ছে না। কিন্তু পাগল আরোগ্যের বাইরে। দেখতে দেখতে দিন যায়, পক্ষ যায়, মাস যায়, বৎসর ঘুরে আসে, কিছুতেই কিছু হয় না। যুবতীর ধৈর্য বুঝি শিথিল হয়ে আসে। কুৎসিত কান্তি পাগলের প্রতি তার আকর্ষণ কমতে থাকে। এদিকে সম্মুখে শত শত প্রলোভন। বাংলোয় একজন একজন করে ক্রমে অনেক স্থানীয় সুবেশধারী গণ্যমান্য ব্যক্তির আনাগোনা ঘটে। তাঁরা পাগলকে দেখতে আসার অছিলায় যুবতীর অনিন্দ্যসুন্দর রূপযৌবনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দান করেন। যুবতীর মনোহরণের জন্য তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। অনেকে এরই মধ্যে পরামর্শ দিয়েছেন দুরারোগ্য পাগলকে আর কাছে না রেখে রাঁচির মেণ্টাল হস্‌পিটেলে

প্রেরণ করতে, এবং যেহেতু পাগলের ভাল হবার কোন আশাই নেই, তখন পাগলকে পরিত্যাগ করে তাঁদেব মধ্যে একজনকে নির্বাচন করে জীবন যৌবন সার্থক করতে।

তথাপি যুবতী অসীম ধৈর্য সহকারে পাগলের ভাল হবার আশায় বিলম্ব করতে থাকে।

যুবতীর বিবাহের বয়স অনেকদিন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু বিবাহ হয়নি। সেটা তার সিঁদুরবিহীন সিঁথি দেখলেই বুঝা যায়। আব এই ছেলেটি যে পাগলেরই, তার হুবহু অবয়ব প্রতিকৃতি দেখলেই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বিলম্ব হয় না। যুবতীর সঙ্গেও পাগলেব যে বিয়ে হয়নি সেটা পাগলের প্রতি যুবতীর খেদোক্তি হতে অনুমিত হয়। পাগলের স্ত্রী তা হলে কোথায়?

এই ব্যাপার জানতে হলে চলে যেতে হবে এই ঘটনার পাঁচ বছব আগেকার বাংলার এক নিভৃত পল্লীতে। সেইখানেই এই আখ্যায়িকার যবনিকা উদ্ঘাটন।

কাটোয়া ব্রাঞ্চ লাইন, স্টেশনের নাম ত্রিবেণী। মেন লাইনের মত এখানে যখন তখন ট্রেন আসে-যায় না। অনেক দেরী করে আসে ও যায়। ট্রেন যখন আসে, তখন এঞ্জিন ও গাড়ীর শব্দে, যাত্রীদের ওঠানামার হুড়োহুড়িতে, হট্টগোলে, ফেরিওয়ালাদের চীৎকারে স্টেশনটি হঠাৎ সরগরম হয়ে ওঠে। আবার ট্রেন চলে গেল স্টেশনটি ধীরে ধীরে শান্ত নিস্তব্ধ হয়ে যায়। তখন শুধু স্টেশনের স্টলের চা, পান, বিড়ি, সিগারেট, খাবার ও ডাব বিক্রেতারা বসে বসে নিজ নিজ জিনিস বিক্রির পয়সা হিসাব করে, ও নিজেদের মধ্যে স্ব-স্ব ব্যবসার লাভ-ক্ষতি নিয়ে মৃদু-গুঞ্জনে আলোচনা করে। সময়ে সময়ে এক সেকেণ্ড দেরীতে এসে পৌঁছানো ট্রেন-ফেল করা যাত্রী পরম আক্ষেপে হতাশায় বিরক্তিতে ও ক্লান্তিতে ফাঁকা বেঞ্চে বসে দীর্ঘ দেড় ঘণ্টা দু'ঘণ্টা কাল পরের গাড়ীর জন্য ক্লেশকর প্রতীক্ষায় ঝিমুতে থাকে। স্টেশন মাস্টারের ঘরে মধ্যে মধ্যে টেলিফোন ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠে, ও কিয়ৎক্ষণের জন্য ডিউটি হতে বিরতি লাভ করে বেলখালাসি রামলগন ডুবে খৈনী মাড়তে মাড়তে মনের উল্লাসে গান ধরে—"রঘুপতি রাঘব রাজারাম্।"

স্টেশনের অদূরেই গ্রাম, পল্লব ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে ঢাকা—যেন অজানা এক মায়াপুরী, নবীন ঔপন্যাসিকের মনে কল্পনার সৌধ রচনা করে।

চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোরম। তরঙ্গায়িত মাঠের শেষে সবুজ বনানী। তারই ফাঁকে ফাঁকে সাদা, লাল, হলুদ নানা রঙের বাড়ীগুলি যেন ছবির মত দেখাচ্ছে। নিকটেই গঙ্গা। মাথার উপর নীল আকাশ।

সকাল আটটার কলিকাতাগামী ডাউন ট্রেন এসে দাঁড়াতেই স্টেশনে একটা বিরাট ব্যস্ততার সাড়া পড়ে গেল। দল বেঁধে যাত্রীদের ওঠানামার ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি। এদিকে টিকিট কাটা তখনও সকলের শেষ হয়নি, খটাখট্ শব্দ খুব দ্রুত চলেছে, যাদের টিকিট কাটা হয়ে যাচ্ছে তারা দৌড়ে গিয়ে গাড়ীতে উঠছে, যাদের টিকিট কাটা তখনও হয়নি তারা ভীষণভাবে গোলমাল করছে, ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দিয়েছে।

দেখতে দেখতে কাউন্টার খালি হয়ে গেল।

রাজপুত্রের মত এক অতি অপরূপ রূপবান সুবেশধারী যুবক এসে ডাকল "মাস্টার মশাই টিকিট দিন—"

তখন সকলেই চলে গেছে, গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে, কাউণ্টার একেবারে খালি। টিকিট মাস্টারবাবু জানালায় কেউ নেই দেখে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন, যাত্রীদের কাছ হতে যতটুকু পারেন টিকিট সংগ্রহের জন্য।

যুবক অধৈর্য হয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাকল—"কৈ, মাস্টার মশাই, কোথায় গেলেন? শিগ্‌গির টিকিট দিন, গাড়ী যে ছেড়ে দিলে! মাস্টার মশাই! ও মাস্টার মশাই! আরে ভেতরে কেউ নেই নাকি? আচ্ছা বিপদে ফেললে ত! বলি ও মাস্টার মশাই—"

যুবককে অত্যন্ত উত্তেজিত বিচলিত হতে দেখাল।

সোনার চুড়ীপরা দুধে-আলতা রংয়ের একখানি অতি সুন্দর সুগঠিত হাত জানালার নিকট দেখা গেল, সঙ্গে সঙ্গে বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে প্রশ্ন হল—"কোথাকার টিকিট?"

প্রশ্নকারিণীকে দেখা গেল না; কিন্তু তার হাতের রঙে, গঠন মাধুর্যে ও গলার সুমিষ্ট স্বরে যুবক এমনই বিমোহিত, বিহ্বল, অভিভূত হয়ে পড়ল যে, সে মুহূর্তের জন্য তার গন্তব্য স্থানের কথা বলতে ভুলে গিয়ে নির্বাক নিষ্পলক নেত্রে সেদিকে তাকিয়ে থেকে বোধ হয় এই কথাই ভাবছিল—"এমন সুন্দর রঙ যার, এমন সুন্দর স্বাস্থ্য যার, এমন মধুর গলা যার, তার মুখখানা দেখতে না জানি কত সুন্দরই হবে!"

"কই? বলুন কোথাকার টিকিট?"

প্রশ্নকারিণীকে এবার সম্পূর্ণরূপে জানালায় দেখা গেল। হ্যাঁ, অতুলনীয়া সুন্দরী। মুখশ্রী একেবারে নিখুঁৎ, অনিন্দ্য! যেন বইয়ে পড়া স্বর্গের অপ্সরী! সে মুখের দিকে তাকালে অতি বিস্ময়-বিমুগ্ধিতে চক্ষু আর অন্য দিকে ফেরাতে পারা যায় না। সবচেয়ে আকর্ষণীয় তার বিশাল আয়ত নয়নোপরি ঘনকৃষ্ণ সুদীর্ঘ সুবঙ্কিম ভ্রূযুগ্ম!

যুবক সেই মুখের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বললে "টিকিট দিন।"

"কোথাকার টিকিট তাই আগে বলুন, নইলে দিই কি করে?" যুবতী যুবকের মুখের প্রতি চেয়ে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে প্রশ্ন করে। তার সুতীক্ষ্ণ স্থিরদৃষ্টিতে বিদ্যুৎপ্রভা জলজল করে ওঠে। তার উত্তল মধুর কণ্ঠ সঙ্গীতের ঝংকারে যুবকের কানে বাজে।

"দিন ব্যাণ্ডেল, না-না শ্রীরামপুর। না-না হাওড়া"

যুবক তখনও নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে নিতে পারেনি।

"হাওড়া ?" যুবতীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির স্থির সৌদামিনী যুবককে আঘাত করতে থাকে, তার কালো জোড়া ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ধনুকের মত বাঁকা দেখায়।

"হ্যাঁ, হাওড়া" যুবক ততক্ষণে সচেতন হয়ে একখানা একশত টাকার নোট জানালার বন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বললে, "ফার্স্ট ক্লাস দেবেন"।

"এই মুশকিলে ফেললেন, একশো টাকার নোটের চেঞ্জ এখন এত সকালে কোথায় পাব ? দিন্ খুচরো দিন!" যুবতী বিব্রত কণ্ঠে বললে।

"থাকলে তো দিতুম! সবই একশো টাকার নোট। কোনও উপায় নেই! দেখুন একটু দয়া করে, কষ্ট করে, হয়ে যাবে। একটু তাড়াতাড়ি করুন, গাড়ী এক্ষুণি ছেড়ে দেবে! এ ট্রেন ফেল করলে আমাব—ভীষণ ক্ষতি হবে!"

যুবকের চক্ষে সনির্বন্ধ অনুরোধ।

বিশিষ্ট যাত্রী বলে যুবতীও সচেষ্ট হয়। সে টিকিটটা আগিয়ে দিয়ে ক্যাসে অনুসন্ধান করে বাকী টাকা গুণতে থাকে। সাধারণ যাত্রী হলে এত কষ্ট সে স্বীকার করত না। নোট ফেরৎ দিয়ে বলত "বাইরের দোকান থেকে ভাঙিয়ে আনুন, এরপর গাড়ী অনেক আছে।"

যুবকের রাজপুত্রের মত রূপ ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাকেও বুঝি কিছুটা অভিভূত করেছে, তাকে খুঁজে-পেতে চেঞ্জ মেলাতে বাধ্য করেছে!

এই সময় গার্ডের বাঁশী শোনা গেল, এবং যুবক আর কালমাত্র বিলম্ব না করে টিকিটটা তুলে নিয়ে চেঞ্জের জন্য অপেক্ষা না করেই ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ীর দিকে দৌড়াল।

যুবতীর ততক্ষণে চেঞ্জ গোণা শেষ হয়ে গেছে। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল, যুবক জানালায় নেই। মুখ বাড়িয়ে দেখল যুবক দ্রুতগতিতে ট্রেনের দিকে ছুটেছে। সে মহা বিপদে পড়ল। এতগুলো টাকা নিয়ে সে এখন করে কি! লোকটা ভারী মজার তো ? টাকাগুলো ফেলে রেখেই চলে গেল!

নিকটেই রেলের ভৃত্য মহুয়াকে দেখতে পেয়ে যুবতী তাড়া দিয়ে তাকে ডাকল—"এই মহুয়া, শোন্ শোন্, শীগগির এদিকে আয়, এই টাকাগুলো নিয়ে ছুটে গিয়ে ঐ বাবুকে দিয়ে আয়! ঐ যে রে! খুব সুন্দর দেখতে! গাড়ীর দিকে ছুটেছে! ধ্যেৎ, তুই পারবি না, আমিই যাচ্ছি! তুই দৌড়ে গিয়ে গার্ড সাহেবকে একটু থামতে বল আমার নাম করে। যা যা দৌড়ে যা, ঐ বুঝি গাড়ী ছেড়ে দিলে!"

বলেই যুবতী নোটের তাড়াটা হাতে নিয়ে এক রকম ছুটেই ঘর থেকে

বেরিয়ে গেল।

কিন্তু বিধাতার বোধ হয় এই ঘটনা ঘটাবার উদ্দেশ্য ছিল। একজন ধনী ব্যবসায়ীর প্রচুর মাল উঠছিল, এবং উৎকোচ গ্রহণকারী গার্ড সাহেব মুখে বাঁশী বাজালেও হাতের পাখা নাড়ছিলেন না।

ঠিক এই সময় আর একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। এঞ্জিন চালক হাজার চেষ্টা করেও গাড়ীকে নড়াতে পারল না। এঞ্জিনের কোথায় গোলমাল হয়েছে।

মহুয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে গার্ড সাহেবকে গাড়ী ছাড়তে নিষেধ করল, যেহেতু এটা মাস্টার মশাইয়ের আদেশ! এঞ্জিন বিকল হবার সংবাদটা সে জানত না।

হঠাৎ "এঞ্জিন বিকল হয়েছে, গাড়ী ছাড়তে দেরী হবে"—রব উঠতেই স্টেশনে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। অনেক প্যাসেঞ্জার গাড়ীর কামরা থেকে নীচে নেমে এসে প্ল্যাটফরমে ঘোরাফেরা করতে লাগল, অথবা এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে জটলা করতে লাগল। এঞ্জিনের কাছে ভীড়ই বেশী। অফিসে যাদের দায়িত্বপূর্ণ কাজ, তারা গাড়ীতে বসে অস্বস্তি উদ্বিগ্নতা বোধ করতে থাকে, আর যাদের দায়িত্বের বালাই নেই, তারা প্রফুল্লচিত্তে প্ল্যাটফরমময় ঘুরে বেড়াতে থাকে। গাড়ী যখন যাবে, যাবে। বলতে গেলে একরকম 'নিশ্চিন্ত' অবস্থা তাদের।

এদিকে যুবতী খুঁজতে খুঁজতে গাড়ীর ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। দেখে যুবক একাকী ওদিকের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের প্রান্তরের দিকে নিবিষ্ট চিত্তে চেয়ে আছে—যেন প্রকৃতির রূপে ধ্যানমুগ্ধ দর্শক! এতগুলো টাকা যে অন্যত্র ফেলে রেখে গাড়ীতে এসে উঠেছে, তা নিয়ে মনে চিন্তা, চাঞ্চল্য বা উদ্বিগ্নতার লেশমাত্র নেই!

"আপনার চেঞ্জটা নিন্"—যুবতী ডাকল।

যুবক পিছন ফিরে তাকাল না। বোধ হয় সে যুবতীর ডাক শুনতে পায়নি। এমনি আপন চিন্তায় মগ্ন বিভোর সে। সে যেমনি দাঁড়িয়েছিল তেমনি বাহিরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"শুনছেন? আপনার টাকাটা নিন্"—যুবতী অপেক্ষাকৃত জোর গলায় বললে।

যুবক এবার ফিরে তাকালে। যুবতীর কথা তার কানে গেছে। সে ওদিক থেকে এদিকে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ নেত্রে যুবতীকে দেখতে থাকে—বিমুগ্ধ বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টি! মুখে কোন কথা নেই, চক্ষে পলক পড়ছে না!

তাকে ওভাবে তাকাতে দেখে যুবতী মনে মনে বেশ লজ্জা অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। সে যুবকের প্রতি চকিত ভর্ৎসনাপূর্ণ কটাক্ষ হেনে বললে "অমন হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছেন? মেয়েমানুষ কখনো দেখেন নি? নিন্ টাকাটা ধরুন।"

যুবতী নোটশুদ্ধ হাতখানা বাড়িয়ে ধরল।

যুবক নোটগুলোর দিকে তাকালও না। যুবতীর কথাগুলো তার কানে গেছে বলে মনেই হল না। সে যেমন যুবতীর দিকে তাকিয়েছিল, তেমনি একভাবেই একদৃষ্টেই তাকিয়ে রইল। ক্ষণকাল পরে বিস্মিত কণ্ঠে বললে—"মাই গড্! আপনিই আমাকে টিকিট দিলেন? না? জানালায় আপনাকেই ত আমি দেখলুম? আপনার কথাই আমি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলুম। সত্যি বলছি বিশ্বাস করুন। বাঃ, কি অদ্ভুত সুন্দর দেখতে আপনি! তেমনি মিষ্টি আপনাব গলা! বাস্তবিক বলছি আপনাব মত এমন অপরূপ রূপবতী মেয়ে আমি এ পর্যন্ত একটিও দেখিনি—আপনাকে দেখে আমার কবিতায় বলতে ইচ্ছা কবছে—"

যুবক একটা কবিতার উল্লেখ করবার চেষ্টা করতেই—যুবতী তেড়ে বাধা দিয়ে ওঠে—"রাখুন আপনার কবিতা, টাকা ফেলে বেখে এসেছিলেন, দিতে এসেছি। অনেক কাজ পড়ে আছে, আপনার কবিতা শোনবার সময় নেই! নিন্ ধরুন টাকাটা!"

যুবতী হাত বাড়িয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। তার তীব্র স্থির দৃষ্টি যুবককে বিঁধতে থাকে।

যুবকের এতক্ষণে হুঁশ হয়। সে গভীর বিস্ময়ের স্বরে বলতে থাকে "আরে কি মুশকিল! আপনি আবার ঐ টাকাগুলো কষ্ট করে বয়ে নিয়ে এসেছেন? আপনার দুর্ভোগ ত কম নয়!"

যুবতী বললে "কি করি বলুন; হিসাব মেলাতে গিয়ে এ টাকাটা রাখবো কোথায়? আর পরের দ্রব্য না বলে নিলে চুরি করা হয়! অতএব—"

বলে যুবতী তার সুন্দর বড় বড় টানা টানা চোখ দিয়ে যুবককে এক ঝলক দেখে নিয়ে বললে—"আপনি খুব বড়লোক না? এতগুলো টাকা ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত মনে চলে যাচ্ছিলেন? আর কেউ হলে অন্তত টাকাটা ফেরত নিয়ে পরের গাড়ীতেই যেত!"

যুবক বেশ সুস্থির নিশ্চিন্তের ভাব দেখিয়ে বললে "কেন? পরে যে কোনদিন এসে আপনার কাছ থেকে টাকাটা চেয়ে নিতুম।"

"কিন্তু আমি যদি বলতুম—আপনি আমাকে নোট দেননি ? যদি অস্বীকার করতুম ?"—যুবতীর কালো চোখে কৌতুকের বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

"তা"—যুবক একটু ইতস্ততঃ চিন্তা করে বলে—"টাকাটা অপাত্রে পড়ত না! তার একটা সদ্গতি হত!"

"তার মানে ? কি বলতে চান আপনি ?"—যুবতীর কৌতুক হঠাৎ রোষচাপা কৌতূহলে রূপান্তরিত হয়। সে তার দৃষ্টি যুবকের মুখের উপর হাত না সরিয়ে উত্তরের অপেক্ষা করতে থাকে।

"মানে, টাকাগুলো আপনার প্রসাধন কার্যে অর্থাৎ রূপসজ্জায় লাগাতেন; যেমন—সাড়ী, স্নো, পাউডার, সাবান, গন্ধতেল, এসেন্স, কিউটেক্স, লিপষ্টিক্ ইত্যাদি—" যুবক মন্তব্য করে। "আপনি অপরিসীম সুন্দরী, তায় আধুনিকা বলে মনে হচ্ছে—"

বলে যুবক আপন খেয়ালে বলে চলে—

"ধর দেবি, মোহিনী মূরতি—
সাজাই ও বরবপু আনি নানা প্রসাধন—
মুখে দেব লোধ্ররেণু, কপোলে সুষমা—
ললাটে চন্দন পঙ্ক, নয়নে কাজল—"

যুবক ঝোঁকের মাথায় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, যুবতী সজোরে সরোষে বাধা দিল—"থামুন—।" তারপর যুবকের চোখের উপর চোখ রেখে ঈষৎ রোষ ভৎর্সনামিশ্রিত কণ্ঠে বললে—"বটে, আমি আপনার উপকার করলুম, আর তার পরিবর্তে আপনার এই ব্যবহার! আমি আপনার উপহাসের পাত্র? জানেন আমি কে?"

যুবতীর রকম দেখে যুবক হঠাৎ ভয় পেয়ে সচকিত হয়ে বিনয়পূর্ণ কণ্ঠে বললে—"না না, উপহাস আমি করিনি! বিশ্বাস করুন আপনি। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে অজান্তে কথাগুলো বেরিয়ে গেছে! রূপের মাধুরী দেখে ভাবুকের বা বিমুগ্ধের মনে প্রশংসার উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি যা হয় আর কি! এতে এতটুকু অন্যায় উদ্দেশ্য আমার নেই! বেশ, আপনি যখন এটা পছন্দ করছেন না, তখন দোষ স্বীকার করছি! ভবিষ্যতে আর এরকম হবে না, মার্জনা করুন!"

যুবক হাত জোড় করে সৌজন্য প্রকাশ করতে থাকে।

"নিন্ টাকাটা ধরুন"—যুবতী টাকাটা বাড়িয়ে ধরে।

যুবক কিন্তু টাকা নিতে হাতও বাড়াল না, কোন আগ্রহও প্রকাশ করলে না।

যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। মুখেও কোন কথা বললে না।

তার রকম দেখে যুবতী অধৈর্য হয়ে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললে—"কি হোলো? আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো? আচ্ছা মানুষ তো দেখছি—"

যুবতী অতিষ্ঠ হয়ে সময় গোণে, অথচ সৌজন্য ভুলে নোটগুলো গাড়ীর মধ্যে যুবকের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েও চলে যেতে পারে না।

যুবক একটু ইতস্ততঃ করে বলে—"একটা কথা ভাবছিলুম, অনুরোধ করব যদি রাখেন—যে ভয়ানক রাগী লোক আপনি! ভয় হয়—"

"কি বলুন?"—যুবতী তাগিদ দেয়। তার যেন আর দাঁড়াবার মুহূর্তমাত্র সময় নেই। শুধু যুবকের মুখ থেকে কথাটা শোনবারই যা অপেক্ষা!

যুবক একটু ইতস্ততঃ করে বললে—"বলছিলুম কি, ও টাকাটা আপনার কাছেই থাক। ওটা আমার আর প্রয়োজন নেই। ওটা আমাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের নিদর্শন হোক।"

যুবতী আবার যুবকের চোখে চোখে চাইল। ভর্ৎসনার বিদ্যুৎ হেনে গম্ভীর মুখে বললে—"টাকা দিয়ে অজানা মেয়েছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর মানে বোঝেন?"

যুবক একটু চুপ করে থেকে ব্যাপারটা বুঝে বললে—"মাপ করবেন, অন্যায় হয়েছে, না বুঝে প্রস্তাব করেছি।"

"নিন্ টাকাটা ধরুন"—যুবতী হাত বাড়ায়।

যুবক টাকাটা নিয়ে তৎক্ষণাৎ বুক পকেটে ফেলে দেয়।

"টাকাটা গুণে নিন্"—যুবতী বলে।

"গুণতে হবে না, গুণতে হবে না, আপনাকে আবার অবিশ্বাস!" বলে যুবক রুমাল দিয়ে ঘাড়ের ও কপালের ঘাম আলতো করে মুছতে মুছতে যুবতীর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—"আচ্ছা আপনি কি স্টেশন মাস্টারের—"

যুবতী যে কে যুবক জানতে চাইছে বুঝে, তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই যুবতী উত্তর করলে—"আমিই স্টেশন মাস্টার।"

"আপনিই স্টেশন মাস্টার! অর্থাৎ মেয়ে! মাই গড্!"

যুবক সোচ্চারে সবিস্ময়ে যুবতীর মুখের পানে চেয়ে থাকে।

তার বিস্ময়ের পরিমাণ দেখে যুবতী বলে "কেন, মেয়ে অফিসার আপনি কখনো দেখেন নি?"

"দেখব না কেন, তবে মেয়ে স্টেশন মাস্টার আমি এই প্রথম দেখলুম। সত্যি,

ভারী আশ্চর্য লাগছে আপনাকে! আমি মনে করেছিলুম আপনি স্টেশন মাস্টারের মেয়ে-টেয়ে এই রকম কিছু একটা হবেন!"

বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে যুবতীকে দেখতে দেখতে যুবক মন্তব্য করে।

"না"—বলে যুবতী এবার চলে যেতে গিয়ে মনে পড়ায়, হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে তার রিষ্টওয়াচে দম দিতে থাকে। তার অপূর্ব সুন্দর স্বাস্থ্যপুষ্ট হাতের মণিবন্ধে সোনার ঘড়ির সোনার ব্যাণ্ডটা ম্যাচ হয়ে বসে গিয়ে ভারী অদ্ভুত মানিয়েছে! তেমনি সৌন্দর্য ও গাম্ভীয তার সুন্দর মুখে। যুবক মুগ্ধ অপলক নেত্রে যুবতীকে দেখতে থাকে। সকালের সূর্যের সোনার আলো তার মুখে সর্বাঙ্গে লাবণ্য ঢেলে দিচ্ছে!

হঠাৎ একরাশ সদ্য ফোটা লাল কৃষ্ণচুড়া ফুল দম্‌কা হাওয়ায় গাছ হতে ঝরে যুবতীর গায়ে মাথায় পড়ল ও কতকগুলো ফুল তার সুবিন্যস্ত বিশাল কবরীতে আটকে গিয়ে অগ্নিদীপ্তি বিচ্ছুরিত করতে লাগল।

যুবক দেখে একেবারে আত্মভোলা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উল্লসিত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল—"ব্রেভো, ব্রেভো, অতি চমৎকার! আপনাকে দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? আমার মনে হচ্ছে স্বর্গের নন্দনকানন থেকে সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী অপ্সরা স্বয়ং উর্বশী অপরূপ পুষ্পসাজে সজ্জিতা হয়ে মর্তে নেমে এসে একেবারে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে! কি সুন্দর যে আপনাকে দেখাচ্ছে তা কি বলব! যে ছবি আঁকতে জানে তারই আজ আপনাকে দেখে লোভ হবে! অথবা ক্যামেরা থাকলে "ক্লিক্—"

যুবক ফটো তোলবার পোজ নিয়ে মুখে অদ্ভুত শব্দ করল। সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে উঠল—

"কবরীতে শোভে পুষ্প কিবা মনোহর—
সারা অঙ্গে রূপ নাহি ধরে—
দেখিতে দেখিতে মন মোহে জরজর—
কেমনে পাইব বল তারে—"

এই পর্যন্ত বলেই যুবকের হঠাৎ হুঁস হয়, সম্বিত ফিরে আসে। সে তটস্থ প্রকৃতিস্থ হয়ে সসংকোচে শশব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে—"এই যাঃ ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে! মনে ছিল না! দেখুন—মাপ করবেন!"

লজ্জায় যুবতীর সারা মুখ একেবারে সিঁদুরের মত টকটকে লাল হয়ে ওঠে। রূপের ব্যাখ্যায় যে-কোন সুন্দরী মেয়েকে প্রশংসার সর্বোচ্চস্তরে বা শিখরে স্থাপিত

করলে সে মনে মনে প্রশংসাকারী, তা সে পরিচিতই হউক, অথবা অপরিচিতই হউক, তার প্রতি খুশী না হয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু এখানে যুবতী অন্য পথ ধরল। নিমেষে আত্মসংবরণ করে ভর্ৎসনা ভ্রূকুটীপূর্ণ নেত্রে যুবকের মুখের দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললে—"দেখুন, এ রকম করে বারবার আমাকে অপ্রতিভ করা কি আপনার—উচিত হচ্ছে! টাকা ফেলে রেখে চলে এসেছিলেন, দিতে এসেছি, এতে উপকারের জন্য কোথায় আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ভদ্রতা প্রকাশ করবেন, না তার পরিবর্তে আমাকে নিয়ে কবিতা, গান, রসিকতা আরম্ভ করে দিলেন! উর্বশী অপ্সরা শ্রেষ্ঠা অসাধারণ সুন্দরী হলেও সে চারিত্রিক নিন্দিতা! আপনি আমাকে কোন্ সাহসে তার পর্যায়ে ফেললেন? আর পথে ঘাটে রাস্তায় বা কোন জায়গায় অপরিচিতা সুন্দরী মেয়ে দেখলেই বিনা ঘনিষ্ঠতায় তার রূপের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত সোচ্চার হয়ে উঠতে হবে, তাকে গায়ে পড়ে কবিত্ব করে, গান গেয়ে শোনাতে হবে, তার ছবি আঁকবার, ফটো তোলবার নির্লজ্জ প্রস্তাব করতে হবে, এ কেমন ভদ্রতা? আপনি আমাকে কি মনে করেছেন বলুন তো? দেখবেন? গার্ড সাহেবকে, আমার স্টেশনের স্টাফকে, এই গাড়ীর সব প্যাসেঞ্জারদের ডেকে বলে দেবো, আপনি আমায় অপমান করেছেন, অপ্রিয় পরিহাস করেছেন—আপনাকে এখুনি গাড়ী থেকে ধরে নামিয়ে দেবে!"

যুবক এবার সত্যসত্যই ক্রোধে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে থাকে—"বাঃ আচ্ছা অদ্ভুত ধরণের মেয়ে ত আপনি দেখছি! এতে আপনাকে অপমান করবার কি হল? অপ্রিয় পরিহাস করবার কি হল? আপনি ঠিক যা তাই বলতে চেয়েছি। কোনও সুন্দরী মেয়ের রূপের প্রশংসা করতে গেলে আমরা উর্বশীকেই তুলনামূলক ক্ষেত্রে সচরাচর ব্যবহার করে থাকি—তখন তার রূপটাকেই দেখি, চরিত্রকে দেখি না। এমন উপমা অনেক বইয়েতেও আছে। আর। আর কবিতা, গান, ছবি আঁকা, ফটো তোলা? ওগুলো ভাবের নির্দেশে উচ্ছ্বাস বা অভিব্যক্তি! কোন কিছু অপরূপ দেখলে দর্শক যখন একেবারে মুগ্ধ বিভোর হয় তখন সে মনের আবেগে অনেক কিছু বলে, অনেক কিছু করে! এর জন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না। বেশ, ডাকুন গার্ড সাহেব অথবা অন্যসব লোককে, দেখি তারা কি বলে?"

বলে স্পর্ধিত নেত্রে যুবক যুবতীর চোখের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

তারপর আত্মসম্বরণ করে শান্ত হয়ে বললে—"যাক্ আপনি যখন এসব পছন্দ করেন না, তখন এ নিয়ে বাগবিতণ্ডা করা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা। আমি

অপরাধ স্বীকার করছি। আগেও একবার অন্যায় করেছি। ক্ষমা করবেন।”

বলে একটু নীরব থেকে আবার আরম্ভ করল “মজা কি জানেন, 'আমার একটা ভীষণ বদভ্যাস আছে, সে স্বভাবের দোষেই বলুন অথবা খেয়ালের বশেই বলুন, আমি কোনও কিছু ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায় বিচার ক'র ভেবে চিন্তে বলতে শিখিনি! অস্বাভাবিক অত্যাশ্চর্য যা কিছু দেখি, ভাবের ঘোরে মনোভাব অকপটে প্রকাশ করে ফেলি তা সে প্রশংসনীয়ই হোক অথবা অশোভনীয়ই হোক। এর জন্যে অনেক সময় “অশোভনীয়” ক্ষেত্রে আমাকে অনেকের কাছে অপ্রস্তুতে পড়তে হয়েছে, ধমক খেতে হয়েছে, অনেকের অপ্রিয়ও হয়েছি। এ দোষটা আমার এতখানি বয়স হল কিছুতেই গেল না। নইলে, দেখুন না ফার্স্ট ডিভিসনে এম, এ পাশ করেছি, বিলেত ঘুরে এসেছি, একটা গোটা অফিস চালাতে পারি, বই লিখতে, ছবি আঁকতে পারি, খেলাধূলায়, ব্যায়াম কসরতে, শিকারেও কম যাই না, একটা আস্ত রয়েল বেঙ্গল টাইগারও সামনাসামনি দাঁড়িয়ে মেরেছি, কিন্তু ঐ এক দোষ, বুঝে বিবেচনা করে কথা বলতে শিখিনি! বেফাঁস কথা বলে বিভ্রাট বাধিয়ে বসি! এই সেদিন দেখুন না মামাতো বোনের বিয়েতে গেছি, সে বিয়ের কনে সেজেছে, অদ্ভুত দেখতে হয়েছে, একঘর লোকের সামনে বলে ফেললুম “কিরে মালতি, বিয়ের কনে সেজে তোকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে রে? মনে হচ্ছে আমিই তোকে বিয়ে করে ফেলি!” ব্যাস্, মা, মাসী, পিসী, খুড়ী, জ্যেঠী, মামী, সবাই মিলে আমাকে মারে আর কি! এই রকম অনেক কিছু খেয়াল বশে মধ্যে মধ্যে করে বসি বা বলে বসি, যার জন্য অনেক ক্ষেত্রে আমাকে ভর্ৎসনা সহ্য করতে হয়। আমার মা-বাবা আমার এই স্বভাবের জন্য আমার কি ডাকনাম দিয়েছে জানেন?”—

বলে যুবক কয়েক মুহূর্ত যুবতীর কৌতূহলাক্রান্ত চোখের দিকে চেয়ে থেকে বললে—“ক্যাব্‌লা—”

যুবতী হাসি গোপন করে বললে “তাই নাকি?”

ভদ্রলোক যে শিশুর মত সরল অনেকক্ষণ আগেই সে বুঝতে পেরে তার সঙ্গে ছদ্ম গাম্ভীর্যে কপট ভর্ৎসনার অভিনয় করছিল।

“ও বন্দুকটা আপনার বুঝি? আপনি বন্দুক ছুঁড়তে পারেন?—যুবতীর মুখে চোখে চাপা হাসি ও কৌতুকের ঝিলিক খেলে যায়।

যুবক কিছুক্ষণ অগাধ বিস্ময়ে যুবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে “বন্দুক ছুঁড়তে পারি না মানে? তবে কি বন্দুকটা লোক-দেখানো বয়ে বেড়াচ্ছি?

জানেন, আমার মত শিকারী এ তল্লাটে নেই। কাল গঙ্গার ওপারে আমার এক বন্ধুর বাড়ী পাখী শিকারে গিয়েছিলুম। কি খেয়াল গেল নৌকা করে এপারে এলুম। একটু আগেই বলেছি গভীর জঙ্গলে সামনাসামনি প্রকাণ্ড রয়েল বেঙ্গল টাইগারও মেরেছি। যদি কখনো আমাদের বাড়ী যান, দেখবেন কতবড় বাঘছাল আমার ঘরে টাঙানো আছে।"

"কি জানি, আপনাকে দেখলে কিন্তু ওসবের কিছুই মনে হয় না। ঠিক যেন কেমন গোবেচারা ভালমানুষের মত, কেমন যেন—"

যুবতীর মুখে চোখে কৌতুক এবারে উপচে ওঠে।

যুবতীর চোখ থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে যুবক নিজেকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বললে "আচ্ছা, সত্যিই কি আমাকে একেবারে ভালমানুষ ভ্যাব্‌লা ভ্যাব্‌লা ক্যাব্‌লা ক্যাব্‌লা দেখায়? আমি ফিজিক্যালি কত স্মার্ট জানেন? দেখবেন আমি বন্দুক ছুঁড়তে পারি কিনা? আমার কি রকম অব্যর্থ লক্ষ্য দেখবেন?" বলেই যুবক সাঁ করে বন্দুকটা তুলে নিয়ে ওদিকের দরজায় গিয়ে বাইরের দিকে একটা নারকেল গাছের মাথার দিকে তাক্ করে দাঁড়াল।

যুবতী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে ওঠে—"এই এই, ওকি করছেন? পাগলা নাকি আপনি? এখুনি সব লোক ছুটে আসবে! বন্দুক ছুঁড়বেন না, ছুঁড়বেন না। আপনি বন্দুক ছুঁড়তে পারেন জানা কথা। আমি আপনাকে ঠাট্টা করছিলাম।"

"আপনাদের আলাপ শেষ হয়েছে? গাড়ী ছাড়তে পারি? এটা অফিস ট্রেন, অনেক লেট হয়ে গেছে।"—গার্ড সাহেব এসে অদূরে দাঁড়ালেন. তাঁর চক্ষে ভ্রূকুটি: মুখে অসাধারণ গাম্ভীর্য, কথায় চাপা শ্লেষ! ভাবটা এমনই যেন এরা আলাপ করে ট্রেনটাকে অযথা বিলম্ব করিয়ে দিচ্ছে, যেহেতু খালাসি এসে কিছুক্ষণ আগে তাকে স্টেশন মাস্টারের গাড়ী থামাবার আদেশ জানিয়ে গেছে, যদিও এঞ্জিন এইমাত্র সচল হয়েছে।

যুবক একটু অপ্রতিভ বোধ করল; কিন্তু যুবতী গার্ড সাহেবকে ও তার শ্লেষসূচক সতর্কবাণীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা দেখিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললে "হ্যাঁ হ্যাঁ, ছাড়ুন! ভদ্রলোক টিকিট কেটে একশো টাকার নোটের চেঞ্জ্ তাড়াতাড়িতে ফেলে রেখে এসে গাড়ীতে উঠেছিলেন। ফেরৎ দিতে এসেছিলুম; হঠাৎ এঞ্জিনটা বিকল হয়ে যেতে সেই অবসরে এঁর সঙ্গে একটু আলাপ করে নিলুম। আর আপনিও ত দেখলুম বেশ মনের মত একটি ধনী মক্কেল পাকড়ে বেশ কিছু আদায়

করে নিচ্ছিলেন। তা আপনার কাজ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই ?"

কিল্ মারতে এসে 'কিল্' খেয়ে গার্ড সাহেব রেগে গজগজ করতে করতে প্রস্থান করলেন।

এঞ্জিন বাঁশী দিল, ট্রেন ছাড়ল।

যুবক 'নমস্কার' বলে বললে—"আর আমাদের বোধ হয় দেখা হবে না ?"

যুবতী প্রতিনমস্কার করে যুবকের চোখে চোখ রেখে মৃদু হেসে বললে "না, তবে ভবিষ্যতে খুচরো টাকা বেশী করে পকেটে রেখে দেবেন! নইলে আবার বিভ্রাট বাধবে।"

যতক্ষণ দেখা গেল উভয়ে উভয়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

প্ল্যাটফরমের প্যাসেঞ্জার যারা এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল, একবাক্যে স্বীকার করল এমন অপরূপ সুন্দর সুন্দরীর মিলন তারা এ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেনি।

কলিকাতা হতে রাত্রের শেষ কাটোয়া ট্রেন ব্যাণ্ডেল ছাড়বার জন্য বাঁশী দিয়েছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বৃষ্টির বিরাম নেই। পৃথিবীর বুকে নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় অন্ধকার। প্ল্যাটফরম হতে জনৈক ভদ্রলোক প্রথম শ্রেণীর কামরায় একাকী নিদ্রিত এক যুবককে দেখে কৌতূহলী হয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকল—"ও মশাই! শুনছেন? কোথায় যাবেন? কাটোয়া না কি?"

ভদ্রলোকের ডাকার শব্দে যুবকের ঘুম ভেঙে গেল। সে সচকিতে ও শশব্যস্ত হয়ে উঠে বসে বললে, "কেন, ভদ্রেশ্বরে? গাড়ী কোথায় এল বলুন তো?"

সে দারুণ উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠিত চক্ষে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল।

"হা হা হা, বেশ খুব মজা করে ঘুমোন! আরে গাড়ী যে ব্যাণ্ডেল ছেড়ে দিলে! ভদ্রেশ্বর ত কখন পার হয়ে গেছে! যান, এখন কাটোয়ায় গিয়ে এই রাত্রে স্টেশনের বেঞ্চে বসে মশার কামড় খান! ফার্স্ট ক্লাস আদমি, গদীমে আরামসে বৈঠা ঘুম পড়া রহা!"

বলে ভদ্রলোক নিজের হিন্দী বলার কেরামতিতে নিজেই উৎফুল্ল হয়ে আর একবার উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন।

নীলাদ্রি তাড়াতাড়ি উঠে এ্যালার্ম চেনের নিকট গিয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু চেন্ টেনেই বা লাভ কি? এখানে এই অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মধ্যে নেমে আশ্রয়হীন সে কোথায় যাবে, বা থাকবে? ভদ্রেশ্বরে ফেরবার আর ত গাড়ী নেই! তার চেয়ে এই কামরায় থাকাই নিরাপদ। কাটোয়ায় গিয়ে গাড়ীর রক্ষীদের বেশ মোটারকম বক্‌শিস দিলেই আর তারা তাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে দেবে না।

বৃষ্টি আরও প্রবলবেগে পড়তে আরম্ভ করল। বাইরে নিঃসীম অন্ধকারের বুকে নির্ণিরীক্ষ প্রান্তর মুহুর্মুহু সৌদামিনী কিরণ সম্পাতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এক বিচিত্র রহস্যপুরী বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু মনের উদ্বেগে ও আশঙ্কায় এ দৃশ্য নীলাদ্রি মন দিয়ে উপভোগ করতে পারছিল না।

বই লেখা নীলাদ্রির নেশা। অফিসের পরিশ্রমের পর গাড়ীতে বসে গল্প লিখতে লিখতে ঘোর শান্তিতে একাকী আরাম গদিতে অর্ধশায়িতাবস্থায় কখন ঘুম এসে গেছে, সেই অবসরে ট্রেন গন্তব্য স্টেশন পার হয়ে গেছে!

গাড়ী বাঁশবেড়িয়া স্টেশন ছেড়ে যখন ত্রিবেণীর মাঝামাঝি এল, তখন বৃষ্টির প্রকোপ হঠাৎ কমে গেল এবং গাড়ী ত্রিবেণী স্টেশনে প্রবেশ করবামাত্র বৃষ্টি যেন কোন্ মন্ত্রবলে একেবারে থেমে গেল! পাশের কামরা থেকে কে একজন বলে উঠল "ত্রিবেণী"।

মুহূর্তে নীলাদ্রির মনে পড়ে গেল অদ্যকার সকালের ঘটনা। আচ্ছা, এইখানে নামলে হয় না? কিন্তু যাবে বা থাকবে কোথায়? পরম রূপবতী লেডি স্টেশন মাস্টারকে আর একবার ভাল করে দেখবার দুর্দমনীয় বাসনা যেন নেশার মত তাকে পেয়ে বসল। কিন্তু এত রাত্রে কিভাবে তা সম্ভব হবে, আর সম্ভব হলেও এই ওভারক্যারেড্ হওয়ার অছিলা নিয়ে সকালের সদ্য ক্ষণিক অতি সামান্য পরিচয়টুকুকে উপলক্ষ্য করে তার সুমুখে গিয়ে দাঁড়ান আদৌ শোভনীয় বা সৌজন্যজনক হবে কিনা সে বিষয়ে তার রীতিমত ভয় বা সন্দেহ হতে লাগল।

বিধাতা পুরুষ যুবকটির মুখের দিকে চেয়ে অলক্ষ্যে আর একবার দুর্জ্ঞেয় হাস্য করলেন। গার্ড বাঁশী বাজাতে গাড়ী চলতে আরম্ভ করতেই নীলাদ্রি কোন কিছু চিন্তা না করেই হঠাৎ চলন্ত গাড়ী থেকে নেমে পড়ল।

নেমেই তার হুঁস হল কাজটা ভাল হল না। কিন্তু তখন আর কোন উপায় ছিল না। ট্রেন বেশ বেগে চলতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

চারিদিক ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন—এত অন্ধকার যে, ঘর বাড়ী, মাঠ, বন, গাছপালা; এমন কি কোলের মানুষও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। কোথাও একটু

আলোক পর্যন্ত জ্বলছিল না। সারা আকাশ জুড়ে ঘনকৃষ্ণ মেঘের যবনিকা ; সেই যবনিকার বক্ষ বা আস্তরণ বিদীর্ণ করে বহুদূরে উত্তর আকাশের কোলে মধ্যে মধ্যে অত্যুজ্জ্বল প্রভায় বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছিল, ও সেই সঙ্গে প্রচণ্ড নিনাদে বজ্র নির্ঘোষ হচ্ছিল। যে কয়জন আরোহী ট্রেন থেকে নেমেছিল, তারা সকলেই চলে গেছে। প্ল্যাটফরম একেবারে জনমানবশূন্য। সেই নিবিড় অন্ধকারের কোলে, দুর্যোগের দাপাদাপিতে, প্ল্যাটফরমে একাকী দাঁড়িয়ে, নিজের এই দুর্বুদ্ধি ও হঠকারিতার কথা চিন্তা করে নীলাদ্রির মানসিক দুশ্চিন্তার ও অস্বচ্ছন্দতার সীমা রইল না। কোন্ মুখে, কোন্ সাহসে, মাত্র 'ওভারক্যারেড্' ছাড়া, অন্য কোন সমীচীন যুক্তি বা অজুহাতের দোহাই দিয়ে, এখন সে এত রাত্রে এখানে এই সম্পূর্ণ অজানা জায়গায় এসে, মাত্র সকালের ক্ষণিকের দেখা, সম্পূর্ণ অপরিচিতা এক যুবতীর সামনে অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে গিয়ে দাঁড়াবে—যদি সে সত্যসত্যই ঐ অফিস কক্ষে থাকে ? এবং একাকী থাকে ? ক্ষণিকের আলাপে ঐ যুবতীর স্বভাব চরিত্রের যে পরিচয় সে পেয়েছে; তাতে তার কক্ষে, এই গভীর নিশীথে, যদি সে একাকীই থাকে, নীলাদ্রির আকস্মিক, বলতে গেলে, একেবারে 'অনধিকার প্রবেশ' সে কিভাবে গ্রহণ করবে ? 'ওভারক্যারেডের' গল্পটা যদি সে ইচ্ছাকৃত বলে অবিশ্বাস করে ; যদি এত রাত্রে তার নির্জন কক্ষে নীলাদ্রির অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবকে সে কোন দুরভিসন্ধী বলে মনে করে ? তার প্রতি নীলাদ্রির মোহভরা-দৃষ্টি সে ত অনুক্ষণই অনুভব করেছে! লজ্জায় দুর্ভাবনায় নীলাদ্রি বিহ্বল হয়ে পড়ল। এমন বিপদে বুঝি নীলাদ্রি জীবনে কখনো পড়েনি! অবিমৃষ্যকারিতার জন্য নীলাদ্রি নিজেকে ভর্ৎসনা করতে থাকে, ধিক্কার দিতে থাকে। আবার এটাও তার মনে হতে লাগল, এত রাত্রে এই ঘোর দুর্যোগে যুবতী যদি অফিস কক্ষে না থাকে , যদি সে তার কোয়ার্টারে চলে গিয়ে থাকে, হয়ত চলেই গেছে ; কারণ এখন তো আর গাড়ী নেই, গাড়ী সেই আগামী কাল সকালে, তাহলেও তার এই আকস্মিক খেয়াল বশে এমন দুঃসাহসী হয়ে এখানে নেমে ত কোন লাভই হল না! তখন তাকে এই স্টেশনেই কোন একটু জায়গায় ঠাঁই নিয়ে সারারাত্রি কষ্ট ভোগ করতে হবে। দুর্যোগ কাটলেও এই অজানা জায়গায় রাত্রে সে যাবে কোথায় ? দুদিন ছুটিতে সে গঙ্গার ওপারে এক বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে এসেছিল। আজ সকালে কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে সে নৌকাযোগে এই স্টেশনে এসে উঠেছিল। কিন্তু এত রাত্রে এই গভীর দুর্যোগে গঙ্গাবক্ষে সেখানে ফিরে যাওয়াও অসম্ভব। যাই হোক এত রাত্রে এখানে নামা যদি ঐ রূপসীর সহিত

দেখা বা আলাপ করাই এক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য হয়, তখন অগত্যা লজ্জার মাথা খেয়ে কাল সকাল পর্যন্ত তাকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে। ছিঃ ছিঃ! কেন সে এমন অবিবেকীতার কাজ করল? কিন্তু অফিসেও ত সে আজ সারাদিন সুস্থির হয়ে কাজ করতে পারেনি! সারাক্ষণই এই যুবতীর কথা চিন্তা করেছে—চিন্তা করেছে তার অপূর্ব সুন্দর মুখশ্রী, অনিন্দ্য রূপ আর ব্যক্তিত্ব। সবচেয়ে আকর্ষণীয় নয়ন-মনমুগ্ধকরী মনে হয়েছে তার দীর্ঘ আয়ত নেত্রের স্থিরোজ্জ্বল দৃষ্টি, বা কটাক্ষ, যা দর্শককে নিমেষে মুগ্ধ আকৃষ্ট ও অভিভূত করে! তেমনি অদ্ভুত তার ভর্ৎসনার গম্ভীর ভঙ্গী ও মার্জনার করুণা বা প্রবণতা। সবে মিলে যুবতী নীলাদ্রির কাছে এক অদম্য বিপুল বিস্ময় ও মোহ। যুবতী যদি আজ সকালে বিদায় কালে বলত 'ভাল করে আলাপ হল না, আবার আসবেন',—সে নিশ্চয়ই আজ বিকালে এসে হাজির হত। কিন্তু সে যখন তা না করে নীলাদ্রিকে একেবারেই বিদায় অভিনন্দন জানিয়েছে, তখন নীলাদ্রির পক্ষে নিজে আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন করে তার সঙ্গে এমন করে, এমন অসময়ে, এত রাত্রে দেখা করতে আসার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই অগত্যা তাকে সে আগ্রহাতিশয্য দমন করতে হয়েছিল, ভুলতে হয়েছিল। কিন্তু এখন অতি অকস্মাৎ একান্ত অজান্তে যখন এই দৈব ঘটনা অতি অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে সে মনোবাঞ্ছাপূরণে সহায়তা করল, তখন সে সুযোগ যে এতখানি দুঃসাহসে ভর করে এগিয়ে এসে হেলায় নষ্ট করে সংকল্প-সিদ্ধি না করে ফিরে যাবে? অথবা নিশ্চেষ্ট হয়ে এই জলঝড় মাথায় করে এইখানে কষ্ট করে সারারাত্রি দাঁড়িয়ে থাকবে? বিদেশী রাজার তনয় রোমিও বৈরী তনয়া জুলিয়েটকে গোপন বেশে নৃত্যসভায় দেখে ক্ষণিক আলাপ করে মুগ্ধ হয়ে সেই মোহের বশে ধরা পড়ে—প্রাণদণ্ড হবে জেনেও মরীয়া দুঃসাহসী হয়ে একাকী রাজবাড়ীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে রাজোদ্যানে অনধিকার প্রবেশ করে জুলিয়েট্‌কে আর একবার দেখবার জন্য তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। তবে নীলাদ্রি এত কাণ্ড করে এই দুর্যোগ মাথায় করে এখানে এত রাত্রে নেমে আকাঙ্ক্ষা পূরণ না করে ফিরে যাবে? না, প্রয়োজন হলে নীলাদ্রি এইখানেই সারারাত্রি কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থেকে প্রভাত হলে যুবতীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করে, সম্ভব হলে, তার সঙ্গে আলাপ করে তবে যাবে।

নীলাদ্রি ধীরে ধীরে দৃঢ়চিত্ত হয়।

আবার প্রবল বেগে নামল বৃষ্টি। নীলাদ্রি সরে এসে কিছুদূরে ছাউনির তলায় দাঁড়াতেই দেখতে পেলে অদূরে অফিস কক্ষে তখনও আলো জ্বলছে।

কৌতূহলবশে এগিয়ে গিয়ে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল, ঘরের মধ্যে একাকী বসে সে-ই যুবতী তখনও কাজ করছে।

নীলাদ্রি অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করল। পরে সমস্ত লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়, দুর্বলতা সবলে পরিত্যাগ করে দৃঢ়পদক্ষেপে সশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বললে—"নমস্কার—"

সঙ্গে সঙ্গে কবিতা আওড়াল—

"বসিয়া আপন মনে,
একাকিনী নিরজনে,
ব্যাপৃতা রয়েছ নিজ কাজে।
গগনে গরজে মেঘ,
বায়ু বহে মহা বেগ,
অশনির রুদ্রবীণা বাজে।"

"তারপর চিনতে পারছেন? না ভুলে গেলেন?"

নীলাদ্রি সরাসরি যুবতীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

চমকে উঠে সুমিত্রা মুখ তুলে চাইল। সকালের দেখা সে-ই ভদ্রলোক!

কিন্তু ঘটনাটা এমনই অপ্রত্যাশিত, এমনি বিস্ময়কর, যে বিশ্বাস করতে মন চায় না। সে প্রচণ্ড বিস্ময়ে কাজ বন্ধ রেখে নীলাদ্রির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভয়ও যে হল না তা নয়; কারণ এত রাত্রে এই প্রাকৃতিক ভীষণ দুর্যোগে ঘরে আর কেউ ছিল না। তাছাড়া ভদ্রলোক প্রকৃতিস্থ ত? যে মুডে কথা বলছে! তবে ওর স্বভাবটা তার জানা। সকালে বুঝেছে। কিন্তু তাহলেও এমন অসময়ে ওর এখানে আবির্ভাব—।

সুমিত্রা সতর্ক হয়।

মুহূর্তে আত্মসম্বরণ করে সুমিত্রা বললে—"নমস্কার! আপনি?"

"খুবই আশ্চর্য হয়ে গেছেন, নয়? ভয়ও যে খুব পেয়েছেন তা আপনার মুখ চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সত্যি, আবার যে আমাদের দেখা হবে কল্পনারও অতীত! কি বলেন?"

নীলাদ্রি সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েই থাকে।

সুমিত্রার মুখ চোখ থেকে বিস্ময়ের চিহ্ন তখনও অপসৃত হয়নি। সে কাজ বন্ধ রেখে নীলাদ্রির মুখের দিকে চেয়েই বললে—"তা না হয় হল, কিন্তু আপনি কোথা থেকে এত রাত্রে? আজ সকালে ছাড়া আপনাকে কোনদিন দেখেছি

বলে ত মনে হচ্ছে না?"

"কি করে দেখবেন বলুন? শিকার করতে ত কোনদিনই এদিকে আসিনি, আর জানতুমও না যে, এখানে এমন একটি সুন্দর শিকার আছে।" নীলাদ্রি বলে ওঠে।

"কি রকম?"—সুমিত্রার চক্ষে প্রচণ্ড কৌতূহল, বিপুল বিস্ময়! সে একদৃষ্টে নীলাদ্রিব মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

নীলাদ্রির এতক্ষণে হুঁস হয়। খেয়ালের বশে সে এমন একটা মন্তব্য করেছে, যার অন্যদিক দিয়ে একটা অশ্লীল মানে আছে। কোথায় সে ওভার-ক্যারেডের অজুহাত দেখিয়ে এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ ঘনিষ্ঠতর করবে, না তাকে উপলক্ষ্য করে এক গোপন অশ্লীল পরিহাস। তার স্বভাবের দোষই এই রকম! তবে রহস্যের নিগূঢ় অর্থটা ভদ্রমহিলা হয়ত বুঝতে নাও পেরে থাকবেন। তাই সে চট্ করে জবাব দিলে—"কেন, আপনি শোনেন নি, আজ ক'দিন থেকে একটা প্রকাণ্ড বাঘ এসে ঐ উত্তরদিকেব মাঠের জঙ্গলটায় লুকিয়ে আছে? গ্রামের গরু বাছুর মারছে? মানুষেরও ক্ষতি করবে! ওটাকে মারবার জন্যই ত আমার এত রাত্রে এখানে আসা! সকালে ঠাট্টা করেছিলেন বন্দুক ধরতে পারি কিনা? এবার দেখিয়ে দেবো আমার শিকার করবার ক্ষমতা কতখানি!"

নীলাদ্রি মনে মনে স্বস্তি অনুভব করে। হাঁ, ব্যাপারটা সে ভারি চমৎকার সামলে নিয়েছে! তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আছে। ভদ্রমহিলার মনে আর কোন সন্দেহ রইল না, যদি সন্দেহ সত্যই তাঁর মনে উঁকি দিয়ে থাকে। নইলে, ব্যস্! যে রকম আত্মমর্যাদাশীল রাশভারী প্রকৃতির মেয়ে, তার পরিচয় আজ সকালেই সে পেয়েছে, এখুনি হয়ত কি কাণ্ডই না ঘটত। তার উপর বলতে গেলে এই দুর্যোগে এই দুঃসময়ে এই নির্জন ঘরে তার আবির্ভাব ও অন্তর্গূঢ় বিশ্রী মন্তব্য, যা শুধু ঠাট্টা করে অতি ঘনিষ্ঠ নিকট আত্মীয়াকেই বলা চলে! সুমিত্রা নীলাদ্রির মুখ হতে আকস্মিক বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টি অপসারিত না করেই বলে, "মাঠের মধ্যে আবার জঙ্গল কোথায়? শুধু ত ফাঁকা মাঠ?"

নীলাদ্রি প্রমাদ গোণে। তার মুখ শুকিয়ে যায়, হৃৎকম্প হতে থাকে। অবশেষে সে যথাসাধ্য আত্মসমর্থনে নিজ দোষখালনে মরীয়া হয়ে বলে ওঠে—

"বাঃ কে বললে ফাঁকা মাঠ? অত বড় জঙ্গল রয়েছে দেখলুম! আপনি দেখেন নি তাই ও-কথা বলছেন। বাঘ লুকিয়ে থাকবার মত বেশ খানিকটা জঙ্গল।"

সুমিত্রা এবার হাসল। মিথ্যাবাদীকে জ্ঞান দেবার, সতর্ক করবার অসন্তোষপূর্ণ গম্ভীর হাসি। বললে—"আমি দেখিনি? রোজ সকালে ও বিকালে ও-মাঠে বেড়াতে যাই! খালি ত ফাঁকা মাঠ। জঙ্গলের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই।" সে নীলাদ্রির মুখ হতে দৃষ্টি নামায় না।

আত্মপক্ষ সমর্থনে অসমর্থ নীলাদ্রি। অপ্রতিভ হয়ে বোকার মত সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সুমিত্রা বেশ কিছুক্ষণ ধরে নীলাদ্রিকে দেখে নেয়। তারপর বলে—

"বাঃ, বেশ আজগুবি গল্প বানাতে পারেন ত? সাহিত্যিক কিনা! অথবা আপনার কাছে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ আছে নাকি? মাঠটাকে রাতারাতি বন বানিয়ে রেখে এসেছেন? কাল সকালে বেড়াতে গিয়ে দেখব মাঠের মাঝে বিরাট বন, আর সেই বন থেকে আপনি বেরুচ্ছেন বীর শিকারীর বেশে, হাতে বন্দুক, কাঁধে এক মস্ত বড় মরা বাঘ।"

"সেই অবস্থায় আপনার একটা ফটো নেওয়া হবে।" সুমিত্রা হঠাৎ হেসে ফেলে আবার গম্ভীর হবার চেষ্টা করে।

নীলাদ্রি ত ধরা পড়েইছে, এক্ষণে সুমিত্রাকে হাসতে দেখে সাহস পেয়ে বললে —"মিথ্যা কথা বলেছি, মার্জনা চাইছি। শিকার আমার পেশা হলেও এত রাত্রে এখানে এসেছি আজ সকালবেলাকার আলাপের টানে।"

সুমিত্রার ভাবান্তর ঘটে। তার দুই চক্ষু হঠাৎ ক্রোধে ভর্ৎসনায় দপ করে জ্বলে ওঠে। সে অতি উচ্চৈঃস্বরে, অতি উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে থাকে— "সেই সামান্য আলাপের টানে কোন ভদ্রলোক এত রাত্রে সম্পূর্ণ অপরিচিতা একাকী এক ভদ্রমহিলার ঘরে অনধিকার প্রবেশ করে তাকে কুৎসিত ব্যঙ্গ করতে দুঃসাহসী হয় না! আপনার বেয়াদপি অসহ্য! আপনার অপরাধ অমার্জনীয়!"

সুমিত্রার ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনাদীপ্ত উচ্চ কণ্ঠস্বর সারা ঘরময় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

নীলাদ্রি স্তম্ভিত, অপ্রতিভ, লজ্জিত হয়ে অধোমুখে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। সে ইচ্ছা করল তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে যায়, কিন্তু পারল না, পা দুটো যেন ভারী পাথর হয়ে মেঝেয় আটকে রইল। তবুও সে মনে মনে এর তীব্র বুদ্ধির তারিফ না করে থাকতে পারলে না। তার ভয় হোল, যে ভীষণ অন্যায় অভদ্রতা সে করেছে, তাতে উনি হয়ত এখুনি লোক ডেকে তাকে অপমান করে

ঘর থেকে বার ক'রে দেবেন। কিন্তু তবুও সে নড়ল না। এ যেন ঠিক এক সাধু ব্যক্তির চুরি করতে এসে ধরা পড়ে শক্তি প্রয়োগে পালাবার চেষ্টা না করে গৃহস্বামীর সমীপে দাঁড়িয়ে শাস্তি গ্রহণের নির্ভীক অপেক্ষা!

সুমিত্রার স্বর তখন ক্রুদ্ধ ঝংকারে ধ্বনিত হয়ে চলেছে—

"আপনি শিকারী? বাঘ শিকার করতে এসেছেন? আপনার বন্দুক কই? বাইরে রেখে এসেছেন বুঝি? কিন্তু জানেন না, শুধু হাতে বাঘ শিকার করতে এলে শিকারীরই বিপদ ঘটে? ঠিক তাই না?"

নিরুপায় দোষী নীলাদ্রি নীরবে দাঁড়িয়ে ভর্ৎসনা অপমান সহ্য করতে থাকে। এই নির্জন ঘরে এত রাত্রে তার মত একজন বলীয়ান পুরুষের সামনে ওই মেয়েটির তেজ, অকুতোভয়তা দুর্জয় সাহস দেখেও সে যৎপরোনাস্তি স্তম্ভিত হয়।

নীলাদ্রিকে একেবারে নীরব নিশ্চেষ্ট দেখে, উত্তর করতে না দেখে সুমিত্রা কিছুটা শান্ত হয়ে অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বলে—"আজ সকালে আলাপের সময় মনে হয়েছিল আপনার মত সরল শিক্ষিত ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নেই; কিন্তু এখন দেখছি আপনার মধ্যে শয়তানও লুকিয়ে আছে, পাপ বাসা বেঁধে আছে! পৃথিবীতে মানুষ চেনা ভার! কি বলেন? ঐ যে কি নাম আপনার? 'ক্যাবলা'—ক্যাবলাবাবু?"

সুমিত্রার রোষ-গম্ভীর মুখ হঠাৎ হাস্যোৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

নীলাদ্রি এবার ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে। সে উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে—"বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি কোন অসদুদ্দেশ্য নিয়ে আপনার ঘরে প্রবেশ করিনি—এমন নীচ, হীন, অশ্লীল প্রবৃত্তি কোনদিনই আমার নেই। ট্রেনে ওভারক্যারেড হয়ে এখানে নেমেছি। দারুণ দুর্যোগে বাইরে দাঁড়াতে না পেরে আপনার ঘরে আলো জ্বলছে দেখে ভেতরে ঢুকেছি। কথাটা অসাবধানে মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। আমি ভেবে কিছু বলি না। ওটা আমার স্বভাবের দোষ। আপনি বিশ্বাস করুন।"

নীলাদ্রি আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু দারুণ ক্রোধে ও অপমানে তার বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুলতে লাগল। তবুও সে ঐ মেয়েটার দুর্দান্ত সাহস, তাকে অবজ্ঞা করবার স্পর্ধা দেখে মনে মনে স্তম্ভিত না হয়ে থাকতে পারলে না।

সুমিত্রা সচকিত হয়ে নীলাদ্রির অবনমিত মুখের দিকে তাকিয়ে একমনে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। লোকটা বোধ হয় সত্যি কথাই বলছে। নির্বোধ

বাচালতা প্রকাশ ওটা বোধ হয় ওর স্বভাবের দোষ। আজ সকালেও সে এর কিছু টের পেয়েছে। লোকটা যদি সত্যিই অপরাধী হত, অমন করে রেগে যেত না। নীরবে নিন্দা অপমান সহ্য করত। আর, তাছাড়া ও যদি সত্যই বদমাইস হত, অথবা যদি নেশা করে আসত কিম্বা ওর মনে কোন দুরভিসন্ধি থাকত, ত এই দুর্যোগের গভীর রাত্রে জনমানবহীন স্টেশনের এই নির্জন ঘরে একাকী মেয়েমানুষ সে, কি বিপদেই না তাকে পড়তে হত! আগে দেখে অবশ্য মনে হয়েছিল ও প্রকৃতিস্থ নয়, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সে ভয় অমূলক। কারণ, ওর এক ধম্‌কানিতে ভদ্রলোক অতবড় একজন জোয়ান পুরুষ হয়ে ভয়ে একেবারে শিশুর অধম হয়ে গেল। ব্যাপারটা চিন্তা করে সঠিক সিদ্ধান্তে এসে মনে মনে সুমিত্রার হাসি পেতে লাগল। সে একেবারে নরম হয়ে গিয়ে নীলাদ্রির মুখের দিকে চেয়ে মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গীতে গম্ভীর মুখে বললে "তা এই সত্যি কথাটা আগে বলতে কি হয়েছিল? কেন এত মিথ্যার, অসভ্যতার অবতারণা করলেন? মাথাটাই একটু খারাপ আছে নয়?"

নীলাদ্রির তখনও রাগ যায়নি। সে অপমানে ফুলতে ফুলতে জ্বলতে জ্বলতে বললে "সে অপরাধের জন্য কান মলে গালে চড় দিতে কসুর করলেন না?"

সুমিত্রা আরও নরম হয়ে বললে "কি করব বলুন, অন্যায় আমি কোনদিনই সহ্য করতে পারি না, তা সে যে কেউই হোক না। বিশেষতঃ আপনার যখন এমন অভদ্র পরিহাস—"

বলে একটু পরে জিজ্ঞাসা করল—"তা ট্রেনে ওভারক্যারেড হলেন কি করে? ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নিশ্চয়ই?"

সুমিত্রাকে আবার মুখ টিপে হাসতে দেখে নীলাদ্রির রাগ আবার বেড়ে গেল। সে রুষ্টকণ্ঠে বললে "হ্যাঁ, নইলে কি আপনাকে দেখবার জন্যে এত রাত্রে এই দুর্যোগে এখানে নেমেছি?"

কথাটা রাগের বশে মিথ্যে হয়ে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু সে প্রকৃতিস্থ হয়ে আবিষ্কার করলে এই মিথ্যেটাই তাকে ঘোর দুর্নাম থেকে বাঁচালে। সে আবেগের বশে আরও বলে বসল "যাই হোক, আপনার ভয় ভাবনার কোন কারণ নেই। আমি এখুনি চলে যাচ্ছি—"

সে সত্যই চলে যাবার জন্য পা বাড়াল।

না, তার এখানে দাঁড়াবার ক্ষণমাত্র অধিকার নেই। তার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে! যে অধীর আগ্রহ ও দুরন্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এই ঘন

দুর্যোগে গভীর রাত্রের দুর্ভেদ্য আঁধারে সে এখানে নামতে দুঃসাহসী হয়েছিল শুধু আর একবার এই অপরূপ রূপবতীকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবার অভিপ্রায়ে, এবং সম্ভব হলে পূর্বের ক্ষণিক আলাপকে আরও দৃঢ়তর করে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে এবং বন্ধুত্ব মেলামেশাকে দীর্ঘায়িত করতে; কিন্তু ভাগ্যদোষে অথবা বুদ্ধির দোষে সে এমনই এক নিন্দনীয় কাজ করে বসল যে, সে তার কাছে ধিক্কৃত, একেবারে বিরাগভাজন হয়ে মুখ দেখাতে অপারগ হল। এ দুঃখ এ আপশোষ তার জীবনে যাবে না!

নীলাদ্রিকে চলে যেতে দেখে সুমিত্রা বাধা দিলে—"ও কি? জলে কোথায় চললেন? বসুন। জল থামুক, তবে যাবেন!"

কিন্তু নীলাদ্রিকে তখন আত্মমর্যাদা রক্ষার ভীষণ জেদে পেয়ে বসেছে। সে দৃঢ় অবাধ্যতা দেখিয়ে কঠিন স্বরে বলে উঠল—"না, ধন্যবাদ! মাপ করবেন।"

অতঃপর নীলাদ্রি দরজার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

সুমিত্রা এবার উদ্বিগ্নস্বরে ডাকল—"এই! এই! যাবেন না! শুনুন—"

কিন্তু নীলাদ্রি সুমিত্রার বারণ না শুনে তার কথায় কর্ণপাত না করে একেবারে দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল। সে তখন গভীর মনস্তাপে অনুশোচনায় আকুল জ্ঞানশূন্য!

বাইরে এসে কিন্তু নীলাদ্রি একপাও এগুতে পারলে না। আকাশ তখন একেবারে প্রচণ্ড বেগে ভেঙে পড়েছে! মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। সেই প্রবল বৃষ্টির ছাট্ ভীষণ ঝড়ের দাপটে উৎসারিত হয়ে এসে নীলাদ্রির মুখ চোখ কাপড় জামা রীতিমত ভিজিয়ে দিতে লাগল। ঝড়ের এত বেগ যে, তার শক্তিকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার! এই সময় হঠাৎ ভয়ানক শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলের চাঙড় আফিস ঘরের ছাদে, টিনের সেডে ও নীলাদ্রির সম্মুখের মাটিতে সশব্দে পড়তে লাগল। অন্ধকারে দেখা না গেলেও সেগুলা যে বেশ প্রকাণ্ড, শব্দে তা বোঝা গেল। এত বড় শিলের চাঙড় মাথায় পড়লে গুরুতর আঘাত পাবার সম্ভাবনা। নীলাদ্রি ঘরের মধ্যে ফিরে যাবে না। অদূরে ঐ মাথার উপরটুকু মাত্র ঢাকা চারিদিক খোলা সেডের তলায় গিয়ে কোন রকমে মাথা বাঁচিয়ে, মান বাঁচিয়ে, দাঁড়িয়ে সর্বাঙ্গ ভিজতে ভিজতে এই সমূহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিপর্যয়কে সহ্য করে, উপেক্ষা করে তার অবসানের অপেক্ষায় তাকে থাকতে হবে।

এই ভীষণ জল ঝড় ও শিলাবৃষ্টির দাপটকে উপেক্ষা করে, সেডের নীচে যাবার

জন্য পা বাড়াতে গিয়েই নীলাদ্রি থমকে গেল। চারদিক আলো করে বিদ্যুৎ ঝলসাল ও সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে বজ্রনাদ হল। মনে হোল বুঝি মাথার ওপর অফিস ঘরের ছাদে অথবা ঐ সেডের উপর বাজ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক আলো করে চোখ ধাঁধিয়ে আবার তীব্র বিদ্যুৎপ্রভা বিচ্ছুরিত হল ও সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্ণবধিরকারী শব্দ। মনে হল সামনেই বাজ পড়ে সব চুরমার করে দিলে! নীলাদ্রি সভয়ে আপন অজান্তে ঘরের দিকে পিছু হটল। আবার একটা তীব্র বিদ্যুৎ বিকীরণ। এখুনি আবার প্রাণকাঁপানো শব্দ হবে। বাজের শব্দকে নীলাদ্রির বড় ভয়। নীলাদ্রি চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে পা দিতেই আবার সেই ভীষণ আওয়াজ। সুমিত্রা দরজা বন্ধ করবার জন্য এখন একেবারে নীলাদ্রির পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। নীলাদ্রি ভীষণ ভাবে চমকে উঠে সুমিত্রার গায়ে ধাক্কা লাগিয়ে দিলে।

সুমিত্রা দরজাটা বন্ধ করে অর্গল লাগাতে লাগাতে বললে "যে বীরপুরুষ সামান্য বাজের ভয়ে অমন করে আঁৎকে ওঠে, নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না, সে বাঘ শিকার করবার বড়াই করবে কি করে? "বসুন ঐ চেয়ারটায়।"

সুমিত্রা একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলে—তাব মুখে অসীম গাম্ভীর্য, স্বরে অনুরোধ ও নির্দেশ।

দৈবঘটনা নীলাদ্রির অন্তরে পরিবর্তন ঘটায়। সে একেবারে অনেকখানি নরম হয়ে গিয়ে শান্ত গলায় বললে "বাজের শব্দে চমকায় না, এমন লোক অতি অল্পই আছে। বাজের শব্দে বৃদ্ধ, রোগী বা শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। ঘরবাড়ী কাঁপতে থাকে আর যেখানে বাজ পড়ে সে জায়গাটা অর্থাৎ ঘরবাড়ী বা গাছপালা ভেঙে চুরমার বা পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। ওটা চিরকালই ভয়ের জিনিস!"

পরে বললে "আর বাঘ শিকারের কথা উল্লেখ করলেন, ওটাও মস্ত বড় জিনিস, বিশেষ করে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বাঘকে গুলি করে মারা। ওতে দুর্দান্ত সাহসের দরকার। এমনি অনেক ক্ষেত্রে উঁচু জায়গা থেকে ভীষণ প্রকাণ্ড বাঘকে গুলি করতে অনেক শিকারীর হাত কাঁপতে থাকে, বাঘের গর্জনে বন্দুক হাত থেকে পড়ে যায়—এর প্রমাণও আছে। আমি হাজারীবাগের জঙ্গলে দুবার সামনা-সামনি বন্দুকের গুলিতে বাঘ মেরেছি—দুটোই রীতিমত প্রকাণ্ড রয়েল বেঙ্গল টাইগার। যদি কখনো আমাদের বাড়ী যান ত নমুনা দেখতে পাবেন। বাঘের গর্জনেও অনেক শিকারীর ভয়ে হৃৎকম্প হতে থাকে।"

সুমিত্রা বললে "সে যাই হোক, আমি কিন্তু চমকাইনি—আপনি লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না।"

নীলাদ্রি বললে "হতে পারে, আপনার মনোবল আমার চেয়ে দৃঢ়।"

পরে বললে "হতে পারে কেন, নিশ্চয়ই! তাছাড়া আপনি অসমসাহসীকাও!"

"একথা কেন বলছেন?" সুমিত্রা নীলাদ্রির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে।

"বলব না?"—নীলাদ্রি আবেগের ঘোরে প্রশংসাপূর্ণ কণ্ঠে বলে চলে—"এই দুর্যোগের গভীর রাত্রি, ঘরে একেলা মেয়েমানুষ আপনি, আমি একজন এতবড় ষণ্ডামার্কা পুরুষ হঠাৎ ঢুকে কত বড় বেচাল বাচালতা দেখালুম, আপনি একটুও ভয় পেলেন না, উল্টে ধমকের চোটে আমাকেই কোণঠাসা করে অপ্রতিভের একশেষ করে দিলেন। এমন কি, আমাকে অতিমাত্রায় তুচ্ছ অগ্রাহ্য বিদ্রূপ করতেও ছাড়লেন না! আপনার এই ব্যক্তিত্বের কথা, অসম সাহসের কথা আমার চিরদিন স্মরণে থাকবে।"

সুমিত্রা একটু হেসে বললে "ঠিক তা নয়, আপনি শক্তিমান ষণ্ডামার্কা পুরুষ হলেও প্রকৃতিতে একেবারে শিশু, নিরীহ ভালমানুষ! নইলে আপনি যদি দুর্বৃত্ত হতেন, তাহলে কি আমি আপনাকে ঠেকাতে পারতুম? আমাকে প্রাণপণে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হত! আপনি শিক্ষিত ও প্রকৃতিতে ভদ্র বলেই ঘোর অন্যায়ের বিরুদ্ধতার সামনে নতিস্বীকার করলেন। অবশ্য না ভেবে যা বলেছিলেন ওটা আপনার স্বভাবের দোষ। ইচ্ছা করে বলেন নি।"

নীলাদ্রি শান্ত গলায় বললে "আর আমাকে লজ্জা দেবেন না।"

নীলাদ্রির রাগ তখন গলে একেবারে জল হয়ে গেছে।

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই চুপচাপ।

সুমিত্রা এবার বলে "বসুন? দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?"

উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়ে ভাব জমতে শুরু করে।

সুমিত্রার ব্যবহারে নীলাদ্রি একেবারে আপ্যায়িত হয়ে গিয়ে বলে "এ্যাঁ; বসব?"

নীলাদ্রি ধীরে ধীরে সুমিত্রার সামনে একখানা চেয়ারের উপর বসে পড়ে। তাছাড়া আর যাবেই বা কোথায় এই প্রচণ্ড জল ঝড় আকাশ ডাকা রাত্রে, যাকে দুঃসাহস উপেক্ষা দেখিয়ে অসহ্য আক্রোশে ক্রোধে অধীর হয়ে সে অনির্দেশের পথে যাত্রা করতে উদ্যত হয়েছিল? কোথায় এখানে তার গন্তব্যস্থান?

নীলাদ্রি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। মনের জমা অশান্তি অসন্তোষ দূর হয়ে যায়। যে অপ্রিয় ঘটনা ঘটেছিল, তা যেন স্বপ্নঅলীক বলে মনে হতে থাকে। সে মনে মনে অত্যন্ত প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। তার মনস্কামনা সিদ্ধ হতে চলেছে।

সুমিত্রা কাজের মধ্যে ডুবে যায়। নীলাদ্রি বসে বসে মুগ্ধ চক্ষে তাকে দেখতে থাকে।

বাইরে তখন বৃষ্টি ঝঞ্ঝা বজ্র বিদ্যুতের প্রচণ্ড মাতামাতি। পৃথিবীর বুকে চলেছে প্রকৃতির রুদ্র তাণ্ডবলীলা। কক্ষে স্তব্ধতা' পেট্রোম্যাক্সের অত্যুজ্জ্বল আলো সুমিত্রার রক্তবসনে, কমনীয় অঙ্গে, কণ্ঠের মণিহারে মণিবন্ধের রিষ্টওয়াচের স্বুবর্ণময় বেল্টে ও দক্ষিণ হস্তের অনামিকার কণকাঙ্গুরীর সবুজ পান্নায় দীপ্তি বা ঔজ্জল্য ঢেলে দিচ্ছিল। সুমিত্রাব গাত্র অথবা কেশ হতে একটি অতি সুগন্ধ বাতাস এসে নীলাদ্রির নাকে লাগছিল।

হঠাৎ সুমিত্রা কাজ স্থগিত রেখে মুখ তুলে চাইতেই নীলাদ্রির সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল। নীলাদ্রি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

সুমিত্রা বললে "আজ খুব মুশকিলেই পড়েছেন বলুন। এখানে নেমে আজ সকালে ছাড়া আপনাকে কখনও এখানে দেখিনি। এখানে কোথাও বাড়ী হলে ট্রেনে ওভারক্যারেডের কথা ওঠে না। আপনার বাড়ী তা হলে কোথায়?"

নীলাদ্রি বললে, "বাড়ী আমাব ভদ্রেশ্বরে। কিন্তু থাকি কলকাতায়। সেখানে আমাদের বাড়ী আছে, অফিস আছে। আমার মা-বাবা সবাই সেখানে থাকেন, আমিও থাকি। আজ অবশ্য ভদ্রেশ্বরেই আসছিলুম, পথে গাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়েই এই বিভ্রাট। আর আমাকে এর আগে দেখবেন কি করে? কখনও ত এখানে আসিনি। দুদিন ছুটিতে এক বন্ধুর বাড়ীতে পাখি শিকার করতে এসেছিলাম গঙ্গার ওপারে। কি খেয়াল গেল, নৌকা করে এপারে এসে সকালে এখানে টিকিট কেটেছি।"

"তা এখানে নামলেন যে? আপনার আত্মীয়-স্বজন ত কেউ এখানে নেই।"—সুমিত্রা নীলাদ্রির মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—দৃষ্টিটা একটু অন্তর্ভেদী দেখায়।

নীলাদ্রি লজ্জিত হয়। একটু ইতস্ততঃ করে বলে "কেন যে নামলুম, ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না। তবে আমার কাছে এখানে সব জায়গাই সমান।" বলেই হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে আপন খেয়ালে বলে উঠল—"বাঃ লাল রঙয়ের সাড়ীটাতে আপনাকে ভারী মানিয়েছে ত? ঠিক যেন—"

এই পর্যন্ত বলেই নীলাদ্রি থেমে গেল। সকালের ঘটনার কথা তার মনে পড়ে গেল. যুবতী যদি আবার কিছু মনে করে! অনেক কষ্টে ভাব জমেছে।

কথাটা যে কেন নীলাদ্রি শেষ করল না সুমিত্রা বুঝল। মন্তব্যটা ওর সরল মনের নির্দোষ আবেগোচ্ছল প্রশংসামুখর অভিব্যক্তি! দৃষ্টিতেও কোন কলুষ কামনার ছায়া নেই। লোকটা প্রকৃতই সৌজন্যস্বভাবসম্পন্ন। তাই এত রাত্রে, একান্ত নির্জন প্রকোষ্ঠেও একাকী সে। এর কাছে নির্ভয়, নিশ্চিন্ত সঙ্কোচবিহীন! সে মৃদুহাস্যে অসঙ্কোচে নীলাদ্রির মুখের প্রতি দৃষ্টি সংস্থাপিত করে বললে "কি? থেমে গেলেন যে? মন্তব্যটা শেষ করুন—"

নীলাদ্রি লজ্জিত মুখে বললে "না, মাপ করবেন।"

সুমিত্রা ব্যাপারটা যেতে দেয়। অন্য কথায় আসে। বলে "আজ আপনার জন্য বাড়ীর লোকেরা কত ভাববে বলুন তো?"

নীলাদ্রি বললে "আজ কেউ ভাববে না। বাবা-মা জানে আমি ভদ্রেশ্বরে এসেছি, এখানকার লোকেরা জানে না যে, আমি আজ আসব।"

পরে বললে—"তবে হ্যাঁ, ট্রেনে চেপে রাত্রে যে মধ্যে মধ্যে ভদ্রেশ্বরের বাড়ীতে ফিরি না—অন্যত্র কোথাও আটকে থাকি, এখানকার ঝি-চাকর মালী দরোয়ানরা এখন জেনে গেছে।"

"সে আবার কি?" সুমিত্রা সবিস্ময়ে নীলাদ্রির মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে।

"কারণ, আর কিছু নয়, ওই ট্রেনে ওভারক্যাবেড! এটা একটা আমার মধ্যে মধ্যের ঘটনা। এরই মধ্যে বেশ কয়েকবার ঘটেছে। প্রতিবারই বিপদে পড়েছি, স্টেশনের বেঞ্চে সারারাত বসে ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। পকেটের মোটা টাকা চুরি গেছে। তবে প্রাণের বিপদ ঘটেনি!" নীলাদ্রি উত্তর দেয়।

সুমিত্রা বললে "তাই বা হতে কতক্ষণ! কিন্তু আপনার এ বদভ্যাস কেন? খুব ঘুমকাতুরে বুঝি?"

নীলাদ্রি বলে "ঠিক তা নয়। বই লেখা, গল্প লেখা, আমার চিরকালের নেশা। বাবা অফিসের কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। অফিসের খাটুনির পর এক একদিন ভদ্রেশ্বরের বাড়ীতে আসতে হয়। ট্রেনে বসে অভ্যাসমত গল্প লিখতে বসি, শরীর ক্লান্ত অবসন্ন থাকে, লিখতে লিখতে এক-একদিন গাড়ীতেই ঘুমিয়ে পড়ি আর এই রকম বিভ্রাট ঘটে যায়। আজও তাই ঘটেছিল।"

একটা অপ্রত্যাশিত অস্বাভাবিক কাণ্ডর পর মানসিক উত্তেজনা ও

অশান্তিতে এবং অনর্গল বকে বকে নীলাদ্রির অত্যন্ত পিপাসা পেয়েছিল। নীলাদ্রি আর থাকতে না পেরে সুমিত্রাকে বললে "এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন? অবশ্য ঘরে যদি জল থাকে।"

সুমিত্রা উত্তর করল "জল ত এ ঘরে নেই, তবে দেখছি—"

নীলাদ্রি তাড়াতাড়ি বাধা দিল—"না না, তবে দরকার নেই। থাক—"

সুমিত্রা চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে জানালা খুলে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিল—"রামলগন—"

অনেকদূর থেকে সাড়া এল—"যাই মাজী—"

সুমিত্রার গলার স্বর এমনই মিষ্ট যে, নীলাদ্রির মনে হল যেন একটা মধুর বীণা উচ্চভাবে বেজে উঠল।

সুমিত্রা গিয়ে দরজা খুলে দিলে এবং তৎক্ষণাৎ একজন হিন্দুস্থানী জলে ভিজতে ভিজতে ঘরে প্রবেশ করে অদূরে এসে দাঁড়াতেই তাকে আদেশ করলে—"ঐ ছাতাটা নিয়ে টিউবওয়েল থেকে এক গ্লাস জল এনে বাবুকে দাও।"

রামলগন আদেশ পালনে চলে গেল।

নীলাদ্রি প্রশ্ন করে—"আচ্ছা সব লাইনেই ইলেকট্রিক ট্রেন আছে, এখানে নেই কেন?

সুমিত্রা উত্তর দিল—"কি জানি, এখানে হয়ত অসুবিধা আছে অথবা পরে হবে।"

"আপনি ইলেকট্রিক ট্রেনে চেপেছেন?" নীলাদ্রি প্রশ্ন করে।

"যখন বর্ধমান, কলকাতা বা অন্যত্র যাই তখন চাপি, সুমিত্রা উত্তর দেয়।"

"আপনার বাড়ী কোথায়? এইখানেই?"—নীলাদ্রি পুনরায় প্রশ্ন করে।

"না, চন্দননগরে।" সুমিত্রা উত্তর দেয়।

রাত্রি গভীর হতে থাকে, জল থামবার কোন লক্ষণই দেখা যায় না।

সুমিত্রা কাজে মন দেয়। নীলাদ্রি নীরবে বসে চিন্তা করতে থাকে। ভদ্রমহিলা তাকে বসতে বলেছে। তার সঙ্গে সন্ধি হয়েছে। উপস্থিত দুর্যোগের ভীষণ বিপর্যয়ের মুখ থেকে, নিদারুণ অসুবিধা দুর্দশাভোগের হাত থেকে তাকে রক্ষা করেছে। নইলে সারারাত্রি এই দুর্যোগ যদি অপ্রতিহত গতিতে চলে, এক পা-ও সে বাইরে বাড়াতে পারত না। সারারাত্রি ওই মাথাটুকু ছাওয়া চারদিক খোলা সেডের তলায় দাঁড়িয়ে জলের ছাটে ভিজে, বেড়ালভিজে হতে হোত ও ঝড়ের দাপট সহ্য করতে হোত। কিন্তু এখানে সে নিরাপদে কতক্ষণ বসে

থাকতে পারবে? ভদ্রমহিলাকে কাজ শেষ করে কোয়ার্টারে চলে যেতে হবে। বেশ বোঝা যাচ্ছে তার জন্য ভদ্রমহিলার কাজের ব্যাঘাত ঘটছে। না, আর বসে থাকা ভাল দেখায় না, অন্ততঃ তার আত্মসম্ভ্রম বজায় রাখবার জন্যও না, ভদ্রমহিলার সময় নষ্ট করবার জন্যও না। তাকে উঠতে হবে। তখন যদি ভদ্রমহিলা বারণ করে, তাকে তার কোয়ার্টারে যেতে আহ্বান জানায়, এ অফিস ঘর ত আর সারারাত্রি খোলা থাকবে না, বা তাকে এই অফিস ঘরে থাকতে দেওয়াও হবে না, তখন বিবেচনা করে দেখা যাবে। তা যদি হয় ত ভদ্রমহিলার সঙ্গে বন্ধুত্ব বেশ জমকালো ভাবেই জমবে। এঃ জন্যই ত এইখানে নামা!

রামলগন জল নিয়ে এল এবং নীলাদ্রি তার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে এক নিঃশ্বাসে তা পান করে শূন্য গ্লাসটা মেঝেয় রেখে বলে উঠল "ব্যস্ আজকের মত নিশ্চিন্ত! এইবার রামলগন তুমি ছাতা আর টর্চটা নিয়ে আমাকে সেডের তলায় একটা বেঞ্চি বা একটুখানি বসবার জায়গা দেখিয়ে দাও ত, যেখানে বসে বাকি রাতটা কাটিয়ে দিতে পারি। দেখে মনে হচ্ছে আজ আর জল থামবে না!"

সুমিত্রা উদ্বিগ্ন স্বরে নীলাদ্রির মুখের দিকে চেয়ে বললে "সে কি? এই দুর্যোগে বাইরে কোথায় বসে রাত কাটাবেন? নাকালের একশেষ হবেন যে?"

"তবে কি আপনার ঘরের গদিতে আরামে শুয়ে রাত কাটাবো?"

"কি যে বলেন আপনি?" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে নীলাদ্রি উত্তর দেয়।

হাঁ, ভদ্রমহিলা বুঝুক নীলাদ্রি কোন মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে এত রাত্রে ওর অফিসকক্ষে প্রবেশ করেনি, এখনো যদি ওর মনে কোন সন্দেহ থাকে।

সুমিত্রা কি বলবে "এই দুর্যোগে এত অসুবিধায় বাইরে কোথায় রাত কাটাবেন? চলুন আমার বাড়ীতে!"

একথা বলা ত উচিত। কিন্তু সেখানে মাত্র ত একখানি ঘর। সে ঘরে এই অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে একত্রে রাত কাটানো, বিশেষ করে ভদ্রলোক যে রকম অপরূপ রূপবান, অসামান্য ব্যক্তিত্বধর, নারী মাত্রেরই আকর্ষণীয়, যদিও তার দ্বারা স্ত্রীলোকের মর্যাদাহানি হবার কোন আশঙ্কা নাই। সুমিত্রার মনে ইচ্ছা জাগলেও কর্তব্য বলে মনে করলেও, মুখে প্রকাশ করতে বাধ-বাধ ঠেকতে থাকে।

রামলগন বললে "ফার্ষ্ট কেলাস ওয়েটিং রুমে বাবুর থাকবার ব্যবস্থা করে দিলে হয় না মাজী?"

সুমিত্রা বললে—"কিন্তু ওয়েটিং রুমের যা অবস্থা তাতে এক মিনিটও উনি সেখানে তিষ্ঠুতে পারবেন না—যেমনি ধুলোজঞ্জাল, তেমনি দুর্গন্ধ, তেমনি মশার উপদ্রব।"

সুমিত্রার নিকট হতে কোন প্রস্তাব আসছে না দেখে নীলাদ্রি তৎক্ষণাৎ বলে উঠল "ও সবের কোন প্রয়োজন নেই, আমার সকল রকম কষ্টই অভ্যাস হয়ে গেছে রাত্রে ট্রেনে ওভারক্যারেডেব কৃপায়! তবে জল পড়ছে এই যা। সেডের তলায় অনেকগুলো বেঞ্চ খালি পডে আছে দেখলুম। তুমি রামলগন, টর্চ আব ছাতাটা নিয়ে একবার দেখিয়ে দিয়ে আসবে চলো। আচ্ছা গুড্ নাইট্!"—নীলাদ্রি সুমিত্রাকে বিদায় জানাল।

কয়েক পদ বাইবেব দিকে অগ্রসর হয়েই নীলাদ্রি ফিরে দাঁডাল এবং মানিব্যাগটা সুমিত্রার টেবিলে ছুঁডে দিয়ে বললে—"হ্যাঁ, এটা রাখুন তো, কাছে রাখতে ভরসা হয় না, বলা যায় না যদি ঘুমিয়ে পডি, চুবি যেতে পারে, যেমন কয়েকবার গেছে—প্রাণের ভয়ও ঘটতে পারে। কাল সকালে নেবো।"

সুমিত্রা মানিব্যাগটা হাতে নিয়ে নীলাদ্রির মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—"এতে কত টাকা আছে?"

"তা অনেক। দু'হাজার টাকা, সব একশো টাকার নোট, মাত্র দশ টাকা কম, আজ খরচ হয়েছে—যে একশো টাকাটা সকালে আজ আপনাব কাছে ভাঙিয়ে ছিলাম তা থেকে!"

"কিন্তু আমি যদি মেরে দি?"—হঠাৎ সুমিত্রার মুখ থেকে তার অসাবধানে কৌতুকোচ্ছলে বেরিয়ে আসে।

"তা অপাত্রে যাবে না"—নীলাদ্রির মুখ থেকেও হঠাৎ কথাটা তার অজান্তে বেরিয়ে যায়।

উভয়েই সমান লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হয়।

সুমিত্রা চকিতে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করে—"আপনি এত টাকা সঙ্গে রাখেন, আর একদিনেই দশ টাকা খরচ করলেন? এই রকম রোজই করেন নাকি?"

"এর চেয়েও বেশী খরচ হয়"—নীলাদ্রি বলে।

"কি করি বলুন না, বন্ধুবান্ধবরা ধার চায়, অফিসের কেরানীরা এ্যাডভান্স চায়। রাস্তায়, গাড়ীতে কত কন্যাদায়গ্রস্ত দুঃস্থ লোকেরা, কানা খোঁড়া অথর্বরা হাত পাতে, ফেরাতে পারি না"—নীলাদ্রি আবার বলে।

"এত টাকা প্রত্যহ খরচ করেন, আপনাকে বাড়ীতে কেউ কিছু বলে না ?" —সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করে।

"না, এ আমার বই লেখার টাকা। এ টাকা আমি ইচ্ছেমত খরচ করি। এর খবর কেউ রাখে না।"—নীলাদ্রি উত্তর দেয়।

শব্দ করে ঘড়িতে এগারোটা বাজতেই সুমিত্রা চমকে উঠে ঘড়ির দিকে চাইল। তাকে বেশ চঞ্চল মনে হতে লাগল। তাকে এখনও অনেকখানি কাজ করতে হবে।

নীলাদ্রি তার মনোভাব বুঝতে পেরে বললে, "আচ্ছা, আপনি কাজ করুন, আমি যাই। আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট করলুম। গুড নাইট। কাল সকালে আবার দেখা হবে।"

দরজা গোড়ার বাইরে পা দিয়েই নীলাদ্রি ঘরে ফিরে এল এবং সুমিত্রাকে উদ্দেশ্য করে বললে, "আচ্ছা, আপনি স্টেশন মাস্টারী করেন কেন ? কত টাকা মাইনে পান এতে ? এর চেয়ে ত অনেক বড় কিছু করতে পারেন !"—নীলাদ্রির চক্ষে সদুপদেশ ও অবজ্ঞার অভিব্যক্তি।

সুমিত্রা একটু অল্প হেসে তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে বলে—"ভাল চাকরী আজকাল যোগাড় করা দুরূহ ব্যাপার। কাজেই হাতের গোড়ায় যে চাকরী পেয়েছি তাতেই সন্তুষ্ট আছি। অসুবিধা কিছু হচ্ছে না, অস্বচ্ছলতাও কিছু দেখা দিচ্ছে না, ব্যক্তিস্বাধীনতাও আছে, এক কথায় বেশ শান্তিতে আরামেই আছি। আর মাইনের কথা কি কাকেও জিজ্ঞাসা করতে আছে ? ওটা ভদ্রতাবিরুদ্ধ। তাছাড়া অধিকাংশ লোকই মাইনে যা পায় তার চেয়ে বাড়িয়েই বলে।" নীলাদ্রি বললে, "কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনার এত রূপ, এমন স্বাস্থ্য, এমন ব্যক্তিত্ব, এত প্রতিভা, এক অজ্ পাড়াগাঁয়ের গৃহকোণে আবদ্ধ হয়েই রইল। কেউ দেখল না, চিনলো না। আপনার এত রূপ গুণ অনাদৃত হয়েই রয়ে গেল। জীবনে কোন ভবিষ্যৎ নেই, উন্নতি নেই। কত সুন্দর ফুল ধনীর উদ্যানে শোভা পায়, লোকের দেখে চোখ জুড়ায়, তার সুবাস উপভোগ করে। আবার কত সুন্দর ফুল গভীর বনে ফোটে, বনকে শোভায় সৌন্দর্যে সুশোভিত করে, মানুষ তার সন্ধানও পায় না; তার সৌরভ সৌন্দর্য বনেই নিঃশেষ হয়ে যায়। দুর্ভাগ্য তাদের। আপনারও সেই অবস্থা! যাবেন বায়স্কোপে কি থিয়েটারে ? জনপ্রিয় সুন্দরী শিক্ষিতা অভিনেত্রী বা চিত্রতারকা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। তারা রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে রাস্তায় ভীড় জমে যায়, গাড়ী-ঘোড়া দাঁড়িয়ে যায়। নামবেন থিয়েটারে ? সিনেমায় ? আমি আপনাকে ইনট্রোডিউস করে দিতে পারি। প্রথম ক্ষেত্রেই

আপনার নায়িকার ভূমিকায় পদক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী। সহরে আপনার মান-সম্ভ্রম বাড়বে, রাণীর হালে থাকবেন, বড়লোকে বড়লোকে আপনার বাড়ী ছেয়ে যাবে। আপনার একটু কৃপা কটাক্ষ লাভের জন্য রাশি রাশি টাকা আপনার পায়ে ছড়িয়ে দেবে। কত নামজাদা নায়কদের সঙ্গে আপনার পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা হবে, তারপর একজন মনোমত নায়ককে নির্বাচন করে অথবা কোন কোটিপতিকে বিয়ে করে…।"

নীলাদ্রির কথা সমাপ্ত হতে পারল না—সুমিত্রা ক্রোধে মানিব্যাগটা সজোরে তার গায়ে ছুঁড়ে মেরে বললে—"যান, চলে যান আমার সুমুখ থেকে। কথা বলতে জানেন না। উপমা আর খুঁজে পেলেন না!"

সুমিত্রা খাতার প্রতি মুখ নীচু করল।

সুমিত্রার ব্যবহারে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয়ে কিয়ৎক্ষণ নির্বাক নেত্রে তার অবনত গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে নীলাদ্রি বললে, "কি হল? এমন হঠাৎ রেগে গেলেন কেন? প্রস্তাবটা কি মন্দ করেছি? কত সুন্দরী বড় ঘরের ও ভদ্রঘরের মেয়েরা থিয়েটার, বায়স্কোপে নেমে বিপুল যশ, অর্থ অর্জন করছে! কত সুখে স্বচ্ছন্দে সম্ভোগে ঐশ্বর্য ভোগবিলাসে আছে? রূপের জ্যোতি, স্বাস্থ্যের উচ্ছলতা কত বেশী ফুটে উঠেছে! কোথায় একজন পাড়াগেঁয়ে সামান্য মাইনের নগণ্য স্টেশন মাস্টার, আর কোথায় দিকজোড়া যশস্বিনী জনপ্রিয়া অভিনেত্রী। আপনার মাথাটা সত্যিই একটু খারাপ আছে।"

সুমিত্রা আরও রেগে গিয়ে বললে, "আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি যান তো! আপনাকে অত সদুপদেশ দিতে হবে না, হিতৈষীপণা করতে হবে না! আমার ভাল আমি বুঝি! রাবিশ, কোথাকার!"

নীলাদ্রি এবার ভীষণ রেগে গেল। সুমিত্রা তাকে মানিব্যাগ ছুঁড়ে মারায় ও তার প্রতি ক্রুদ্ধ মন্তব্য করায় সে নিজেকে ভীষণ অপমানিত মনে করল। সে মানিব্যাগটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সুমিত্রার দিকে চেয়ে বললে, "বেশ, আমি চললুম। যে মেয়েকে রূপের প্রশংসা করলে ও উপমাচ্ছলে 'উর্বশী' অথবা 'থিয়েটার বা বায়স্কোপের অভিনেত্রী' বলে উল্লেখ করলে রেগে আগুন হয়ে বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়ে ফেলে, এমন অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই! আচ্ছা, নমস্কার! আর বোধ হয় আমাদের দেখা হবে না!"

উত্তেজনাভরে নীলাদ্রি কথাগুলো বলে সবেগে ঘর হতে জলের মধ্যেই বেরিয়ে গেল।

রামলগন কিয়ৎক্ষণ পরে বললে, "বাবুকে ওয়েটিং-রুমে ব্যবস্থা করে দিলে হয় না মাজী? বাইরে বেঞ্চের উপর সারারাত শুয়ে থাকবেন? সঙ্গে অত টাকা! বড়লোকের ছেলে বলে মনে হচ্ছে, যদি কোন বিপদ ঘটে, খুন-খারাপি ঘটে, তোমাকেই ধাক্কা সামলাতে হবে।"

সুমিত্রা অশান্ত মনে ধমকে উঠে—"তবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা করবার এখুনি কর। দেখ, বোধ হয় এতক্ষণ জলে রাস্তায় গিয়ে নেমেছে। যে ধরণের মানুষ!"

সুমিত্রার আর কাজ করতে ভাল লাগল না। খাতা বন্ধ করে চুপ করে বসে রইল। তাকে এবার বেশ চিন্তিত, উদ্বিগ্ন দেখাতে লাগল। সত্যি, ভদ্রলোক তাকে এমন কিছু অন্যায় অশোভন কথা বলেনি যার জন্য তাকে মানিব্যাগটা ছুঁড়ে মেরে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে! কাজটা তার পক্ষে ভয়ানক অন্যায় হয়েছে!

কিন্তু নিন্দা যে সে সহ্য করতে পারে না!

রাত্রি বারোটা। বৃষ্টির প্রকোপ অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। তবে একেবারে থামেনি। আকাশের স্থানে স্থানে মেঘমুক্ত জায়গায় নক্ষত্র দেখা দিয়েছে। বহুক্ষণ অবিশ্রান্ত প্রবল বারিবর্ষণে ধরণী নিথর। চতুর্দিকে মৃত্যুর স্তব্ধতা। সম্মুখের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বৃষ্টির জমা জল মধ্যে মধ্যে সৌদামিনী কিরণসম্পাতে আলোকিত উদ্ভাসিত হয়ে এক সুদীর্ঘ পারাবার বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল। চারিদিকে নিরবচ্ছিন্ন নিরন্ধ্র অন্ধকার। কেবল বহুদূরে পশ্চিমাকাশে গর্জমান কালো মেঘের কোলে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। বোধহয় সেখানে বৃষ্টি নেমেছে।

ছাউনির নীচে একজন বালক-অধিকৃত একটা বেঞ্চের কিয়দংশে কোন রকমে অর্ধশায়িতাবস্থায় নীলাদ্রি জাগররাত্রি অতিবাহিত করছিল। গভীর ক্লান্তিতে শরীর নিদ্রাপরবশ হয়ে এলেও জলের ছাট, বায়ু ও মশার দৌরাত্ম্যে নিদ্রা টুটে গিয়ে সে দারুণ ক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করছিল। এরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগে জানালা কপাট বন্ধ করে ঘরের মধ্যে নরম শয্যায় শুয়ে ঘুমুতেই আরাম লাগে, ফাঁকা জায়গায় শক্ত কাঠের বেঞ্চে কোন রকমে শুয়ে জলের ছাটে

আধভেজা হয়ে ও মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে নয়। অদূরে এখানে-সেখানে কয়েকজন মুটে মজুর ভিখারীশ্রেণীর লোক আপাদমস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত করে মাটির উপর শুয়ে বৃষ্টির ছাট ও মশার দৌরাত্ম্যকে উপেক্ষা করে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগেও গভীর ঘুমে নাক ডাকাচ্ছিল। এ রকম অশেষ ক্লেশকর জীবনযাপনে তারা চির-অভ্যস্ত।

নীলাদ্রি বহিঃপ্রকৃতির দিকে চেয়ে ভাবছিল, আজকের সকালের ও রাত্রের অভাবনীয় ঘটনার কথা। ভাবছিল ঘটনাচক্রে দেখা অপরূপ রূপসী এই যুবতীর কথা, ভাবছিল কেমন করে অমার্জনীয় দোষ করে তার বিরাগভাজন হয়েও সৌভাগ্যবশতঃ শেষে তার সৌহার্দ্য লাভ করে আবার তার অসন্তোষের কারণ হল! এই যুবতী তার কাছে একেবারে দুর্জ্ঞেয়, অদ্ভুত রহস্যজনক সৃষ্টিছাড়া! কোন্ মেয়েকে রূপের খ্যাতিতে স্বর্গের অপ্সরার সঙ্গে তুলনা করলে, অথবা তাকে সিনেমায় বা থিয়েটারে নামবার প্রস্তাব বা অনুরোধ জানালে রাগে এমন অধীর জ্ঞানশূন্যা হয়? এমন দুর্ব্যবহার করে? এর পরেও কি এর সঙ্গে তার সংস্রব রাখা চলে? তারও তো মান-সম্ভ্রম আছে, ইজ্জত আছে, শিক্ষাভিমান আছে! প্রাকৃতিক বা দৈব-দুর্যোগ বাধা না দিলে, রাস্তা বিপুল কর্দমাক্ত না হলে, সেকি এই অজানা জায়গাতে অনির্দেশ্যেরই পথেই পা বাড়াত? তাই, কিয়ৎক্ষণ পরেই তাকে ডাকতে আসা রামলগনের পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও সে তার সঙ্গে ওয়েটিং-রুমে যেতে রাজী হয়নি। মেয়েটির সান্নিধ্য তার আর ভাল লাগছিল না, অথচ তাকে সহজে ভুলতেও তার মন চাইছিল না। মেয়েটির শরীরে যেমন অঢেল রূপ, অনুপম স্বাস্থ্য, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তেমনি তার অন্যায়ের প্রতি অসহনীয় ক্রোধ, মায়া-মমতা, ক্ষমা এবং বিপুল চরিত্রাভিমান!

ভাবতে ভাবতে কখন তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। হঠাৎ নিকটে জুতোর শব্দে নীলাদ্রির তন্দ্রা টুটে গেল। সে সজাগ হয়ে উঠল। জুতোর শব্দ ক্রমশঃ তার কাছে এসে হঠাৎ থেমে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা এক মনোরম গন্ধে ভরে গেল। সেই সঙ্গে বীণাবিনিন্দিত নারীকণ্ঠ ধ্বনিত হল—

"ঘুমিয়েছেন নাকি?"

সেই নারীর কণ্ঠস্বর যার সঙ্গে বাক্-বিতণ্ডা হয়ে নীলাদ্রি রাগ করে চলে এসেছে! নীলাদ্রির চিনতে এতটুকু ভুল বা বিলম্ব হল না। কিন্তু ঘটনাটা এমনিই অসম্ভব, এমনিই অভাবনীয়, এমনই অবিশ্বাস্য যে, প্রত্যয় বা বিশ্বাস

করতে নীলাদ্রির বিলম্ব হতে লাগল। সত্যিই ত, এত কাণ্ডের পর কোন্ কারণে কোন্ প্রয়োজনে সেই পরম দর্পিতা, পরম গর্বিতা, অন্যায় অস্বাভাবিক আত্ম-সম্ভ্রম-বোধিনী নারী এমন দুর্ব্যবহারের পরও যেচে আবার তার অন্বেষণে আসতে পারে? কিন্তু ঘটনাটা সত্য, নির্ভুল সত্য! ঘন অন্ধকারে তাকে দেখা না গেলেও তার কণ্ঠস্বর এত অল্প সময়ের মধ্যেই তার সুপরিচিত হয়ে গেছে! সুগন্ধটাও তার চেনা!

নারীকণ্ঠে আবার ধ্বনিত হল—"ঘুমিয়েছেন?"

নীলাদ্রি এবার কথা বললে—"হ্যাঁ।"

"ঘুমুলে কেউ সাড়া দেয় না!"

"তাহলে এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে।"

"নিন্ উঠুন, চলুন—" বলে সুমিত্রা একেবারে নীলাদ্রির নিকটে এসে দাঁড়াল।

"কোথায়?" নীলাদ্রি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

সুমিত্রা বললে, "বড়লোকের ছেলে আপনি, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা আপনার অভ্যাস নেই। জলের ছাট আর মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে ফাঁকা জায়গায় বেঞ্চের উপর শুয়ে কষ্ট পাচ্ছেন; তাই অনেক ভেবে-চিন্তে বিবেচনা করে আপনার জন্য আরামে শুয়ে ঘুমিয়ে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিন্, উঠে আসুন।"

নীলাদ্রি হঠাৎ বলে ওঠে—"আপনার কাছে নাকি? তবে খাবার ব্যবস্থাটাও একটু ভাল করে করুন। খিদেয় নাড়ীতে পাক দিচ্ছে।"

বলেই নীলাদ্রি শিউরে ওঠে। এ আবার কি এক জঘন্য পরিহাস সে খেয়ালের বশে করে বসল! তারও বলা উচিত ছিল, "আমাকে অমন করে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়ে আবার ডাকতে এসেছেন কেন?" যদিও মেয়েটির তার খোঁজে এই অপ্রত্যাশিত আগমনে, সে মনে মনে যৎপরোনাস্তি খুশিই হয়ে উঠেছিল; কিন্তু খুশির আবেগে এ কি এক অশ্লীল পরিহাস তার অজান্তে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল! এক অশ্লীল পরিহাসের মোকাবেলা সামলাতে তাকে কত না বেগ পেতে হয়েছে; আবার মন ভুলতে আর এক অভদ্র পরিহাস! ভদ্রমহিলা এমনই প্রকৃতির যে, নিছক প্রশংসা করলেও রেগে গিয়ে তার দোষ ধরেন। আবার এই পরিহাসের পরিস্থিতিতে নতুন কি বিভ্রাট ঘটে।

সভয়ে নীলাদ্রি অন্ধকারে সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

"জানা নেই, শোনা নেই, একজন অজানা-অচেনা মেয়ের কাছে শুতে বড্ড

মজা লাগে? না? উঠুন বলছি শিগ্‌গির, আমি আর এক মিনিটও এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না!"

সুমিত্রার কণ্ঠে সলজ্জ চাপা ভর্ৎসনা ফুসে ওঠে। বলতে গেলে এক প্রকার অন্যায় করে নীলাদ্রিকে ঘর থেকে বার করে দিযে সুমিত্রার মনে অনুশোচনার অন্ত ছিল না। তাই সে রামলগনের মুখে নীলাদ্রির ক্রোধ ও অনিচ্ছা জেনে শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে নিজেই উপযাচক হয়ে তাকে ডাকতে এসেছে। এতে তার সম্ভ্রমে বাধো বাধো ঠেকছিল, লজ্জাও করছিল। ভযও হচ্ছিল—ভদ্রলোক যে চরিত্রের লোক, নিশ্চয়ই তাকে অবজ্ঞা প্রত্যাখ্যান দেখিয়ে ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু নীলাদ্রি যখন তার পবিবর্তে তাকে একটা সবস পরিহাস করে বসল, তখন সে মনে মনে খুশি হয়ে বাহ্যিক তাকে মৃদু তিরস্কার কবল।

এদিকে নীলাদ্রি তখন নিজের উপর ভীষণ রেগে গেছে। সে কি কোন কথা বুঝে, বিবেচনা কবে, বলতে পারে না? আলাপের সুরু থেকেই প্রতি পদে, কথাবার্তায় এই মেয়েটির কাছে অপ্রতিভ ও হেয প্রতিপন্ন হয়ে তার মেজাজ বিগডে গেল। সে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললে—"না, মাপ করবেন, সত্যই আমি অভদ্র! আপনার সঙ্গে বন্ধুত্বের অনুপযুক্ত! আপনার কথা রাখতে পারলাম না, এমনই নরাধম আমি! আপনার এই অযাচিত মহানুভবতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ! আর একটু পরেই সকাল হবে, আমি চ'লে যাব। আপনার মত একজন এতবড শিক্ষিতা সম্ভ্রমশালিনী মেয়ের পক্ষে আমার মত সামান্য একজন অপরিচিতের জন্য এতখানি উতলা, উদ্বিগ্ন হওয়া শোভা পায় না। আপনি আর এখানে দাঁডাবেন না! নমস্কার!"

সুমিত্রাকে সদুপদেশ দেওয়া হল, না অপমানের চাবুক মারা হল? ভদ্রলোক নিজের দোষ স্খালনে মহত্ত্ব দেখালেন। "নমস্কার" হেঁকে একেবারে বিদায় জানালেন! তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না! সুমিত্রার আত্মমর্যাদা গর্জে উঠল। সে চাপা উত্তেজিত স্বরে বললে—"মানুষের বিপদে মানুষ সাহায্য করতে, সহানুভূতি দেখাতেই এগিয়ে আসে—তা সে পরিচিতই হোক, আর অপরিচিতই হোক, আর দোষ যেই-ই করুক। অশেষ কষ্টে সারা হয়ে যাচ্ছিলেন, তাই ডাকতে এসেছিলুম, নইলে আমার আর কি? মরুণ-গে না আপনি কষ্ট ভোগ ক'রে? যাক্, এতক্ষণে যে আপনার ছেলেমানুষী গিয়ে সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে, এর জন্যে আর সদুপদেশের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আচ্ছা, গুড বাই!"

সুমিত্রা আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। রেগে বেগে প্রস্থান করল। অদূরে

তার জুতোর শব্দ মিলিয়ে যেতে লাগল।

নীলাদ্রির মুখে এবার হাসি দেখা দিল—জয়ের হাসি। হাঁ, এইবার সে উপযুক্ত পরাজয় ফিরিয়ে দিতে পেরেছে! কিন্তু তার এই আত্মপ্রসাদের বিপুল আনন্দবেগ বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। মেয়েটিকে আঘাত করেই কিছুক্ষণ পরেই তার অন্তরে ব্যথা জাগল, বুঝি অনুশোচনারও উদ্রেক হল। মনটা তার চিরদিনই নরম!

মেয়েটি হয়ত শেষ পর্যন্ত নিজের দোষ বুঝতে পেরে তার সঙ্গে ভাব করতে, সন্ধি করতে এসেছিল, আর সে নির্বুদ্ধিতাবশতঃ তাকে অপমান করে ফিরিয়ে দিলে? তার সঙ্গে পুনরায় অন্তরঙ্গ হবার, বন্ধুত্ব পাতাবার এমন অপূর্ব সুযোগ হেলায় নষ্ট করলে!

এর সঙ্গে আলাপ ঘনিষ্ঠ করবার জন্য, এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্যই না এত রাত্রে এখানে নামা! এত বড় দোষ, অপরাধ করেও সে অবশেষে এর ক্ষমা পেয়ে এর বন্ধুত্ব লাভ করবার সুযোগ পেয়েছিল। শেষের অপরাধটা হয়ত ঐ মেয়েটির। কিন্তু তার জন্য সে ত নতিস্বীকার করে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে সচেষ্ট হয়েছিল। আর সে অবিবেচক হয়ে তাকে ফিরিয়ে দিলে!

নীলাদ্রি ব্যথিত অন্তরে চিন্তা করতে লাগল।

অবশেষে পরিতাপে আত্মধিক্কারে নীলাদ্রি ভেঙে পড়ে, অধীর হয়। সে বেশ বুঝতে পারে, একে সে সহজে ভুলতে পারবে না। এর অসাধারণ রূপ, ব্যক্তিত্ব, হাবভাব, চালচলন, পুরুষ মাত্রেরই উপর অজেয় প্রভাব বিস্তার করতে আশ্চর্য রকমে সক্ষম। আর সবার উপর সে পরমাশ্চর্যে আবিষ্কার করল—"এই নারীকে সে কিছুতেই ভুলতে পারবে না। এর বন্ধুত্ব তার চাই-ই।"

গভীর উত্তেজনায় আবেগে সে তড়িৎগতিতে বেঞ্চ হতে উঠে প'ড়ে গভীর অন্ধকারে সুমিত্রার গতি শব্দ লক্ষ্য করে তাকে দ্রুত অনুসরণ করল।

সুমিত্রা তখন অনেক দূরে চলে গেছে, তার জুতোর শব্দ ক্ষীণ অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। নীলাদ্রি গতি আরও দ্রুততর করে তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে যেতে ডাকল—"এই যে, দেখুন, শুনছেন—?"

কিন্তু সুমিত্রা দাঁড়াল না। সম্ভবতঃ ঝড় ও আকাশ ডাকার শব্দে নীলাদ্রির অনুচ্চ কণ্ঠস্বর তার কানে পৌঁছল না। সে প্ল্যাটফরম থেকে নেমে টর্চের আলোর সাহায্যে কোয়ার্টার অভিমুখে চলতে লাগল। নীলাদ্রিও পথে নেমে পিছন থেকে ডাকতে ডাকতে ছুটল—"কথা আছে, দাঁড়ান।"

এই সময় নীলাদ্রি অকস্মাৎ তার ডান পায়ের পাতায় তীব্র আঘাত অনুভব করল। কে যেন সেখানে অতি ধারাল ছুরির ফলা প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত শরীর এক অসহনীয় যন্ত্রণায় সঙ্কুচিত হয়ে গেল। সে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। পাশেই জলপ্রণালীর গায়ে লম্বা লম্বা ঘাসবনে প্রকাণ্ড সরীসৃপ চলে যাবার মত একটা ভারী সর্সর্ শব্দ তার কানে এল। সাপ, ভীষণ সাপ তাকে দংশন করেছে। তাই এই অননুভূতপূর্ব অসহ্য যন্ত্রণা! এ কী ভীষণ বিপদে সে পতিত হল! মৃত্যু তার অনিবার্য! এই ভীষণ বিপদে, ভীষণ দুর্যোগে, অজানা, অচেনা জায়গায় সম্পূর্ণ আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবহীন সে, কে তাকে সাহায্য করবে, কে তাকে বাঁচাবে? নিকটে জনমানবের বসতির কোন চিহ্নই নেই। হে ভগবান! তার ভাগ্যে শেষে এমন অপঘাত মৃত্যু ছিল! আর সে দিনের আলো দেখতে পাবে না? সুন্দর পৃথিবী আর সে দেখতে পাবে না? সুন্দর জীবন আর সে উপভোগ করতে পারবে না?

সুমিত্রার টর্চের আলো তখন অনেক দূরে চলে গেছে। তাকে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেও সে শুনতে পাবে না। চেঁচাবার শক্তিও তার নেই।

গভীর নৈরাশ্যে, বুকভাঙা হয়ে প্রাণভয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় অধীর হয়ে আর্তনাদ করে জ্ঞান হারিয়ে নীলাদ্রি রাস্তাতেই ধূলিবিলুণ্ঠিত হল।

জ্ঞান যখন হল, তখন নীলাদ্রি দেখল, সে একটা ইজিচেয়ারে বসে আছে, কয়েকজন লোক তাকে ধরে আছে, আর সম্মুখে বসে একজন স্ত্রীলোক এক রকম সুরে গান গাইতে গাইতে একটি বৃক্ষের পল্লব নিয়ে অবিরত তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সঞ্চালন করছে। গানটি সাপের বিষ নামান মন্ত্রগান।

সর্প দংশনের কথা তার মনে পড়ল। তাহলে সে মরেনি। বেঁচে আছে, তার অসহ্য যন্ত্রণাও যেন অনেক পরিমাণে প্রশমিত হয়েছে। সে শীঘ্রই আরোগ্য-লাভ করবে! আবার সে সুন্দর পৃথিবী দেখবে। সুন্দর জীবন উপভোগ করবে! ওঃ কি আনন্দ!

কিন্তু কে ঐ নারী! তার জীবনদাত্রী! রক্ষাকর্ত্রী! যার চিকিৎসা গুণে সে সুস্থ হয়ে উঠছে? যার বীণাকণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর গীতিময় যাদুমন্ত্রের ঝংকারে তার অবলুপ্ত প্রাণচেতনা ধীরে ধীরে সতেজ সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে?

গলার স্বরটা ঠিক যেন কিছুক্ষণ আগের দেখা ও আলাপ করা সেই মেয়েটির মত নয়!

নীলাদ্রি সচকিতে সবিস্ময়ে বলে উঠল—"এ কি! আপনি!"

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, এ সে মেয়ে নয়। সে তার ভুল বুঝতে পারল।

নীলাদ্রি দেখল, তার সম্মুখে বসে তাকে চিকিৎসা করছে এক অতি নিম্নশ্রেণীর যুবতী নারী, লেডি স্টেশন মাস্টারের সমবয়সী। পরিধানে অতি ময়লা লাল রঙের সাড়ী; কিন্তু সেই অনুজ্জল সাড়ী ভেদ করে তার অস্বাভাবিক গৌরবর্ণ আলোক-সম্পাতে অগ্নিদীপ্তি বিচ্ছুরিত করছিল। সম্পূর্ণ নিরাভরণ দুই হাত, স্বাস্থ্য অনুপম, মাথায় ঝুঁটিবাঁধা খোঁপা। তাতেই তার মুখখানা ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। নীলাদ্রি শুনেছে, দেখেওছে, সাপ নিয়ে যারা ব্যবসা করে, সেই বেদেনীরা এক একজন এমন অপরূপ সুন্দরী হয়। পাছে অশিষ্টতা প্রকাশ পায়, এই ভয়ে সে তার দিকে তাকাল না। তাছাড়া সেভাবে তাকাবার তার শরীরের ও মনের অবস্থাও ছিল না। তবে গভীর আবেগে কৃতজ্ঞতায় সে যুবতীর হাতদুটি ধরে আনন্দ-গদগদ কণ্ঠে বললে—"তোমার অপরিসীম করুণায় আমি বেঁচে উঠলুম। আমার আর কোন ভয় নেই তো? তুমি যা চাইবে আমি তাই দেবো। তোমার সমস্ত অভাব আমি দূর করে দেবো!"

যুবতী মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে ইঙ্গিতে নীলাদ্রিকে কথা বলতে নিষেধ করল। যারা নীলাদ্রিকে ধরে বসেছিল, তাদের একজন বললে—"বাবু, আপনি বেশী কথা বলবেন না। চুপ করে স্থির হয়ে বসে থাকুন।"

যুবতীর গান তখন অবিরল ঝংকারে ধ্বনিত হচ্ছিল—

"শুন শুন নর, হইয়ে তৎপর, মা মনসার ব্রতবাণী
সর্পের দংশনে, যদি দহ প্রাণে, স্মরহ দেব ত্রিশূলপানি
নীলকণ্ঠ বিশ্বেশ্বর, সর্পে তার নাহি ডর, সর্প তার গলের ভূষণ
সেই শংকরে স্মরে, মহাজ্বরে মহাঘোরে, লভ জীব মরণে জীবন
আর স্মরণ করহ তুমি শংকর মহিষীরে
সর্পের বন্ধনে যে বাঁধিল দুরন্ত মহিষাসুরে—
যেই দুর্গা, সেই কালী, কালীয়-দমন,
বিপদ কালেতে তাঁরে করহ স্মরণ।
বিষে অঙ্গ জরজর সহিতে না পারি
প্রাণ যায় রক্ষা কর হে মা ধন্বন্তরি।"

গান শুনতে শুনতে নীলাদ্রি আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

ভোরের বাতাসে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে পূর্ণ জ্ঞান ফিরে পেয়ে, নীলাদ্রি যখন

চক্ষুরুন্মীলন করল, তখন সে দেখল, সে একখানা ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় বসে আছে, আর তার অদূরে বসে একজন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুস্থানী লোক সুতো কাটছে। নীলাদ্রিকে জাগতে দেখে লোকটি বললে, "এখন কেমন মনে হচ্ছে বাবু? যন্ত্রণা একেবারে কমে গেছে? না?"

নীলাদ্রি মৃদুস্বরে বললে, "হ্যাঁ।"

লোকটি বলতে লাগল—"ওঃ, খুব বেঁচে গেলেন বাবু। যে সাপে আপনাকে কামড়েছিল, ওতে মানুষ বাঁচে না। বাঁশবনের খরিশ গোখ্‌রো! আপনার গলা পর্যন্ত বিষ উঠেছিল। বমির পর বমি হচ্ছিল। আমরা সবাই আপনার বাঁচার আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম। মা না থাকলে—" বলে একটু পরে বললে—"মা আপনাকে অদ্ভুতভাবে ভাল করলেন বাবু! একটা যেন যাদুর খেল দেখিয়ে দিলেন! মা আমার সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী!"

বলে সে সেখানে অনুপস্থিত মায়ের উদ্দেশে জোড়হাত করে প্রণাম জানাল।

নীলাদ্রির গত রাত্রের ঘটনার কথা মনে হল। সে বললে "কে একজন স্ত্রীলোক আমার চিকিৎসা করছিল না?"

"মা, মাই ত আপনাকে বাঁচালে বাবু—" লোকটি উত্তর দিল। "মা কে? কোথায় সে?"—বলে নীলাদ্রি একবার নিকটে চারিদিকে চেয়ে লোকটির মুখের উপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি স্থাপিত করলে। "তিনি এই বাড়িতে থাকেন, বাইরে গেছেন, এক ঘণ্টা পরে আসবেন।"—লোকটি বললে।

নীলাদ্রি চিন্তামগ্ন হল। পূর্ণ জ্ঞান ছিল না, কিন্তু যেটুকু জ্ঞান বা চেতনা ছিল, তাই দিয়ে সে দেখেছে মেয়েটি নিম্নশ্রেণীব হলেও রূপে সে অতি বড় ধনীর ঘরের সুন্দরী মেয়েদের হার মানিয়ে দেবে। ঠিক যেন এক অপরিচ্ছন্ন বেশভূষা-ধারিণী অতি সুন্দরী যাযাবরী বেদেনী! হয়ত এই লোকটিরই মা। তাকে আর একবার ভাল করে দেখবার জন্য তার মন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। এমনও তার মনে হতে লাগল, এই মেয়েটি যদি সুচারু পরিচ্ছদে ভূষিতা হয়ে আধুনিকার বেশে দাঁড়ায় ত সে নিশ্চয়ই ওই লেডী স্টেশন মাস্টারের সমকক্ষ হবে। লেডী স্টেশন মাস্টারকে দেখে তার মনে হয়েছিল সে অদ্বিতীয়া রূপসী; কিন্তু এখন সে দেখছে এর মত রূপসী আরও আছে। যাই হোক, ক্লান্ত মস্তিষ্কে সে আর বেশী ভাবতে পারলে না। শুধু লোকটির দিকে চেয়ে বললে—"তাই ত, আমাকে এখুনি চলে যেতে হবে, অথচ তার সঙ্গে দেখা না করে ত যেতে পারছি না?"

লোকটি বললে "সে কি বাবু, আপনি এখুনি চলে যাবেন কি? আপনার

শরীর এখন ভয়ানক দুর্বল। চলাফেরা করতে নিষেধ। তাছাড়া আপনার পা এখন অনেকবার ঝাড়তে হবে। মা বলে গেছেন। কারণ যদিও আপনি নির্বিষ, তবুও বিশ্বাস নেই! ও শালা সাপের বিষ—ভয়ানক বিষ! ভাল হয়ে গেলেও আবার জানান দেয়! মা বলে গেছেন যতক্ষণ না তিনি একেবারে নিঃসন্দেহ হচ্ছেন, ততক্ষণ আপনি এখান থেকে চলে যেতে পারবেন না, অবশ্য ভাল আপনি হয়েই গেছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তা হলেও মা বড় বিচক্ষণ ডাক্তার!"

নীলাদ্রি প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, "তোমার মা অতি বিচক্ষণ ডাক্তারই বটে!"

সে ঐ চিকিৎসাকারিণীকে ভাল করে দেখবার জন্য, তার সঙ্গে আলাপ কববার জন্য উদগ্রচিত্ত হয়ে রইল, যদিও সে বুঝেছে, তার সঙ্গে ঐ স্ত্রীলোকটির মান-মর্যাদায় আকাশ-পাতাল তফাৎ; কিন্তু এটা তার কর্তব্য!

নীলাদ্রি চলে যেতে চাইলেও অত্যন্ত শারীরিক ক্লান্তি ও দৌর্বল্য অনুভব করছিল। সে বললে, "চলে যাওয়াই যখন হল না, তখন একটু শুতে পারলে হত! শুতে বড্ড ইচ্ছা করছে। সারা শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে! আচ্ছা সারারাত্রিই কি এখানে এইভাবে বসে আছি? তন্দ্রা আসছিল আর টুটে যাচ্ছিল! শেষটা মনে হল যেন ঘুমিয়েই পড়েছিলুম?"

লোকটি বললে "হ্যাঁ বাবু! তা আপনার শোবার ব্যবস্থা ত মায়ের ঘরে করাই আছে। কিন্তু তার আগে আপনি কিছু খেয়ে নিন। যে দুর্বল হয়ে পড়েছেন আপনি!"

নীলাদ্রি বললে "না, এখন আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। ঘুমুতে পারলেই সুস্থ বোধ কবব। শুনেছি—সাপে কামড়ানো রোগীকে ঘুমুতে দেওয়া হয় না! ঘুমুলে ক্ষতি হবে না?"

লোকটি বিজ্ঞের হাসি হেসে বললে, "মায়ের চিকিৎসার প্রণালী সাধারণ ওঝাদের চেয়ে অনেক উঁচু ধরণের বাবু! যেমন সাধারণ ডাক্তারদের চিকিৎসা আর বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চিকিৎসা। এতদিন দেখে আসছি, জ্বরের সময় ভাত খাওয়া নিষেধ, এখন প্রবল জ্বরে, এমন কি টাইফয়েড্ রোগীকেও ভাত দিচ্ছে। শিগগির শিগগির ভালও হয়ে যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষিত ডাক্তারদের চিকিৎসা সম্পূর্ণ অন্য রকমের। মায়ের চিকিৎসাবিদ্যা এইসব ওঝাদের চেয়ে শতগুণে উঁচু। অনেক ক্ষেত্রে দেখলুম, সাপে কামড়নো মানুষকে ভাল করতে এসে অনেক চেষ্টা করেও ওঝারা অপারগ হয়ে ফিরে গেছে, মায়ের মন্ত্রের জোরে মরা মানুষ উঠে

বসেছে। মা বলে গেছেন, আপনি নির্ভয়ে ঘুমুতে পারেন, আপনার শরীরের সকল বিষ চলে গেছে। আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন, বড় বড় ডাক্তারদের সাপে কামড়ান চিকিৎসা মায়ের চিকিৎসার কাছে হার মেনেছে!"

লোকটি শোবার ঘর দেখিয়ে দিল। তারও অপরিষ্কার পোষাক দেখে নীলাদ্রির অনুমান হল—এ লোকটি ঐ স্ত্রীলোকেরই পুত্র অথবা নিকট আত্মীয় হবে।

ছোট্ট একতলা বাড়ী, চারিদিকে প্রাচীর। বাড়ীর একদিকে ফুলের বাগান, মাঝখানে বসবার বেঞ্চপাতা। অন্যদিকে আম, জাম, পেয়ারা ও লিচু গাছের ঝোপ—সবে মিলে এক শান্তির কুঞ্জ। উঠোনের মাঝখানে চাঁপাগাছে ফুল ফুটে বাতাসে চারিদিকে সৌরভ বিকীর্ণ করছিল। অনুচ্চ প্রাচীরের উপর দিয়ে ফাঁকা মাঠের প্রান্তে পুব গগনে তখন উদয়ের রক্তিম সমারোহ—নবীন ঔপন্যাসিক নীলাদ্রি চৌধুরীর চিন্তার অপূর্ব খোরাক—কিন্তু ক্লান্তিতে, দৌর্বল্যে, মানসিক উদ্বিগ্নতায়, বাড়ীর জন্য দুশ্চিন্তায় সে এমনই আচ্ছন্ন অভিভূত যে, সে ভোরের এই সমস্ত সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করে, প্রায় টলতে টলতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, শয্যায় শয়ন করে তৎক্ষণাৎ অঘোরে নিদ্রিত হয়ে পড়ল।

সাড়ে আটটার সময় সুমিত্রা ডিউটি থেকে ফিরে এল। নীলাদ্রি তখন তার ঘরে তার শয্যায় শুয়ে গাঢ় নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে। রূপকথার রাজপুত্র যেন মায়াকাঠির স্পর্শে অচেতন! ওঃ কাল রাত্রে সাপের বিষে জর্জরিত অবস্থায় ওকে কি বিবর্ণই না দেখাচ্ছিল! এখন বিষমুক্তির পর ওর শরীরে সোনার লাবণ্য আবার ধীরে ধীরে ফিরে আসছে! অপূর্ব রূপবান পুরুষ! সুমিত্রা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। সে জীবনে অনেক পুরুষের দেখা পেয়েছে, তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, কিন্তু এমন সর্বাঙ্গসুন্দর অনিন্দ্যকান্তি সুপুরুষ সে এ পর্যন্ত একজনও দেখেনি। যে-কোন নারী একে দেখলে পাগল হয়ে যাবে, এর রূপে হয়ে পড়বে বিমুগ্ধ, নিঃসন্দেহে এর প্রতি হবে আসক্ত! যেমন মানুষটির সুন্দর সরল স্বভাব, তেমন অমায়িক ব্যবহার!

মাতামহের সতর্কবাণী সুমিত্রার স্মরণে আসে—"তোমার জীবনে আসবে এক অপরূপ রূপবান, গুণবান, বিদ্বান, ধনবান রাজপুত্র, কিন্তু তাকে তুমি সর্বতোভাবে পরিহার করে চলবে। এড়িয়ে চলবে! নইলে তোমার জীবনে ঘটবে মহাদুঃখ!"

এই কি সেই রাজপুত্র? দেখে ও পরিচয় পেয়ে ত মনে হয় খুব বড়লোকের

ছেলে। অদ্ভুত ঘটনার সংযোগে তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে চাইছে! সুমিত্রা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে নীলাদ্রিকে দেখতে থাকে। রাজপুত্র কিন্তু তাকে কাল রাত্রে চিনেও চিনতে পারেনি! ভাগ্যে সে বেশ পরিবর্তন করেছিল! রামলগনের স্ত্রীর একখানা জঘন্য ময়লা কাপড় পরে দরিদ্রঘরের মেয়ে সেজেছিল। তার সোনার আংটি, হাত-ঘড়ি, গলার হার সব খুলে রেখেছিল! মাথার চুল "ঝুঁটি" করে বেঁধেছিল! তাছাড়া ওর সামনে, যেহেতু ও একটা অতি নগণ্য সাধারণ শ্রেণীর মানুষ নয়। নিজবেশে বসে অকুণ্ঠ গলায় গানেব সুরে মন্ত্র পডতে সত্যই তার লজ্জা সঙ্কোচ সমীহ বোধ হত, তাতে চিকিৎসার ব্যাঘাত হত।

সুমিত্রার মন নিদ্রিত নীলাদ্রিকে নীরবে তিরস্কার করতে থাকে—"কি মশাই? খুব যে বাবুর রাগ দেখিয়ে আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল? কিন্তু আমি না থাকলে, ব্যাপারটা জানতে না পারলে এতক্ষণ কি হত?"

অতঃপর সুমিত্রা ঘরের দরজা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিয়ে বাইরে এসে বেহারীকে উদ্দেশ্য করে বললে—"বেহারী, বাবু এখন ঘুমুচ্ছেন, আপনা হতে ঘুম ভেঙে না উঠলে ডেকে ঘুম ভাঙাবার দরকার নেই। আমি আফিসে যাচ্ছি, এগারোটার সময় আসব। তুমি বাবু উঠলে খেতে দেবে।"

সুমিত্রা বাইরে চলে গেল।

আরও এক ঘণ্টা পরে নীলাদ্রির নিদ্রাভঙ্গ হল। শরীরের ক্লান্তি দুর্বলতা অবসাদ অনেক পরিমাণে তিরোহিত হয়েছে। সে এখন প্রায় আগের মতই সুস্থ বোধ করছে। পায়েই যা ব্যথা। অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে। সে শয্যা ত্যাগ করে ঘর হতে বাইরে এসে দাঁড়াতেই প্রখর রৌদ্রালোকে তার চোখ ঝল্‌সে গেল। সে আপন মনেই বলে উঠল—"ইস্‌ এতখানি বেলা হয়েছে।"

বেহারী নিকটেই কাজ করছিল। বললে—"বাথরুমে আপনার মাজন, মুখ ধোবার জল সব রাখা আছে বাবু। আপনি মুখ ধুয়ে নিন, আপনাকে খেতে দেবো।"

নীলাদ্রি জিজ্ঞাসা করলে—"কই? সেই স্ত্রীলোকটি কোথায়? এসেছে?"

বেহারী বললে—"মা'র কথা বলছেন? হ্যাঁ, তিনি ত এসেছিলেন। আপনি ঘুমুচ্ছেন দেখে বেরিয়ে গেলেন। এগারোটার সময় আসবেন বলে গেছেন। আপনার পা-টা আবার একবার দেখবেন বলে গেছেন।"

নীলাদ্রি শশব্যস্তে বললে—"সে কি? আমায় ডাকলে না কেন? দেখ দেখি কি অন্যায়!"

বেহারী বললে—"আপনি ঘুমুচ্ছেন দেখে আপনাকে ডাকতে নিষেধ করলেন,—বললেন—"আপনা হতে ঘুম ভেঙে না উঠলে শরীরের ক্লান্তি দুর্বলতা যাবে না।"

"তোমার মা ডাক্তারও দেখছি।"—নীলাদ্রি মৃদু হাস্যে মন্তব্য করে।

"আজ্ঞে, তা যা বলেছেন বাবু, ও বিদ্যেটাও মা র অনেকখানি জানা আছে।। সাপে-কাটা রোগী ছাড়া অন্য রোগীরও মা অনেক চিকিচ্ছে করেন, বিনামূল্যে ওষুধ দেন। রোগী সব ভাল হয়ে যায়।"

"এসেছিল, ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে দেখে গেছে!" নীলাদ্রি তখন কিভাবে শুয়েছিল, শোয়ায় কোন অশোভনতা প্রকাশ পেয়েছিল কিনা। পরণের কাপড় যথাযথ ঠিক ছিল কিনা, ইত্যাদি—চিন্তা করতে করতে, মনে মনে লজ্জা, সঙ্কোচ অনুভব করতে করতে, নীলাদ্রি বাথরুমে প্রবেশ করল। অপরিচিতা নারী, তা সে অতি সাধারণ অথবা একান্ত নিম্নশ্রেণীর হলেও, সে যদি অশেষ রূপবতী ও গুণবতী হয়, তাকে সব সময় সমীহ করে চলাই ভদ্রতার রীতি।

জলযোগান্তে নীলাদ্রি সুস্থ বোধ করল। বাড়ীর কথা মনে পড়ল। অফিসে তাকে না যেতে দেখে বাবা চিন্তিত হবেন, ভদ্রেশ্বরে লোক ছুটে আসবে, সেখানে সে আসে নাই দেখে হয়ত হুলস্থুল বেধে যাবে। তবে এমন ঘটনা আরও কয়েকবার ঘটেছে। যাই হোক, বাড়ী যাবার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে পড়ল। অথচ এই মেয়েটির সঙ্গে একবার দেখা না করে সে যায়ই বা কি করে? সে নাকি পায়ের চিকিৎসা আরও কয়েকবার করবে। সত্যি, তারই জন্য সে জীবন ফিরে পেল! কি দুর্ভাগ্যপূর্ণ মৃত্যুরই না সে কবলগ্রস্ত হয়েছিল! রাস্তায় তার মৃতদেহ পড়ে থাকত। এখানে কেউই তাকে চেনে না। হয়ত বাড়ীর কেউই জানতে পারত না কিম্বা অনেক বিলম্বে জানত।

এই মেয়েটিকে যথোচিতভাবে পুরস্কৃত করতে হবে। তার কাছে যত টাকা আছে সব, এমন কি আরও দু'হাজার, চার হাজার টাকা বাড়ী থেকে এনে তাকে দেবে। নিম্নশ্রেণীর হলেও তার সঙ্গে আলাপ করতে, ভাব জমাতে প্রবল ইচ্ছা জাগল, যেমন জেগেছিল ঐ লেডী স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে। এই মেয়েটিও অপরূপ সুন্দরী, এত সুন্দর যে অপরিচ্ছন্ন বেশভূষাতেও তা মালুম হয়।

ভাবতে ভাবতে নীলাদ্রি বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়াল। গত রাত্রের দুর্যোগের কোন চিহ্নই এখন নেই। আকাশ পরিষ্কার, নীল, নির্মল। বাতাস শান্ত। আর্দ্র ধরিত্রীবক্ষে, তরুপল্লবে, হর্ম্যগাত্রে, নবোদিত সূর্যের আলো পড়ে এক অবর্ণনীয় শোভা হয়েছে। নীলাদ্রি চলতে থাকে। পায়ে অসহ্য ব্যথা, তবুও

চলতে ভাল লাগে। সে ব্যায়াম অনুরাগী, ফুটবল খেলোয়াড়, গুরুতর আঘাতে সে কাবু হয় না। তাছাড়া, নির্ঘাত মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা পেলে শরীরের অবশিষ্ট রোগ যন্ত্রণাকে মানুষ বুঝি এমনি করেই অবহেলা করে। পৃথিবী গাছপালা, আকাশ, ঘরবাড়ী, রাস্তা সকলই নতুন করে ভাল লাগে। কিছুদূর গিয়ে রাস্তার বাঁক ফিরতেই মাঠ ও স্টেশন দেখা গেল। অদূরে রেললাইনে অনেক লোক কাজ করছে। বড় রাস্তা দিয়ে সাইকেল চেপে, পদব্রজে লোক সব স্টেশনে আসছে। এখন গ্রীষ্মকাল, মাঠ দিয়ে রাস্তা হয়েছে। সেখান দিয়েও লোক আসছে।

আর দেখা গেল সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছটা, যার অসংখ্য লাল ফুল সূর্যকিরণে আগুনের মত জ্বলছে! ঐ গাছতলাতেই ট্রেনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কাল সকালে ঐ লেডি স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল।

আচ্ছা, সে কি নীলাদ্রির এই নিদারুণ দুর্ভাগ্যের কথা, তার এই বিষম বিপদের কথা শোনেনি! এত কাছেই যখন সে থাকে! এত কাণ্ড হয়ে গেল, লোকও অনেক জমেছিল; তার নিশ্চয়ই ব্যাপারটা জানা বা শোনা উচিত ছিল! শুনলে সে নিশ্চয়ই দেখতে আসত। তার জন্যই ত নীলাদ্রির এই সঙ্কট, দুরবস্থা! ওকে ডাকতে ডাকতে অন্ধকারে ছুটে আসতেই না এই বিপত্তি! ওর ডাক হয়ত সে শুনতে পেয়েছিল, রাগ করে সাড়া দেয়নি, নয়ত বাতাসের গর্জনে শুনতে পায়নি। কিম্বা তার বিপদের কথা হয়ত সে শুনেছে কিন্তু তার দুর্ব্যবহারে অপমানে রাগের বশে তাকে দেখতে আসেনি। চিন্তাটা নীলাদ্রিকে পীড়া দিতে থাকে। তবে এজন্য তাকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। দুর্ব্যবহার নীলাদ্রিই তার সঙ্গে শেষটা করেছিল।

এইরূপ চিন্তা করতে করতে এক-পা এক-পা করে অগ্রসর হতে হতে স্টেশনের প্ল্যাটফরমে উঠে আপন অজ্ঞাতসারে কখন যে নীলাদ্রি অফিসকক্ষের সামনে এসে পড়েছিল, তার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ সুমিত্রার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে ভীষণভাবে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে সরে যাবার ইচ্ছা করলেও কেমন যেন যেতে পারল না। সুমিত্রার বিশাল ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূযুগলাঙ্কিত আয়তনেত্রের স্থিরোজ্জ্বল চাউনি এক পরম শক্তিশালী চুম্বকের মত দুর্নিবার আকর্ষণে তাকে টানতে লাগল। তার সারা শরীরে একটা বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল। তাছাড়া তার মনে হতে লাগল, দেখা যখন হয়ে গেল, তখন তার হাজার অপরাধ হলেও, অন্ততঃ ক্ষণিক আলাপজনিত ভদ্রতার খাতিরে তাকে একটু তুষ্ট না করে উপেক্ষা

করে চলে যাওয়া ভাল দেখায় না, তাতে ইনি নীলাদ্রিকে সম্বোধন করুন আর না করুন।

আর, মনে হল ইনিই বেশী সুন্দরী।

ঘরে তখন অন্য লোক ছিল না। গত রাত্রের দোষ ত্রুটি লজ্জা ঢাকবার জন্য নীলাদ্রি ঘরে প্রবেশ করেই বলে উঠল—"নমস্কার, কাল রাত্রে কি হয়েছিল জানেন? আপনি চলে আসবার পর? আমাকে সাপে কামড়েছিল। ভীষণ গোখরো সাপ! একেবারে মরেই গেছলুম! আপনাদের এখানে ঐ যে কে একজন সাপের মন্ত্রজানা মেয়ে থাকে, সে আমাকে ভাল করলে। ওঃ, সে কি ব্যাপার! আমার জ্ঞান ছিল না। যারা উপস্থিত ছিল, তারা বললে ঐ স্ত্রীলোকটি অদ্ভুত চিকিৎসা করে আমাকে মরা থেকে বাঁচিয়ে দিলে, একেবারে যেন ভেল্কি দেখিয়ে দিলে! আমার যা অবস্থা হয়েছিল তাতে সত্যিই আমি যে বেঁচে গেছি বা বেঁচে আছি, তা এখনো পর্যন্ত ঠিক্ বুঝে উঠতে পারছি না!"

নীলাদ্রি একদমে কথাগুলো বলে ও এতখানি পথ হেঁটে আসার জন্য অত্যন্ত ক্লান্তি ও দৌর্বল্য অনুভব করতে থাকে। সে সুমিত্রার সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই তার সুমুখের চেয়ারে বসে পড়ে, যেন সুমিত্রার সঙ্গে তার অসদ্ভাব আর ঘটেনি, যেন উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বই জমতে সুরু করেছে।

সুমিত্রা বলেই ফেলেছিল—"একি! আপনি ঐ পা নিয়ে বেরিয়েছেন কেন?" কিন্তু নীলাদ্রির কথা শুনে বুঝল, বেহারী ভদ্রলোককে এখনও ব্যাপারটা বলেনি। সে মনে মনে বেশ কৌতুক অনুভব করতে থাকে। যাই হোক, সে মনোভাব গোপন রেখে নীলাদ্রির মুখের দিকে চেয়ে কপট বিস্ময়ে বললে—"তাই নাকি?"

তারপর কিয়ৎক্ষণ যেন প্রচণ্ড বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে নীলাদ্রিকে পর্যবেক্ষণ করে বললে—"দেখলেন তো, ডাকতে গেছলুম, কষ্ট পাচ্ছিলেন, অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। আমার কথা শুনলে ত আর অমন বিপদ ঘটত না?"

নীলাদ্রি লজ্জিত কণ্ঠে বললে—"সত্যি বলছি, কাল রাত্রে আপনার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে মনে দারুণ অনুশোচনা জাগল। তাই তৎক্ষণাৎ উঠে আপনার পিছনে পিছনে ছুটেছিলুম আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে। আপনাকে ডেকেছিলুম অনেকবার, কিন্তু ঝড়ের শব্দে আপনি বোধ হয় শুনতে পাননি। আচ্ছা, সত্যিই কি আমার ডাক শুনতে পাননি? না রাগ করে সাড়া দেননি?"

নীলাদ্রি সুমিত্রার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু নয়নে তাকিয়ে থাকে।

সুমিত্রা বললে—"না শুনতে পাইনি।"

নীলাদ্রি বলতে থাকে—"তারপর আপনি প্ল্যাটফরম থেকে নেমে সরু রাস্তা দিয়ে লাইনের ধারে ধারে বরাবর পুব মুখে যেতে লাগলেন, আমিও পিছন থেকে আপনাকে ডাকতে ডাকতে চললুম। যেই খানিকটা গেছি, হঠাৎ পায়ে একটা তীব্র আঘাত অনুভব করলুম—যেন কে পায়ে একটা ধারাল ছুরির ফলা ঢুকিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণায় আমার সারা অঙ্গ সঙ্কুচিত হয়ে গেল। চোখে অন্ধকার দেখলুম। তারপর জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লুম।"

"তারপর?"

সুমিত্রা হাসি চেপে ঘোর বিস্ময়ের ভান করে নীলাদ্রির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

নীলাদ্রি বললে—"জ্ঞান যখন হল, দেখলুম একটা খাটিয়ায় বসে আছি, চার-পাঁচজন লোক আমাকে ধরে আছে, আর একজন স্ত্রীলোক, বেশভূষা দেখলে মনে হয় খুব নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক, অথবা বেদেনী মেয়ে হতে পারে, যারা সাপ নিয়ে ব্যবসা করে—কিন্তু রূপ তার এত অসামান্য যে, মনে হয় সে যে-কোন ধনী অভিজাত ঘরের রূপসী মেয়ের সঙ্গে রূপের প্রতিযোগিতায় নামতে স্পর্ধা রাখে। মানে অতি ময়লা কাপড়ের মধ্যে থেকেও তার রূপ আগুনের মত ফুটে বেরুচ্ছিল। সে একতাড়া কোন গাছের পল্লব নিয়ে আমার মাথা থেকে পায়ে ও পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছোঁয়াচ্ছিল আর গানের সুরে মন্ত্র উচ্চারণ করছিল। অদ্ভুত সে গানের সুর! ভারী মিষ্টি গলা! আমার কানে এখনও সে সুর বাজছে! মনে হল, ঐ সুরেই মৃতসঞ্জীবনী রয়েছে! আমার অসহ্য যন্ত্রণাকে আমার মৃত্যুর অবসন্নতাকে যেন যাদুবলে দূরীভূত করে আমাকে সতেজ প্রাণবন্ত করে তুললে। এই লাইনের ধারে একটু আগেই পুবদিকে তার বাড়ী। চেনেন তাকে?"

নীলাদ্রি, যেন সেই অদৃশ্যার প্রতি রূপগুণ মুগ্ধ নেত্র হয়ে সুমিত্রার মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাল।

সুমিত্রা অতি কষ্টে হাসি গোপন করে গম্ভীর মুখে বললে "না।"

"সে কি? এত কাছে থাকেন আর এমন একজন গুণবতী মেয়েকে চেনেন না? ভারী আশ্চর্য ত! হলেই বা অতি নীচু শ্রেণীর মেয়ে?"

নীলাদ্রি সুমিত্রার উপর বিস্ময়-বিরূপ হয়।

সুমিত্রা বললে, "আমি ত বাইরে কোথাও যাই না, কারুর সঙ্গে আলাপও

তেমন নেই। অফিসের কাজ নিয়েই থাকি। অবসর সময় বই পড়ে কাটাই। কারুর সঙ্গে মেলামেশা করবার, কারুর খবরাখবর রাখবার মুড্ তেমন নেই। আমি একা একা থাকতেই ভালবাসি।"

নীলাদ্রি মৃদু ভর্ৎসনাসূচক উপদেশের স্বরেই বললে—"তাহলেও এ রকম মেয়ের সঙ্গে পরিচয় অন্তরঙ্গতা থাকা আবশ্যক। ইনি একজন গ্রামের গৌরব। মানুষের দারুণ সঙ্কটে ওঁকে কতখানি প্রয়োজন বলুন দেখি? ওঁর জন্যই ত নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলুম! আমাকে বাঁচানো স্বয়ং ভগবানেরও অসাধ্য ছিল—তা জানেন?"

সুমিত্রা, সে যেন অন্য মেয়ে। ঘোর আপত্তি জানিয়ে বললে—"এ মন্তব্যটা আপনার কিন্তু ঠিক হ'ল না! আপনি বড্ড বাড়িয়ে বলছেন। পরমায়ু থাকলে মানুষ কখনো মরে না। আপনার পরমায়ু ছিল বলেই আপনি বেঁচে গেছেন, সেই স্ত্রীলোকটি উপলক্ষ মাত্র। তবে হ্যাঁ, তার কৃতিত্বের প্রশংসা করা যেতে পারে।"

সুমিত্রার মন্তব্যে নীলাদ্রি ক্ষুব্ধ হয়। ভদ্রমহিলা ব্যাপারটাকে বড় লঘু করে ধরেছেন। বললে, "মাত্র প্রশংসা করা যেতে পারে? অতি মাত্রায় প্রশংসা করা যেতে পারে বলুন! তার কৃতিত্বের তুলনা নেই—এই কথা বলুন! গলা পর্যন্ত গোখ্‌রো সাপের বিষ উঠলে মানুষ কখনো বাঁচে? বাঁচে না। এমন কোথাও দেখিনি, শুনিও নি! সেই মহিলা অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। এ আমি চিরদিনই বলব। যারা উপস্থিত ছিল ঘটনাক্ষেত্রে, তারা সবাই একবাক্যে এই কথা বলছে!"

সুমিত্রা মুখ নীচু ক'রে কাজে মন দিল। তার ভয়ানক হাসি পেতে লাগল। ভদ্রলোক সেই মহিলার রূপের গুণের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। সেই মহিলাটি ভদ্রলোকের চোখে এক অপূর্ব বিস্ময়! কিন্তু ভদ্রলোক যখন সেই মহিলাটির আসল পরিচয় পাবেন তখন বিস্ময়ে তিনি কি করবেন কে জানে! যাই হোক, একটা যে বেশ মজা হবে মনে ক'রে সুমিত্রা মনে মনে বেশ উল্লাস ও কৌতুক অনুভব করতে থাকে।

হঠাৎ নীলাদ্রি বলে উঠে—"মাই গড্। একটা বড় আশ্চর্যের ব্যাপার ত! এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি! লক্ষ্য করিনি কেন? কালও একবার চকিতের জন্য মনে হয়েছিল! আচ্ছা, এ কেমন করে সম্ভব হয়?"—নীলাদ্রি প্রচণ্ড বিস্ময়ে সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তার তাকাবার ভঙ্গী দেখে সুমিত্রাও বিস্মিত নয়নে নীলাদ্রির মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—"কি?"

নীলাদ্রি বললে—"গত রাত্রে যে মেয়েটি আমার চিকিৎসা করলে তার গলার স্বর একেবারে অবিকল আপনার মত! কোথাও এতটুকু প্রভেদ নেই! ভারী আশ্চর্য লাগছে কিন্তু! নীলাদ্রি কেমন এক রকম বিস্ময় ও সন্দেহের চোখ দিয়ে সুমিত্রাকে দেখতে থাকে।

সুমিত্রার ভয় হল, মনে হতে লাগল, ভদ্রলোক এইবার তাকে চিনে ফেলবেন! তবুও সে যথাসাধ্য আত্মগোপন করে বিস্ময়ের ভাণ করে নীলাদ্রির মুখের দিকে চেয়ে বললে—"বলেন কি? ভারী আশ্চর্য ত!"

নীলাদ্রি বললে—"সত্যিই ভারী আশ্চর্য লাগছে!"

তারপর বেশ কিছুক্ষণ সুমিত্রার মুখেব দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললে—"আচ্ছা আপনি বলতে পাবেন, দু'জন মানুষের মুখ দেখতে ঠিক এক রকম হলে তাদের গলার স্বরও কি ঠিক এক রকম হয়?"

সুমিত্রা নীলাদ্রির ভাবগতিক দেখে বুঝল, ভদ্রলোক তাকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছেন। তবুও সে যথাসাধ্য মুখে গাম্ভীর্য বজায় রেখে মুখ নীচু করে খাতায় চোখ রেখে বললে "তা বলতে পারি না। কখনো পরীক্ষা করে দেখিনি!"

পরে মুখ তুলে নীলাদ্রির চোখে চোখ রেখে বললে, "কেন, আমার মুখ কি ঠিক সেই মেয়েটির মত দেখতে?"

নীলাদ্রি বললে—"হয়ত ঠিক, নয়ত বুঝতে পারছি না। কারণ; তখন আমার যা অবস্থা, তাকে ভাল করে দেখবার ক্ষমতা বা চেতনা আমার ছিল না। তবুও সেই আচ্ছন্নতার মধ্য দিয়েই দেখে বুঝেছিলুম, মেয়েটি আপনার মতই অসামান্য সুন্দরী—অত অপরিচ্ছন্ন বেশভূষাতেও তা মালুম হচ্ছিল। তবে তার মুখ হয়ত ঠিক আপনার মত না হলেও, একেবারে যে নিখুঁৎ সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, দৃঢ়নিশ্চয়। বয়সে ও স্বাস্থ্যে সে আপনারই অনুরূপ।"

সুমিত্রা আর কিছু না বলে কাজে মন দিল। অনেকক্ষণ পরে সে যখন পুনরায় মুখ তুললে, দেখলে নীলাদ্রি তীব্র পরীক্ষামূলক দৃষ্টিতে তাকে পর্যবেক্ষণ করছে। সুমিত্রা হেসে বললে—"কি ভাবছেন? ভাবছেন, আপনার চিকিৎসাকারিণী আমিই কি না? মুখেতে· গলার স্বরেতে হুবহু মিল!"

নীলাদ্রি লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি বললে—"না না, তা ভাবিনি! এমন কখনো ভাবতে পারি? আপনার মত একজন উচ্চশিক্ষিতা ভদ্রঘরের

আবল্গার মেয়ে কখনো সাপের মন্ত্র শেখে ওঝাগিরি করতে পারে? ডাক্তারী হলেও না হয় কথা থাকত! একাজ সাধারণতঃ বেশী ভাগ নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই করে থাকে, বিশেষ বেদে-বেদেনীরা—চাক্ষুষ যা দেখেছি! আর আমায় যে চিকিৎসা করলে সে একজন অজ-পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা ধরণের নিম্নজাতীয়া মেয়ে। অন্ততঃ তার ময়লা বেশভূষা দেখে তাই মনে হয়। বেদেনীরাও এক-একজন অপরূপ রূপসী হয়!"

সুমিত্রা এবার নিঃসন্দেহে বুঝল, "ভদ্রলোক কোনখানে ভুল করে গোল বাধিয়েছেন। গলার স্বরে তাকে চিনেও কেবল বেশ পরিবর্তনের জন্যই এবং চারিত্রিক বিভিন্নতার জন্যই চাক্ষুষ দেখেও তাকে চিনতে পারেন নি।" পরম কৌতুকে আনন্দে সে মনে মনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কৌতুকোজ্জল স্থির-দৃষ্টিতে নীলাদ্রিকে দেখতে দেখতে বললে "কিন্তু মনে হচ্ছে সেই অশিক্ষিতা নিম্নজাতীয়া মেয়েটি আপনার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে! আপনি তার রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ! কেমন, ঠিক না?"

সুমিত্রা নীলাদ্রির মুখের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

নীলাদ্রি বললে "না না, প্রভাব বিস্তার করেনি! ওকি অদ্ভুত কথা বলছেন? তবে বিস্ময় আকর্ষণ করেছে। করবারই কথা। এতে অন্যায় কিছু দেখছি না। তবে রূপের সম্বন্ধে? সত্যই তিনি অতুলনীয়া! আপনি দেখেন নি তাই আমার কথা শুনে এই মন্তব্য করছেন, কিন্তু স্বচক্ষে তাকে দেখলে আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত না হয়ে পারতেন না। অত ময়লা কাপড়ের ভিতর থেকেও তার রূপ চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল।"

সুমিত্রা কপট অনুযোগের ক্ষুন্নস্বরে বললে—"রূপের প্রশংসায় কাল কিন্তু আপনি আমায় একেবারে স্বর্গে তুলেছিলেন। বলেছিলেন, আমার মত সুন্দরী এর আগে আপনি কখনো দেখেন নি! এখন দেখছি, আপনার কাছে সবাই ভাল। আচ্ছা, বলুন না—আমাদের দু'জনের মধ্যে কে বেশী সুন্দরী? সেই চিকিৎসা-কারিণী, না? লুকুচ্ছেন কেন? আপনার মন তাই বলছে!" সুমিত্রা মনে মনে কৌতুকোচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে। বাইরে তার রূপের নিকৃষ্টতায় ক্ষুন্ন অপ্রসন্ন দেখায়।

নীলাদ্রি আশ্বাস ও সান্ত্বনার সুরে বলে, "না, অসাধারণ সুন্দরী হিসাবে আপনিই আমার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ, প্রথম আবিষ্কার! সত্যি বলছি, আপনার মত রূপবতী মেয়ে আমি আগে কখনো দেখিনি। যে আমাকে ভাল করেছে,

তাকে সম্পূর্ণ ভাল করে দেখিনি। সে আপনার সমকক্ষ হবে কিনা, আর একবার ভাল করে তাকে না দেখলে নির্ণয় করা যাবে না। তবে আমি কি ইচ্ছা করছি জানেন?"

নীলাদ্রি গম্ভীর মুখে সুমিত্রার দিকে তাকাল।

"কি?"—সুমিত্রা নীলাদ্রির চোখে চোখে চেয়ে উত্তরের অপেক্ষায় থাকে।

নীলাদ্রি বললে—"আমি ইচ্ছা করছি যেন আপনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন।"

সুমিত্রা চমকে ওঠে। তার অন্তরের কৌতুক, আনন্দপ্রবাহ হঠাৎ নিস্তেজ হয়ে আসে! তাহলে ভদ্রলোক সব জেনেশুনেই এতক্ষণ ধরে তামাসা করছিলেন, মিথ্যা অভিনয় করছিলেন। তবুও সে নিজের মনোভাব গোপন করে নীলাদ্রির মুখের দিকে চেয়ে বললে—"আপনার এ ইচ্ছার কারণ?"

নীলাদ্রি বললে, "তার মানে কারণ আর কিছুই নয়, আমি আপনাকে অন্য মেয়ের কাছে হেয় বা ছোট করতে অনিচ্ছুক! আর, তাছাড়া আমি এতক্ষণ চলেই যেতাম, কেবল তার সঙ্গে একবার দেখা করে তাকে কৃতজ্ঞতা জানান কর্তব্য বলে মনে করেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছি, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।"

সুমিত্রা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। না, তার সন্দেহটা অমূলক। তাহলে চিকিৎসাকারিণীর সঙ্গে দেখা করার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার সময় বেশ একটা অদ্ভুত মজার সৃষ্টি হবে! সে ভদ্রলোককে বেশ একটা চমক দিতে পারবে!

নীলাদ্রি তখন আপন মনে বলে চলেছে—"সত্যি তা যদি হোত, আপনারা উভয়ে যদি একই হতেন, আমার জীবন নাট্যের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় কেবল একজন অভিনেত্রীই অভিনয় করত, তাহলে এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা অবলম্বন করে এমন একখানা বই লিখতুম যে, পৃথিবীশুদ্ধ লোক পড়ে স্তম্ভিত হয়ে যেত।"

সুমিত্রা মৃদু হেসে বললে—"বেশ ত, লিখুন না? মনে করুন সত্যি!"

নীলাদ্রি বললে "কিন্তু সত্যি নয় বলেই ত তৃপ্তি পাচ্ছি না, সুখী হতে পারছি না। আমার চিকিৎসাকারিণী যে অন্য স্ত্রীলোক।"

"আর তাছাড়া তিনিই এখন আপনার অন্তরে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছেন, আপনাকে এতবড় বিপদ থেকে রক্ষা করে যাদুর খেল দেখিয়ে দিলেন, একনিমেষে আপনার চিত্তহরণ করলেন। আমি ত কেবল পদে পদে আপনাকে অপদস্থই করেছি।"

"কেমন? ঠিক্ না?"

সুমিত্রা স্থির কৌতুককটাক্ষে নীলাদ্রির দিকে চেয়ে মন্তব্য করে।

"ধ্যেৎ, কি যে বলেন আপনি! কেবলি ঠাট্টা।" নীলাদ্রি বলে এবং অন্য কথায় আসে—"আচ্ছা বলুন তো, সেই মেয়েটিকে, তার দ্বারা এই মহৎ উপকারের জন্য কী দেওয়া যায়? আমি ত মনে করছি আমার কাছে দশ টাকা কম যে দু'হাজার টাকা আছে সেই টাকাটা দেবো। আরও যদি বেশী চায় ত তাই দেবো—দু'হাজার, চার হাজার পাঁচ হাজার যা বলবে তাই। অবস্থা ভাল বলেই মনে হল না। ওর উপকারে লাগবে! আর তাছাড়া ওর কাছে আমার ঋণের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই! মৃত্যুমুখ থেকে জীবন ফিরে পেয়েছি! এটা আমার অবশ্য কর্তব্য। কি বলেন?"

নীলাদ্রি সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে তার অভিমত জানবার অপেক্ষায় রইল।

সুমিত্রা হাসি গোপন রেখে বললে—"বেশ ত, গরীবের মহৎ উপকার হবে।"

হঠাৎ নীলাদ্রি চিৎকার করে ওঠে—"মাই গড! সর্বনাশ হয়েছে।"

সুমিত্রা চমকে উঠে বিস্মিত নয়নে নীলাদ্রির ভীত বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কি হল?"

"আমার মানিব্যাগটা ত পকেটে দেখছি না! কোথায় পড়ে গেছে নিশ্চয়ই! এতক্ষণ আদৌ খেয়াল হয়নি! যাঃ, কি মুস্কিলে পড়লুম বলুন তো? ঐ যেখানে রাস্তায় কাল রাত্রে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, সেইখানেই পড়ে গেছে পকেট থেকে। আর এখন পাওয়া যাবে না। কেউ নিশ্চয়ই কুড়িয়ে নিয়েছে।"

বলতে বলতে অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে শশব্যস্তে নীলাদ্রি ঘর হতে বেরিয়ে গেল।

সুমিত্রা ডাকল—"রামলগন—।"

রামলগন এসে দাঁড়াতেই সুমিত্রা বললে, "দেখ ত, বাবু কোথায় গেলেন।"

রামলগন একটু পরেই ফিরে এসে বললে "বাবু রাস্তার দুধারে তাকাতে তাকাতে কোয়ার্টারের দিকে চলেছেন। ডাকব কি?"

সুমিত্রা একটু ভেবে বললে—"না, থাক।"

কাজ করতে করতে সুমিত্রার মুখে এবার অবাধ হাসি দেখা দেয়—ভারী মজার ও কৌতুককর হাসি! ভদ্রলোক যখন ব্যাপারটা সমুদয় জানবেন, তখন সুমিত্রার উপর তাঁর মনোভাব কি রকম হবে, তা কল্পনা করে সুমিত্রা মনে মনে বিপুল উল্লাস ও আনন্দ উপভোগ করতে থাকে। ভদ্রলোক বিলাত ফেরৎ উচ্চশিক্ষিত হলে হবে কি, বুদ্ধিতে একেবারে ছেলেমানুষ! স্বভাবে ব্যবহারেও

একেবারে তেমনি লাজুক! মেয়েদের মুখের দিকে বেশীক্ষণ অসংকোচ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে পারেন না। সেই কারণেই বুঝি সুমিত্রা এঁর চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পেরেছিল! এমন অপরূপ রূপবান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন উদার সরলচিত্ত কু-অভিপ্রায়শূন্য ভদ্রস্বভাবের পুরুষকে কোন্ নারী না পছন্দ করে?

সুমিত্রা কিয়ৎক্ষণের জন্য তন্ময় অন্যমনস্ক থেকে আবার কাজে মন দিল।

এদিকে নীলাদ্রি রাস্তার চারিধারে উদ্বিগ্ন অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে সুমিত্রার গৃহের সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। বেহারী দরজার নিকট দাঁড়িয়েছিল, বোধ হয় নীলাদ্রিকে বাড়ীতে বা নিকটে না দেখে তাকে খুঁজতে বার হচ্ছিল। নীলাদ্রিকে দেখে বললে, "বাবু, কোথায় গেছলেন? আপনার এখন বেশীদূর যাওয়া বা বেড়ানো নিষেধ! মা শুনলে আমাকে বকবেন!"

নীলাদ্রির মনের অবস্থা ভাল ছিল না। সে রুক্ষকণ্ঠে বলে উঠল—"আরে রেখে দাও তোমার মা! একটা মানিব্যাগ দেখেছো? রাস্তায় পড়েছিল? তাতে অনেক টাকা আছে। কাল রাত্রে যখন লোকেরা রাস্তা থেকে আমাকে তুলে এখানে নিয়ে আসে, সেই সময় সম্ভবতঃ পকেট থেকে পড়ে গেছে! তাদের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই পেয়ে থাকবে! একবার তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পার?"

"মা রেখেছেন বাবু?"—বেহারী বললে।

"এ্যাঁ, রেখেছে? বাঁচিয়েছে! তোমার মা বড্ড ভাল! কোথায় পেলে? রাস্তায় পড়েছিল নিশ্চয়ই?"—নীলাদ্রি উৎসুক জিজ্ঞাসুনেত্রে বেহারীর দিকে চায়। তার মুখের উপর হতে উদ্বিগ্নতার ছায়া অপসৃত হয়ে সেখানে স্বস্তির, খুশীর আলো ফুটে ওঠে।

বেহারী বললে—"আপনি যেখানে পড়েছিলেন।"

নীলাদ্রি বললে—"যাক, ও তোমার মায়েরই পাওনা, মা নিয়েছে। আমি আর ওতে হাত দেব না।"

"মায়ের পাওনা কেন বাবু?"—বেহারী সৌৎসুক্যে জিজ্ঞাসা করে।

নীলাদ্রি বললে—"বাঃ তোমার মা আমাকে বাঁচিয়েছে, তার পুরস্কার দিতে হবে না? ও ব্যাগে প্রায় দু'হাজার টাকা আছে, সবই তোমার মাকে দিলুম। আরও যত টাকা চাইবে, দেবো। তোমার মা খুব খুশী হবে! না?" নীলাদ্রি বেহারীর মুখের দিকে আত্মতুষ্টিতে চায় তার অভিমত জানবার জন্য। মনে মনে আত্মপ্রসাদে অধীর হয় এই ভেবে, গরীব মেয়েটিকে কত না কত অর্থ সাহায্য

সে করতে সক্ষম হল।

বেহারী গম্ভীর হয়ে বলে—"আপনি তাহলে মাকে চেনেন না বাবু! ও টাকা মা নেবেন না।"

"কেন?"—অতিরিক্ত বিস্ময়ে নীলাদ্রি বেহারীর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে। তাকে নিরাশ উৎসাহহীন বলে মনে হতে থাকে।

বিজ্ঞের মত ভাব দেখিয়ে বেহারী বলে—"সাপে কামড়ান চিকিৎসায় টাকা নিতে নেই, শাস্ত্রে নিষেধ আছে। মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র বিক্রী করতে নেই। ওতে মন্ত্রের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। ভবিষ্যতে সর্প চিকিৎসায় সুফল ফলে না।"

"তাই না কি?"—নীলাদ্রি বিস্ময়ে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকে। পরে বলে—"কিন্তু আমি যদি স্বেচ্ছায় দিই ত নেবে না কেন?"

বেহারী বলে—"আপনি যেন মাকে টাকা দিতে যাবেন না বাবু? ও টাকা মা ত নেবেনই না, উপরন্তু পীড়াপীড়ি করলে ভয়ানক রেগে যাবেন! ভারী রাশভারী মানুষ তিনি। আপনি এখনও তাঁকে ভাল করে চোখে দেখেন নি, তাঁর পরিচয় পাননি।"

সুমিত্রার সঙ্গে নীলাদ্রির গতদিনের দুবার সাক্ষাতের কথা, আলাপের কথা ও আজ কিছুক্ষণ আগের দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপের ব্যাপার বেহারীর জানা ছিল না।

নীলাদ্রি দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে ভাবতে থাকে একজন অতি সাধারণ অথবা নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক এত দারিদ্র্যেও এমন নির্লোভ মর্যাদাসম্পন্না হতে পারে! কথাবার্তায় মেয়েটির প্রতি বেহারীর সম্ভ্রমসূচক ভাব নীলাদ্রি এ পর্যন্ত লক্ষ্য করেনি।

"ঘরে আপনার দুধ রেখে এসেছি বাবু, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, আগে গিয়ে খেয়ে নিন। আর আপনি এখন বেশী চলাফেরা করবেন না।"

বলে বেহারী আপন কাজে গেল।

নীলাদ্রি এইটুকু পরিশ্রমেই ক্লান্তি অনুভব করছিল। সে ঘরে এসে শয্যায় উপবেশন করল।

নীলাদ্রি এতক্ষণ ঘরের ভিতরটা লক্ষ্য করে দেখেনি। এক্ষণে ঘরের চারদিকটা লক্ষ্য করতে থাকে।

বেশ প্রশস্ত ঘরখানি, দামী ও অতি সুন্দর আসবাব দিয়ে পরম রাজকীয়ভাবে সাজান, সর্বত্র শোভা ও পরিচ্ছন্নতা বিরাজমান। সারা ঘরময় চারিদিকের উন্মুক্ত বাতায়ন পথে প্রবিষ্ট আলো, বাতাস ও রৌদ্রের খেলা। পাশাপাশি দুটি

আলমারি, একটিতে পরিপাটিভাবে সাজান নানা রঙের সুন্দর সুন্দর দামী সাড়ী, অন্যটিতে অগণিত পুস্তক—বাংলা ও ইংরাজী, বঙ্কিমচন্দ্রের, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, রবি ঠাকুরের পদ্য, কবিতা, গল্পগুচ্ছ থেকে, এম. এ ক্লাসের পুস্তক ও বিখ্যাত ইংরাজিবিদ্ লেখকের গদ্য ও কবিতা পর্যন্ত রয়েছে। দেওয়ালের একদিকে ঠাকুরদের ছবি, অন্যদিকে দেশবরেণ্য নেতাদের আলেখ্য ও নানা দেশের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র। ড্রেসিং টেবিলে লাগান প্রকাণ্ড স্বচ্ছ মুকুর। টেবিলের উপর রক্ষিত নানা সুগন্ধি প্রসাধন দ্রব্য ও আর একটি গোল টেবিলে ফুলদানিতে গাঁদা, গোলাপ, চাঁপা ও রজনীগন্ধার পুষ্পগুচ্ছ ঘরময় সৌরভ বিকীর্ণ করছে। এক কোণে জানালার নীচে একটি টেবল-হারমোনিয়ম ও তার পাশে একটি বীণা। মেঝেয় পাতা পারস্যের সুদৃশ্য সবুজ গালিচা। আলনায় একখানা ঘোর নীল রঙের পাতলা সাড়ী ঝুলছে।

সবে মিলে এক ধনবতী বিদুষী বিলাসিনীর বিলাস কক্ষ। সুদৃশ্য পালঙ্কে মনোরম শয্যা। মাথার বালিশে সুচারু কারুকার্য খচিত পরিষ্কার ঢাকা। বিছানার একপাশে একখানা মোটা বাঁধানো ইংরাজী পুস্তক—'রোম্যান্স অফ ওয়ার্ল্ড', তাতে সুন্দর ইংরাজী অক্ষরে হাতে লেখা—"সুমিত্রা চ্যাটার্জি, এম. এ।"

নীলাদ্রি অতি বিস্ময়ে অবাক হয়ে ঘরের দৃশ্য দেখতে থাকে। সে ভেবে পায় না, কি করে এতসব দামী উচ্চশ্রেণীর পুস্তক, এমন দামী সুচারু বসন-ভূষণ, দ্রব্যসামগ্রী ঐ দৃশ্যতঃ নিম্নশ্রেণীর অপরিচ্ছন্ন বেশভূষাধারিণী অনুচ্চ শিক্ষিতা নারীর হতে পারে! সে কি স্বপ্ন দেখছে! না কোন মায়াবিনীর ইন্দ্রজাল দর্শন করছে? না কী এ অন্য কোন মেয়ের ঘর! কিন্তু তা-ও ত নয়! সে বেহারীর মুখে শুনেছে এ তার মায়ের ঘর।

এখন কথা হল, ঐ অপরিচ্ছন্ন বস্ত্রের অন্তরালে তার চিকিৎসাকারিণীর অসামান্য রূপের জ্যোতি যা নীলাদ্রি দেখেছে, তাতে সে যদি ঐ সুচারু বসন ভূষণে সজ্জিতা হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলে রূপ সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় সে ঐ লেডি স্টেশন মাস্টারের সমকক্ষ হবে—না তাকে অতিক্রম করে যাবে? লেডি স্টেশন মাস্টারের রূপপ্রভা নীলাদ্রির মানসপটে ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে যেতে থাকে।

যাই হোক, আর কিয়ৎক্ষণ পরেই সে এই রহস্যময়ী নারীর সাক্ষাৎ লাভ করবে। তখন কিভাবে সে তার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করবে চিন্তা করতে লাগল।

বেহারী এসে ঘরে প্রবেশ করে বললে—"একি বাবু, বসে আছেন? দুধটা খাননি? ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে? দাঁড়ান, গরম করে এনে দিই।"

নীলাদ্রি শশব্যস্তে বললে—"না না, আর গরম করতে হবে না, এখুনি খেয়ে নিচ্ছি।"—বলে এক নিঃশ্বাসে দুধটা পান করে খালি গ্লাসটা টেবিলে রেখে দিয়ে বললে—"আচ্ছা বেহারী, এই যে এত সব দামী কাপড় জামা, বই, জিনিসপত্তর দেখছি, এই সবই কি তোমার মায়েব, না অন্য কারুর?"

নীলাদ্রিব প্রথমে ধারণা হয়েছিল—এ ঘর কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার এবং যে মেয়েটি তাকে চিকিৎসা করেছিল সে এ বাড়ীব পরিচাবিকা বা বাইরের অন্য কেউ।

বেহারী বিস্ময়ে নীলাদ্রিব মুখের দিকে চেয়ে বললে—"মা ছাড়া আবার অন্য কার হবে বাবু?"

নীলাদ্রিব বিস্ময় একেবাবে যায় না। সে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা তোমার মা খুব বিদ্বান না—?"

বেহারী বিজ্ঞেব মত মুখের ভাব নিয়ে উত্তব করলে—"মায়ের মত বিদ্বান এখানে ক'টা মেয়ে বা পুরুষ আছে বাবু? যতগুলো পাস আছে, সবক'টাই মা করেছে।"

ভদ্রমহিলা যে এম এ পাস নীলাদ্রি একটু আগেই তা জেনেছে। এবং সে যে বেহারীর আত্মীয়া আদৌ নয়, এ ধারণা এখন তার মনে বদ্ধমূল।

"আচ্ছা, উনি বিয়ে করেছেন?" পরম ঔৎসুক্যে নীলাদ্রি জানতে চায়। নীলাদ্রি এখন থেকে ঐ নারীর প্রতি সম্ভ্রমসূচক হয়ে কথা বলে।

"না বাবু, বিয়ে উনি করেন নি! আর বিয়ে বোধহয় করবেনও না।"

"কেন?"—নীলাদ্রির ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পায়। সে বেহারীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

বেহারী দুঃখ করেই বললে—"খেয়াল, নইলে ওনার আবার পাত্রের অভাব! অমন রাজকন্যার মত রূপ, গুণও অসাধারণ, কত বড় বড ঘরের ছেলেরা ওঁকে বিয়ে করবার জন্য লালায়িত, কিন্তু ওনার ঐ এক ধনুকভাঙা পণ—বিয়ে করবেন না। কি যে উনি ভেবেছেন উনিই জানেন।"

"ওঁর কে কে আছে?" নীলাদ্রি শুধায়। তার বিস্ময় ও আকর্ষণ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

"ওনার কেউ নেই বাবু, সংসারে একেবারে একা, আমিই সব দেখাশোনা

করি।"

"উনি কি করেন?"—নীলাদ্রি পুনঃ প্রশ্ন করে। এই যুবতীর প্রতি তার কালকের ধারণা পাল্টে যায়। এত ঐশ্বর্য যার, এত বিদ্যা যার, সে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু করে, সাপের চিকিৎসা করে সে যখন পয়সা নেয় না!

"উনি চাকরী করেন বাবু"—বেহারী উত্তর দেয়।

বেহারী আর দাঁড়ায় না। তাড়া দেখিয়ে বলে "আপনি বসুন বাবু, উনোনে তরকারি চড়িয়ে এসেছি, ধরে যাবে, মায়েরও আসবার সময় হয়ে এসেছে।" বলে বেহারী নীলাদ্রির পরিত্যক্ত দুধের গ্লাসটা টেবিল থেকে নিয়ে ঝটিতি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এত কথাবার্তার মধ্যে নীলাদ্রি বেহারীকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছল—এত সুন্দর দামী কাপড়-চোপড় যার, সে কেন অমন দীন অপরিচ্ছন্ন বেশে তাকে চিকিৎসা করছিল! যাই হোক, একটু পরেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হবে এবং তার অপরিমিত অদম্য ঔৎসুক্য মিটবে। তার সঙ্গে আলাপটাও হবে তার জীবনে একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা—যেমন ঐ লেডি স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে ঘটেছিল। বলাবাহুল্য, ঐ লেডি স্টেশন মাস্টার যেন নীলাদ্রির মনলোক থেকে বিদায় নেবার উপক্রম করেছে!

সময় যত এগিয়ে আসতে থাকে, নীলাদ্রির উত্তেজনা উৎকণ্ঠা তত প্রকট হতে থাকে। এই রকম অব্যবস্থিত চিত্ততা সে গত রাত্রে ঐ লেডি স্টেশন মাস্টারের কক্ষে প্রবেশ করবার সময় অনুভব করেছিল।

ক্লান্তি বোধ হওয়াতে সে বিছানায় শুয়ে পড়তেই মাথার বালিশের ঢাকা থেকে একটি সুগন্ধ তার নাকে লাগল। পূর্বে নিদ্রাতুর আচ্ছন্ন অবস্থায় সে ইহা টের পায়নি। এ নিশ্চয়ই ঐ নারীর কেশ তৈলের অথবা শরীরের সেন্টের সুবাস। সে প্রাণভরে আঘ্রাণ নিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তার সারা শরীরে এক অভিনব যৌবন মাদকতা উপলব্ধি হতে থাকে। সেটা সেই নারীদেহ স্পর্শ অনুভূতি! সে হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হয়ে সুগন্ধজড়িত বালিশটাকে গভীর আবেগে ঘন ঘন চুম্বন করতে লাগল। পরক্ষণেই সে আত্মধিক্কারের অনুশাসনে অধীর হয়ে যায়। সে তার মহৎ হিতৈষিণী চিকিৎসাকারিণীর প্রতি অনধিকার অসম্মান অসভ্যতা প্রকাশ করছে! এই সময়ে হঠাৎ তার স্মৃতিপটে উদয় হয়, ঠিক এই রকম সুবাস সে গত রাত্রে ঐ লেডি স্টেশন মাস্টারের কাছে স্টেশন কক্ষে তার সঙ্গে আলাপের সময় পেয়েছিল। আর, যখন সেই নারী তাকে ডাকতে সেডের তলায় গিয়েছিল—

দেখা? পা-ও পরীক্ষা করতে হবে।" সুমিত্রার ভঙ্গীতে অলঙ্ঘনীয় আদেশ, অবশ্য পালনীয় তার ব্যক্তিত্ব!

নীলাদ্রি শয্যায় গিয়ে বসে। সুমিত্রা একেবারে নীলাদ্রির সুমুখে গিয়ে গায়ের কাছে অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে নীলাদ্রির শক্তিমান কঠিন ডান হাতখানা তার নমনীয় হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে রিষ্ট ওয়াচের দিকে নজর রেখে নীলাদ্রির নাড়ী পরীক্ষায় রত হয়। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক অতি রূপবান যুবাপুরুষের অঙ্গস্পর্শ করে এত কাছাকাছি একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুমিত্রার রীতিমত লজ্জা করতে থাকলেও, তার সুন্দর মুখ ক্ষণে ক্ষণে অস্বাভাবিক গৌরবর্ণ ধারণ করলেও, সে ভয়ানক গম্ভীর হবার চেষ্টা করে, চিত্তচাঞ্চল্য দমন করে, তার বিঘ্নিত বিলম্বিত নাড়ী পরীক্ষা শীঘ্র সমাধা করবার প্রয়াসী হল। নাড়ী পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল, অথবা এটা তার হঠাৎ উদ্ভাবিত উদ্ভট খেয়াল বোঝা গেল না। নীলাদ্রি সুমিত্রাকে এত কাছাকাছি কখনো দেখেনি। তার মনে হল, এ পর্যন্ত সে সুমিত্রাকে যতখানি সুন্দর দেখেছে, তার চেয়েও সে অনেক বেশী সুন্দর। অতি চওড়া টকটকে লালপাড় সাড়ী ও ঘোর লাল ব্লাউজে তার গৌরবর্ণ তনুশ্রী অতি সুললিত ও মনোরম দেখাচ্ছিল। নীলাদ্রি শালীনতা ভুলে অবাক মুগ্ধদৃষ্টিতে সুমিত্রাকে দেখতে লাগল। দেখতে থাকে সুমিত্রার অতি কমনীয় মুখ, আরক্ত কপোল, আরক্ত কুসুম পেলব ওষ্ঠাধর, সুঠাম সুন্দর নাসিকা ও চিবুক, ভ্রমরকৃষ্ণ সুবঙ্কিম ভ্রূ, আয়ত আঁখির নমিত স্থিরোজ্জ্বল দৃষ্টি, উত্তুঙ্গ উন্নত বক্ষশ্রী! তার দৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে নির্লজ্জ হয়ে একেবারে তার গায়ে গায়ে ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে সম্মুখে দাঁড়ানো এই অসীম রূপবতীর বিচিত্র যৌবনোচ্ছল সারা অঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সেই সঙ্গে একটা উৎকট কামনাভিলাষও তার মনের মধ্যে জেগে ওঠবার উপক্রম করতে লাগল।

সুমিত্রা নীলাদ্রির মুখের দিকে একবারও তাকায় নি, তার দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ। সে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে নীলাদ্রির হাত ছেড়ে দিয়ে এবার তার মুখের দিকে তাকাতেই নীলাদ্রির দুষ্টু চোরা চাউনি তার নজরে পড়ল। সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে সে আপন বুকের দিকে চেয়ে দেখতেই লজ্জায় শিউরে উঠল। জামাটা ঘামে ভিজে বুকে আঁট হয়ে বসে গিয়ে তার দুই স্তন অল্প অল্প প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। আরক্ত মুখে আঁচল দিয়ে বুকটা ভাল করে ঢাকা দিতে দিতে সে নীলাদ্রির মুখের প্রতি কৃত্রিম কোপ কটাক্ষ হেনে শাসনের ভঙ্গীতে গম্ভীর মুখে বললে—"ভারী অসভ্য লোক ত!"

নীলাদ্রি লজ্জায় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করলে—"কেমন দেখলেন ?"

সুমিত্রা বললে—"আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।"

"তাহলে ত এখন আমার বাড়ী যেতে আর কোন বাধা নেই ? আর বাড়ীতে সবাই ভাবছে, আজ দুদিন বাড়ী ছাড়া, হয়ত খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হয়ে গেছে !"

নীলাদ্রিকে এবার সত্যই উদ্বিগ্ন দেখাল।

সুমিত্রা বললে—"এখুনি যাবেন কি ? আপনার শরীর এখন যথেষ্ট দুর্বল। কাল শরীরের উপর দিয়ে কি রকম ধকল গেছে মনে নেই ? খেয়ে বিশ্রাম করুন, বিকালে পা টা একবার দেখব, তারপর যেতে হয় রাত্রে যাবেন।"

তারপর নীলাদ্রির প্রতি চেয়ে দৃঢ়স্বরে বললে "একেবারে নিশ্চিন্ত না হয়ে ত আপনাকে ছাড়তে পারি না ?"

নীলাদ্রি কিছুক্ষণ সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে—"বেশ তাই হবে।"

বাড়ীর জন্য মন উদ্বিগ্ন হলেও এখুনি সুমিত্রাকে ছেড়ে যেতে যেন তার মন চাইছিল না। কিন্তু এই নারীর প্রতি কিছুক্ষণ আগে চারিত্রিক দুর্বলতা বা হীনতা দেখিয়ে তার মনটাও কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। সে যেন স্বস্তি পাচ্ছিল না।

নীলাদ্রি অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সুমিত্রা জানালাগুলো বন্ধ করে ঘরে রৌদ্রের ঝাঁঝ আসা বন্ধ করে নীলাদ্রির নিকট ফিরে এসে বলে—"কি ভাবছেন ? বাড়ীর জন্য মন কেমন করছে ? না বাড়ী যেতে দেরী করিয়ে দিলুম বলে মনে মনে আমার ওপর রাগ করছেন ?"

নীলাদ্রির মনের বিষণ্ণতা কেটে যায়। সুমিত্রাকে ঘনিষ্ঠ বলে মনে হয়। সে খোলা হাসি হেসে বলে—"না না, বাড়ীর জন্য আদৌ ভাবিনি। এ নতুন নয়। অনেকবার এ রকম হয়েছে। আর আপনার উপর কখনো রাগ করতে পারি ? কি বলছেন আপনি ? আমি ভাবছি আমার জীবনে সংঘটিত এই বিচিত্র ঘটনার কথা। আর ভাবছি আপনাকে, যিনি আমাকে অনিবার্য মৃত্যুর মুখ থেকে অতি অবিশ্বাস্য বিস্ময়করভাবে রক্ষা করলেন। আপনি আমার জীবনে এক অতি বড় বিস্ময় হয়ে চির অবিস্মরণীয় হয়ে রইলেন। রূপের ও গুণের মহিমায় আপনি অনির্বচনীয় !"

বলে সুমিত্রার দিকে চেয়ে সুমিত্রাকে সত্যই আপন অন্তরঙ্গ ভেবে নিয়ে

বললে—"জানেন, আপনাকে আর একবার শুধু ভাল করে দেখবার জন্যই ওই প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে কাল রাত্রে এখানে নেমেছিলুম? তারপর বিপদ হল, আপনিই রক্ষা করলেন!"

সুমিত্রা বিস্মিত নেত্রে নীলাদ্রির মুখের দিকে চেয়ে বললে—"তবে যে বললেন, গাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়ে ওভারক্যারেড হয়ে এখানে নেমেছেন?"

নীলাদ্রি হাসতে-হাসতেই বললে—"ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়ে ওভারক্যারেড হয়েছিলুম ঠিকই, কিন্তু যেই দেখলুম ত্রিবেণীতে এসে গাড়ী থেমেছে, অমনি মাথায় ভূত চাপল। আপনি বিশ্বাস করুন, সকালে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হবার পর থেকে সারাদিন অফিসের কোন কাজে মন দিতে পারিনি! কেবলই আপনার কথা ভেবেছি!"

"তাই ঘরে ঢুকেই এক বিশ্রী রসিকতা করে আমাকে তাজ্জব করে দিলেন! অদ্ভুত লোক আপনি!"—সুমিত্রা ভর্ৎসনাসূচক মন্তব্য করে।

নীলাদ্রি লজ্জার হাসি হেসে বললে—"সত্যি অত বড় অপরাধ আপনি যে অত অপরিচিতা হয়েও মার্জনা করবেন, আমার প্রতি সদয় হবেন, আমি কল্পনাও করতে পারিনি। নইলে সারারাত্রিই মনের দুঃখে ঐ জলঝড়ে এই অজানা জায়গায় রাস্তায় রাস্তায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতুম!"

বেহারী এসে জানাল নীলাদ্রির খাবার দেওয়া হয়েছে। সুমিত্রা বললে—"যান, খেয়ে-দেয়ে এখন বিশ্রাম নিন, বিকেলে আপনার পা পরীক্ষা করব।" বলে সুমিত্রা আবার স্টেশন অভিমুখে চলে গেল।

কিন্তু রাত্রের ট্রেনে নীলাদ্রির যাওয়া হল না। অপরাহ্ন হবার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশে দেখা দিল কাল বৈশাখীর গর্জমান মেঘের ঘোর ঘনঘটা, তুমুল ঝঞ্ঝা ও বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল বারিবর্ষণ সুরু হল। পৃথিবীর বুকে বহুক্ষণ ধরে চলল মহাপ্রলয়ের রুদ্র প্রচণ্ড তাণ্ডব লীলা। রাত্রি দশটা বাজল তবুও দুর্যোগের অবসান ঘটল না। বেহারীর রান্না গরম গরম আহার্য উদরস্থ করে গভীর আরামে সুমিত্রার কক্ষে তার শয্যায় শয়ন করে নীলাদ্রি নিদ্রা গেল। সুমিত্রা তখন স্টেশনে।

রাত্রি সাড়ে বারোটা। দুর্যোগ কেটে গেছে। মেঘমুক্ত নীল আকাশ এক্ষণে সুধাংশুকর-সমুজ্জল। ক্রুদ্ধ বিক্ষুব্ধ ভীষণ প্রকৃতি এক্ষণে শান্ত, মৌন। স্বর্গ হতে জ্যোৎস্নার শুভ্র আলো এসে বর্ষণস্নাত ধরণীবক্ষে, তরুলতা-পল্লবে সৌধগাত্রে পড়ে এক অবর্ণনীয় শোভা হয়েছে। নীরব নিশীথিনী বক্ষে দূরশ্রুত বিহগকণ্ঠ নিদ্রাতুর

স্বপ্নালু মানুষের মনে আবেশ, বিহ্বলতা সৃষ্টি করে।

এক ঝলক জ্যোৎস্না উন্মুক্ত বাতায়ন পথে প্রবেশ করে শয্যায় এসে পড়তেই নীলাদ্রির নিদ্রাভঙ্গ হল। প্রথমে সে কোথায় আছে বুঝতে পারে না। পরে ব্যাপারটা মনে পড়লে সে তৎক্ষণাৎ উঠে বসল। নীচে মেঝের উপর বেহারী অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে। সুমিত্রা সে ঘরে নেই। থাকতেও পারে না। তাকে সেখানে কল্পনা করাটাই অন্যায়, অশোভনীয়, সামাজিক শিষ্টাচার বহির্ভূত। অতিথি সৎকারে নারী নিজগৃহে পুরুষ আগন্তুককে যথোচিত সম্বর্ধনা, সমাদর, হৃদ্যতা প্রদর্শন করবে, তার সঙ্গে অসঙ্কোচ আলাপে প্রবৃত্ত হবে, এমন কি একসঙ্গে আহারেও আপত্তি নেই, শুধু একসঙ্গে শয়ন নিষিদ্ধ বা ভদ্রতাবিরুদ্ধ। এ হল সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা, উভয় পক্ষের চারিত্রিক দৃঢ়তা রক্ষা। সুমিত্রা নিশ্চয়ই স্টেশনে অথবা অন্য কোথাও আছে। দৈবদুর্বিপাকে সে এখানে রাত্রে আটকে গিয়ে সুমিত্রাকে কি যৎপরোনাস্তি অসুবিধাতেই না ফেলেছে! এই চিন্তায় নীলাদ্রি রীতিমত লজ্জিত ও আকুল হয়ে উঠল।

সারাদিন ও এত রাত্রি পর্যন্ত অনবরত শুয়ে-বসে ঘুমিয়ে নীলাদ্রি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে শয্যা হতে নেমে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই আলো ঝলমল আকাশ ও পৃথিবী তাকে অভিনন্দন জানালে। জগতটা যেন একটা বিচিত্র মায়া, ভেল্কি! কিছুক্ষণ পূর্বে আকাশের কোণে মেঘের ঘনকৃষ্ণ যবনিকা, দামিনীর জ্বলন্ত বিভীষিকা, অশনির রুদ্র নিনাদ, প্রভঞ্জনের ভৈরব হুঙ্কার ও বৃষ্টির মুষলধারা এই সবে মিলে পৃথিবীর বুকে যে প্রলয় তাণ্ডবলীলার সৃষ্টি করেছিল, তা যেন কোন যাদুমন্ত্রবলে অন্তর্হিত হয়ে গেছে! নির্মল নির্মেঘ নীল আকাশে জ্যোৎস্না কিরণ বিকীর্ণ করছে। চারিদিকে নীরবতা। সদ্য বৃষ্টিস্নাত পল্লবসমৃদ্ধ তরুগাত্রে চন্দ্রপ্রভা পড়ে এক বিচিত্র নৈসর্গিক শোভা হয়েছে। সদ্য প্রস্ফুটিত চাঁপা, বেল, রজনীগন্ধা ও বকুলের মিশ্র সৌগন্ধে বাতাস উতল, মধুময়—যেন কোন অজানা আজব দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

নিশ্চিত অনিবার্য মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পেয়ে নীলাদ্রি প্রকৃতির এই নৈশ সৌন্দর্যকে অতি মুগ্ধ পুলকিত চক্ষে নিরীক্ষণ করছিল। এত সুন্দর চাঁদনী-রাত, এত সুন্দর আকাশ পৃথিবী সে এর আগে কখনো দেখেনি, উপভোগ করেনি। সে আনন্দে বিভোর হয়ে মুগ্ধ চক্ষে চারিদিকে চেয়ে থেকে পরে চন্দ্রালোকিত প্রাঙ্গণতলে নেমে গিয়ে পদচারণা সুরু করে দিল ও তার এই অপার আনন্দের হেতু যে, সেই সুমিত্রার প্রতি পরম কৃতজ্ঞতায় বিগলিত অন্তর হয়ে উঠতে লাগল।

বাড়ীর জন্য চিন্তা উদ্বিগ্নতা স্থান পেল না। সে যেন গাড়ী ভুল করে গভীর রাত্রে এক অজানা আত্মীয় বান্ধবহীন অন্য লাইনের স্টেশনে নেমে বিপাকে পড়ে তার বিপদে সহানুভূতিসম্পন্ন এক অপরিচিত রূপবতী রমণীর সঙ্গলাভ করে তার গৃহে এসে আশ্রয় লাভ করেছে! রমণী তাকে নিজগৃহে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে, অতিথি সৎকারে পরিতুষ্ট করেছে, রাত্রি কাটাবার জন্য তার পাশের ঘরে শোবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। বাড়ীতে যুবতী একাই থাকে। অন্য কোন পুরুষ সে বাড়ীতে থাকে না। পাশের ঘরে অবস্থিত যুবতার নিকটবর্তীতায় গভীর নিশুতি রাত্রে ঘুম এলেও এক বিচিত্র অনুভূতির উত্তেজনায় তা ক্ষণে ক্ষণে টুটে যায়।

নীলাদ্রির মন এখন এই নারীর চিন্তায় বিভোর। সে প্রাঙ্গণে বেড়াতে বেড়াতে মনের উল্লাসে আবেগে অনুচ্চস্বরে গান ধরে "ঐ নীল আকাশের অসীম ছায়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো—।"

গান গাইতে গাইতে বেড়াতে বেড়াতে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে চাঁপা গাছের নীচে বেদীর উপর সে বসে পড়ে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে শোবার জন্য সুমিত্রার ঘরে যেতে গিয়ে বেহারীর ঘরের সামনে এসে গভীর বিস্ময়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। ঘরের মধ্যে খাটিয়ার উপর সুমিত্রা শয়ন করে আছে। এতক্ষণ সে লক্ষ্য করেনি!

আতিথেয়তার মহান দৃষ্টান্ত। নীলাদ্রির লজ্জা করতে থাকে। সুমিত্রাকে সে যৎপরোনাস্তি অসুবিধায় ফেলেছে! কেন, তাকে ত এই ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে দিলেই পারত। কিন্তু তাহার প্রশ্ন বোধ হয় অতিথি সংকারের নিয়ম নয়। তাই নিজ ... ঘুমে সে সুমিত্রার রাজকীয় শয্যায় শয়ন করে পরম আরামে নিদ্রা যাচ্ছে, আর সুমিত্রা এসে শুয়েছে সামান্য শয্যায়।

অন্ততঃ ঘুমোবার আগে নীলাদ্রির এ ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখা উচিত ছিল। নীলাদ্রি নিজেকে যতই অপরাধী মনে করতে থাকে ততই সুমিত্রার উদার সাদর ও হৃদ্যতাসূচক ব্যবহারে সে তার প্রতি মুগ্ধ আকৃষ্ট হয়। সুমিত্রাকে একেবারে বড় আপন বলেই মনে হয়। এঁর সঙ্গে যে এমন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠবে, এ কল্পনা করা যেমনি বিস্ময়কর তেমনি অবিশ্বাস্য। এ যেন তার ভাগ্যে এক অচিন্ত্যনীয় শুভ সংঘটন। সে যেন বামন হয়ে চাঁদ হাতে পেয়েছে।

নীলাদ্রি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপরূপ রূপলাবণ্যবতী যুবতী সুমিত্রার ঘুমন্ত সৌন্দর্য নির্ণিমেষ নেত্রে নিরীক্ষণ করতে থাকে। জ্যোৎস্নার রূপালি আলো উন্মুক্ত দরজা ও বাতায়ন পথে প্রবেশ করে স্বর্গীয় সুষমায় তার মুখে, অনাবৃত সুঠাম বাহুতে ও অঙ্গের স্থানে স্থানে পড়ে তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল—

রাজনন্দিনী যেন পর্ণকুটীরে শয্যা নিয়েছে!

সুমিত্রা গভীর নিদ্রায় নিমগ্না। নিদ্রাবশের অসাবধানতায় তাঁর গাত্র আচ্ছাদন স্থানে স্থানে সরে গিয়ে তার যৌবনপুষ্ট কমনীয় কলেবর অতি লোভনীয় আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে—মস্তকের বিশাল কবরী অনেকখানি শ্লথ হয়ে উপাধানের গায়ে লুটিয়ে পড়েছে, সুঠাম অনাবৃত সুমসৃণ বাহুযুগ্ম মস্তকের দিকে উর্ধ্বে উত্তোলিত, অতিসূক্ষ্ম বসনের অন্তরালে অনম্র উদ্ধত বক্ষ, ও গুরু নিতম্ব—দর্শকের মনে জাগায় উদগ্র কামনা। যেন এক স্বর্গের রূপযৌবনবতী অপ্সরা ইন্দ্রসভায় নৃত্যপরিশ্রান্তা হয়ে এসে আপন শরীরের প্রতি সম্পূর্ণ অনবধান হয়ে আপন কক্ষে আরামে অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে।

নীলাদ্রি অতি সংযত-চরিত্র শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তি হলেও, শীলতা, শালীনতা-বোধসম্পন্ন হলেও, এই গভীর রাত্রে, নির্জন স্থানে, জ্যোৎস্নার নেশা-লাগানো আলোয়, ফুলের মতমাতানো গন্ধে, নিদ্রায় আলুথালু, অসম্বৃত বেশবাস এক অতি অপরূপ যুবতী নারীর পরম লোভনায় দেহসান্নিধ্যকে উপেক্ষা করে দূরে সরে যেতে পারলে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুরি করে লুব্ধনেত্রে ঘুমন্ত সুমিত্রার দেহ সৌন্দয দেখতে লাগল। এমন কোন্ জিতেন্দ্রিয় সংযমী সাধু পুরুষ আছে যে, কোন জনহীন প্রান্তরে একাকিনী বিস্রস্তবসনা, উদ্দাম-যৌবনবতী মোহিনী নারীকে দেখে আত্মসম্বরণ করে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে? অতি-সংযমী তপস্যাচারী বিশ্বামিত্রেরও বিচিত্র-যৌবনা অন্যতম অপ্সরা শ্রেষ্ঠা রূপসী মেনকার নিভৃত তপোবনে মুহুর্মুহু খসে পড়া বসনান্তরালে যৌবনসমৃদ্ধি দেখে চিত্ত বিভ্রম ঘটেছিল। সুমিত্রার উদ্ধত যৌবনশ্রী মোহিনী রাত্রির মায়ায় নীলাদ্রির চোখে বিভ্রম সৃষ্টি করল। তার আঠাশ বছরের উদ্দাম যৌবন রক্ত বিপুল কামনাবেগে উত্তাল অশান্ত হয়ে উঠতে থাকল। সে হাজার চেষ্টা করেও কিছুতেই নিজেকে সম্বরণ করে রাখতে পারলে না। সুমিত্রার একান্ত আত্মীয়ের মত ব্যবহারও তার মনে দুঃসাহস যুগিয়ে দিতে লাগল। নাড়ী পরীক্ষাকালীন তার গাত্রসংলগ্ন সুমিত্রার দেহকান্তি তার চোখের উপর ভাসতে থাকল। সে নিজেকে ভুলল, কৃতজ্ঞতা ভুলল, লজ্জা ভুলল, সৌজন্য ভুলল। উদ্দাম এক অসভ্য কামনায় অন্ধ অস্থির কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে, বিবেক বিসর্জন দিয়ে, সে সুমিত্রাকে উপভোগ করবার জন্য ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

উৎকট উত্তেজনায় অসাবধান মুহূর্তে মেঝেয় একটা খালি বালতিতে নীলাদ্রির পা বেধে বিকট শব্দ করে সেটা উল্টে পড়তেই সুমিত্রার ঘুম ভেঙে

গেল। সে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে দরজার দিকে মুখ ক'রে বলে উঠল—"কে?"

নীলাদ্রি বিপদে পড়ল। সে তখন অনেকখানি ঘরের মধ্যে চলে এসেছে। বাইরে যেতে গেলেই দরজায় জ্যোৎস্নালোকে সুমিত্রার চোখে সে ধরা পড়বে। অনন্যোপায় হয়ে সে সভয়ে সসঙ্কোচে জড়িত কণ্ঠে বললে—"আমি।"

"এ কী? আপনি! এখানে কেন?"—তড়িৎ বেগে উঠে দাঁড়িয়ে সুমিত্রা গাত্রবস্ত্র সংযত করতে করতে সাশ্চর্যে প্রশ্ন করে। মুহূর্ত পরে আবার বলে—"কি ব্যাপার?"

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নীলাদ্রিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে। সে বললে, "পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে, তাই আপনাকে ডাকতে এসেছিলুম। উঃ—!"

নীলাদ্রি কাতরাতে থাকে।

সুমিত্রা বললে "কেন, বেহারী ত ঘরে আপনার কাছেই শুয়ে আছে? তাকে দিয়ে ডাকতে না পাঠিয়ে আপনি এমন কষ্ট করে নিজে এসেছেন কেন?"

নীলাদ্রি বললে, "ডেকেছিলুম, কিন্তু সে এমনি বেহুঁস হয়ে ঘুমুচ্ছে যে, সাড়া পেলুম না; তাই নিজেই আর থাকতে না পেরে ছুটে এসেছি।"

"চলুন বাইরে দেখি—" বলে সুমিত্রা বাইরে এল।

নীলাদ্রি পিছনে পিছনে চলল।

ঘটনার উৎকট আকস্মিকতায় নীলাদ্রির উত্তেজনা নিভে একেবারে জল হয়ে গিয়েছিল। সুমিত্রার সাবধানতাব ভাবভঙ্গী দেখে ভয়ে সে একেবারে নিথর নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিল। সে সুমিত্রার পিছু পিছু ভালমানুষটির মত এসে সুমিত্রার নির্দেশমত চাঁপা গাছের তলায় মর্মর বেদীর উপর বসল।

হাত চেলে পায়ের ক্ষতস্থান বিশেষরূপে পরীক্ষা করে সবিস্ময়ে নীলাদ্রির মুখের দিকে চেয়ে সুমিত্রা বললে, "কই? কিছুই ত পেলুম না? পা ত আপনার একেবারে নির্দোষ! তবে ব্যথা এখন দু'চার দিন থাকবে!"

সুমিত্রার বিস্মিত দৃষ্টির প্রতি একবার চকিতে চেয়েই নীলাদ্রি চোখ নামিয়ে নিলে। সুমিত্রার বিস্মিত দৃষ্টিতে সে বুঝি সন্দেহের ছায়া দেখতে পেয়েছে! সে অন্যদিকে মুখ ফেরালেও বুঝতে পারল, সুমিত্রা তীব্র দৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখছে। তার সেই দৃষ্টিতে জ্যোৎস্নার আলো ঝলকাচ্ছে।

সুমিত্রা মন্ত্র পড়ে নীলাদ্রির ক্ষতস্থান ঝেড়ে দিতে লাগল।

মিথ্যা অভিনয় করতে গিয়ে নীলাদ্রি বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। কি কুক্ষণে দুর্মতির দুর্বুদ্ধির তাড়নায় অন্ধ জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘোর

অবিবেকীতা-বশে সে এই পরম শুভার্থিনী, উপকারীকা, প্রাণরক্ষীকা, আশ্রয় দাত্রীর চরম সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল? ভাগ্যে কোন অঘটন বা অনিষ্ট ঘটেনি, বা ইনি তার অসাধু উদ্দেশ্য অভিপ্রায় জানতে পারেন নি; তাহলে লজ্জায় দুর্ণামে সে জীবনে এঁর কাছে মুখ দেখাতে পারত না! তাছাড়া ইনি যে-রকম রাশভারী প্রকৃতির স্ত্রীলোক, এত ঘনিষ্ঠতাতে এত রাত্রেও তাঁর নিবিড় সংসর্গে ঘোর নির্জনে যে সংযত-চরিত্রের পরিচয় দিচ্ছেন, নীলাদ্রি দোষী বা বিশ্বাসঘাতক বুঝতে পারলে, এর হাতে নীলাদ্রির লাঞ্ছনার সীমা থাকত না! এ কাজ করবার আগে গত রাত্রের বেয়াদপির শাস্তির কথা সে মনে করে দেখল না কেন? এটা কি শুধু এঁর একান্ত আত্মীয়ের মত ব্যবহারের ফল? যাই হোক, ভগবান তাকে অতিবড় দুর্ণাম থেকে, বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন! সে কিছুক্ষণ পরে পা সরিয়ে নিয়ে বললে—"এইবার মনে হচ্ছে ভাল হয়ে গেছে, আর যন্ত্রণা হচ্ছে না, কেন যে এ রকম হল বুঝতে পারলুম না। আচ্ছা বিষ ত একেবারেই নেই? না?" নীলাদ্রি এতক্ষণ পরে সুমিত্রার মুখের দিকে তাকাল।

সুমিত্রা বললে, "না, আমারও ত তাই আশ্চর্য লাগছে! পায়ে কিছু লাগান নি ত? আপনার এখন চুপ করে শুয়ে-বসে থাকা দরকার। চলাফেরা করলেই কিছুতে না কিছুতে পা লেগে আবার যন্ত্রণা হবে।"

নীলাদ্রি উঠে পড়ে বাগানে পায়চারি করতে আরম্ভ করে দিলে। সুমিত্রাকে এড়াতে পারলেই সে এখন বাঁচে! ভীষণ কুকর্ম করতে গিয়ে সুমিত্রার কাছে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে! নীলাদ্রিকে বেড়াতে দেখে সুমিত্রা বললে "আবার চলে বেড়াচ্ছেন কেন? যান, ঘরে শুয়ে পড়ুন গে, নইলে আবার পায়ে যন্ত্রণা, হবে।"

নীলাদ্রি বেঞ্চের কাছে ফিরে এসে সুমিত্রাকে উদ্দেশ করে বললে, "আপনি বরং শুয়ে পড়ুন গে। আপনার ভোরে ডিউটি আছে, আপনাকে ঘুম ভাঙিয়ে কত কষ্ট দিলুম! আমার আর ঘুম আসছে না, অনেক ঘুমিয়েছি, এইখানেই বসি, আপনি শুতে যান।"—বলে নীলাদ্রি বেঞ্চে সুমিত্রার দূরত্ব রেখে বসল।

সুমিত্রা উঠল না। সে তার দুই সুঠাম সুন্দর হাত ঊর্ধ্বে তুলে আলস্য ভেঙে বললে—"ঘুম আসবে না, কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন, তবে বসুন, গল্প করা যাক! আচ্ছা কি বই লিখছেন আপনি?" সুমিত্রা ফিরে নীলাদ্রির দিকে তাকাল।

সুমিত্রার গায়ে জামা ছিল না। সে দু'হাত তুলে আলস্য ভাঙতেই তার

বক্ষের উদ্যত স্তনযুগল উৎকট জ্যোৎস্নায় সূক্ষ্ম বস্ত্রাভ্যন্তরে এক বিচিত্র ভঙ্গিমায় লীলায়িত হয়ে উঠল। নীলাদ্রি সেদিকে চেয়ে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে নিল। এ নীলাদ্রি এখন আর সে নীলাদ্রি নয়—কামনা জর্জরিত, নারীদেহ সম্ভোগ লালসিত, মতিহীন বর্বর নীলাদ্রি। এ নীলাদ্রি সেই নীলাদ্রি, যে মেয়েদের মুখের দিকে, তার শরীরের দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না, লজ্জায় সৌজন্যে চোখ নামিয়ে নেয়। হঠাৎ দুর্মতিবশে এক অশোভন কাজ করতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে এক পরম লজ্জাকর অসম্মানজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল না দেখে সে রীতিমত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এই আকস্মিক ঘটনা তাকে সমুচিত শিক্ষাদান করেছে। ব্যাপারটা মনে হলে এখনও সে ভয়ে শিউরে উঠছে।

নীলাদ্রি বললে—"উপস্থিত লিখছি—'ছলনা'।"

"এর আগে কতগুলো বই লিখেছেন?" সুমিত্রা নীলাদ্রির দিকে চেয়েই প্রশ্ন করল।

"তা প্রায় ডজন খানেক। বেশীর ভাগই ছোট ছোট গল্প। চারখানা বই বড় উপন্যাস। আমার লেখা 'নীলগিরির অন্তরালে' পড়েন নি? বইখানা খুব ভাল হয়েছে। সর্বত্রই চালু হয়েছে। এখানে লাইব্রেরী নে? থাকলেই সেখানে পাওয়া ত উচিত।"—নীলাদ্রি বললে।

"আমি লাইব্রেরী থেকে বই নিই না। বাজারেও কিনি না। বাড়ীতে যা বই আছে তাই পাল্টাপাল্টি করে পড়ি।"—সুমিত্রা উত্তর দেয়।

"আচ্ছা আপনাকে আমি বইগুলো সব এনে দেবো। আমার বাড়ীতে আছে। পড়ে বলবেন, কেমন হয়েছে।" নীলাদ্রি চকিতে একবার সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে বললে। অন্তরে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

"উপস্থিত কি লিখছেন বললেন? নামটা মনে করতে পারছি না—।" সুমিত্রা পুনরায় নীলাদ্রির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল।

"ছলনা।" —নীলাদ্রি উত্তর দেয়।

"প্লটটা বলুন না একটু শুনি—।" সুমিত্রা নীলাদ্রির মুখের দিকে এবার স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

নীলাদ্রি বললে—"মাত্র খানিকটা লিখেছি, সবটা এখনও ভেবে ঠিক করে উঠতে পারিনি। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে উভয়কে ভালবেসে বিয়ে করেছিল। প্রথম প্রথম উভয়ে উভয়কে এক মুহূর্তও চোখের আড়াল করতে পারত না। অগাধ

প্রেমে উভয়ে উভয়কে অভিসিঞ্চিত করে দিত। তারপর তাদের প্রেমে ভাটা পড়ল। চোখের নেশা কেটে গেল। পুরুষটি ভালবাসল আর একটি রূপবতী তরুণীকে, স্ত্রীটির আর একটি প্রেমিক জুটল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবশ্য ছাড়াছাড়ি হল না, তবে প্রেম চলতে লাগল গোপনে। ক্রমে পুরুষ স্ত্রীর গোপন অভিসার আবিষ্কার করল ও তারপর স্ত্রীও একদিন স্বামীর গোপন প্রণয়িণীর সন্ধান পেল। কিন্তু কেউ কাকেও কিছু বললে না; তবে উভয়ে উভয়ের সাহচয, ক্রমে আর পছন্দ করলে না। এরপর স্ত্রী একদিন পর-পুরুষকে নিয়ে ভাগল, পুরুষটি কিন্তু তা করল না। সে প্রণয়িণীকে ত্যাগ করে স্ত্রীর অনুসন্ধানে বেরুল।"

"এই পর্যন্ত লিখেছি, তাবপর ভেবে ঠিক করছি"—বলে নীলাদ্রি চুপ করলে।

সুমিত্রা বললে—"এ ভালবাসাকে ভালবাসা বা প্রেম বলে না। এ হচ্ছে চোখের নেশায় বিভোর স্ত্রী-পুরুষের সম্ভোগ-পিপাশা। অকপট প্রেম অনুরাগ বা ভালবাসায় কখনো ভাঙন বা বিচ্ছেদ দেখা দেয় না। প্রেম অভিন্নমুখী। সেখানে শুধু মিলনেই আনন্দ বিভোরতা। সম্ভোগ বিলাসের কলুষ কামনা সেখানে নেই। আপনার কাল্পনিক স্ত্রী-পুরুষের সংসারে শান্তি নেই। তাছাড়া এ রকম উপন্যাস সমাজে অকল্যাণ সাধন করে।"

নীলাদ্রি বললে—"কিন্তু এইবকম ঘটনাই ত আজকাল অনেক সংসারে ঘটছে। এই রকম বইও অনেকে লিখছে। কোথার সীতার সেই অবিচলিত পতি অনুরাগ, রামের একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেম, কোথায় শ্রীরাধিকার গভীব কৃষ্ণাসক্তি, সে-সব প্রেমের দৃষ্টান্ত আজকালকার যুগে একেবারে বিরল।"

সুমিত্রা একটু দৃঢ়স্বরে বলল—"বিরল হলেও এখনও লোপ পায়নি। এখনও একজন একজনকে ভালবেসে, তাকে না পেলে সারা জীবন অবিবাহিত থেকে তার চিন্তায় দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয়। আধুনিক সমাজের হালচাল, নতুন সভ্যতার উৎকট রুচি বিলাস লুব্ধতা স্ত্রী-পুরুষের মনকে উদ্‌ভ্রান্ত কলুষিত করে ফেলেছে! ধর্মানুরাগকে অবহেলা করে মানুষ ব্যভিচারকে উচ্চে স্থান দিয়েছে। চারিদিকে কত অনাচার, কত বিশৃঙ্খলা, কত নির্লজ্জ সাহসিকতা! আর এই সমাজকে অবনতির পথে দ্রুত এগিয়ে দিতে সাহায্য করছেন আপনারা, সাহিত্যিকরা।"

নীলাদ্রি কোন কথা না বলে নীরবে বসে থাকে।

সুমিত্রা একটু থেমে নীলাদ্রির দিকে চেয়ে বললে—'আপনার সব গল্পই কি এইরকম ধরণের নাকি?"

নীলাদ্রি তাড়াতাড়ি বললে—"না না. শুধু এইটাই এইভাবে লিখছি। আর সব বই ও গল্প আমার সত্যই খুব ভাল। পাঠক মাত্রই সুখ্যাতি করেছে। আপনাকে আমার সব বই গল্পগুলো এনে দেবো'খন। পড়ে সত্যই খুশী হবেন।"

কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা বললে না। একটা গভীর নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। সারা পৃথিবীতে তখন জ্যোৎস্নার মায়া-মাধুরী, বাতাস পুষ্প-গন্ধ-বিহ্বল। অনেক দূরে একটা বিহগ হঠাৎ ঘুম ভেঙে ডেকে উঠে রাত্রির প্রহর ঘোষণা করল।

নীলাদ্রি জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা, আপনি লেখেন না কেন? কত বড় উচ্চশিক্ষিতা আপনি, অনায়াসেই ত বই লিখতে পারেন?"

সুমিত্রা এখন নীলাদ্রির কাছে অতিবড় শ্রদ্ধা ও প্রশংসার পাত্র।

সুমিত্রা বললে—"আমার সময় কোথা? সদা সর্বদাই ত কাজ নিয়ে থাকি। তাছাড়া বই লেখা একটা ছেলেখেলা নয়। বই লিখতে গেলে নিরবচ্ছিন্ন অখণ্ড মনোযোগ দরকার। অন্য কোন চিন্তা বা কাজ এসে সেখানে বিঘ্ন উৎপাদন করলে চলবে না। তার উপর চাই গভীর পড়াশুনা, কল্পনাশক্তি, বিচার, চিন্তা, সমালোচনা প্রভৃতি। কোন একটা ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে তাকে কল্পনায় নানা দিক দিয়ে বাড়িয়ে কখনো আনন্দোচ্ছল কখনো বিষাদবিহ্বল করে ভাষায় প্রকাশ করার নামই বই বা গল্প লেখা। সে কল্পনা যত উচ্চ ধরণের হবে, ভাষা যত সুন্দর হবে, বই ততই অনিন্দ্য হবে। এ গুণ সব লেখকের নেই। বি. এ. এম. এ. পাস করলেই হয় না। আবার এখনকার অনেক লেখক আগেকার কবি বা ঔপন্যাসিকদের মত নিজ কল্পনার খেয়ালে বই লেখে না। অর্থের জন্য আধুনিক যুগের হাওয়ায় পুষ্ট মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য বই লেখেন। অনেক ক্ষেত্রে পাপ ও অশ্লীলপনাকে উৎসাহ দেওয়া হয়, ধর্মকে উপহাস করা হয়। অনেক সময় বই পড়তে পড়তে লেখকের লেখার উপর তীব্র সমালোচনা জাগে। লেখক যেমন অনেক মানুষকে খুশী করে আবার অনেক মানুষকে অসন্তুষ্টও করে।"

নীলাদ্রি বললে—"কিন্তু এখনকার বেশীর ভাগ মানুষের প্রবণতাই হচ্ছে স্বেচ্ছাচারের দিকে। সমাজের, ধর্মের কঠোর শাসন কে আর মানছে? বঙ্কিমচন্দ্রের, শরৎচন্দ্রের লেখা মানুষ আর পছন্দ করছে না। নতুন ধরণের যুগ সৃষ্টি করতে বলছে!"

সুমিত্রা বললে—"কিন্তু ওঁদের লেখা কোনদিনই পুরোনো হবে না। চিরদিন অম্লান থাকবে।"

নীলাদ্রি আর কোন কথা না বলে চুপ করে রইল।

একটা বৃহদাকার ঘনকৃষ্ণ মেঘ অকস্মাৎ পশ্চিম দিক থেকে ছুটে এসে মাথার উপর আকাশের চাঁদকে ঢেকে দিলে। জ্যোৎস্না বিলুপ্ত হয়ে পৃথিবীর বুকে আঁধার নামল। অনেক দূরে দক্ষিণ আকাশের কোলে আর একখানা মেঘ গুম্ গুম্ শব্দে গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস উঠল।

নীলাদ্রি বললে—"যাঃ সব মাটি করে দিলে! মেঘের যা বহর দেখছি শীঘ্র আর চাঁদ দেখা যাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। বৃষ্টিও বোধ হয় আসবে। আচ্ছা বলুন তো—জ্যোৎস্না ভাল না অন্ধকার ভাল?"

সুমিত্রা বললে—"দুই-ই ভাল। তবে জ্যোৎস্নাকেই লোকে পছন্দ করে; কিন্তু অন্ধকার না থাকলে জ্যোৎস্নার মহিমা ভাল করে বোঝা যায় না। কাজেই জ্যোৎস্নার পাশে অন্ধকারের মূল্যও বড় কম নয়।"

নীলাদ্রি বললে—"তা হলেও অন্ধকারকে কেউই পছন্দ করে না। কালো পুরুষ বা মেয়ে সমাজে লোকচক্ষে সর্বদাই অনাদৃত। হাজার গুণ থাকলেও জগতের কাছে তারা অনুকম্পার পাত্র।"

সুমিত্রা বললে—"ভগবান রামচন্দ্র ছিলেন কালো; কিন্তু শৌর্যে, বীর্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। কালো হলেও তাঁর শারীরিক অবয়ব ছিল অতি সুগঠিত সুঠাম। সীতার মত জগতের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী তাঁকেই একান্ত মনে কামনা করে, রূপ শৌর্য ও সম্পদের অধীশ্বর রাবণের শত প্রলোভনকে অতি তুচ্ছ অগ্রাহ্য করেছিল। কালো সুগঠিত-শরীর শ্রীকৃষ্ণকে পাবার জন্য সুন্দরীশ্রেষ্ঠা রাধিকা সারাজীবন লালায়িতা ছিলেন। কালো অর্জুনের বীরত্বব্যঞ্জক চেহারায় রাজকুমারীরা মুগ্ধ হয়ে তার গলায় মালা দিয়েছিল। কৃষ্ণাঙ্গী দ্রৌপদীর শরীরের অপরূপ গঠন মাধুর্য দেখে পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে শক্তির প্রতিযোগিতা হয়েছিল। কুৎসিত ওথেলোর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে অপরূপ সুন্দরী ডেস্‌ডেমনা তাকে পতিত্বে বরণ করেছিল। কালো সাঁওতালী মেয়েদের এমন শরীরের গঠন আছে, যা দেখলে অনেক সুন্দর ভদ্রলোকেরা পাগল হয়।"

নীলাদ্রি বললে—"তা হলেও সাধারণ দৃষ্টিতে কালোকে কেউ পছন্দ করে না। মেয়ে কালো হলে তার বিয়ে দেবার জন্য মা বাপের ভাবনার অন্ত থাকে না। অনেক কষ্টে বিপুল অর্থব্যয়ে বিয়ে হলেও তার দাম্পত্য-জীবন দুঃখময় হয়।

সুমিত্রা বললে—"আবার এমন অনেক পুরুষ আছে যাদের রঙটাই শুধু ফরসা কিন্তু শারীরিক অবয়বে অনেক খুঁৎ আছে, যার জন্য তারা সুন্দরে কুৎসিত।

সুন্দর বলতে কি বোঝায়? গায়ের রঙও যেমন হবে খুব ফরসা, তেমনি শরীরের গঠনও হবে একেবারে অনিন্দ্যনীয়! আবার সুঠাম অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পন্ন কালোকেও একরকম সুন্দর বলা চলে। তবে রঙটা খুব ফর্সা হলে আর কথাই নেই।"

"যেমন—" মন্তব্য করতে গিয়ে নীলাদ্রি থেমে যায়।

"যেমন?"—সুমিত্রা নীলাদ্রির মুখের দিকে সোৎসুক্যে তাকায়।

নীলাদ্রি তার মন্তব্য শেষ করে—"যেমন আপনি, একেবারে সর্বাঙ্গ সুন্দরী, রঙে বা চেহারায় কোথাও এতটুকুও খুঁৎ নেই! আর সুন্দর হয়েও কুৎসিত আমি—।"

সুমিত্রা নীলাদ্রির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই গম্ভীর মুখে বললে—"নিজের দর বাড়াচ্ছেন? আপনি যে লোকচক্ষে দেখতে সুন্দর জেনে সেটা নিজেই উপযাচক হয়ে অন্যকে জানিয়ে দিচ্ছেন!"

নীলাদ্রি লজ্জিত হল। একটু পরে হেসে বললে—"নিজের রূপের বা গুণের প্রশংসা নিজ মুখে করতে নেই, তাই অন্যের কাছে আত্মনিন্দা করে সেই প্রশংসাটা তার মুখ থেকে বেশী করে বলিয়ে নিতে হয়, এটায় বেশ একটা আত্মখুসীত্ব লাভ করা যায়। সে যাই হোক, আমার সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা বলুন?" নীলাদ্রি সুমিত্রার মুখের দিকে চায়।

সুমিত্রা গম্ভীর মুখেই বললে—"অপরিচিত পুরুষ ও নারীর মধ্যে পরিচয়ের সুরুতে ও-প্রশ্ন উত্থাপন করা বা তার উত্তর দেওয়া কোনটাই শোভনীয় নয়।"

নীলাদ্রি অপ্রতিভ হয়ে, মরীয়া হয়ে বললে—"কিন্তু আমাদের মধ্যে পরিচয় কি এখনও সে-রকম ঘনিষ্ঠ হয়নি?"

নীলাদ্রি সুমিত্রার মুখের দিকে আবার তাকায়।

সুমিত্রা কোন উত্তর করে না।

নীলাদ্রি একটু থেমে বলতে থাকে—"যাই হোক, আপনি আমার সম্বন্ধে কোন কিছু বলুন আর না বলুন, আমি কিন্তু বলব, আপনার মত এমন অপরূপ সুন্দরী মেয়ে আমি এ পর্যন্ত দেখিনি! আমি কেন, কেউই দেখেনি।"

সুমিত্রা কোন কথা বললে না। নীলাদ্রিও চুপ করে গেল।

তখন মাথার উপর সারা আকাশ ঘন মেঘে ছেয়ে গেছে। প্রখর জ্যোৎস্নালোক বহুকষ্টে মেঘের সেই পুরু আস্তরণ ভেদ করে স্তিমিত জ্যোতিতে ধরণীর বুকে এসে পড়ছিল। সেই স্বল্প জ্যোৎস্নায় প্রায়ান্ধকার গৃহপ্রাঙ্গণে পুষ্পকুঞ্জে পাষাণবেদীতে উপবিষ্টা সুমিত্রাকে দেখাচ্ছিল যেন এক রহস্যময়ী মায়াবিনী!

নীলাদ্রি বললে—"একটা অনুনয় করব যদি রাখেন ?"

সুমিত্রা বললে—"কি ?"

/নীলাদ্রি বললে—"আপনি যথেষ্ট উচ্চশিক্ষিতা, আধুনিকা। তেমনি গানও ত জানেন ? জানেন কেন, নিশ্চয়ই জানেন, আপনার ঘরে গানের সব সরঞ্জাম রয়েছে দেখলুম। আপনার এমনিতেই গলা যা মিষ্টি তাতে গান গাইলে না জানি কি অদ্ভুত শোনাবে! আমার একান্ত অনুরোধ, যদি একখানা গান গেয়ে শোনান ?" নীলাদ্রি মুগ্ধ আগ্রহান্বিত নেত্রে সুমিত্রার দিকে চাইল।

সুমিত্রা একটু চুপ করে থেকে বললে—"এত রাত্রে গান গাইলে বাড়ীর আশ-পাশের লোকেরা কি বলবে ?"

"তাহলে গান আপনি জানেন!" নীলাদ্রি বললে—"আচ্ছা গান আজ আপনাকে গাইতে হবে না। আর একদিন শুনব, আজ বীণা বাজিয়ে শোনান! ওটা আনব ঘর থেকে ?"

নীলাদ্রি উত্তেজনা প্রকাশ করে।

সুমিত্রা এবার হেসে বললে—"সে ত একই কথা হল। গান, না হয় বাজনা। তাতেও কাছের লোকেদের ঘুমের ব্যাঘাত হবে।"

টপ্ টপ্ করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল। সুমিত্রা নীলাদ্রিকে বললে—"বৃষ্টি এল, যান ঘরে যান, রাতও অনেক হয়েছে, পরে একদিন হবে'খন।"—বলে সুমিত্রা ওঠবার উপক্রম করতেই নীলাদ্রি এক অভাবনীয় কাণ্ড করে বসল। সে সুমিত্রার অঞ্চলপ্রান্ত ধরে সজোরে এক টান দিয়ে বললে—"বসুন, বসুন, জল বেশী পড়েনি, এখুনি থেমে যাবে।"

নীলাদ্রির আচমকা টানে সুমিত্রার গাত্রবস্ত্র অনেকখানি স্খলিত হয়ে তার নগ্ন বক্ষ প্রকটিত হয়ে পড়বার উপক্রম হল। সুমিত্রা আঁচলটা টেনে নিয়ে গায়ে বুকে জড়াতে জড়াতে বিব্রত কণ্ঠে বলে উঠল—"আঃ, কি করেন ?"

নীলাদ্রিও ঘটনার পরিস্থিতিতে লজ্জিত স্তম্ভিত হয়ে বললে—"যাঃ, কি অন্যায় করলাম! অপরাধ নেবেন না!"

সুমিত্রা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—"অন্যায় এখন করেন নি। অন্যায় যা করেছেন, অপরাধ যা করেছেন, তা কিছুক্ষণ আগে।"

নীলাদ্রি চমকে উঠে প্রমাদ গোণে। পরে বিস্ময়ের ভাণ করে সুমিত্রার মুখের দিয়ে চেয়ে প্রশ্ন করে, "কি বলছেন ?"

সুমিত্রা বললে—"বলছি, এখন যেটা করলেন সেটা অন্যায় করে করেন নি,

হঠাৎ আপনার অজ্ঞাতে ঘটে গেছে, ও'তে আপনাকে দোষ দেওয়া যায় না। আসল অন্যায় যেটা করেছেন সেটা কিছুক্ষণ আগে।" সুমিত্রাকে গুরুতর গম্ভীর দেখায়।

নীলাদ্রি এবারও বিস্ময়ের ভাণ করে সাধু সেজে বলে—"বুঝলুম না।"

'বুঝিয়ে দেবো?" —সুমিত্রা তীব্র দৃষ্টিতে নীলাদ্রির চোখে চোখে চেয়ে বললে।

নীলাদ্রি পরম দুঃসাহসে নিজেকে অবিচল রেখে বলে—"হ্যাঁ বলুন, শুনতে চাই।"

সুমিত্রা হঠাৎ সংযত নরম হয়ে গিয়ে বললে—"নাই-বা শুনলেন?" সে ব্যাপারটা যেতে দিতে চায়।

নীলাদ্রি এবার জিদ ধরে—"না বলুন।"

তার ধারণা, তার মতলব সুমিত্রা টের পায়নি, যেহেতু সে অপূর্ব কৌশলে সেটা চাপা দিয়েছে।

সুমিত্রা বললে—"তবে শুনুন, আপনার পায়ের যন্ত্রণা ওটা একটা ছল। আমি আপনার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে দেখেছি বিষ একেবারেই নেই। থাকতে পারে না। এটা ঠিক বিচক্ষণ ডাক্তারের কাছে সুস্থ ব্যক্তির রোগের ভাণ করা। আসলে আপনি আমার ঘরে ঢুকেছিলেন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। কারণ কিছুক্ষণ আগে আপনাকে আমি বাগানে বেড়িয়ে গান গাইতে শুনেছি। পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা হয়ে থাকলে কেউ কখনো বেড়াতে বেড়াতে গান গায়? তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।"

কিয়ৎক্ষণের জন্য স্তব্ধতা।

সুমিত্রা পুনরায় নীলাদ্রির মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—"বলুন? আপনি অস্বীকার করতে চান?"

নীলাদ্রি অস্বীকার করবে? এতবড় সত্যকে কি অস্বীকার করা যায়? অবশ্য নীলাদ্রি যদি দুর্জন হত! কিন্তু হাজার হলেও নীলাদ্রি সৎ ও সাধু ব্যক্তি। এ ব্যাপারটা নীলাদ্রির জানা ছিল না যে, সুমিত্রা তাকে গান গাইতে শুনেছে। সুতরাং সে এক্ষণে একেবারে লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইল। তার চ্যালেঞ্জ করবার দম্ভ কোথায় তিরোহিত হয়ে গেল। সে কি আর কোনদিন সুমিত্রার কাছে মুখ দেখাতে পারবে?

সুমিত্রা বললে—"বালতিটায় যদি আপনার পা লেগে অমন শব্দ না হোত।"

ছিঃ ছিঃ! নীলাদ্রি লজ্জায়, আত্মধিক্কারে একেবারে মাটিতে মিশে যায়। এই কথাটার ইঙ্গিত তাকে এই নারীর কাছে কতখানি নীচ-চরিত্র প্রতিপন্ন করছে!

এই অপরূপ সুন্দরীর রূপে মুগ্ধ আকৃষ্ট হয়ে প্রলুব্ধচিত্তে আলাপ করতে এসে কাল রাত্রে এর ঘরে ঢুকেই এক কাণ্ড করে তার অপ্রিয় হল, তারপর যদিও মার্জনা পেয়ে আর এক ঘটনায় তার বন্ধুত্বে এসে পৌঁছুল; কিন্তু অবিবেকীতায় এমন এক জঘন্য কাজ করে বসল যে, সে অপরাধের আর মার্জনা নেই। তিরস্কার ছাড়া এর কাছে তার আর কিছুই প্রাপ্য নেই।

সুমিত্রা তখন বলছে—"কি জানেন নীলাদ্রিবাবু, এ পর্যন্ত অনেক পুরুষ মানুষকেই দেখলুম, কেউই নারীর মর্যাদা রাখতে যত্নপর হল না। ভদ্রতার মুখোশ প'রে অভদ্রতার চূড়ান্ত দেখাতে চায়। একমাত্র আপনাকেই তাদের ব্যতিক্রম বলে মনে হয়েছিল, খুব সৎ ও ভদ্র বলেই মনে হয়েছিল। বিশ্বাসও করেছিলুম ঠিক নিকট আত্মীয়ের মত; কিন্তু অন্যায় সুযোগ পেয়ে আপনিও আমার সে বিশ্বাসের মর্যাদা রাখলেন না! পৃথিবীতে মানুষ চেনা ভার—নীলাদ্রিবাবু।"

সুমিত্রা চুপ করে যায়। গোটা আকাশে মেঘ তখন খুব গভীর ঘন হয়ে জমে উঠে গর্জন শুরু করেছে। জ্যোৎস্না একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নীলাদ্রির মনে হতে লাগল আকাশ থেকে আরও অন্ধকার স্তূপে স্তূপে নেমে এসে তাকে সুমিত্রার দৃষ্টি থেকে আড়াল করে দাঁড়াক।

প্রবল বেগে বৃষ্টিপাত সুরু হোল। সুমিত্রা দাঁড়িয়ে পড়ে নীলাদ্রিকে বললে—"বৃষ্টি এল, যান, ঘরে যান—।" তারপর বেহারীর ঘরের দিকে খানিকটা এগিয়ে এসে, ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—"কাল সকালে উঠেই যেন চলে যাবেন না?" বলে বেহারীর ঘরে গিয়ে ঢুকে সশব্দে খিল লাগিয়ে দিলে। বিশ্বাসঘাতক ও দুরাত্মা লোকের সান্নিধ্য থেকে নিজেকে নিরাপদে ও দূরে রাখবার ইহাই যে একমাত্র উপায় বা পন্থা এইটাই সে নীলাদ্রিকে বুঝিয়ে দিলে অথবা শিক্ষা দান করলে।

তখন নীলাদ্রির পদতল থেকে ধরণী সরে যাচ্ছিল। লজ্জায়, ঘৃণায়, ধিক্কারে, অপমানে ও আত্মগ্লানিতে সে মরমে মরে যাচ্ছিল। সুমিত্রার তার মুখের সামনে সজোরে দরজা বন্ধ করে দেওয়া, তার প্রতি সুমিত্রার ঘোর আন্তরিক অবিশ্বাস, ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ বলে ঘোষণা করল। এর পরও কি তার উচিত

এখানে মুহূর্তমাত্র থাকা? গভীর মনঃদুখে ও বিস্ময়ে সে এই ভেবে বিহ্বল হয়ে পড়ল যে, তার এত বড অন্যায় সত্ত্বেও ঐ নারী তাকে বাড়ী থেকে বার করে দিলে না, উপরন্তু তাকে তার ঘরে গিয়ে শুতে বললে এবং পরদিন সকালে তার সঙ্গে দেখা না করে যেতে বারণ করলে,—এতে সে কতখানি ভদ্রতা উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় দিল! কতখানি সে নীলাদ্রির প্রতি সদয় হয়ে উঠেছিল! কতখানি বিস্ময় ও শ্রদ্ধা এবং হয়ত মোহও সে নীলদ্রির সম্বন্ধে তার অন্তরে পোষণ করছিল! হয়ত দীর্ঘ বন্ধুত্বে এই শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও মোহ ভালবাসায় পযবসিত হতে পারত; কিন্তু দুর্মতিবশে সে সেই সৌভাগ্যের মূলে কুঠারাঘাত করল। কাল সকালে আর ত সে তার পৌরুষের গর্ব নিয়ে সচ্চরিত্রের মহিমা বা জয়ধ্বজা বহন করে মাথা উঁচু করে ওর সামনে দাঁড়িয়ে ওর সে প্রশংসা মোহ আকর্ষণ করতে পারবে না! কোন্ লজ্জায় আর নীলাদ্রি তাকে মুখ দেখাবে?

নীলাদ্রি স্থির করল, ভোর হবার আগেই সে এখান থেকে চলে যাবে।

মাথাব উপর আকাশ ভেঙে পডল—বহুক্ষণ ধরে চলল মুষলধারায় বৃষ্টির অভিযান, বায়ুব দাপাদাপি, অশনির গজন, নীলাদ্রি নডল না, প্রস্তরমূর্তির মত নিশ্চল হয়ে বসে রইল—বুঝি তার অন্তরের অশান্তির দাবানল শান্ত করতে আরও অনেক বৃষ্টির প্রয়োজন; অথবা মেঘ থেকে বজ্র নেমে এসে তার উপর পডে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিক! ধুতি-পাঞ্জাবী ভিজে গিয়ে গায়ে জল বসতে লাগল, মাথার চুল ভিজে দরদর ধারে জল গডিয়ে তার চোখ, মুখ, গাল, কপাল, বুক, পিঠ সব ভাসিয়ে দিলে, তবুও নীলাদ্রি উঠল না, একেবারে বাহ্যজ্ঞানহীন নিথর নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল। তারপর কখন বৃষ্টি থেমে গেছে—থেমে গেছে জলদ গর্জন, শান্ত হয়েছে উন্মত্ত বায়ু, নির্মেঘ পশ্চিম আকাশের কোলে দেখা দিয়েছে অস্তমান ক্ষীণ চন্দ্রলেখা, রজনীর ঘটেছে অবসান, পূর্বাকাশে ফুটে উঠেছে উষার কনকমাধুরী, পাখীরা তুলেছে কাকলী, তবুও নীলাদ্রি উঠল না বা তার ওঠবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। বুঝি তার সে জ্ঞান, সে হুঁস নেই।

চৈতন্য হল সুমিত্রার ডাকে।

সুমিত্রার ভোরে ডিউটি। সে তোয়ালে সাবান মাজন নিয়ে স্নান ঘরে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখল, অদূরে নীলাদ্রি বেদীর উপর বসে আছে। কয়েক ঘণ্টার ঘুমেই সুমিত্রার মন বেশ শান্ত হয়েছে, উত্তেজনা কেটে গেছে। কাল রাতের ঘটনা তার মনে পড়ল। লোকটার নিশ্চয়ই খুব লজ্জা হয়েছে, তাই তাড়াতাড়ি চলে যাবার জন্য এত ভোরে উঠে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই

অপেক্ষা করছে।

এত বড অন্যায় করা সত্ত্বেও সুমিত্রা নীলাদ্রির উপব কঠিন হতে পাবলে না বুঝি ওর অনিন্দ্যসুন্দর রূপের জন্য। এত কাণ্ডের পবও ওর প্রতি সুমিত্রাব দুর্বলতা জাগতে লাগল।

সুমিত্রার মনও এখন বেশ খুশিতে ভরা. সে নীলাদ্রিকে উদ্দেশ্য করে বললে—"ব্যাপার কি? ভোর হতে না হতেই পালাবাব জন্য ব্যস্ত? মধ্যে মধ্যে হঠাৎ মাথায় ভূত চাপে, না? চা খেয়ে তবে যাবেন!"

বলেই হঠাৎ সুমিত্রাব নজর পডল. নীলাদ্রিব জামা কাপড অসম্ভব রকম ভিজে গেছে, মাথার চুল দিয়ে জল গডিয়ে মুখে গালে পডছে। নীলাদ্রি চোখ বুজে বসে আছে। সে জাগ্রত কি অচেতন বোঝবাব উপায় নেই।

সুমিত্রা নীলাদ্রির নিকটে গেল। "তাই ত! ভদ্রলোক এত ভিজল কি করে? একেবারে সদ্য যেন পুকুর থেকে জামা-কাপড-পবা স্নান কবে উঠেছে! মাথাব চুল মুখে লেপ্টে গেছে, তা দিযে জল টস্‌চে। তবে কি ভদ্রলোক ঘরে শুতে যায়নি? সারারাত এইখানেই বসে জলে ভিজেছে? মনে দারুণ অনুশোচনা জেগেছে। এ হয়ত তারই ফল! সৎ লোক দুর্বুদ্ধি বশে হঠাৎ অন্যায কাজ করে ফেললে, পরে বিবেক ফিরে এলে অনুশোচনায় এমনই বিহ্বল হয়।" সুমিত্রা বিস্ময়ে চিন্তা করতে থাকে। "সত্যি, মানুষটা যদি যথার্থ অমানুষ হত, গত বাত্রে ওর হাতে সুমিত্রার কি দুর্দশাই না হোত!"

সুমিত্রা ডাকল—"নীলাদ্রিবাবু—।"

নীলাদ্রি সাডা দিল না, যেমন চোখ বুজে নিশ্চল হয়ে বসেছিল, তেমনিই বসে রইল।

সুমিত্রা এবার ভয পেযে নীলাদ্রির গাত্র স্পর্শ কবে তাকে সজোরে নাডা দিয়ে আরও উচ্চকণ্ঠে ডাকতে লাগল—"নীলাদ্রিবাবু, নীলাদ্রিবাবু—!"

নীলাদ্রি এবার চক্ষুরুন্মীলন করল। চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, বিহ্বল, একেবারে অপ্রকৃতিস্থ। সেই আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সে নির্বাক হয়ে সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুমিত্রা বললে—"কাল সারারাত্রি এইখানে বসে জলে ভিজেছেন? ঘরে শুতে যাননি কেন? বকেছি বলে?" সুমিত্রা উদ্বিগ্ন চক্ষে নীলাদ্রির মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তার অন্তরে গভীর দরদ উথ্‌লে উঠল।

নীলাদ্রি এবার কথা বললে। বহুক্ষণ জলে ভিজে গলা তার ধরে গেছে।

দুঃখের প্রচণ্ড আঘাতে ও জলে ভেজার শৈত্যে শরীরের স্নায়ুও তার দুর্বল। সে ধীরে ধীরে জড়িত কণ্ঠে বললে—"আপনার ঘরে শুতে যাবার অধিকার আমার নেই। আমি ঘোর পাপী, অকৃতজ্ঞ, বর্বর। আপনি দেবী, আপনি অতি মহৎ। আপনার উপকারের দয়ার মর্যাদা আমি রাখতে পারিনি, আমি এমনই নরাধম।"

"আমি আপনার সঙ্গে একবার দেখা না করে যেতে পারি না—তাই অপেক্ষা করছি।—আচ্ছা আমি চলি। আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করবেন। আর কোন দিন আপনার সামনে আসব না।"

নীলাদ্রি উঠে দাঁড়িয়ে চলে যেতে গেল, কিন্তু অনেকক্ষণ একভাবে বসে ও জলে ভিজে তার সারা অঙ্গ এমন ভারী ও অসাড় হয়ে গেছল যে, সে পা বাড়াতেই একটা টাল খেল। সুমিত্রা নীলাদ্রিকে ধরে ফেলে ভর্ৎসনা করে বললে—"কি পাগলামি করছেন? আপনার দাঁড়াবার শক্তি নেই, এই অবস্থায় কেউ বাড়ী যায়? এখুনি ত এত জলে ভিজে কম্প দিয়ে জ্বর আসবে! নিন, জামা খুলুন—।"

নীলাদ্রি কিছুই করে না, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সুমিত্রা তখন জোর করে নীলাদ্রির গায়ের জামা ও গেঞ্জি খুলে নিয়ে, তোয়ালে দিয়ে তার মাথা মুখ গা মুছিয়ে দিতে লাগল। নীলাদ্রি কিছু বললে না বা আপত্তি করলে না। তার আচ্ছন্নতার ঘোর তখনও কাটেনি। নীলাদ্রির অনাবৃত অতি কমনীয় স্বাস্থ্যপুষ্ট দেহ প্রভাত কনক কিরণে জ্যোতিস্নাত হয়ে আরও লাবণ্যপ্রভা বিচ্ছুরিত করতে লাগল। নীলাদ্রি সত্যই অনিন্দ্যকান্তি সুপুরুষ। মুখ ও গা মোছাবার কালে ঘর্ষণে তার দুই কোমল গণ্ডে গোলাপী আভা ফুটে উঠতে লাগল ও শরীরের স্থানে স্থানে রক্তরাগ জমতে লাগল। নীলাদ্রির শরীর লাবণ্য দেখে সুমিত্রার আত্মবিস্মৃতি ঘটে। তার পঁচিশ বছরের যৌবনে হঠাৎ অনুরাগের বান ডেকে ওঠে। সে মুগ্ধ চক্ষে নীলাদ্রিকে দেখতে দেখতে সহসা তাকে চুম্বন করতে উদ্যত হয়, কিন্তু পরক্ষণেই সে সচকিত হয়ে ফিরে আসে, লজ্জা রাখবার তার জায়গা থাকে না। ছিঃ ছিঃ, এ সে কি অসভ্যতা করতে চলেছে? তার এ আচরণ কোন্ সভ্যতার পর্যায়ে পড়ে? তবে নীলাদ্রি কি অপরাধ করেছিল? তারও ত ঠিক এইরকম বিভ্রমই ঘটেছিল! কই নীলাদ্রি ত কিছু বললে না? বড় ভদ্র ভালমানুষ সে! সত্যই, কাল রাত্রে যদি ও না হয়ে অন্য লোক তার ঘরে প্রবেশ করত, তাহলে যত বাধাই পড়ুক না কেন, তার কিছুতেই রেহাই ছিল না! সুমিত্রা বিশেষ করে

ভেবে দেখল।

সুমিত্রার নীলাদ্রিকে অত্যন্ত ভাল লেগে গেল। তার রূপে ত সে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হচ্ছিলই! সে নীলাদ্রির কাঁধে হাত রেখে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললে—"জীবনে আপনাকেই আমি বন্ধু বলে গ্রহণ করলুম!"

সুমিত্রা নীলাদ্রির চোখে চোখে চাইল।

নীলাদ্রির আচ্ছন্নতা তখন অনেকখানি কেটে গেছে। সে সুমিত্রাকে দেখতে দেখতে বললে—"আপনি আমাকে ক্ষমা করলেন ত? আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ করেছি, বিশ্বাস করুন—।" সুমিত্রা আবার একবার নীলাদ্রি কাঁধে হাত রাখল। তারপর হাঁকল—"বেহারা—।"

"যাই মা"—বলে বেহারা এসে অদূরে দাঁড়াল।

সুমিত্রা বললে—"বাবুকে একখানা কাপড় এনে দাও, আর ওঁর ভিজে জামা-কাপড় সব ভাল করে জলে ধুয়ে শুকুতে দাও। আর শিগ্‌গির চা-জলখাবার তৈরী কর।"

বেহারা সুমিত্রার ঘরে গিয়ে সেখান থেকেই উচ্চৈঃস্বরে বললে—"বাবুর জন্য ধুতি কোথায় পাব মা? তোমার সাড়ীই একখানা দিই?"

"হ্যাঁ সে ত নিশ্চয়ই।"—বলে সুমিত্রা নীলাদ্রির প্রতি কটাক্ষ করে বললে—"জানেন, আমার ঘরে কোন পুরুষ নেই, আমার সাড়ীই একখানা আপনাকে পরতে হবে। যান, ঘরে যান।"

সুমিত্রা নিজের কাজে গেল।

তারপর নীলাদ্রি ও সুমিত্রার মধ্যে ভাব জমতে সুরু হল, এবং যদিও তাদের মেলামেশা মাত্র বন্ধুত্বে সীমিত থাকবার কথা, ঘনঘন দেখা-সাক্ষাতে আলাপে ও হাস্যকৌতুকে সে বন্ধুত্ব তার সীমা ছাড়িয়ে ঘনিষ্ঠতা ও পরে ভালবাসার কোটায় এসে উপনীত হতে চলেছে। এর জন্য দায়ী তাদের যৌবন! উভয়ের রূপের প্রতি উভয়ের দুর্নিবার আকর্ষণ। তবে নীলাদ্রি যেমন সুমিত্রাকে পাবার জন্য প্রকাশ্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, সুমিত্রা সে রকম আগ্রহ দেখাচ্ছে না। সে

যথাসাধ্য চিত্ত-সংযম অবলম্বন করেছে। সে অসাধারণ বুদ্ধিমতী। সে জানে নীলাদ্রি বড়লোকের একমাত্র সন্তান। ঐশ্বর্যে, সামাজিক মান-মর্যাদায় সে সুমিত্রার অনেক উঁচুতে। সুতরাং নীলাদ্রি ইচ্ছা করলেই, তার ধনী বাপ-মা সুমিত্রার মত একজন সম্পদহীনা সাধারণ ঘরের মেয়েকে, তা সে যত সুন্দরীই হোক না কেন, কখনই পুত্রবধূ করবেন না। আর একেবারে ভাল মানুষ, বাপ-মায়ের আদরের একমাত্র সন্তান, নীলাদ্রিও শেষ পর্যন্ত হয়ত বাপ-মায়ের অমতে যেতে বিরত হবে।

তাই আলাপ বা ঘনিষ্ঠতা কালে নীলাদ্রির সময়ে সময়ে প্রগলভতা প্রদর্শন করলে সুমিত্রা গম্ভীর ভর্ৎসনায় তাকে নিরস্ত করে।

নীলাদ্রি শনিবার বিকালে এবং রবিবার বা অন্য কোন ছুটির দিন সকালেই বন্ধুবান্ধব, খেলাধূলা, থিয়েটার, বায়স্কোপ ছেড়ে সুমিত্রার আলয়ে এসে উপস্থিত হয় এবং সুমিত্রার সাহচর্যে পরমানন্দে অনেকক্ষণ কাটিয়ে রাত্রের শেষ ট্রেনে বাড়ী ফেরে।

সেদিন সন্ধ্যায় নীলাদ্রির আগ্রহাতিশয্যে সুমিত্রা তার বাড়ীর ফুলবাগানের বেদীতে বসে গান গাচ্ছিল। সুমিত্রার অঙ্গে অপরূপ সাজ, হাতে বীণা, লাবণ্য-ঢল-ঢল তন্ময় ভাব। আকাশে তখন শুক্লাষ্টমীর চাঁদ পৃথিবীর বুকে মায়া ছড়াচ্ছিল। দিনের কোলাহল নিবে গেছে। চারিদিকে স্তব্ধতা। স্থানটা সদ্য প্রস্ফুটিত চাঁপা ও বকুলের গন্ধে বিহ্বল, আচ্ছন্ন। সুমিত্রা অসীম রূপসী, নীলাদ্রিও অতুল রূপবান। গায়িকা ও শ্রোতা মধ্যে মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে মুগ্ধনয়নে নিরীক্ষণ করছিল। দুজনেই বাহ্যজ্ঞান-শূন্য।

পরপর চারখানি গান গেয়ে সুমিত্রা থামল। বললে "আর না, রাত হয়ে যাচ্ছে। উঠুন! আপনাকে বাড়ী যেতে হবে না? এখানে থাকবার মতলব করেছেন নাকি?" তারপর রিস্ট ওয়াচ দেখে বললে—"আর মাত্র পনের মিনিট আছে! বেহারীকে যাই খাবার দিতে বলি।" বলে সুমিত্রা উঠে দাঁড়িয়ে নীলাদ্রির দিকে পিছন ফিরে বেদীর এক কোণে বাজনাটাকে দাঁড় করিয়ে রাখল। সুমিত্রার নিতম্বের গঠনমাধুর্য নীলাদ্রি এতদিন প্রত্যক্ষ করেনি, আজ দেখে তাক্ লেগে গেল। পুরুষ মজাবার নারীর এ আর এক বিচিত্র আয়ুধ বা অঙ্গসৌষ্ঠব।

নীলাদ্রি এবার কথা বললে, "আপনার গানের কি বলে যে সুখ্যাতি করব ভেবে পাচ্ছি না। বাস্তবিক বলছি, এমন চমৎকার গান, এমন সুমধুর গলা এ পর্যন্ত কখনো শুনিনি। 'আচ্ছা, আপনি নাচও ত জানেন?"

সুমিত্রা নীলাদ্রির দিকে ফিরে বললে "কেন? জানলে তাও কি আপনাকে দেখাতে হবে নাকি? অনেক দিন ধরে অনুরোধ করছেন তাই আর এড়াতে না পেরে এতগুলো গান শুনিয়ে দিলুম। আবার নাচ!" তারপর বলবেন "আপনাকে আমার চাই! কেমন? তাই না?" আচ্ছা, "আপনি আমাকে কী মনে করেছেন বলুন তো? আমি কি বাঈজী যে আপনি যা-তা ফরমাস করবেন?"

নীলাদ্রি লজ্জিত হয়ে বললে "থাক্ থাক্, আর কথার দরকার নেই। নাচও তো মেয়েদের একটা মস্তবড় গুণ, তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম। এতে মন্দ উদ্দেশ্য কিছু ছিল না। স্রেফ্ কৌতুহল। ভাল জিনিস দেখলে আরও ভাল জিনিস দেখতে ইচ্ছে করে।"

সুমিত্রা ভর্ৎসনার সুরেই বললে—"না, কোন ভদ্রঘরের মেয়েকে 'আপনি গান জানেন', জিজ্ঞাসা করলে অশোভন শোনায় না কিন্তু 'আপনি নাচতে জানেন' এ প্রশ্ন করলে ব্যাপারটা অসভ্যতা বলেই মনে হয়! গানের চেয়ে নাচটা পর্যায়ে অনেক নীচু।"

গাড়ী আসতে তখনও দেরী আছে। প্ল্যাটফরমের একটা নির্জন স্থানে দাঁড়িয়ে সুমিত্রা বললে—"আগামী শনিবার কি রবিবার সকালে যেন আসবেন না! আমি থাকব না।"

"কোথায় যাবেন?" নীলাদ্রি জিজ্ঞাসা করলে।

"কাটোয়া, সেখানে আমাদের থিয়েটার আছে।"—সুমিত্রা উত্তর করল।

"আপনিও কি থিয়েটার করেন নাকি?"—বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে নীলাদ্রি সুমিত্রার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে।

নিভে-আসা জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোকে সুমিত্রাকে রহস্যময়ী বলে মনে হচ্ছিল। সে উত্তর করলে—"কেন করতে কিছু দোষ আছে?" সে নীলাদ্রির দিকে ফিরল।

"দোষ নেই?" নীলাদ্রির বিস্ময় গভীরতর হল। "এই থিয়েটার সিনেমা নিয়ে আপনি একদিন আমাকে মানিব্যাগ ছুঁড়ে মেরে ভর্ৎসনা করে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন না?"

সুমিত্রা একটু চুপ করে থেকে বললে—"দেখুন, কোন বিষয় নিয়ে অত্যধিক অহঙ্কার করলে সে অহঙ্কার যে বেশী দিন থাকে না সেটা ঠিক। আমারও তাই ঘটেছে। আপনি আমাকে এখন এর জন্য তিরস্কার করতে পারেন। তবে কি জানেন, এ অভিনয় আমি অর্থের বিনিময়ে করছি না। ব্যক্তিত্বের হানি করে বা

চারিত্রিক নিন্দা গায়ে মেখেও করছি না! এ অভিনয় আমার পাঁচজনের অনুরোধে। তবে ঐ প্লে-র সময়টুকু ছাড়া যার সঙ্গে আমার অভিনয়, তার সঙ্গে থাকবে আমার ব্যাপক ব্যবধান। আমি রাজি হইনি, কিন্তু কাটোয়ার কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রব্যক্তির এবং আমাদের হেড্ অফিসের স্বয়ং সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের একান্ত অনুরোধ এই কাজে নামতে বাধ্য হয়েছি। শুনছি সব তাবড়-তাবড় লোক ঐদিন থিয়েটার দেখতে আসবে। রাইটার্স বিল্ডিং থেকে বড বড় অফিসাররা, চিনসুরার সব জজেরা, উকিলরা, মিলের মালিকরা আরও সব অনেক বড় লোকেরা আসবে। শুনছি বহু লোকের সমাগম হবে। বিশ্বাস করুন, এর আগে আমি কিন্তু কখনো অভিনয়ে নামিনি।"

"কি প্লে হচ্ছে আপনাদের? নীলাদ্রি জিজ্ঞাসে।

"সিরাজউদ্দৌলা।"

"আপনার নিশ্চয়ই লুৎফুন্নিসার পার্ট আছে!" নীলাদ্রি বলে।

"না, সকলের অভিমত আমাকে নাকি ও-পার্ট স্যুট করবে না। বড্ড ঠাণ্ডা পার্ট।"—সুমিত্রা বলে।

"তবে—?" সুমিত্রার মুখের দিকে নীলাদ্রি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায়।

"আমাকে আলেয়ার পার্ট সর্বসম্মতিক্রমে দেওয়া হয়েছে। ভারী বিশ্রী পার্ট। ও পার্ট আমার একদম পছন্দ নয়। কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না।" —সুমিত্রা বললে।

"তাছাড়া কয়েকটা সীনে আমার বাড়তি নাচের ভূমিকাও আছে।"

"আপনি তা হলে নাচ জানেন?" নীলাদ্রি মন্তব্য করল।

"আমি কি জানি না বলেছি?" সুমিত্রা উত্তর দেয়।

"নর্তকীর বেশে আপনাকে যে কি সুন্দরই না মানাবে—কথায় প্রকাশ করতে পারছি না।" মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুমিত্রাকে দেখতে দেখতে নীলাদ্রি বলে।

সুমিত্রার মুখ লাল হয়ে যায়। সে কোনও কথা বলে না!

নীলাদ্রি বড় আশা করেছিল, সুমিত্রা তাকে অভিনয় দেখতে যাবার আমন্ত্রণ জানাবে; কিন্তু সুমিত্রা তা করল না। নীলাদ্রিও ইচ্ছা প্রকাশ করলে না। তার আত্মসম্ভ্রমে বাধল! তবে সে মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হল।

সুমিত্রা বলতে লাগল—"এরই মধ্যে চারদিকে এমনই প্রশংসা আমার নামে রটে গেছে যে, আমি নাকি আলেয়ার ভূমিকায় এ পর্যন্ত সমস্ত অভিনেত্রীদের উচিয়ে যাব। কি মুশকিলের কথা বলুন তো? আমার ত কেবলি ভয় হচ্ছে

পার্ট সন্তোষজনকভাবে সমাধা করতে না পেরে জনসাধারণের চোখে লজ্জার একশেষ হয়ে মরব।"

নীলাদ্রি কোন মন্তব্য করলে না। সে ক্ষুণ্ণ মনে চুপ করে রইল। সুমিত্রা ভাল প্লে করতে পারুক আর না পারুক, তার কি? সে ত আর দেখতে যাচ্ছে না! তাকে ত সুমিত্রা যেতে বললে না!

ট্রেন এসে স্টেশনে দাঁড়াল।

সুমিত্রা নীলাদ্রিকে অনুরোধ না করলেও গাড়ীতে যেতে যেতে নীলাদ্রি স্থির করলে যে, সে আগামী শনিবারে সুমিত্রাকে না জানিয়ে কাটোয়ায় গিয়ে অলক্ষ্যে তার অভিনয় দেখে আসবে! সুমিত্রার গান সে শুনেছে কিন্তু নর্তকীর বেশে সুমিত্রার নৃত্যপারদর্শিতা দর্শনের লোভ সে কোনমতেই সামলাতে পারলে না।

এই উদ্দেশ্যে সে আগামী শনিবার সন্ধ্যায় কাটোয়ায় গিয়ে উপস্থিত হল। স্টেশনে নেমেই সে মাইকের শব্দ অনুসরণ করে খানিকটা উত্তর মুখে এগিয়ে যেতেই আমবাগানের আড়ালে দেখল, অনেকখানি ফাঁকা মাঠ ঘিরে থিয়েটারের জায়গা করা হয়েছে। প্যাণ্ডেলে আলো জলছে, অনেক লোক ঘোরাঘুরি করছে। যেখানে টিকিট দেওয়া হচ্ছে সেখানে রীতিমত ভীড়। নীলাদ্রি সুসজ্জিত গেটের অদূরে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখতে থাকে। গেটের মাথায় একটা প্রকাণ্ড বোর্ডে বড বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন ও অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নাম—উজ্জল আলোকসম্পাতে পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে:

জয়ন্তী সাধারণ পাঠাগারের উন্নতিকল্পে সাহায্য রজনী।

নাটক সিরাজউদ্দৌলা

শ্রেষ্ঠাংশে: মনোতোষ মজুমদার, তপন চক্রবর্তী, ভোলানাথ দত্ত,
মনীন্দ্র সান্যাল, সুপ্রভা বসু, মালবিকা দাস, সরমা মুখার্জী,
জ্যোতির্ময়ী হালদার,

আলেয়ার ভূমিকায় এবং নৃত্যে ও সঙ্গীতে অপরূপা রূপবতী সুমিত্রা দেবী।

সুমিত্রার নামটা নীলাদ্রি বার বার বিস্ময়ের সঙ্গে পড়তে থাকে। সুমিত্রাই যেন এই অভিনয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

যদিও কলকাতার কোন নামজাদা নাট্যসম্প্রদায় নয়, এই কয়েকটি স্থানীয় অথবা দূরের মেয়ে অভিনেত্রী, বিশেষতঃ এই অসীম রূপবতী সঙ্গীত নৃত্যকলা-পারদর্শিনী সুমিত্রার খ্যাতির আকর্ষণই এই বিপুল জনসমাবেশের

সৃষ্টি করেছে।

নীলাদ্রি মনে মনে এই ধারণাই করছিল—এমন সময় পিছনের ডাকে চমকে উঠে পশ্চাৎ ফিরে দেখল—"বেহারী।"

বেহারী বললে—"বাবু, মা আপনাকে ডাকছে।"

নীলাদ্রি একটু অপ্রতিভ হয়ে জিজ্ঞাসা করল—"কোথায় তিনি ?"

বেহারী অদূরে একটা পাল দিয়ে ঘেরা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বললে—"ঐ সাজঘরে আছেন, আমার সঙ্গে আসুন— ।"

অগত্যা নীলাদ্রিকে বেহারীর অনুসরণ করতে হয়।

সুমিত্রা একটা টুলের ওপর বসেছিল। অদূরে একজন মেয়েকে রূপসজ্জায় ভূষিত করা হচ্ছিল। সুমিত্রা এখনও সাজেনি। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সকলেই জমায়েত হয়েছেন। আলিবর্দী ও সিরাজউদ্দৌলার সাজা হয়ে গেছে। সীনের প্রথমেই তাদের প্রবেশ। রূপসজ্জার নানা দ্রব্যের গন্ধে জায়গাটা ভরপুর।

সুমিত্রা বললে—"বাঃ, আচ্ছা লোক ত আপনি ? এখানে এলেন কেন ? আনলে আপনাকে কি আমি সেদিন আসতে বলতুম না ?"

নীলাদ্রি একটু লজ্জিতভাব প্রকাশ করে বললে—"হঠাৎ আজ কেমন ভয়ানক খেয়াল মনের মধ্যে জেগে উঠল, হাজার চেষ্টা করেও থাকতে পারলুম না।"

সুমিত্রা হেসে বললে—"বেশ করেছেন, তা এখানে না এসে আড়ালে রয়েছেন কেন ?"

নীলাদ্রি হেসে বললে—"ইচ্ছা ছিল লুকিয়ে আপনাদের প্লে দেখে যাব, যেহেতু আপনি আমাকে আসতে বলেন নি, অথচ এমন একটা ভাল নাটক দেখবার প্রলোভনও সামলাতে পারলুম না।"

অতঃপর—সুমিত্রা অপর লোকেদের সঙ্গে নীলাদ্রির পরিচয় করিয়ে দিলে। নীলাদ্রির মনে হল সকলেই তার দিকে বিস্মিত সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে।

সুমিত্রার এক বান্ধবী নির্লজ্জ বিদ্রূপ করল—"ভদ্রলোক শুধু পরিচিত বন্ধুই না আর কিছু রে ? অত সুন্দর চেহারা! আমার সন্দেহ হচ্ছে তুমি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছ—অথবা ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ !"

সুমিত্রা উত্তর করল—"তোর মনে ধরেছে নাকি ? দেখ তা হলে ঘটকালি করি—।"

বান্ধবী বললে—"অমন জিনিস কি আর কেউ ইচ্ছে করে অন্যের হাতে তুলে

দেয় ভাই। যাক্, এতদিন পরে সত্যিই তুই মনের মত পুরুষ পেয়েছিস। বিয়ে ত করবি নাই স্থির করেছিলিস্—?"

সুমিত্রা লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে বাধা দিল, "ফাজলামী করিস নি, তোর নিজের চরকায় তেল দে, পার্ট সব মুখস্থ করেছিস? না প্রম্‌টারের দিকে তাকাবি?"

অতঃপর সুমিত্রা একখানা কাগজে কিছু লিখে, কাগজখানা নীলাদ্রির দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে—"আপনি এই কাগজখানা রেখে দিন, এটা গেটে দেখালেই আপনাকে প্রথম রোয়ে বসতে দেবে।"

নীলাদ্রি পকেট থেকে চারখানা একশত টাকার নোট বার করে সুমিত্রার হাতে দিয়ে বললে—"এখানকার ম্যানেজমেণ্টকে আমি সাহায্যকল্পে এই টাকাটা দিতে চাই, আপনি পৌঁছে দেবেন।"

ম্যানেজমেণ্ট সম্প্রদায় খুব খাতির করে নীলাদ্রিকে একখানা স্পেশাল চেয়ারে নিয়ে গিয়ে বসালে। সুমিত্রাদের পার্টির সঙ্গে তার খাবারও বন্দোবস্ত করে দিলে।

হ্যাঁ, সেদিন রঙ্গমঞ্চে সুমিত্রা যা অদ্ভুত নৃত্যপারদর্শিতা দেখিয়েছিল, নীলাদ্রির তা বহুদিন স্মরণে থাকবে। বাঁশরীর মধুর তানে, দুন্দুভির তালে তালে, কখনো অত্যুজ্জ্বল, কখনো অতি কোমল, নানা বিচিত্র রঙীন আলোর বর্ণচ্ছটায় পরম রূপবতী স্বাস্থ্যবতী বিচিত্র নর্তকীবেশিনী সুমিত্রা যেন সমগ্র অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ মোহময় আকর্ষণ! সে তার নৃত্যে, গীতে, হাস্যে, লাস্যে চকিত কটাক্ষে দর্শক-গণের চক্ষে বিভ্রম ও মনে কামনা জাগিয়ে তুলল। আলেয়া রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হলে দর্শকগণের চক্ষের পলক পড়ে না। নির্দিষ্ট সময়ে অভিনয় আরম্ভ হতে দেরী হওয়াতে জনতা যখন অশান্ত অতিষ্ঠ হয়ে গোলমাল সুরু করে দিলে, তখন কর্তৃপক্ষের অনুরোধে সুমিত্রা নর্তকীর বেশে মঞ্চে আবির্ভূতা হয়ে এক ললিত নৃত্যে সকলকে স্তব্ধ করে দিলে।

আলেয়ার শেষ গান নবাবের নৃশংস হত্যায় শোকাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে দর্শক মাত্রকেই বিহ্বল করে তুলল।

সিরাজউদ্দৌলা সাঙ্গ হলেও পরপর কয়েকটি অপরূপ নাচ দেখিয়ে সুমিত্রা দর্শকমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করল।

অভিনয় সাঙ্গ হলে সাজঘর লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। সকলেরই আর একবার সুমিত্রাকে দেখবার আগ্রহ। বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ভিতরে ঢুকে সুমিত্রার সঙ্গে গায়ে-পড়া হয়ে করমর্দন করে কংগ্রেচুলেশন জানাতে লাগলেন।

অন্য লোকেরা দরজার সামনে ভীড় করে দাঁড়িয়ে পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম করে মাথা তুলে সুমিত্রাকে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। এমন সুদর্শনা নর্তকী অভিনেত্রী তারা নামজাদা রঙ্গমঞ্চেও দেখেনি।

সুমিত্রা বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে এমনই ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে, মনে হল অন্যদিকে নজর দেবার তার আদৌ অনেকক্ষণ সময় নেই। নীলাদ্রি ওখান হতে সরে এসে কিছুদূরে একটা বেঞ্চে উপবেশন করলে। রাত্রে ফেরবার গাড়ী নেই। গাড়ী সেই সকাল ছ টায়। রাত্রি তখন দু'টো। সুমিত্রারা নিশ্চয়ই আজ যাবে না। এইখানেই কোথাও থাকবার বন্দোবস্ত আছে।

নীলাদ্রি স্থির করলে, সে এই কয়েক ঘণ্টা বসে অথবা জ্যোৎস্নার আলোয় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে বাকী রাতটা কাটিয়ে দেবে।

সামনের রাস্তা দিয়ে থিয়েটার দেখে লোকেরা সুমিত্রার অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করতে করতে যাচ্ছিল। নীলাদ্রি ভাবছিল, সুমিত্রা তার কাছে আজ আর এক অপরূপ অভিনব বিস্ময়! এতদিন রূপসী বিদুষী আধুনিকা সুসভ্যা সুমিত্রার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। এক্ষণে তাকে এক লাস্যময়ী বিচিত্র যৌবনা নর্তকীর বেশে দেখে সে একেবারে বিভ্রান্ত বিমুগ্ধ হয়ে গেল। নৃত্যকালে সুমিত্রা যখন দর্শকবৃন্দের সঙ্গে তার প্রতিও চকিত কটাক্ষ করছিল, তখন তার সারা অঙ্গে আকুল কামনা ঘনীভূত হয়ে তাকে উন্মাদ করে তুলছিল। এতদিন পরে সে আর একবার অপলক নির্লজ্জ দৃষ্টিতে সুমিত্রার যৌবনমাধুরী পর্যবেক্ষণ করল। নীলাদ্রির মনে হতে লাগল যে, আজ সুমিত্রা তার রূপ গান ও নাচের মাধুরীতে যে বিপুল খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করল, তাতে সে নীলাদ্রির নাগালের বাইরে চলে গেল! অভিনয়কালে তার নিকটে উপবিষ্ট বিশিষ্ট মর্যাদান্বিত ব্যক্তিদের সুমিত্রার প্রতি মুগ্ধ কামবিহ্বল দৃষ্টি ও কুৎসিত মন্তব্য সে স্বকর্ণে শুনেছে, স্বচক্ষে দেখেছে। তার উপর সাজঘরে সুমিত্রার সঙ্গে তাদের গায়ে-পড়া ঘনিষ্ঠতা পাতাবার চেষ্টা! সুমিত্রা ধনীগোষ্ঠীর লোভনীয় অবাক বস্তু!

উদ্যোক্তাদের কয়েকজন দেখতে পেয়ে নীলাদ্রির নিকটবর্তী হয়ে বললে "এ'কি! স্যার? এখানে এমন করে একলা বসে আছেন কেন? আপনার ত এখানে থাকবার জায়গা নেই? চলুন, আমাদের হেডমাস্টার মশাইয়ের বাড়ীতে আপনার শোবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

নীলাদ্রি বললে—"না না, প্রয়োজন নেই! এই বেশ আছি। মনে করছি— এই সুন্দর জ্যোস্নারাত্রে জায়গাটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখবো। আমার খুব ভাল

লাগবে। আমার আবার লেখার বাতিক আছে ত?"

"কিন্তু রাত্রি যে এখনো অনেক বাকী! শুধু শুধু কেন কষ্ট করবেন?" তারা অনুনয় করে।

নীলাদ্রি তাদের সহাস্যে প্রতিনিবৃত্ত করে—"না না, কিছু কষ্ট হবে না। তিন-চার ঘণ্টা আর কতক্ষণ? আপনারা ব্যস্ত হবেন না।"

অনেক টাকা দিয়েছে বলে উদ্যোক্তারা নীলাদ্রির নিরাপত্তার জন্য, আরামের জন্য যত্নবান!

আরও কিছুক্ষণ বসে, বাইরে বেড়াতে বেরুবে মনে করে নীলাদ্রি উঠতে যাবে—একটা উগ্র সুগন্ধী এসে নাকে লাগতেই, চমকিত হয়ে পিছনে তাকাতেই দেখল, সুমিত্রা দাঁড়িয়ে আছে।

সুমিত্রা বলল—"এখানে একলা বসে কী করছেন? বাড়ী যাবেন না? এইখানেই বসেই রাত কাটাবেন নাকি?"

সুমিত্রা নীলাদ্রির কাঁধে হাত রাখল।

সেদিন রাত্রে সুমিত্রার বাড়ীতে নীলাদ্রি জলে ভেজার পর এই দ্বিতীয়বার সুমিত্রা নীলাদ্রিকে স্পর্শ করল। সুমিত্রার এই অভাবিত স্পর্শে যারপরনাই পুলকিত উৎফুল্ল হয়ে নীলাদ্রি সুমিত্রা সম্পর্কে অশুভ চিন্তা একেবারে বিস্মৃত হল।

সুমিত্রাকে এখন খুব প্রগলভ, অতিমাত্রায় উৎফুল্ল বলে মনে হচ্ছিল।

নীলাদ্রি বললে—"বাড়ী যাবার ত আর গাড়ী নেই কাল সকালে ছাড়া। তাই মনে করছি, কিছুক্ষণ এখানে বসে বাকী সময়টা চাঁদের আলোয় রাস্তায় ঘুরে কাটিয়ে দেবো। আপনার যা অবস্থা দেখলুম, স্তাবকেরা আপনাকে নিয়ে যে-রকম কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিয়েছে, আপনার নাগাল পাওয়া আজ আমার পক্ষে একান্ত দুঃসাধ্য! একি? মুখের রঙ তোলেন নি?"

সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে নীলাদ্রি সবিস্ময়ে বলে উঠল।

"কখন তুলি বলুন না। সাজঘরে যেতে না যেতেই লোকগুলো একেবারে ভীড় করে আমায় ঘিরে দাঁড়াল। হ্যাণ্ডসেক্ করে করে হাতে ব্যথা হয়ে গেল। হাত যেন ছাড়তে চায় না। মনে হল, আমাকেই যেন ধরে পিষে গুঁড়িয়ে ফেলবে। তেমনি কুৎসিত চাউনি। পারলে আমাকে যেন গিলেই খেয়ে ফেলবে। আমি যেন আজকে সকলের কাছে একটা অবাক্ বস্তু! এখানকার প্রধানের ত আমাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে আজকের রাতটা তার বাড়ীতে রাখবার জন্য কি কাকুতি মিনতি! অনেক কষ্টে তাকে নিরস্ত করেছি! ব্যস্, আর

কখনো অভিনয়ে নামছি না।"

নীলাদ্রি বললে—"কিন্তু নর্তকীর রূপসজ্জায় আপনাকে যা অদ্ভুত মানিয়েছিল, এমন কোন থিয়েটার বা বায়স্কোপের মেয়েকে মানাবে না এ আমি হলফ করে বলতে পারি। দর্শকরা সকলেই ধন্য ধন্য করেছে। কি তাদের প্রশংসাভরা দৃষ্টি। আমি ত জীবনে এমন রূপবতী নর্তকীর নৃত্যমাধুরী দেখিনি। আপনি উর্বশীকেও হার মানিয়ে দিয়েছেন। এই—যাঃ। আবার সেই বলে ফেললুম—।"

সুমিত্রা হাসতে হাসতে নীলাদ্রির কাঁধে মৃদু চাপড় মেরে বললে—"কিন্তু এখন ত আপনার সাত খুন মাফ—।"

"নিন উঠুন, গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, সবাই অপেক্ষা করছে"—বলে সুমিত্রা নীলাদ্রিকে আকর্ষণ করল।

উভয়ে পাশাপাশি চলতে লাগল। রাস্তার লোকেরা মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকল কাম ও রতি যেন ফুলবনে বিহার করতে চলেছে।

মোটরে দু জন ভদ্রলোক বসেছিলেন। সুমিত্রা পরিচয় করিয়ে দিল—"ইনি মিষ্টার মণি সান্যাল নামজাদা উকিল, সিরাজউদ্দৌলার পাঠ করলেন, আর ইনি মিষ্টার মনতোষ মজুমদার একজন ব্যবসাদার, জগৎশেঠের ভূমিকায় নেমেছিলেন।"

নীলাদ্রি ও ভদ্রলোকদ্বয় পরস্পর নমস্কার বিনিময় করল।

জ্যোৎস্নার আলোয় নীলাদ্রি দেখে বুঝতে পারল, মণি সান্যাল বেশ কালো ও বেঁটে। রূপসজ্জার দৌলতে সিরাজউদ্দৌলা ওকে বেশ ভালই মানিয়েছিল। আর মনতোষ মজুমদার কালো না হলেও তার মাথাজোড়া টাক্। অভিনয়ের সময় অবশ্য পরচুলে তার টাক্ ঢাকা ছিল।

সুমিত্রা উভয়ের পার্শ্বে এক কোণে বসল। নীলাদ্রি ড্রাইভারের পাশে উপবেশন করল। গাড়ী ছেড়ে দিলে, কেউ কোন কথা বলছিল না। রাত্রি অত্যধিক হওয়ায় পরিশ্রমে ক্লান্ত সকলের চোখই নিদ্রাবিজড়িত হয়ে উঠল। নীলাদ্রি একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, সুমিত্রা গাড়ীর কোণে সার্সিতে মাথা রেখে হেলান দিয়ে বসে আছে। সে জেগে আছে না ঘুমিয়ে পড়েছে বোঝা গেল না। তার বিশাল খোঁপা শ্লথ হয়ে আধখুলন্ত অবস্থায় কাঁধের ওপর লুটিয়ে পড়েছিল।

অনেকক্ষণ পরে রাস্তায় এক জায়গায় গাড়ী থামলে মণি সান্যাল সুমিত্রাকে সম্বোধন করে বললে—"মিস্ চ্যাটার্জী, গাড়ী এসে গেছে, আপনাকে এবার নামতে হবে।"

সুমিত্রা ঘুমিয়ে পড়েছিল। সজাগ হয়ে উঠে জড়তা কাটিয়ে গাড়ী থেকে নামল। মণি সান্যাল ও মনতোষ মজুমদার উভয়ে এক সঙ্গেই বললে—"চলুন, আপনাকে বাড়ীতে পৌছে দিয়ে আসি। এতখানি নির্জন রাস্তা একলা যাবেন কী করে এত রাত্রে!"

সুমিত্রা বললে—"না না, ধন্যবাদ, আপনাদের আর কষ্ট করে যেতে হবে না।" —বলে নীলাদ্রিকে উদ্দেশ্য করে বললে—"নীলাদ্রিবাবু, নেমে আসুন—।"

নীলাদ্রি উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠল। একি অপ্রত্যাশিত আশা! জিজ্ঞাসা করলে "এ গাড়ী কলকাতা যাবে না?"

"না না, চিনসুরা পর্যন্ত যাবে, আপনি নেমে পড়ুন, আর দেরী করবেন না।" —সুমিত্রা তাড়া দিলে।

"ও তাই বুঝি"—বলতে বলতে নীলাদ্রি মোটর থেকে নেমে পড়ল।

সে জানত, গাড়ী বরাবর কলকাতা যাবে। তাই সে সুমিত্রাকে মাঝপথে নামতে দেখে মনমরা হয়ে পড়েছিল। এক্ষণে গাড়ী যে কলকাতা যাবে না এবং তাকে এইখানে নামতে হবে এবং রাত্রিটা ও কাল সারাদিন সুমিত্রার এখানেই কাটাতে পারবে, এই চিন্তায় সে রীতিমত প্রফুল্লচিত্ত হয়ে উঠল।

মনতোষবাবু সুমিত্রাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "একদিন আসুন না মিস্ চ্যাটার্জি আমার বাড়ীতে। কি রকম ফুলবাগান করেছি দেখবেন।"

সুমিত্রা মধুর হেসে বললে—"নিশ্চয়ই যাব একদিন। বাগান দেখি আর না দেখি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে আসব। শুনেছি আপনার স্ত্রী খুব সুন্দরী ও বিদুষী।"

মনতোষবাবু হেসে বললেন "তাবলে আপনার কাছে নয়। ও দুইয়ের কোনটাতেই আপনার সঙ্গে তুলনা হয় না।"

সুমিত্রাও ফুল্লহাস্যে বললে—"কি যে বলেন আপনি, আপনাদের সকলের মুখেই ওই এক কথা! আমার চেয়ে কত শত শত সুন্দরী বিদুষী মেয়ে সব রয়েছে।"

"কই এ পর্যন্ত একটাও ত নজরে পড়ল না। সকলে যা বলে ঠিকই বলে। রূপে সত্যই আপনার তুলনা হয় না। তাছাড়া আজ নাচে-গানে যে অদ্ভুত অভিনয় পারদর্শিতা দেখালেন, এ পর্যন্ত কোন নামকরা অভিনেত্রী তা পারেনি। আপনার গুণও অসাধারণ।"

মণি সান্যাল মুগ্ধদৃষ্টিতে সুমিত্রাকে দেখতে দেখতে এ সব মন্তব্য করলেন। তারপর একটু থেমে বললেন, "আবার আপনাকে নিয়ে নতুন অভিনয়ে নামবার

জন্য আমরা তৎপর রইলুম।"

"আচ্ছা আসুন, আপনাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে—নমস্কার!" দু' হাত যোড করে সুমিত্রা ব্যাপারটা শেষ করলে।

"নমস্কার"—বলে তারা গাড়ী ছেড়ে দিলে।

সুমিত্রা ও নীলাদ্রি মোটর হতে রাস্তায় নামল। এখান থেকে সুমিত্রার বাড়ী আধ ঘণ্টার পথ। একটা সরু রাস্তা বরাবর মাঠ দিয়ে গিয়ে গ্রামে প্রবেশ করেছে। প্রখর জ্যোৎস্নালোকে সারা মাঠটাকে মনে হচ্ছিল যেন এক ঘুমন্ত মায়াপুরী। গ্রামে প্রবেশ করবার সময় রাস্তার দু'পাশের বৃক্ষের শাখায় শাখায় বায়ুহিল্লোলে মর্মর শব্দ উঠছিল। কখনো বা সেই বায়ুর উচ্ছ্বাসে রাস্তার দু পাশের মাটিতে ঝরা শুষ্ক হাল্‌কা পাতার রাশি সর্ সর্ শব্দে ইতস্তত ছুটে যাচ্ছিল। নিকটেই কোথায় বকুল ফুল ফুটে বাতাসকে সৌরভসমাচ্ছন্ন করে তুলছিল। জ্যোৎস্নার আলোয় আনন্দবিভোর হয়ে উচ্চকণ্ঠে পাপিয়া ডাকছিল। রাত্রির নীরবতায় আলোছায়ায় স্বপ্নময় রহস্যময় কুসুম পরিমল স্নাত বিজন বনপথে সুসজ্জিতা নয়ন মনোরমা রূপবতী যুবতী অভিনেত্রী ও নর্তকী নারী সুমিত্রার সঙ্গে চলতে চলতে নীলাদ্রির নেশা লাগছিল। সে ক্ষণে ক্ষণে সুমিত্রার শরীরের দিকে মুগ্ধ নির্লজ্জ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কালে দর্শকগণের বিস্ময়মুখর প্রশংসা লাভ করে সুমিত্রার মনপ্রাণ তখনও এক অভিনব আনন্দ মত্ততায় বিভোর ও উদ্বেল, সেই অস্থিরতা জ্যোৎস্নার মায়া স্পর্শে ও এই একান্ত নির্জন নিভৃত বনপথে পরম কন্দর্পকান্তি পুরুষ নীলাদ্রির সঙ্গে পাশাপাশি চলতে চলতে ও তার কামবিহ্বল ভাবভঙ্গী দেখে সুমিত্রাকেও মাতাল দিশেহারা করে তুলেছিল। সুমিত্রা ভাববিজড়িত কণ্ঠে ডাকল—"নীলাদ্রিবাবু—।"

নীলাদ্রি বিভ্রমের ঘোরেই উত্তর দিল—"উঁ।"

"কিছু বলবেন?" সুমিত্রা নীলাদ্রির প্রতি কটাক্ষ হানে। নীলাদ্রি বিমোহিত আত্মবিস্মৃত কণ্ঠে বললে—"ভাবছিলুম আজকে আপনাকে কি চমৎকার অপরূপই না দেখাচ্ছে! এমন আর এর আগে কখনও আপনাকে দেখিনি।"

একটু থেমে বললে—"অবশ্য সুন্দর আপনি বরাবরই, তবে আজকের এই বিচিত্র অঙ্গরাগে ও রূপসজ্জায় আপনি যারপরনাই মোহিনী মূর্তি ধারণ করেছেন। অপ্সরা বললেও আপনার রূপের সুখ্যাতি কম করা হবে। পুরুষ মাত্রেরই আজ আপনাকে দেখলে মতিভ্রম ঘটবে। আমার ত মনে হচ্ছে, আমি অপ্সরার রাণী উর্বশীর সঙ্গে পুষ্পবনে বিহার করছি।"

অন্ধকার রাত্রি যেমন ভয়াল, জ্যোৎস্নাহসিত রাত্রি তেমনি আনন্দবিহ্বল। অন্ধকার রাত্রে মানুষ ঘুমে পাগল হয়, বাইরে বেরুতে ভয়, নিরুৎসাহ বোধ করে, জ্যোৎস্নাভরা নিশীথে মানুষের চোখে ঘুম থাকে না, ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না, মহা আনন্দে বাইরে বেরিয়ে পড়ে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা করে।

এত রাত্রেও কোন নির্নিদ্রা ব্যক্তি অদূরে গাইছিল—"ফিরে চলো, ফিরে চলো ফিরে চলো আপন ঘরে—।"

সুমিত্রা যেতে যেতে নীলাদ্রির একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে—"বেশ চমৎকার—রাতটি নয়? এখন কি করতে ইচ্ছা করে বলুন তো?"

সুমিত্রার স্পর্শে নীলাদ্রির রোমাঞ্চ জাগে, জাগে এক বিহ্বলতা। সে সুমিত্রার হাতে আবেগে এক চাপ দিয়ে বললে—"এমনি হাত ধরাধরি করে দু'জনে এই জ্যোৎস্নায় যতক্ষণ পারি বেড়াই, তারপর এক জায়গায় বসে এই ঝকঝকে জ্যোৎস্নার আলোতে আপনাকে প্রাণভরে দেখি, গল্প করি, গান শুনি—।"

"এত দেখে গল্প করে গান শুনেও আপনার আশা মেটেনি?"—সুমিত্রার স্বর ভাব-বিহ্বল নেশা-বিজড়িত। অবশ্য অভিনয়কালে সে সচরাচর অভিনেত্রীদের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী অথবা অত্যাবশ্যক হেতু সুরাপান করেনি, তার চিত্তসংযম এমনই সুদৃঢ়। এটা তার দুরূহ কার্যের অভাবনীয় সাফল্যের উৎফুল্লতা, অত্যধিক চিত্তচাঞ্চল্য। সেই আনন্দ বিভোর ক্ষণে নিভৃতে নির্জনে সে এক মনের মত পুরুষকে কাছে পেয়ে হঠাৎ তার যৌবন যেন ক্ষেপে উঠেছে, একটা কিসের জন্য তার মন যেন আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। সে অপাঙ্গে নীলাদ্রির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে থাকে।

নীলাদ্রি বলছে—"না আপনাকে যতই দেখছি, ততই অভিভূত মুগ্ধ হচ্ছি। আজ আপনাকে এই বেশে যে দেখবে, সেই পাগল হবে। আপনার এই রূপসজ্জা সত্যই অভিসারিকার পুরুষ ভোলাবার।"

নীলাদ্রিও সুমিত্রার সারা অঙ্গে নির্লজ্জ কামনাজর্জর দৃষ্টি বুলোতে থাকে।

সুমিত্রা গতি আরও শ্লথ করে বলে—"সারাদিনের পরিশ্রম, তার উপর অভিনয়ের ধকল, মনে একটা অস্থিরতা,—বড় ক্লান্তি লাগছে, পা আর চলছে না।"

নীলাদ্রি তৎক্ষণাৎ সুমিত্রার হাত ছেড়ে দিয়ে তার কাঁধ ধরে তাকে নিজের দিকে আস্তে আস্তে আকর্ষণ করতে করতে বললে—"আপনি আমার গায়ে

ভর দিন।"

ইচ্ছা সত্বেও সুমিত্রা সামান্য বাধা দিল—"না না, বাড়ীর কাছে এসে গেছি, কেউ দেখে ফেলবে।" সুমিত্রা চারিদিকে দৃষ্টি ফেলে। নীলাদ্রির থেকে সরেও যায় না।

"এত রাত্রে আর কে জেগে আছে যে দেখবে?" নীলাদ্রি মরীয়া হয়ে বলে ওঠে। দুর্বার কামনায় তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল। সে সুমিত্রাকে আরও কাছে টানতে গেল।

সুমিত্রা এবার আত্মস্থ হয়ে মৃদু ধমক দেয়—"আঃ রাস্তায় কি পাগলামো আরম্ভ করলেন? সব মানুষই কি ঘুমিয়ে আছে? কেউ না কেউ জেগে থাকতেও তো পারে? এসব কাজ এইভাবেই ধরা পড়ে।—চলুন বাড়ী এসে গেছি।" নীলাদ্রির হাত থেকে সুমিত্রা নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।

দরজা তালাবন্ধ ছিল। বেহারী কাটোয়ায়। কাল সকালের ট্রেনে সে আসবে।

চাবি খুলে সুমিত্রা বাড়ীতে প্রবেশ করল। বাড়ীতে সুমিত্রা আর নীলাদ্রি ছাড়া আর কেউ নেই।

নীলাদ্রি মনে মনে একটা অসম্ভব সম্ভাবনার কামনা করে।

উঠোন দিয়ে সুমিত্রার শোবার ঘরে যেতে যেতে সুমিত্রার বিরাট খোঁপায় জড়ানো বেলফুলের মালাটা আলগা হয়ে হঠাৎ মাটিতে পড়ে গেল। সুমিত্রা সেটা কুড়োবার আগেই নীলাদ্রি মালাটা হাতে তুলে নিলে।

"বেশ, তবে ওটা যেমন ছিল আমার খোঁপায় পরিয়ে দিন।"—বলে সুমিত্রা পিছন ফিরে একেবারে নীলাদ্রির গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

নীলাদ্রির শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ বইতে সুরু হল। সে কি মনে করে মালাটা সুমিত্রার খোঁপায় জড়িয়ে না দিয়ে হঠাৎ সুমিত্রার সুমুখে ঘুরে গিয়ে দাঁড়িয়ে মালাটা তার গলায় পরিয়ে দিয়ে তাকে সবেগে আলিঙ্গন করতে গেল।

বিদ্যুদ্বেগে সুমিত্রা নীলাদ্রির নাগালের বাইরে চলে গেল। বললে "না, আজ নয়। এখন আমার শরীরের ও মনের অবস্থা ভাল নয়। আপনি পীড়াপীড়ি করলে সামলাতে পারব না। ধৈর্য ধরুন। আমাকে কিছুদিন ভাবতে সময় দিন। যান, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।"

বলে বিপুল আত্মসংযম শক্তিতে সুমিত্রা ত্বরিতপদে বেহারীর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

এদিকে নীলাদ্রির ত্রিবেণীতে ঘন ঘন যাতায়াত, সুমিত্রার সঙ্গে মেলামেশা ও অতি ঘনিষ্ঠতার খবর নীলাদ্রির পিতা প্রমথেশবাবুর কানে গিয়ে পৌছুল।

"তাই বুঝি রবিবার বা ছুটির দিন বাবুর টিকি দেখা যায় না? বিবাহে ঘোরতর আপত্তি দেখিয়ে অমন পর পর পাঁচ-ছ'টা বড় বড ঘর থেকে সম্বন্ধ আসা নাকোচ করে দিলে।"

ক্ষোভে, রোষে, অসন্তোষে অত্যন্ত রাশভারী ধনী মানুষ প্রমথেশ চৌধুরী পুত্রের এই আবাধ্যতায়, অনধিকার স্বাধীনতায় অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন। তিনি কলিকাতার যেমন ধনী তেমনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সুকিয়া স্ট্রীটে তাঁর অতি সুদৃশ্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা, বাড়ীতে দাস-দাসী, রাঁধুনী, মালী, ড্রাইভার, দারোয়ান। ক্লাইভ স্ট্রীটে মস্তবড় সওদাগরী আফিস, বম্বে, দিল্লী, এলাহাবাদে তার শাখা, প্রায় দু'হাজার কেরানী তাঁর এই সব অফিসে কাজ করে। বড় বড় ব্যাঙ্কে তাঁর অগাধ টাকা। কলকাতা শহরে তাঁর আরও চারখানি বাড়ী, ভদ্রেশ্বরে তাঁর বসতবাটী, বাগান, পুকুর। বর্ধমানে, ধানবাদে, কাশীতেও তাঁর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী। নীলাদ্রি তার একমাত্র সন্তান, রূপে, গুণে, বিদ্যায় একেবারে অতুলনীয়। তাকে জামাতৃপদে বরণ অভিষিক্ত করবার জন্যে সহরের তাবড়-তাবড় ধনী পদস্থ ব্যক্তিরা লালায়িত। পুত্রের বিয়ে দিয়ে তিনি আরও কত বিপুল অর্থ, সম্পত্তি, মণি-মাণিক্য লাভের স্বপ্নে বিভোর। আর তাঁর সেই সুখ-স্বপ্নক উচ্চাশাকে বিফল করে দিয়ে, তাঁর সামাজিক মান-মর্যাদা ও বংশ গৌরবকে ম্লান করে দিয়ে, একটা অজ পাড়াগাঁয়ের এক নগণ্য মেয়ে তাঁর এমন ছেলেকে ভুলিয়ে নেবে। ক্রোধে, দম্ভে, অপমানে, অসন্তোষে প্রমথেশবাবু একেবারে ফেটে পড়লেন। মধ্যে মধ্যে নীলাদ্রির ত্রিবেণীতে এই মেয়েটির গৃহে রাত্রিযাপনের সংবাদও প্রমথেশবাবুর কর্ণগোচর হয়েছিল। পুত্রকে ভর্ৎসনা করে, ভয় দেখিয়ে, পুনঃ পুনঃ সাবধান করেও যখন কোন ফল হল না, তখন প্রমথেশবাবু একদিন গোপনে নিজে অফিস থেকে দুপুরবেলা এই মেয়েটির উদ্দেশে ত্রিবেণী রওনা হলেন।

সুমিত্রার হাতে কোনও কাজ না থাকাতে সে বসে বসে খবরের কাগজ-

পড়ছিল। প্রমথেশবাবু সদর্প পদক্ষেপে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সশব্দে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে উপবেশন করলেন।

একজন অতি দামী পরিচ্ছদভূষিত গণ্যমান্য মর্যাদাসম্পন্ন সৌম্যদর্শন প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোককে অফিসকক্ষে প্রবেশ করতে দেখে সুমিত্রা বিস্ময়ে প্রমথেশবাবুর দিকে চেয়ে থাকে। সে মনে ভাবল, কোনও বিশিষ্ট ধনীব্যক্তি কলকাতায় যাচ্ছেন, বাইরের ভীড় এড়াবার জন্য এখানে স্বতন্ত্র এসে বসেছেন।

প্রমথেশবাবুই প্রথমে কথা বললেন "আমি কলকাতা থেকে আসছি। আমার ছেলে নীলাদ্রি তোমার কাছে আসা-যাওয়া করে? কতদিন সে এখানে যাতায়াত করছে?"—প্রমথেশবাবু অত্যন্ত ভারিক্কী হয়ে সুমিত্রার মুখের দিকে গম্ভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

নীলাদ্রির পিতা! খুব যে বড়লোক সুমিত্রা আর একবার ভাল করে দেখে বুঝল। কিন্তু তাঁর কথাবার্তার ধরণে, ব্যবহারে, মনে মনে বিরক্ত হল। যাই হোক, সে শীঘ্র আত্মসংবরণ করে বিনীত কণ্ঠে উত্তর করল—"তা প্রায় এক মাসের উপর হল।"

"মাই গড্! এতদিন অবাধে মেলা-মেশা চলছে! রাত্রেও মধ্যে মধ্যে এখানে এসে থাকে নাকি?"—প্রমথেশবাবু পূর্বের ন্যায়ই উগ্রকঠিন স্বরে প্রশ্ন করে যেতে থাকেন। তাঁকে যেন ভয়ানক অতিষ্ঠ অসন্তুষ্ট বলে মনে হতে লাগল।

সুমিত্রা পুনরায় আত্মসংযম করে বললে—"মধ্যে মধ্যে থাকেন নি, একদিন থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।"

"বাধ্য হয়েছিল? তুমি তাকে থাকতে বাধ্য করেছিলে বুঝি? নীলাদ্রি ত সে-রকম ছেলে নয়! কখনো কোথাও রাত কাটায় না?"

প্রমথেশবাবু যেন একজন মস্তবড় পুলিশ অফিসার, অপরাধীকে জেরা করছেন! তাঁর স্বভাব ব্যবহার ক্রমশঃ আরও উগ্র হয়ে উঠতে লাগল।

সুমিত্রার যেন আত্মসম্বরণ করা দায় হল। যাই হোক, নীলাদ্রির পিতা বলে ধৈর্য ধরে সে বললে—"এক দুর্যোগের রাত্রে এখানে এসে নেমেছিলেন ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়ে ওভারক্যারেড হয়ে। সেই রাত্রেই তাঁকে এখানে সাপে কামড়েছিল।"

কাটোয়া হতে অভিনয়-ফেরৎ সুমিত্রার গৃহে নীলাদ্রির রাত্রিযাপনের কথা সুমিত্রা উল্লেখ করলে না।

"সাপে কামড়েছিল! সাপে কামড়াবে কেন?" বিস্মিত বিহ্বল কণ্ঠে প্রমথেশবাবু বলে ওঠেন। ঘটনা শুনে তিনি ভয়ানক চমকে উঠলেন। তাঁর

অন্যমনস্কতায় তাঁর উগ্রস্বভাবও একেবারে প্রশমিত হয়ে গেল।

সুমিত্রা অল্প হেসে গম্ভীর মুখে বললে "কেন কামড়াবে তা কি করে বলব? তবে কামড়েছিল। ভয়ানক বিষধর সাপ!"

"তারপর? কি করে ভাল হল? কই, আমরা ত কিছুই জানি না?"

প্রমথেশবাবুর বিস্ময় ও উৎকণ্ঠা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। তাঁর রাগও ইতিমধ্যে জল হয়ে গেছে।

সুমিত্রা ত বেশ সহজ গর্বিত কণ্ঠেই বলবে—"আমিই ভাল করেছি", কিন্তু আত্মশ্লাঘা সে পছন্দ করে না। তার উপর এমন একজনই বিশিষ্ট ধনী ভদ্রলোকের কাছে কিভাবে ব্যাপারটা বলবে, মনে মনে স্থির করে নিচ্ছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে বেহারী কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সুমিত্রার জবাব দিতে দেরী হচ্ছে দেখে সে তৎক্ষণাৎ বলে উঠল—"ঐ উনিই আপনার ছেলেকে ভাল করলেন বাবু! সে যে কি কাণ্ডই না সারারাত সেদিন হয়েছিল, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সাপের বিষে বাবুর গোটা শরীরটা নীল হয়ে গেছল, গলা পর্যন্ত বিষ উঠেছিল। বাবুর কোন হুঁস জ্ঞান ছিল না, কথা বন্ধ হয়ে গেছল। বাবুকে উনি মরা বাঁচালেন! ঐ যে বললুম, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না! সেই থেকেই এনার সঙ্গে বাবুর ভাব বন্ধুত্ব হয়েছে।"

প্রমথেশবাবু এতক্ষণ সুমিত্রাকে ভাল করে দেখেন নি। বাইরের প্রখর রৌদ্র থেকে হঠাৎ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তিনি প্রথমটা সমস্ত আবছা অস্পষ্ট দেখছিলেন। তাছাড়া তিনি নিজের চিন্তায় বিভোর উদ্বিগ্ন! সুমিত্রার প্রতি তাঁর মনোভাবও অত্যন্ত বিরাগজনক। সেই অবস্থায় তিনি সুমিত্রাকে অন্যমনস্ক-ভাবে দেখে তার রূপকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনছিলেন না। এক্ষণে সুমিত্রার গুণে আকৃষ্ট হয়ে তার দিকে সহজ হয়ে ভাল করে চেয়ে দেখলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টি সুমিত্রার দিক থেকে অপসারিত করে নিতে পারলেন না। তাঁর মনে হল, এমন সর্বাঙ্গসুন্দরী অপরূপ স্বাস্থ্যবতী মেয়ে এর আগে তিনি একটিও দেখেন নি!

তাঁর পুত্রের সঙ্গে যে-সব মেয়েদের সম্বন্ধ আসছিল, তারা কেউই এর রূপের অভিজাত্যের কাছে দাঁড়াতেই পারে না। তিনি ভেবে পেলেন না, কি করে তিনি তাঁর পুত্রকে এর আকর্ষণ থেকে, এর সান্নিধ্য থেকে তফাৎ করে নেবেন! মেয়েটা যেন অলঙ্ঘনীয় রূপের ফাঁদ পেতে এখানে বসে আছে। তিনি পুত্রকে তাঁর অবাধ্যতার জন্য দোষ দিতে পারলেন না।

তিনি চিন্তা করতে লাগলেন।

"আপনাকে সরবত দিক্?"—স্থমিত্রা বললে। তার মনও এখন অনেকখানি নরম হয়ে গেছে।

প্রমথেশবাবু অন্যমনস্ক ছিলেন। সচকিত হয়ে বললেন "এ্যাঁ, কি বলছ মা?" তার গলার স্বর একেবারে দ্রবীভূত। স্থমিত্রার প্রতি তিনি কঠোর থেকে একেবারে কোমলে এসে পৌঁচেছেন।

"আপনাকে সরবত দেবে?"—স্থমিত্রা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে।

"না মা, সরবত খাব না।" প্রমথেশবাবু উত্তর করলেন।

"তবে চা দিক?"—স্থমিত্রা বলে।

"না, চা-ও এ সময় খাই না।"—প্রমথেশবাবু বললেন।

অতঃপর চিন্তা করে প্রমথেশবাবু এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছিলেন যে, যে মেয়ে তাঁর 'পুত্রবধূ' হবে, সে শুধু অসামান্যা রূপসীই হবে না, ধনে, বিদ্যায়, বংশ গৌরবে, সমাজ-মর্যাদায়, সব দিক দিয়ে তাঁর সমকক্ষ ঘরের হবে। ধনহীন, সহায়-সম্পত্তিহীন অতি সাধারণ ঘরের রূপসী মেয়ে তার ঘরে স্থান পাবে না।

অতঃপর তিনি স্থমিত্রাকে পরীক্ষা করতে স্থরু করলেন।

"তুমি কতদিন এ চাকরী করছ?"

স্থমিত্রা বললে—"প্রায় দু'বছর।"

"তোমার বাড়ী কোথায়? তোমার কে কে আছে?"

স্থমিত্রা উত্তর করে—"চন্দননগরে আমার বাড়ী। আমাব মা-বাবা আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। সকলেই মারা গেছে।"

"দেশে বাড়ী আছে?"

"ছিল, এখন ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে। জায়গাটাও প্রতিবেশীরা জবর দখল করে নিয়েছে।"

"এখানে কোথায় থাক? কোয়ার্টারে?"

"না, কোয়ার্টার পেলেও কোয়ার্টারে আমি থাকি না। একখানা ছোট বাড়ী ভাড়া করে থাকি।"

না, এদিকের কোনটাই স্থবিধে নয়। আর তাছাড়া পাড়াগাঁয়ের ছোট ব্রাঞ্চ লাইনের স্টেশন মাস্টার! কতই বা মাইনে পায়? খেতে পরতেই ফুরিয়ে যায়।

পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "পড়াশুনা কতদূর করেছ? স্কুল ফাইন্যাল? না আরও কিছু বেশী?"

সুমিত্রা উত্তর দিল, "ফার্স্ট ডিভিশনে এম. এ. পাশ করেছি।"

"বাঃ"—এইটাতে প্রমথেশবাবু প্রশংসাসূচক ধ্বনি করে উঠলেন।

কিন্তু রূপ ও বিদ্যা নিয়ে তাঁর চলবে না। অগাধ ঐশ্বর্য ও সম্পত্তির অধিকারিণী হওয়া চাই। এ মেয়েটির সে-সব কিছু নেই। অতএব তিনি কৌশল অবলম্বন করলেন।

সুমিত্রাকে উদ্দেশ্য করে মোলায়েম স্বরে বললেন—"দেখ মা, বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি, তোমার শরণাপন্ন হয়েছি। আমার ছেলে নীলাদ্রির পরপর ছ'সাতটা অনেক বড় বড় ঘর থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল, কিন্তু সে 'বিয়ে করব না' বলে সবক'টা সম্বন্ধই নাকচ করে দিয়েছে! উপস্থিত আর একটি খুব বড় ঘর থেকে তার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। এখানে বিয়ে হলে নীলাদ্রির উচ্চ সমাজে মান-সম্ভ্রম আরও অনেক বাড়বে, কলকাতাব একটা মস্তবড় সম্পত্তিও লাভ হবে, অবশ্য তার অর্থ সম্পত্তির কোন অভাবই নেই, তবে অমন ঘর সচরাচর পাওয়া যাবে না। আর সবচেয়ে বড় কথা কি মা, আমি সেখানে পাকা কথা দিয়ে ফেলেছি। সেও ঐ এক ধনুকভাঙা পণ করে বসে আছে 'বিয়ে সে কিছুতেই করবে না'। সে নাকি তোমাকে দেখে অবধি তোমাকে ছাড়া আর কোন মেয়েকেই বিয়ে করবে না। হতভাগা ছেলে, আগে যদি বলত, যদি আগে এসে তোমাকে দেখে যেতাম, তাহলে ত কোন কথাই ছিল না। কিন্তু এখন যে মা আমি সেখানে কথা দিয়ে ফেলেছি, যা অন্য জায়গায় দিইনি! ছেলে অবাধ্য, কিন্তু আমার কথারও ত একটা দাম আছে মা? আমারও ত একটা মান-মর্যাদা আছে! কলকাতা সহরে যে আমার কতখানি নাম তা ত তুমি জান না মা? বড় বিপদে পড়ে আমি তোমার শরণাপন্ন হয়েছি!"

প্রমথেশবাবু কথা সাঙ্গ করে সুমিত্রার মুখের প্রতি সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করলেন।

সুমিত্রা স্তম্ভিত হয়ে ভীতচক্ষে প্রমথেশবাবুর মুখের দিকে চেয়ে তাঁর কথাগুলো শুনছিল। এই ভয় ভাবনা ও সন্দেহটা সে গোড়া হতেই করে আসছিল। তাই, এত ঘনিষ্ঠতাতেও, নীলাদ্রির এত পীড়াপীড়িতেও, নীলাদ্রির প্রতি সে নিজেও আসক্ত হয়েও সে নীলাদ্রিকে ধরা দেয়নি। অশেষ মনোবল অবলম্বন করে সে নিজেকে স্থির অটল রেখেছে। এক্ষণে তার সেই ভয়, সন্দেহ সত্যে পরিণত হতে চলেছে! প্রমথেশবাবু যে শ্রেণীর, যে পর্যায়ের মানুষ, ধনগর্বিত মর্যাদাবোধসম্পন্ন, তাতে তাঁর গৃহে 'পুত্রবধূ' রূপে স্থান পাওয়া তার পক্ষে একেবারে দুরাশা—দুরাশা কেন, একেবারেই অসম্ভব। আর নীলাদ্রি, হাজার সে

তাকে ভালবাসুক, সে ভালবাসায় কৃত্রিমতা শঠতা বিশ্বাসঘাতকতা না থাকুক, সে সুমিত্রাকে পাবার জন্য যতই ব্যাকুল লালায়িত হোক, ধনীর সন্তান সে, মা-বাপের একমাত্র ছেলে সে, পরম আদরে ঐশ্বর্যে ভোগ-বিলাসে লালিত সে, উচ্চশিক্ষিত, প্রকৃতিতে সরল, দুর্বলচিত্ত, সে কখনই পিতামাতাকে অবহেলা করে, তাদের অবাধ্য হয়ে তাকে বিবাহ করতে দুঃসাহসী হবে না। শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যাবে।

প্রমথেশবাবুর আগমনে, তাঁর পরিচয় পেয়েই সে মনে মনে একটা অশুভ কল্পনা করছিল।

যাই হোক, সে মনের উদ্বেগ, অশান্তি, অসন্তোষ চেপে রেখে মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে বললে—"কিন্তু এতে আমি কি করতে পারি বলুন তো? আমার কাছে এসেছেন কেন?"

প্রমথেশবাবু সুমিত্রার শান্তভাব দেখে সাহস পেয়ে বললেন—"তোমার কাছে এসেছি এই জন্যেই মা, নীলাদ্রিকে কিছুতেই মত করাতে পারছি না, উপরন্তু তোমার কাছে তার আসাও বন্ধ করতে পারছি না। তোমাকে তাকে ফেরৎ দিতে হবে।"

সুমিত্রা একটু ভেবে বললে—"তা তিনি স্বেচ্ছায় চলে না গেলে তাঁকে কি করে ফেরাব? আপনারাই যখন পারছেন না। বেশ ত, তাঁকে বুঝিয়ে বলুন না, তিনি শিক্ষিত, নিশ্চয়ই আপনার কথা শুনবেন।"

সুমিত্রার মনটা একটু বিরক্ত কটু হয়ে উঠল।

প্রমথেশবাবু বললেন—"অনেক বুঝিয়েছি মা, ভয়ও দেখিয়েছি, ভর্ৎসনাও করেছি, কিন্তু সে দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে বসে আছে তোমাকে ছাড়া আর কোন মেয়েকেই সে বিয়ে করবে না।"

"আমি চুক্তিভঙ্গ, সত্যভঙ্গর দায়ে পড়েছি। অত বড় কলকাতা শহরের যাবতীয় ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার আলাপ, মেলামেশা! সমাজে মুখ দেখান আমার ভার হয়েছে! তাই বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি মা! তুমিই এর বিহিত করতে পার। এ অসাধ্যসাধন এখন তোমাতেই সম্ভব!"

প্রমথেশবাবু যেন অনন্যোপায় হয়ে সুমিত্রাকে তোষামোদ করতে থাকেন।

প্রমথেশবাবুর কথাগুলো সুমিত্রা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করতে পারলে না। তাঁর ছেলে নীলাদ্রি তাকে দেখে, তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে পছন্দ করে ভালবেসেছে, তাকে বিয়ে করতে অতীব লালায়িত, কিন্তু ইনি সেটা চান না। ইনি চান, সাধারণ গরীবের ঘরের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে না দিয়ে, তা সে যত

সুন্দরীই হোক না কেন—খুব বড়লোকের ঘরের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে, যে মেয়েকে তাঁর ছেলে পছন্দ করে না, যে তার মনের মত পছন্দমত সুন্দরী নয়! নইলে বাইরে সমাজে তাঁর ইজ্জত রক্ষা হবে না, মান বাঁচবে না, ঘরে ঐশ্বর্যের পাহাড় আসবে না,—তাতে ছেলে যত অসুখীই হোক। ছেলেকে বাগে আনতে না পেরে ছুটে এসেছিলেন তাকে শাসনের ভয় দেখাতে। ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিতে হঠাৎ ভালমানুষ সাজলেন, নির্দোষ সাজলেন, অনেক কর্তব্যচ্যুতির, লোকনিন্দার অজুহাত দেখালেন। আসল কথা, গরীব মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরা এইসব অতি বড ধনী লোকেদের কাছে ঘৃণার পাত্র! গরীবদের সংস্পর্শ এরা সহ্য করতে পারে না।

নীলাদ্রিকে ছাড়তে সুমিত্রার বুক ফেটে যাচ্ছিল; কিন্তু প্রমথেশবাবুর কথাবার্তার ধরণে ধনীগোষ্ঠীর প্রতি তার দুর্জয় অভিমান গর্জে উঠল। প্রমথেশবাবুর প্রতি সে মনে মনে রুষ্ট হল, ঘোর অসন্তুষ্ট হল! বললে, "বেশ আমি চলে যেতে বললেই যদি তিনি চলে যান, এবার এলে তাঁকে চলে যেতেই বলব।"

প্রমথেশবাবু খুসী হয়ে উপদেশ দেন—"না না, শুধু চলে যেতে বললে হবে না, তোমাকে তাকে ঘোর অবজ্ঞা দেখাতে হবে, উপেক্ষা দেখাতে হবে—দেখাতে হবে, হঠাৎ তুমি তার ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, অথবা তুমি অন্য পুরুষে আসক্ত, তাকে চাও না, তা হলেই সে চলে যাবে।"

সুমিত্রা স্তম্ভিত হয়ে প্রমথেশবাবুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

ভদ্রলোক কি চতুর, অভিসন্ধিবাজ! কি নীচমনা! কিছুক্ষণ পরে সুমিত্রা বললে—"অসচ্চরিত্রতা বা অন্য পুরুষে আসক্তি আমি ঘৃণা করি। আপনার মত প্রবীণ জ্ঞানী ব্যক্তির মুখ থেকে এই অসদুপদেশটা বার হওয়া অত্যন্ত নিন্দনীয়। এতে আমাকে অপমান করা হয়েছে। অবজ্ঞা দেখিয়ে যদি কাজ হয় তাই করবো। অন্য কোন ইতরামি করতে পারব না।"

প্রমথেশবাবু একটু চিন্তা করে বললেন—"আচ্ছা, তাতেও হবে। তুমি ওকে ঘোরতর অবজ্ঞা দেখালেই ওর আত্মসম্মানে আঘাত লাগবে। হাজার হলেও সে সম্ভ্রান্তঘরের ছেলে, শিক্ষাভিমান সমাজমর্যাদাজ্ঞান তার যথেষ্ট আছে।"

"আচ্ছা, আপনি আসুন,—নমস্কার।" সুমিত্রা প্রমথেশবাবুকে বিদায়ের ইঙ্গিত দিল।

পরক্ষণেই বললে—"আচ্ছা, আপনি ত এত কথা বললেন, সদুপদেশ দিলেন; কিন্তু আপনার ছেলে যদি সে মেয়েকে—যাকে আপনি পছন্দ করেছেন, অথবা ঘরে

আনতে চাইছেন, পছন্দ না করে, তার জীবন কি সুখের হবে?"

প্রমথেশবাবু অল্প হেসে বললেন—"প্রথম প্রথম মন খারাপ থাকবে, কিন্তু যখন সে তোমার কাছে আঘাত পেয়ে এসেছে, তখন তোমার কাছে আর ফিরে যাবে না। ঐ মেয়েকে নিয়ে বাধ্য হয়ে সংসার করবে, এবং কালক্রমে ভবিষ্যতে তোমাকে ভুলে তাকে নিয়েই সুখী হবে।"

"ভদ্রলোক কেবলমাত্র সুচতুর, স্বার্থপর, অর্থলোভী, গরীবদ্বেষী নন, ভয়ানক কূটবুদ্ধিসম্পন্নও বটে!"

"কিন্তু সত্যই কি তাই? মনের মত একজনকে দেখে, পছন্দ করে, মুগ্ধ হয়ে, ভালবেসে, আর একজনকে বিনা পছন্দয় ভালবাসা যায়? না তাকে নিয়ে সারাজীবন সুখে ঘর করা যায়? কই, সে ত ভ্রমেও কল্পনা করতে পারে না, নীলাদ্রিকে দেখে, তার রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে, তাকে ভালবেসে, তাকে মনে মনে আত্মদান করে, তাকে ছেড়ে অন্যপুরুষকে, যাকে সে আদৌ পছন্দ করে না, ভালবাসবে? তাকে আত্মদান করবে? এমন দৃষ্টান্তও তার দেখা আছে, জানা আছে, যেখানে পুরুষ বা নারী নিজ অভিলষিতকে না পেয়ে সারাজীবন অবিবাহিত থেকে কাটিয়েছে? সুমিত্রাকেও হয়ত তাই করতে হবে! নীলাদ্রি ছাড়া অন্য পুরুষ তার অন্তরে অপ্রবেশ্য। হাঁ, এইটাই তার চিরকালের দৃঢ় মনোভাব! ভবিষ্যতে যত দুঃখ অশান্তি মনবেদনাই না তাকে ভোগ করতে হোক।" না, সে এতকাল বিয়ে করেনি, ভবিষ্যতেও বিয়ে করবে না! এ হেন মনোবল তার যথেষ্ট আছে!

"ওঃ, ভাগ্যে কাটোয়া হতে অভিনয় শেষে রাত্রে বাড়ী ফেরার কালে সে নীলাদ্রিকে ধরা দেয়নি! ভগবান তাকে রক্ষা করেছেন! নইলে আসক্তিবশে, মোহবশে নীলাদ্রির হাতে আত্মসমর্পণ করলে, যদি তাকে সত্যই নীলাদ্রির গৃহে যেতে হত, ধনীগৃহে তাকে কত না লাঞ্ছনা নিগ্রহ ভোগ করতে হত! নীলাদ্রির পিতামাতা আত্মীয়স্বজন কেউই তাকে সুচক্ষে দেখতে পারত না—অবমাননার চোখে দেখত। তার সঙ্গে হেয় আচরণ করত, তার জীবন দুর্বহ অশান্তিময় হোত!"

"সে নীলাদ্রিকে না পাক, তার চিন্তায় দুর্বহ অশান্তিময় জীবনযাপন করুক সেও ভাল, তথাপি এই অবিবেচক হৃদয়হীন লোকের পুত্রবধূ হওয়া কোনদিনই কামনা বা সহ্য করবে না!"

নীলাদ্রিকে হারিয়ে, নীলাদ্রিকে পাবার আর কোনও আশা না দেখে

নীলাদ্রির সঙ্গে মিলিত হবার সুদৃঢ় প্রতিবন্ধকতা দেখে সুমিত্রা মনে মনে আকুল বিচলিত হয়ে পড়ল।

"কে তুমি অনাকাঙ্ক্ষিত আগন্তুক? অকস্মাৎ দুষ্টগ্রহের মত, ধুমকেতুর মত আমার ভাগ্যাকাশে এসে উদিত হয়ে তোমার অমঙ্গল নিশ্বাসে আমার সুখ-স্বপ্নকে আমার আশা-আনন্দকে ভেঙে চুরমার করে দিলে! আমার জীবনকে অশান্তির আগুনে নিক্ষেপ করে তাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিলে? একবার ভেবে দেখলে না তোমার খেয়াল খুশী, অবিচার, স্বার্থান্ধতা, হৃদয়হীনতা, হীন মিথ্যা সামাজিক মান-মর্যাদার অহঙ্কার, এক নিরপরাধিনীর অন্তরে কি ভয়ানক শেল্ হয়ে প্রবেশ করে তাকে বাণবিদ্ধ হরিণীর মত কতখানি ব্যথিত যন্ত্রণাকাতর করে তুললে?"

মুহূর্তে সুমিত্রা নিজেকে সংযত করে বললে—"আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি আসুন, নমস্কার—।"

"তাহলে কথা দিচ্ছ না?"

"এটা রাখ"—বলে প্রমথেশবাবু বুক পকেট হতে একখানা সীল্-করা মোটা খাম বার করে টেবিলে সুমিত্রার দিকে এগিয়ে দিলেন।

"কি আছে ওতে?" সুমিত্রা চকিতে খামখানার প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্থির নয়নে প্রমথেশবাবুর দিকে তাকায়।

"তোমার মহৎ কাজের পুরস্কার। ওতে ত্রিশ হাজার টাকা আছে। তোমার উপকারে লাগবে। বল ত আরও দিতে পারি। চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশী হাজার, এক লাখ! দু'লাখ। যা বলবে! এখুনি চেক্ লিখে দিচ্ছি। এই টাকা নিয়ে তুমি ভবিষ্যতে সুখী হবে, তোমার ভাগ্য নতুন করে রচনা করবে, তোমার এ সামান্য চাকরী ছেড়ে দিয়ে আরামে সুখে দিন কাটাবে। আমার ছেলেকে মুক্তি দিয়ে মনের মত উপার্জনশীল পাত্র খুঁজে নেবে।"

সুমিত্রা ঘোর অবজ্ঞায় খামখানা সজোরে প্রমথেশবাবুর দিকে ঠেলে দিয়ে ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বললে—"আপনার ছেলেকে মুক্তি দিলে অমনিই দেবো, টাকা নিয়ে দেবো না, অগাধ টাকা পেলেও না। এ রকম শিক্ষা আমার হয়নি। আপনি আমাকে এত বড় অপমান করেন কোন্ সাহসে?"—সুমিত্রা ক্রোধে উত্তেজনায় দুর্দাম হয়ে ওঠে।

"যান, আর আমার সময় নষ্ট করবেন না।"

সুমিত্রা কাজে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করে।

প্রমথেশবাবু তবুও বললেন—"টাকা নিলে ভালই করতে মা, ভবিষ্যতে

আমাকে দোষ দিতে না—।"

প্রমথেশবাবু আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, সুমিত্রা ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে—"আঃ, আপনি যাবেন? না আমাকে বিরক্ত করবেন? অপমান করবেন? আপনাকে আমি সহ্য করতে পারছি না—উঠুন—।"

সুমিত্রার মুখে চোখে অসীম ঘৃণা ফুটে উঠল।

প্রমথেশবাবু এবার নিজেকে দারুণ অপমানিত বোধ করলেন। একটা নিছক গরীব মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে তাঁকে এত বড় অপমান করে? তাঁর দেওয়া এত বড় দান হেলায় অগ্রাহ্য করে? তার এত তেজ! রোষে টাকা-ভর্তি খামখানা তুলে নিয়ে পকেটে ফেলে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—"তোমার ভাগ্যই যখন তোমার প্রতি বিরূপ, তখন আমি আর কি করতে পারি? অপমান ঘাড়ে নিয়ে চললুম; কিন্তু বলে যাই, কথা দিয়েছ, প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, এর পরও যদি আমার ছেলেকে ভুলিয়ে নেবার, তাকে কাছে টানবার চেষ্টা কর, তোমার জীবন সুখের হবে না, তোমাকে অশান্তির আগুনে জ্বলে মরতে হবে। অভিশাপ দিয়ে গেলুম।"

ক্রোধে প্রমথেশবাবু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

ঘরে এ সময় অন্য লোক ছিল না।

বাইরে এসে শান্ত হয়ে তিনি এই মেয়েটির সততার কথা, নির্লোভতার কথা, তেজস্বীতার কথা, সুশিক্ষার কথা চিন্তা করতে করতে অতীব বিস্ময়ান্বিত হয়ে পড়লেন। তিনি প্রকৃতই এক লাখ, দু'লাখ টাকা পর্যন্ত এই মেয়েটিকে দিতেন, যদি সে জেদ করত, নিজের স্বার্থ দেখতো। সারাজীবন সে পরম সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারত। কিন্তু মেয়েটা এক নিমেষে অনায়াসে হেলায় তা পরিহার করল। ধন্য এর সুশিক্ষা, বংশ গৌরব।

মেয়েটা সত্যই অতুলনীয় সুন্দরী!

তিনি সোনা ফেলে কাঁচ ঘরে আনতে চলেছেন।

সুমিত্রা কাজে মন দিতে পারলে না। সে বিষণ্ণ উদাস দৃষ্টিতে উন্মুক্ত বাতায়ন পথে বাইরের দিকে চেয়ে নীরবে বসে রইল। যতদূর দৃষ্টিগোচর হয়, শুধু জ্যৈষ্ঠের শস্যহীন রুক্ষ প্রান্তর মধ্যাহ্নের সূর্যালোকে অত্যুজ্জ্বল—সেই প্রখর রৌদ্রের দিকে বেশীক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না—দৃষ্টি পীড়িত হয়। প্রান্তরের শেষে বনশ্রেণী একক্ষণে নিদাঘের প্রখর তাপে শীর্ণ শ্যামশ্রীবর্জিত পিঙ্গলাভ। নভতল দিয়ে একদল শ্বেত পারাবত রৌদ্রোজ্জ্বল পাখা সঞ্চালন করতে করতে উত্তরে কোন্ অজানা দেশে

উড়ে যাচ্ছে। প্রান্তরে বিচরণশীল অনেকগুলি শ্বেত, লাল, কৃষ্ণবর্ণের গরু, মহিষ, তাদের কারও কারও ডাক, গলার মৃদু ঘণ্টাধ্বনি, রাখাল বালকদের গান ও বংশীধ্বনি, এক বিচিত্র শব্দ তরঙ্গে ধীর বাতাসে ভেসে আসছে। দূরে গঙ্গাবক্ষে স্টিমারের বাঁশী প্রবাসে কোন প্রিয়জনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

অফিস কক্ষে কাজ করতে করতে প্রত্যহ সুমিত্রা এই দৃশ্য, গীত ও ধ্বনি উপভোগ করতে ভালবাসত, কিন্তু আজ সে খুঁজে পেল না—কি যাদু, কি আনন্দ এদের মধ্যে ছিল! সে উদাসীন নেত্র বাইরের দিকে প্রসারিত করে বিষণ্ন অন্তরে নিস্পৃহ নিশ্চেষ্টভাবে বসে রইল।

নীলাদ্রি এসে ঘরে প্রবেশ করল—হাতে একটা সুটকেশ। সে সেটা টেবিলের উপর রেখে একখানা চেয়ারে অবসন্নভাবে বসে পড়ে বললে—"উঃ কি অসহ্য গরম! পাখাটা আর একটু জোর করে চালিয়ে দিন তো! ভয়ানক অস্বস্তি লাগছে!"

সুমিত্রা নীলাদ্রির উপস্থিতিতে চকিতে একবার তার দিকে চেয়ে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে পাখার স্পীড্ বাড়িয়ে দিয়ে কাজে মন দিল। নীলাদ্রিকে অন্য দিনের মত সাদর আহ্বান করলে না, মন খুলে কথাও বললে না। তাকে অত্যন্ত অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাতে লাগল।

নীলাদ্রি কিছুক্ষণ হাওয়া খেয়ে প্রকৃতিস্থ হয়ে সুমিত্রার দিকে চেয়ে বললে—"কি ব্যাপার? আজ যে বড় চুপচাপ, গম্ভীর দেখছি? খুব কাজ আছে বুঝি? বেশ বেশ, কাজ সেরে নিন। আজ আপনাকে নিয়ে আমারও অনেক কাজ! সে কাজ একদিনে হবে না, গোটা তিন-চার দিন লাগবে! কাল থেকে পরপর চারদিন ছুটি। সুতরাং অবস্থিতি এখানেই। বাবা আজ সন্ধ্যায় দার্জিলিং চলে যাচ্ছেন, ফিরবেন এক সপ্তাহ পরে। অতএব অখণ্ড সুবর্ণ সুযোগ আপনার সঙ্গে সময় কাটাবার। এইবার বলুন তো, এর ভেতরে কি আছে?"—বলে নীলাদ্রি সশব্দে চাপড় মেরে সুটকেশটা দেখিয়ে দিলে।

সুমিত্রা ঘোর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুটকেশের দিকে তাকিয়ে নিরাসক্ত কণ্ঠে বললে—"কি আর থাকবে আপনার জামা-কাপড় ছাড়া?"

"উহু, বলতে পারলেন না"—বলে একরকম মজার ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে হেসে নীলাদ্রি বললে "এই দেখুন—।"

নীলাদ্রি সুটকেশ খুলে একে একে সব টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখতে লাগল—ক্যামেরা, কলার-বক্স, একগাদা তুলি, রঙীন পেন্‌সিল, কাগজ প্রভৃতি

ফটো তোলবার ও ছবি আঁকবার যন্ত্র, সাজসরঞ্জাম।

সুমিত্রা উদাসীন চক্ষে সেই সব দেখে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে—"কি হবে এ সব ?"

নীলাদ্রি সোৎসাহে উল্লাসে বলে উঠল—"ফটো তোলা হবে আর ছবি আঁকা হবে। কার বলুন তো ? ঐ আকাশ, গাছপালা, মাঠ, বন, নদী, রেললাইন, এদের নয়! আপনার! বুঝেছেন ?" বলে কিয়ৎক্ষণ হাসিভরা মুখে সুমিত্রার দিকে চেয়ে থেকে বলতে লাগল—"আচ্ছা, কি আশ্চর্য, দুঃখের বিষয় বলুন তো—এতদিন ধরে আপনার কাছে আসছি, যাচ্ছি, বসছি, গল্প করছি, আর এ ব্যাপারটা আদৌ মনে হয়নি ? এবার এখান হতে গিয়ে মনে পড়ল। সুযোগও এসে গেল! নিন, চটপট কাজ সেরে নিন। আজ থেকেই কাজ শুরু করে দিই। প্রথম আপনার কয়েক রকম ফটো তোলা হবে—কর্মরতা মূর্তি, বিলাসিনী সুসজ্জিতা আধুনিকা মূর্তি, বীণাবাদিনী মূর্তি, নৃত্যরতা মূর্তি ও সেদিনের সেই অপরিচ্ছন্নবেশিনী বেদেনী মূর্তি! আপনাকে সব রকম পোজ নিতে হবে। তারপর একে একে চলবে এই সবের ছবি আঁকা ও পেণ্ট করা। সেইটাই হবে সবচেয়ে বড় কাজ। আপনাকে অন্ততঃ দু'ঘণ্টা করে প্রত্যেক দিন আমার সামনে বসে থাকতে হবে এবং আমার নির্দেশমত পোজ নিতে হবে। দেখবেন, কি অপরূপ আপনার ছবি আঁকি! ফটোর সঙ্গে অবিকল মিলিয়ে নেবেন! দেখবেন, ফটোর চেয়েও আঁকা ছবি ভাল হয়েছে। এই সব ছবি নিয়ে কি করব জানেন ? সমস্ত বড় বড় প্রদর্শনীতে পাঠাব। পরীক্ষায় প্রথম হয়ে আপনার রূপের খ্যাতি সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়বে। তাহলে প্রথম ছবিটা এইখানেই তোলা যাক—আপনার কর্মরতা মূর্তি ? বাকী সব আপনার বাড়ীতে হবে। আপনি ঠিক হয়ে বসুন তো ?"

নীলাদ্রি আপন মনে ক্যামেরা ঠিক করতে থাকে।

সুমিত্রা অভিভূত হয়ে পড়লেও ধীরে ধীরে নিজেকে আপন অনিচ্ছায় কঠিন করে তুলল। "না, ওসব হবে না। কি যখন তখন এসে আমাকে বিরক্ত করেন ? আপনার ছুটি আছে, কাজ নেই, আমার ছুটি নেই, কাজ আছে। যান—।" হঠাৎ অতি অপ্রত্যাশিতভাবে রুক্ষ উগ্র স্বরে কথাটা সুমিত্রার মুখ থেকে বার হয়।

নীলাদ্রি চমকে উঠে অত্যধিক বিস্ময়ে অবাক হয়ে সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ব্যাপার কি ? যে সুমিত্রা আজকাল ছুটির দিন তাকে দেখামাত্র উৎফুল্ল আনন্দবিহ্বল হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানায়, প্রায় সারাদিনই তার সঙ্গে

বাড়ীতে হাসি ঠাট্টা গল্পে কাটায়, সে আজ তার সঙ্গে এমন অপ্রীতিকর বিসদৃশ ব্যবহার করছে কেন? মনে হচ্ছে নীলাদ্রি আসাতে সুমিত্রা যারপরনাই তার প্রতি বিরক্তও হয়েছে!

নীলাদ্রি কিয়ৎক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে প্রশ্ন করলে—"ব্যাপার কি বলুন তো, শরীর খারাপ নাকি?"

সুমিত্রা কোন উত্তর করল না। নীলাদ্রির দিকে তাকালও না। নতমুখে কাজ করতে লাগল। নীলাদ্রি ঘরে ঢোকবার সময় সেই যে চকিতে একবার তার দিকে তাকিয়েছে, আর তার মুখের দিকে একবারও তাকায় নি। সত্যই সে দেখাতে থাকে তার হাতে অনেক কাজ, কাজ সহজে শেষ হবে না, নীলাদ্রি আসাতে সে বিরক্ত হয়েছে! কিন্তু সে তো বলতে পারত "বড্ড ব্যস্ত আছি, কাজ শেষ করতে অনেক সময় লাগবে, আপনি বাড়ীতে গিয়ে বিশ্রাম নিন।" নীলাদ্রির পিতার উপর রাগের মাথায় সে চিন্তাও তার মনে আসেনি বা মনে এলেও সে কথাটা এখন আর তার বলবার ইচ্ছা নেই।

নীলাদ্রি আবার কয়েক মুহূর্ত পরে বলল—"শরীর অসুস্থ, তবে এখন থাক, পরে হবে? কি বলেন?"

নীলাদ্রি সুমিত্রার মুখের প্রতি উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিপাত করল।

সুমিত্রার কথা ও ব্যবহার অত্যন্ত রূঢ় দেখিয়েছে। তাই সে নরম হয়ে শান্ত গলায় ঘুরিয়ে বললে "আপনার এখানে আসা-যাওয়াতে ও রাত্রে আমার বাড়ীতে থাকাতে চারদিকে কথা উঠেছে। এরইমেধ্যে আপনাকে নিয়ে আমার দুর্ণাম রটে গেছে। আপনার কি বলুন না, আপনি বড়লোকের ছেলে, আপনাকে আর কে কি বলতে যাচ্ছে? বলছে আমাকেই! অপযশ আমারই হচ্ছে।"

নীলাদ্রি একেবারে ম্রিয়মান হয়ে গিয়ে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করে উদ্বিগ্ন নৈরাশ্যপূর্ণ কণ্ঠে সুমিত্রার আনত মুখের প্রতি চেয়ে বললে—"তা হলে উপায়?"

"উপায়, আপনি আর আসবেন না। আমাদের মধ্যে আজ থেকেই দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হোক—" এ কথাটা সুমিত্রা হঠাৎ বলতে পারল না। তবে হয়ত বলতেই হবে, ঘটনাচক্র তাই নির্দেশ দিচ্ছে! কিন্তু উপস্থিত সে কোন কথা বললে না। আপন মনে কাজ করবার ব্যস্ততা বা ভাণ দেখাতে থাকে। নীলাদ্রির প্রতি একবারও চোখ তুলে তাকায় না।

সুমিত্রার কঠোর অনমনীয় ভাব দেখে ও কথা শুনে নীলাদ্রি ব্যথিত হল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন সুমিত্রা কোন কথা বলছে না, তার দিকে

তাকাচ্ছেও না, তাকে যেন গ্রাহ্যই করছে না, তার এই নিরপেক্ষ ভাব দেখে অতিষ্ট হয়ে অবশেষে নীলাদ্রি বললে—"তা হলে কি আজ থেকেই আমাদের মধ্যে ছেদ পড়বে ?"

নীলাদ্রি সোদ্বিগ্নে সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে তার উত্তর প্রত্যাশা করতে থাকে।

সুমিত্রা কোন জবাব দেয় না। তার গম্ভীর ভাবের কোন ব্যতিক্রমও ঘটে না। তবে একটা কিছু বলার দরকার। সে চিন্তা করতে লাগল।

নীলাদ্রি কিছুক্ষণ পরে বললে—"কিন্তু আপনি এতে বিচলিত হচ্ছেন কেন ? আপনি তো কারও সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করেন না ? দুর্ণাম লোকনিন্দায় আপনার কি যায় আসে ? আমরা কি উভয়েই উভয়কে চাই না ? আর আমি ত এতে ভয় পাচ্ছি না ? তবে আপনি এত অধীর হচ্ছেন কেন ?"

নীলাদ্রি অধীর আগ্রহে সুমিত্রার উত্তরের অপেক্ষায় তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

কিন্তু সুমিত্রা নিরুত্তর, নিশ্চেষ্ট।

তার রকম দেখে নীলাদ্রি বলে—"তবে আপনি নিজে যদি এ মেলামেশায় অনিচ্ছুক থাকেন, সে কথা আলাদা !"

সুমিত্রা তথাপি নীরব।

নীলাদ্রি এবার মর্মবেদনায় অস্থির হয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে—"এই যদি আপনার মনোভাব, তবে আমাদের মেলামেশা এতদূর এগোতে দিলেন কেন ? আমাকে এতখানি প্রশ্রয় দিলেন কেন ? গোড়াতেই কেন আমাকে সাবধান করে দেননি ? আপনিও সাবধান হননি ? কেন আমার এতখানি ক্ষতি করলেন ?"

নীলাদ্রির কথায় আত্মাভিমান গর্জে ওঠে। তাকে দারুণ উত্তেজিত বিচলিত দেখায়।

সুমিত্রা বললে—"আপনার বাবা এসেছিলেন।"

নীলাদ্রি ভয়ানক ভাবে চমকে উঠল, তার মুখে ভয়ের চিহ্নও দেখা গেল। সে বললে—"বাবা এসেছিলেন ! বাবা কেন আসবেন ?"

নীলাদ্রির এই ভাবান্তর সুমিত্রার দৃষ্টি এড়াল না। সে গভীর কণ্ঠে বললে—"তিনি আসবেন এই জন্যে যে, তাঁর ছেলে তাঁর অমতে, তাঁর অগোচরে একজন নগণ্য মেয়ের সঙ্গে প্রেম ভালবাসা করে তাঁর বংশ মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করছে, সমাজে

তাঁর মাথা হেঁট করাচ্ছে, তাই তার প্রতিকারকল্পে এখানে তাঁর আগমন হয়েছিল!"

নীলাদ্রি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—"কিন্তু বাবা জানল কেমন করে?"

সুমিত্রা আগের মত গম্ভীর কণ্ঠে বললে—"যেমন করেই হোক জেনেছেন। এর জন্য তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না! দোষ আপনার, যেহেতু আপনি তাঁর অগোচরে একাজে এতদূর এগিয়েছেন! দোষ আমার, যেহেতু জেনেশুনেও আমি আপনাকে এ কাজে উৎসাহিত করেছি! আপনাকে এতখানি প্রশ্রয় দিয়েছি! অবশ্য ঘটনাচক্রও এর মধ্যে রয়েছে! কিন্তু ভাবুন তো, এত ঘনিষ্ঠতা অন্তরঙ্গতা মেলামেশাতেও যদি না আমি যথাসাধ্য চেষ্টায় নিজেকে আপনার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে রাখতুম, ত আজ আমার কি অবস্থা হোত? সমাজে আমি মুখ দেখাতে পারতুম না! আপনি ত বাপের ভয়ে কেটে পড়তেন!"

সুমিত্রার স্বরে অসন্তোষ ও খেদোক্তি?

নীলাদ্রি বললে—"কেন, আমি বাবার সম্মতি নিতাম!"

সুমিত্রা অতি মাত্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠল। উচ্চস্বরে বললে—"সম্মতি উনি কিছুতেই দিতেন না! উনি চাইছেন খুব বড়লোকের ঘরের মেয়ে, প্রচুর অর্থ, অলঙ্কার, বিষয় সম্পত্তি, বিপুল মান মর্যাদা। গরীব বা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েকে কোন দিনই উনি ঘরে আনবেন না। তাতে ওঁর মর্যাদাহানি হবে, উচ্চসমাজে মুখ দেখান ভার হবে, মাথা হেঁট হবে! বাইরে পুত্রবধূর পরিচয় দিতে পারবেন না।"

নীলাদ্রি গর্বিত গলায় বললে—"কিন্তু সে বড়লোকের ঘরের মেয়েদের সঙ্গে সম্বন্ধ আমি অগ্রাহ্য করে নাকচ করে দিয়েছি! আমি আপনাকে ছাড়া আর কোন মেয়েকে বিয়ে করব না একথা আমি সেদিন বাবাকে ভাল ভাবে জানিয়ে দিয়েছি!"

সুমিত্রা হাসল—নৈরাশ্যের হাসি, আক্রোশের হাসি। শ্লেষবিজড়িত কণ্ঠে বললে—"তাই তিনি দু'লাখ টাকা নিয়ে আমাকে দিতে এসেছিলেন, আপনাকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবার জন্য! আমার কবল থেকে আপনাকে মুক্ত করে নেবার জন্য। প্রথমে ভয় দেখালেন, সদুপদেশ দিলেন শেষে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে পুরস্কার বা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঐ টাকার একখানা প্রকাণ্ড থাম আমার সামনে রাখলেন!"

নীলাদ্রি কিয়ংক্ষণ অধোমুখে থেকে বললে—"আপনি সে টাকা নিশ্চয়ই গ্রহণ করেন নি?"

সুমিত্রা নীলাদ্রির চোখে চোখ রেখে বললে—"কেন? সে টাকা গ্রহণ করলে ভবিষ্যতে আমার কোন ভাবনা থাকবে না, দুঃখ-কষ্ট থাকবে না, এ চাকরীর হীন জীবনযাপন করতে হবে না। আমি ইচ্ছামত কোন উপার্জনশীল ভাল ছেলে মনোনীত করে তাকে বিয়ে করে পরম সুখে কাল কাটিয়ে দিতে পারব! শেষে এই বলে ভয় দেখিয়েছেন বা অভিশাপ দিয়ে গেছেন যে, এরপরও যদি আমি আপনাকে কাছে টানি, আমার জীবন ঘোর দুর্দশাময়, অশান্তিপূর্ণ হবে।"

সুমিত্রা মুখ নামিয়ে নিয়ে কাজে মন দেবার চেষ্টা করে।

তার আগমনে সুমিত্রার অসন্তোষের কারণ এতক্ষণে নীলাদ্রি উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু সে সুমিত্রার রূপে মোহে মজে এমনই অবস্থায় এসে গেছে যে, সুমিত্রাকে ছাড়া একমুহূর্তও সে সুস্থির হতে পারবে না। সুমিত্রাবিহীন জীবন তার অসহ্য। সে মনে করেছিল, এরপর বাবাকে বলে সাধ্যসাধনা করে, বিফল হলে অবশেষে মায়ের শরণাপন্ন হয়ে বাবার মত করাবে। একমাত্র আদরের সন্তান এই যুক্তিতে শেষ পর্যন্ত বাবা হয়তো রাজী হয়ে যাবেন, যদিও সে ভালরূপেই জানত, তার বাবা যে রকম রাশভারী, মর্যাদাবোধসম্পন্ন, দরিদ্রবিদ্বেষী, ধনীব্যক্তি, ধনী সম্প্রদায় নিয়েই তাঁর কারবার, তাতে কখনই তিনি এ বিয়েতে মত দেবেন না! হোলও তাই, পূর্বাহ্নেই কিভাবে জানতে পেরে তিনি রীতিমত এর বিরুদ্ধ ব্যবস্থা করে গেছেন!

এখন সে কি উপায় অবলম্বন করবে? অবিমৃষ্যকারিতার ক্ষোভে নৈরাশ্যে ভগ্নোদ্যমে সে কাতর বিষণ্ণ ও বিচলিত হয়ে অধোমুখে বসে রইল।

হাজার কঠিন হবার চেষ্টা করলেও নীলাদ্রিকে ম্রিয়মান ও বিষণ্ণ দেখে সুমিত্রার অন্তরে মায়া হয়, সহানুভূতি জাগে। মানুষটা কত আশা, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ নিয়ে তার কাছে এসেছিল ছুটির ক'দিন মহানন্দে কাটাতে, সে আনন্দে সে বাধ সাধল, তাকে আঘাত করল, মিথ্যা অজুহাত অর্থাৎ লোকনিন্দার ভয় দেখিয়ে তৎক্ষণাৎ চলে যেতে বলল। তারই কি মনে শান্তি এল? সে কি সুখী হল? নীলাদ্রির সান্নিধ্য কি সে সদাসর্বদা কামনা করছে না! অন্তরের মিল অনেক দিনই হয়েছে, কেবল দৈহিক মিলনের অপেক্ষা। তার জন্য উভয়েই অধৈর্য, লালায়িত! হঠাৎ কোথা হতে ধূমকেতুর মত, দুষ্ট গ্রহের মত নীলাদ্রির পিতা এসে অতিক্রমনীয় বাধা হয়ে প্রতিবন্ধক হয়ে উভয়ের মধ্যে দাঁড়াল। নীলাদ্রিকে পৃথক করে নিল, তার কামনা বাসনা চূর্ণ-বিচূর্ণ করল! নীলাদ্রির পিতার উপর সুমিত্রা ক্রোধে আক্রোশে মনে মনে ফুলতে থাকে।

হঠাৎ উত্তেজনাবশে সুমিত্রা নীলাদ্রির মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলতে থাকে—"পারবেন? আপনার বাবা-মা'র অমতে আমাকে বিয়ে করতে? আপনার সে সাহস আছে? আমি কিন্তু আপনাদের বাড়ী কোনদিন যাব না! আপনাকে আপনার বাবা, মা, বাড়ী, ঘর, আপিস, বিষয়, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য সব ছেড়ে এখানে এসে থাকতে হবে, ভোগ বিলাসিতা সমস্ত বর্জন করতে হবে, নিজেকে অর্থ উপার্জনের পথ দেখতে হবে! পারবেন? তাহলে আসুন. আজ রাত্রেই আমার এখানে উভয়ের মধ্যে মালাবদল হোক!"

সুমিত্রা একমুহূর্তও নীলাদ্রির মুখ থেকে দৃষ্টি নামায না। সে বুঝি নীলাদ্রির দৃঢতা, মনোবল যাচাই করতে, তাব পিতা কর্তৃক অপমানেব প্রতিশোধ নিতে কৃতসঙ্কল্প!

নীলাদ্রি বিমূঢ় দৃষ্টিতে সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকে। কোন উত্তর দেয় না। তার পিতার এখানে অতর্কিত আগমন, তাব ও সুমিত্রাব মধ্যে মেলামেশার বিরুদ্ধতা ও ব্যবস্থা অবলম্বন, সুমিত্রার বিকট উত্তেজনা তাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তুলল।

সুমিত্রা আরও কিয়ৎক্ষণ নীলাদ্রির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তার অবস্থা বুঝে বিদ্রূপাত্মক ভর্ৎসনাপূর্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে, "আমি জানি, আপনি পারবেন না। বাপেব অবাধ্য হওয়া আপনার কাজ নয়। আমিও জোর করে আপনাকে ও-কাজ করতে কোনদিনই বলি না। আমি এ ব্যাপারটা আন্দাজ করেছিলুম বলেই এতদিন সাবধানে আছি। কিন্তু আর আমাদের মেলামেশা উচিত নয়। আপনি আর এখানে আসবেন না।"

সুমিত্রা কাজে মন দেবার জন্য খাতার পাতা উল্টোতে থাকে।

ততক্ষণে নীলাদ্রি নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছে। সে কর্তব্য ভেবে নিয়েছে, দৃঢ়চিত্ত হয়েছে। সে বললে—"ঠিক আছে, আমি আপনার কথাতেই রাজী। আমি মনস্থির করে নিয়েছি। আমি বাবা, মা, বিষয়, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য, ভোগবিলাস, ঘর, বাড়ী কিছুই চাই না। আমি শুধু আপনাকেই চাই। বিশ্বাস করুন। হোক, আজ রাত্রেই এখানে আমাদের মালাবদল করে বিয়ে।"

সুমিত্রা মুখ তুলে নীলাদ্রির মুখের দিকে চাইল। বলল—"আপনি বেশ করে ভেবে দেখে একথা বলছেন? এ কথার, এ প্রতিজ্ঞার, কতখানি গুরুত্ব অনুমান করেছেন? একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্না মেয়ের জীবন, সর্বস্ব, সুখ, শান্তি, ভবিষ্যৎ আপনার সততার উপর নির্ভর করছে। খেয়ালের বশে আত্মসুখের বশবর্তী

হবেন না! বেশ করে ভেবে দেখুন?"

নীলাদ্রি কঠোর নিশ্চিন্ততার সঙ্গে বললে—"আমি বেশ ভাল করে ভেবে দেখেই এই অঙ্গীকার করছি। এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যা নেই, এতটুকু প্রতারণা, চাতুরী, বিশ্বাসঘাতকতা নেই। আপনি বিশ্বাস করুন।"

সুমিত্রা কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে চিন্তা করে হঠাৎ দুর্বলতায় ভেঙে পড়ে—"না না, নীলাদ্রিবাবু আমি পারব না। আপনি আমাকে মার্জনা করুন। আপনাকে নিয়ে আমি কোনোমতেই সুখী হতে পারব না। একজনদের চির অসুখী করতে তাদের সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালতে পারব না। সে সুখ আমার সইবে না। অভিশাপ লাগবে। আপনার বাপের অভিশাপ লাগবে। আপনার বাপ-মায়ের চির অসুখীর দীর্ঘনিশ্বাস লাগবে। হাজার প্রতিজ্ঞা করলেও আপনিও সারাজীবন সুখী হবেন না নীলাদ্রিবাবু! আপনি যান, যান নীলাদ্রিবাবু—আপনার কথা রাখতে পারলুম না! আপনি আমায় মার্জনা করবেন।"

টিকিটবাবু প্রবেশ করে কোণের দিকে জানালা খুললেন। একটা আপ ট্রেন আসবার সময় হয়েছে। খোলা জানালার কাছে কয়েকজন টিকিটগ্রাহী দাঁড়িয়ে আছে। সুমিত্রার পিছনে খোলা জানালা দিয়ে প্ল্যাটফর্মে লোকজনের যাতায়াত দেখা গেল।

উভয়েই চুপচাপ। আর কোন কথা হয় না। নীলাদ্রি বসে বসে নৈরাশ্যের দুঃস্বপ্ন দেখে।

একটা ফোন আসতে সুমিত্রা উঠে গিয়ে ফোনে কথা বলতে থাকে। তার শরীরের অপরূপ গঠন মণিহার শোভিত অনবদ্য গ্রীবাদেশ নীলাদ্রিকে উপহাস করতে থাকে।

টিকিটগ্রাহী লোক বেশী না থাকায়, কাজ সমাপন করে টিকিটবাবু বাইরে চলে গেলেন। অদূরে গাড়ীর বাঁশি শোনা গেল।

নীলাদ্রি উদাস নয়নে জানালা দিয়ে বাইরের লোক চলাচল দেখতে থাকে।

ফোনে কথা শেষ করে সুমিত্রা নিজের চেয়ারে ফিরে এল। নীলাদ্রিকে সে বিদায় দিতেই অবশেষে কৃতসঙ্কল্প। কি হবে বিঘ্ন-সঙ্কুল সুখভোগ করে? নীলাদ্রির পিতা তার সংস্পর্শ পছন্দ করে না, তার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ অনুমোদন করে না, সে গরীব মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে বলে তাকে ঘৃণা করে, হীনচক্ষে দেখে, পাছে পুত্র অবাধ্য হয় বলে তাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে গেছে, অন্যথায় অভিশাপের ভয় দেখিয়েছে। নীলাদ্রি পিতার অবাধ্য হলেও, যে রকম ভালমানুষ সে,

পিতামাতার একমাত্র আদরের পুত্র সে, সদা ঐশ্বর্য ভোগবিলাসে মানুষ সে, পিতামাতাকে ভুলে, তাকে নিয়ে ঐশ্বর্যহীন, সম্ভোগ-বিলাস-বর্জিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে পারবে কিনা তার ঘোরতর সন্দেহ হয়; সুতরাং নীলাদ্রিকে পেলেও সে আজীবন সুখী হবে না। নীলাদ্রির দারিদ্র্যে অনভ্যস্ততা, তার পিতার ক্রোধ, অসন্তোষ, অভিশাপ তার অশান্তির কারণ হবে। অতএব মনস্থির করাই বিধেয়।

সুমিত্রা নীলাদ্রির দিকে চেয়ে মনকে যৎপরনাস্তি শক্ত করে বললে—"আর বসে থাকবেন না, আসুন—আমার অনেক কাজ আছে।"

নীলাদ্রি অসহায়ের ভঙ্গীতে সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে বললে—"কিন্তু আমি কি নিয়ে থাকব বলতে পারেন?"

সুমিত্রা আবার মুখ তুলে চাইল, বলল—"কেন? আপনার বাপ, মা, আত্মীয়, বন্ধু সব নিয়ে? তারপর, দু'দিন পরে বড়লোকের ঘরে আপনার বিয়ে হবে। বড়লোকের ঘরের মেয়েকে নিয়ে ঘর করতে করতে আমাকে ভুলে যাবেন?"

নীলাদ্রি খিন্ন কণ্ঠে বললে—"একজনকে ভালবেসে আর একজনকে কি বিয়ে করা যায়, না তাকে বিয়ে করে ঘর করা যায়? অন্ততঃ আমি তা পারি না, কোনদিন পারবও না!"

সুমিত্রার বুঝি জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পেয়েছে। নীলাদ্রির পিতার প্রতি, তার অবিবেচনার প্রতি, তার দরিদ্র বিদ্বেষের প্রতি এমনই সে ক্রোধে অভিমানে দুর্দাম! সেই ক্রোধের বশে সে নীলাদ্রির প্রতি আপন অনিচ্ছায় অনাসক্ত। সুমিত্রা বললে—"যায়, যায় নীলাদ্রিবাবু, যায়। আপনার বাবার মতে যায়। বড়লোকদের মতে যায়। আপনার বাবার দৃঢ় অভিমতই তাই। প্রেম ভালবাসা ও-সব চোখের নেশা। কিছুদিন দেখা-সাক্ষাৎ না হলেই নেশার ঘোর কেটে যাবে। তখন একজনকে বিয়ে করতে কষ্ট হবে না।"

একজন কোট-প্যান্টপরা চামড়ার ব্যাগ হাতে অফিসার গোছের ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করলেন। সম্ভবতঃ এই ট্রেনে নেমেছেন। তিনি সুমিত্রাকে সম্বোধন করে বললেন—"নমস্কার মিস্ চ্যাটার্জি, আজ কি আপনার সময় হবে? তাহলে সেদিনের কাজটা সেরে নেওয়া যাক না? অবশ্য বেশী সময় আপনার নেব না।"

ভদ্রলোক ব্যাগটা টেবিলের উপর রেখে বসবার জন্য একটা চেয়ার টেনে নিলেন।

সুমিত্রা বললে—"মাত্র পাঁচ মিনিট সবুর করুন মিস্টার সান্যাল, আমার হাতের কাজটুকু সেরে নিয়েই আপনার সঙ্গে বসছি।"

সুমিত্রা কাজ সেরে নিয়ে মিস্টার সান্যালের সঙ্গে বসল। সে ভুলেও একবার নীলাদ্রির দিকে আর তাকাল না। তার রকম দেখে মনে হল, কাজ শেষ না হলে সে আর কোন দিকে মুখ তুলে তাকাবে না, তা সে কাজ শেষ হতে যত বিলম্বই হোক।

নীলাদ্রি অপেক্ষা করে বসে থাকে। সুমিত্রার সঙ্গে ভাল করে বোঝাপড়া করবে, তাকে বোঝাবে। তার বাবা সুমিত্রার সঙ্গে এমন রূঢ় ব্যবহার করেছে, তাকে এমন সব কথা বলেছে, যাতে সুমিত্রার আত্মসম্মানে দারুণ আঘাত লেগেছে, সে তার পিতার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও রাগান্বিত হয়েছে, সেই ক্রোধ ও অসম্মানের জ্বালা সে নীলাদ্রির উপর নিষ্ঠুরভাবে প্রয়োগ করছে। কিন্তু সে যে সুমিত্রাকেই চায়। যেমন করে হোক, সুমিত্রাকে রাজী করাতেই হবে। বাপ-মা, বিষয়-সম্পত্তি সে পরিত্যাগ করবে। সুমিত্রাকে না পেলে তার জীবনই বিফল।

নীলাদ্রি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকে, কিন্তু ওদের কাজ আর শেষ হয় না। দেখতে দেখতে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়। টিকিট মাস্টারবাবু একবার এসে সুমিত্রাকে জনান্তিকে কি বলে তৎক্ষণাৎ চলে গেল। দু'জন সুবেশধারী ভদ্রলোক এসে নীলাদ্রির অদূরে হেলান দেওয়া বেঞ্চে বসে কথাবার্তা বলতে থাকল। সম্ভবতঃ এরা প্রথম শ্রেণীর আরোহী। ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম বন্ধ দেখে এখানে এসে বসেছে! নীলাদ্রি অস্বস্তি বোধ করে, মনে মনে বিরক্ত হয়, ধৈর্য ও পীড়িত হয়। কিন্তু উপায় নাই। অপেক্ষা তাকে করতেই হবে যতক্ষণ না সুমিত্রাকে একা পাওয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে ভদ্রলোক দু'জন উঠে চলে গেল। এখন ওদের কাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষা। আবার হয়ত লোকজন এসে পড়বে। দারুণ উৎকণ্ঠায়, অশান্তিতে নীলাদ্রির সময় কাটতে থাকে।

এই সময় হঠাৎ সুমিত্রা মুখ তুলে নীলাদ্রির দিকে চেয়ে বললে—"আপনি আর বসে আছেন কেন? আসুন, আচ্ছা—।"

সুমিত্রা আবার কাজে মন দিল। তার কণ্ঠস্বরে ও হাবভাবে নীলাদ্রির প্রতি রূঢ় বিদায় ইঙ্গিত ফুটে উঠল।

ভদ্রলোকও এই সময় নীলাদ্রির দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করে সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কে ইনি? আপনার কেউ হন নাকি?"

সুমিত্রা নির্লিপ্তভাব দেখিয়ে বললে—"না।"

কথাটায় বেশ একটু অবজ্ঞা প্রদর্শিত হল।

নীলাদ্রি মনে মনে ক্ষুব্ধ কঠোর হয়ে উঠল। তার আত্মসম্মানে আঘাত

লাগল। সুমিত্রাকে একবার শেষ চেষ্টা করে তার অনেক কথা বলবার ছিল, অনেক সাধ্য সাধনা করে তাকে সম্মত করাবার প্রবল বাসনা ছিল; কিন্তু সুমিত্রার ব্যবহারে সব যেন গোলমাল হয়ে তার অন্তর বিক্ষিপ্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। যৌবনের বিপুল মোহ বাঁধ-ভাঙা ভালবাসা কি কোনও বাধা প্রতিবন্ধককে, তা সে যত বড়ই হোক না, গ্রাহ্য করে? ভয় করে? তবে কেন পুরুষ অথবা নারী অথবা উভয়েই উভয়কে প্রগাঢ় অনুরাগে ভালবেসে নিজ নিজ পিতামাতা আত্মীয়-পরিজনের ঘোর আপত্তি উপেক্ষা করে তাদের সংস্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পৃথকভাবে সুখে-শান্তিতে বাস করে? এমন বহু দৃষ্টান্ত তার জানা আছে। সুমিত্রার ক্রোধকে শান্ত করবার জন্য, তাকে খুশী করবার জন্য বাপ-মাকে পরিত্যাগ করে, প্রাসাদ ঐশ্বর্য বিলাসিতা অবহেলা করে সে সুমিত্রাকে বিবাহ করে নিম্নপর্যায়ের জীবনযাত্রা অথবা দারিদ্র্যকে বরণ করতে কৃতসঙ্কল্প প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া সত্বেও যে সুমিত্রা শুধু তার পিতার অভিশাপের ভয়ে তাকে গ্রহণ করতে রাজী হচ্ছে না, এটা যেন সুমিত্রার পক্ষে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ছাড়া অন্য কোন কিছু বলে সে কোনমতেই অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করতে পারছে না। সুমিত্রার এতদিনের প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতা, ঘনিষ্ঠতা, মেলামেশাকে, তার উদার ব্যবহারকে সে কি তবে অতি অকিঞ্চিৎকর কিম্বা ছলনা বা প্রতারণা বলে মনে করবে? সুমিত্রার আজকের এই অতিমাত্র রূঢ় ব্যবহার, ঘোর অবজ্ঞা প্রদর্শন, শেষ অপমানজনক মন্তব্য, সে কিভাবে গ্রহণ করবে?

এরপর বলবার বা সুমিত্রার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার আর ত কোন পথই রইল না! যদি আত্মমর্যাদা অবলম্বন করে ব্যাপারটা বিচার করে দেখা যায়?

ভদ্রলোকের কাছে সুমিত্রা কর্তৃক নীলাদ্রির পরিচয় দানের ভঙ্গীমা ও মন্তব্য অতিশয় অসম্মানকর, অবজ্ঞাসূচক। অসহ্য!

এরপর নীলাদ্রির আর সেখানে অপেক্ষা করে বসে থাকা উচিত নয়। তার আত্মসম্মান দারুণ আহত, পীড়িত, ধরাশায়ী। তার অন্তরে অসন্তোষের দাবানল জ্বলে উঠেছে, অভিমান গর্জে উঠেছে। সে উঠে ধীরে ধীরে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। তবে যাবার আগে একবার চকিতে সুমিত্রার দিকে চেয়ে বলে গেল—"আচ্ছা, নমস্কার—।"

মোকর্দমায় সর্বস্বান্ত হয়ে মানুষ যেমন অতি বিষণ্ন ও উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে পথ চলে, কোনদিকেই নজর পড়ে না, কোন কিছুই তার ভাল লাগে না, তেমনি

বেদনাভারে প্রপীড়িত অবনত নিরানন্দ চিত্তে নীলাদ্রি প্ল্যাটফরমে এসে এক নির্জন স্থানে দাঁড়াল। তাকে নিরতিশয় ভগ্নহৃদয় ও অবসন্ন দেখাচ্ছিল।

জীবনে সে আর একদিনের মত এই দ্বিতীয়বার গভীর মানসিক অশান্তি অপ্রফুল্লতা উপলব্ধি করলো।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। অস্তাকাশে বিলীয়মান রবিরক্তিমা, সঞ্চরমান মেঘের গায়ে বর্ণাঢ্য, বনানীর কোলে ঘনীভূত তমিস্রা, কুলায়াগত পক্ষীর কাকলী, দিনের নির্বাপিতপ্রায় কোলাহল, গোষ্ঠ প্রত্যাগত রাখাল বালকের গান, ধেনুর হাম্বারব, শঙ্খধ্বনি, নীল আকাশপটে প্রোজ্জ্বল সন্ধ্যাতারা, দূরশ্রুত স্টিমারের বাঁশী, উতল সমীরণ হিল্লোল—সবে মিলে দর্শকের মনকে এক বিপুল বিস্ময় ও পুলকে সমাচ্ছন্ন আবিষ্ট করে। কিন্তু আজিকার এই সমগ্র সায়াহ্নমাধুরী এক অতি দুঃসহ বিষণ্ণ দৃশ্য পরিগ্রহ করে নীলাদ্রিকে উপহাস উৎপীড়িত বিষাদিত করতে লাগল। সে ঘোর বিষাদে অবসাদে রেলিং-এর উপর মাথা রেখে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল।

অদূরে কে একজন গান করছিল—"আর কেন মিছে আশা, মিছে ভালবাসা, মিছে কেন তার ভাবনা, সে যে সাগরের মণি, আকাশের চাঁদ, আমি ত তাহারে পাব না।"

কতক্ষণ যে নীলাদ্রি মুহ্যমান হয়ে, বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে রেলিংয়ে মাথা রেখে দাঁড়িয়েছিল, জানে না—কলকাতা হতে গাড়ী এল, ছেড়ে গেল, কত লোক গাড়ী হতে নামল, কত লোক উঠল, তাও সে জানল না, চৈতন্য হল সুমিত্রার ডাকে। তখন চারদিক অন্ধকার হয়ে উঠেছে, প্ল্যাটফরমে আলো জ্বলেছে, ডাউন ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে।

সুমিত্রা বলছে—"একি! আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন যে? যাবেন না? গাড়ী এসে দাঁড়িয়ে গেছে, এখুনি ছেড়ে দেবে!"

নীলাদ্রি চমকে উঠে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এভাবে সুমিত্রার নিকট ধরা পড়ে একেবারে লজ্জিত অপ্রতিভ হয়ে সে সুমিত্রার সঙ্গে বাক্যালাপ না করেই ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে গিয়ে উঠে বসল। তবুও সুমিত্রার তাকে এমন নির্জন স্থানে আবিষ্কার ও কোমল স্বরে সম্ভাষণ তাকে বিপুল মাত্রায় বিস্ময়াম্বিত করতে বিরত হল না। হয়ত ভদ্রলোকের সঙ্গে কাজ শেষ করে তাকে গাড়ীতে তুলে দিতে এসেই এই ব্যাপারটা ঘটেছে। নইলে যাকে কঠোর চিত্তে নির্মমভাবে চিরবিদায় দিয়েছে, তার প্রতি আবার এ সদয় ব্যবহার কেন?

ব্যাপারটা যদি আলাদা হত, তার অন্তরের পরিবর্তন ঘটত, তাহলে সুমিত্রা তাকে থাকতে না বলে গাড়ীতে ওঠবার তাড়া দিল কেন?

কলকাতা হতে গাড়ী আসছে, কাজেই এ গাড়ী ছাড়তে দেরী হবে। লোকজন অনেকেই ট্রেনে ওঠেনি। প্ল্যাটফরমে ঘোরাফেরা করছে। চা, আইসক্রীম পান সিগ্রেট বিক্রেতারা তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে।

সুমিত্রা এসে বাইরে জানালার ধারে নীলাদ্রির নিকট দাঁড়াল। সুটকেসটা জানালা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিযে বললে—"এটা ফেলে রেখে চলে এসেছিলেন, আমি আপনার সমস্ত সরঞ্জাম গুছিয়ে ভিতরে দিযে দিয়েছি।"

এতক্ষণে নীলাদ্রি সুমিত্রার সঙ্গে তার দেখা করার কারণ বুঝতে পারল। মন বিষণ্ণতায় ভরে গেল। সে সুটকেসটা সুমিত্রার হাত থেকে নিযে পাশে রেখে দিলে।

আর কেহ কোন কথা বললে না। দু'জনেই নীরব। দু'দিন যেতে না যেতে দেখা হলে উভয়ে কত কথা উভয়কে উভযের নির্নিমেষ নযনে নিরীক্ষণ, কথা হাসি তামাশা, যেন ফুরোতে চায না, দু'জনকে দেখে যেন দু'জনের আশা মিটতে চায় না। ঘটনাচক্র ওদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করেছে। নীলাদ্রির অন্তরে নিরানন্দের ঝড় বইয়েছে! সুমিত্রাকে দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছিল না।

সুমিত্রা জানালার উপর একখানা হাত রেখে সম্মুখের এঞ্জিনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্ল্যাটফরমের আলো এসে সেই হাতের উপর পড়ে তার স্বাস্থ্যপুষ্ট হাতখানাকে বড় কমনীয় সুন্দর দেখাচ্ছিল। নীলাদ্রি একবার সেদিকে চেয়ে চকিতে মুখ ফিরিয়ে নিল।

কলকাতা থেকে গাড়ী এসে দাঁড়িয়ে ছেড়ে চলে গেল। এ গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল। সুমিত্রা এবার নীলাদ্রির মুখের দিকে চেযে বললে—"একদিন টিকিট কাটতে এসে টাকা ফেলে রেখে গাড়ীতে উঠেছিলেন, দিতে এসে আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতা হযেছিল, আজ আপনার ফেলে রেখে আসা সুটকেস ফেরৎ দিতে এসে সেই বন্ধুত্বের চির অবসান ঘটল। আর বোধ হয় আমাদের দেখা হবে না। মনে রাখবেন, শুধু এক অনিবার্য অপরিহার্য কারণে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটল। আমাকে ভুল বুঝবেন না। বড় রূঢ় ব্যবহার করলুম। নিজগুণে মার্জনা করবেন। আচ্ছা, নমস্কার।"

গাড়ী ছেড়ে দিলে। নীলাদ্রি বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে

রইল এবং যতক্ষণ দেখা গেল সুমিত্রার উপর থেকে চক্ষু অপসারিত করতে পারলে না।

পাশের কামরা থেকে গান ভেসে আসছিল—

"ভুলে ভুলে দেখা ভুলে মনে রাখা
ভুলে যাও সখা আমারে—"

গভীর মনোবেদনা ও নিরানন্দ অন্তরে বহন করে নীলাদ্রি গৃহে ফিরল। কিছুই তার ভাল লাগে না। আহারে রুচি নেই, রাত্রে ঘুম নেই। থিয়েটার, বায়স্কোপ, বন্ধুবান্ধব, খেলাধুলা, আমোদপ্রমোদ সমস্ত পরিত্যাগ করে নির্জন গৃহের কোণে সে সর্বদা ম্রিয়মাণ হয়ে অসুখী জীবন যাপন করতে লাগল। আকাশ, পৃথিবী, গাছপালা, জ্যোৎস্না সব তার কাছে বিস্বাদ দুর্বহ ঠেকল। জীবন অসহ্য বলে মনে হতে লাগল। কয়েকদিন সে শরীর অসুস্থতার অজুহাতে অফিস গেল না।

বিদায় কালে সুমিত্রার কথাগুলো সে মনে মনে অনুধ্যান করে দেখতে থাকে। সুমিত্রা বলেছিল—"মনে রাখবেন শুধু এক অনিবার্য অপরিহার্য কারণে আপনার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটল।" তাঁর পিতা কর্তৃক সুমিত্রার অবমাননা, অবজ্ঞা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য, অভিশাপের ভয়ই যে এই অনিবার্য কারণ, তা তার কাছে এক্ষণে অবিদিত রইল না। তাঁর ধনী পিতা যে কোনদিনই গরীব বা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েকে—তা সে যত সুন্দরই হোক না কেন—পুত্রবধূ করে ঘরে আনবেন না, এটা সে খুব ভালরূপেই জানত। কিন্তু সে যখন সুমিত্রা ছাড়া আর কোন মেয়েকেই বিয়ে করতে পারবে না, তখন সে স্থির করেছিল, এই প্রস্তাব নিয়ে একদিন সে পিতার সম্মুখীন হবে এবং যথাসাধ্য সাধ্যসাধনা অনুনয়বিনয় আব্দার করবে, অন্যথায় বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার ভয় দেখিয়ে তাঁর মত করাবে, নতুবা শেষ পর্যন্ত মাতার শরণাপন্ন হবে। এবং যেহেতু সে তাঁদের একমাত্র আদরের সন্তান, সুতরাং এই যুক্তিবলে সে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হবে। কিন্তু তার পূর্বেই পিতা একেবারে তার বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আর সুমিত্রা যে ধরণের

আত্মমর্যাদা জ্ঞানসম্পন্না মেয়ে, তাতে সে যে তাকে ভালবেসেও নিজ অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাতে বদ্ধপরিকর হবে, এটা অনায়াসে অনুমেয়। কিন্তু তাই বলে সামান্য অভিশাপের ভয়ে, মর্যাদাহানি হলেও, নীলাদ্রি যখন সত্য সত্যই পিতামাতা, বাড়ীঘর, সুখঐশ্বর্য, ভোগবিলাস সমস্ত চিরদিনের তরে পরিত্যাগ করে সুমিত্রাকে বিয়ে করবার দৃঢ়সঙ্কল্প প্রকাশ করলে এবং প্রয়োজন হলে দারিদ্র্য বরণ করতেও দৃঢ়চিত্ত হল, তখন তার প্রস্তাবে রাজী না হওয়া বা কঠোর অনমনীয় মনোভাব নিয়ে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া, সুমিত্রার পক্ষে একান্ত অসঙ্গত ও বাড়াবাড়ি বলেই নীলাদ্রির সময়ে সময়ে মনে হতে লাগল। অভিশাপকে সুমিত্রার এত ভয়? আত্মসম্মান এতই বড়! যৌবনের উদগ্র কামনা বাসনা কি ওসব ভেবে দেখে? সুমিত্রা কি তবে তাকে পরিত্যাগ করে, তার অটল মনোভাব নিয়ে যৌবনকে অবহেলা করে চিরদিন অবিবাহিত থেকে যাবে? না, পরে অন্য পুরুষকে বিয়ে করবে? যাই-ই করুক, কিন্তু তাদের মধ্যে ত আর দেখা সাক্ষাৎ হবার কোন সম্ভাবনাই রইল না, কোন উপায়ই রইল না? সুমিত্রার শেষের বিদায়কালীন কথাগুলো ত তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

মানসিক অশান্তিতে ও বিষণ্ণতায় দিন দিন লাবণ্যহীন হয়ে যেতে থাকে নীলাদ্রি।

এদিকে প্রমথেশবাবুও চুপ করে বসে নেই। তিনি নীলাদ্রিকে গৃহে নজর-বন্দী রেখে তার বিবাহ ব্যাপারে উঠে পড়ে লাগলেন এবং যেখানে নীলাদ্রির বিবাহ প্রায় স্থির হয়ে গিয়ে কেবল নীলাদ্রির অবাধ্যতায় ও অমতে বিঘ্নিত বিলম্বিত হচ্ছিল, সেইখানেই বিবাহ একেবারে পাকা করে ফেললেন। পাত্রী ধনীর ঘরের মেয়ে, ঐশ্বর্যে, সমাজ-মর্যাদায়, বংশগৌরবে ও আভিজাত্যে অনেক বড় হলেও রূপের মর্যাদায় ও আভিজাত্যে সে সুমিত্রার অনেক নিম্নে, কিন্তু প্রমথেশবাবুর ধনীসম্প্রদায় নিয়ে কারবার, সমাজ বন্ধুত্ব, আত্মীয় কুটুম্বিতা। তার উপর তিনি অত্যন্ত রাশভারী, আত্মপরাক্রমশীল ব্যক্তি, তাঁর কাজের বাড়ীর কেউ সমালোচনা করবে, তাঁর ব্যবস্থায় আপত্তি জানাবে, এটা তিনি আদৌ পছন্দ করেন না। তিনি পুত্রকে বাড়ীর ও বংশের প্রথানুযায়ী মেয়ে না দেখিয়েই বিবাহ স্থির করলেন।

শ্রাবণ মাসের প্রথমেই বিবাহের দিন স্থির হোল। নীলাদ্রি আর একবার শেষ চেষ্টা করে নিজের অভিমত জানিয়ে সুমিত্রাকে রাজী হবার কারণ দেখিয়ে অনেক সাধ্যসাধনা করে পত্র লিখল, কিন্তু সে পত্র সুমিত্রার কাছে পৌঁছল না। পত্র ডাকে ফেলতে যাবার সময় বাড়ীর চাকরের হাত থেকে প্রমথেশবাবু সে পত্র

উদ্ধার করলেন। তিনি সর্বত্র সতর্কতার জাল পেতে রেখেছিলেন। অবশ্য তিনি চাকরকে ব্যাপারটা গোপন রাখতে কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। পনের দিনেও যখন সুমিত্রার কাছ হতে কোনও উত্তর এল না, তখন নীলাদ্রি একেবারে নিরাশ হয়ে সুমিত্রার আশা ছেড়ে দিলে। সুমিত্রার আচরণকে একান্ত হৃদয়হীনতা, কপট ভালবাসা জ্ঞান করে নীলাদ্রির আত্মাভিমান আবার গর্জে উঠল।

বিয়ের দিন এগিয়ে আসতে লাগল। সুকিয়া স্ট্রীটের সর্বোচ্চ প্রাসাদোপম অট্টালিকা নবরাগে রঞ্জিত হয়ে দীপ্তিছটা বিকীর্ণ করতে লাগল। আত্মীয়-কুটুম্বে বাড়ী ভরে যেতে লাগল। বিপুল ধনপতি প্রমথেশ চৌধুরীর একমাত্র পুত্রের বিবাহে বিপুল সমারোহের সম্ভাবনা। পাড়াশুদ্ধ লোক ভুরিভোজের আশায় উল্লাসে অধীর। একটা খুশীর হাওয়া চারিদিকে বইতে শুরু করেছে। কেবল নীলাদ্রিই ম্রিয়মাণ অসুখী। সে নিভৃতে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। আনন্দ কোলাহল তার অসহ্য।

এদিকে নীলাদ্রিকে কঠোর হৃদয়হীনতায় ও অসৌজন্যে বিদায় দিয়ে সুমিত্রারও মনে শান্তি ও সুখ ছিল না। সুমিত্রা নীলাদ্রিকে সত্যই ভালবেসেছিল। এমন ভদ্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অপরূপ রূপবান যুবাপুরুষ সে এ পর্যন্ত একটিও দেখেনি। যে-কোন নারী একে দেখে মুগ্ধ হবে, একে পাবার জন্য লোভাতুরা হবে। প্রথম আলাপ পরিচয় থেকে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হয়ে অবশেষে সে অচ্ছেদ্য বন্ধনে নীলাদ্রির সঙ্গে একেবারে জড়িয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছিল, এমন সময় নীলাদ্রির পিতা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালেন। অফিস কক্ষে কাজ করতে করতে যখন তখন আনমনা হয়ে পড়ে সুমিত্রা। মাঝে মাঝে আপশোষ হয়, যখন নীলাদ্রি বাপ-মা ছেড়ে, ঘরবাড়ী ঐশ্বর্য ছেড়ে নিজের সুখ বিলাসিতা ছেড়ে তার কাছে আসতে চেয়েছিল, তখন সামান্য অভিশাপের ভয়ে সে তাকে অতি রূঢ়ভাবে অতি হৃদয়হীনভাবে প্রত্যাখ্যান করে চিরদিনের জন্য কেন ফিরিয়ে দিয়েছিল। নীলাদ্রির অবিবেচক পিতার দুর্ব্যবহারে ক্রোধে অপমানে সে তখন জ্ঞান হারিয়েছিল। আজ নীলাদ্রি এলে সে অভিশাপ অগ্রাহ্য করে নিজ প্রয়োজনে নিশ্চয়ই তাকে গ্রহণ করবে। নীলাদ্রির জন্য তার মন সতত যারপরনাই পীড়িত হচ্ছে। কিন্তু দেখতে দেখতে পক্ষাধিক কাল অতিবাহিত হয়ে গেল নীলাদ্রি এল না। কেন আসবে? চরম নির্দেশ দেওয়ার পর, এত অপমানের পর, তার মত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ধনী গৃহের সন্তান কি আবার তার কাছে আসতে পারে? মান-সম্ভ্রম

ইজ্জত বলে কি তার কিছুই নেই? তবুও তার মনে হতে থাকে, আজ নয়ত কাল নীলাদ্রি আসবেই। কিন্তু দেখতে দেখতে একমাস দু'মাস অতিবাহিত হোল, নীলাদ্রি এল না, তার কাছ হতে কোন পত্রও যা সে এক-একবার আশা করছিল, এল না। সে স্থির করল, নীলাদ্রি তাকে ভুলতে বসেছে বা ভুলে গেছে।

সেদিন দুপুরে অফিস কক্ষে বসে সে কাজ করছিল, বেহারী দু'খানি পত্র এনে টেবিলে রাখল। একখানা বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, হরিদ্রা বর্ণের খামের উপর বড় বড় লাল অক্ষরে লেখা "শুভ বিবাহ"; অপরখানি সাধারণ পত্র।

পরম কৌতূহলভরে সে আগে বিবাহের পত্রখানা হাতে তুলে নিয়ে খাম খুলতে লাগল। বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র তাকে কে পাঠাতে পারে? তার ত আত্মীয় কেউ নেই? বন্ধুবান্ধবও অতি সামান্য। হয়ত তাদেরই কারও বিবাহ।

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র যা সুমিত্রা কোনকালেই কল্পনা করতে পারে না, স্বপ্নেও ভাবতে পারে না, পাঠিয়েছেন কলিকাতা থেকে প্রমথেশবাবু। তাঁর পুত্র নীলাদ্রির বিয়ে। বিবাহ ৭ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার। প্রীতিভোজ শনিবার সন্ধ্যায়। পাত্রীর নাম "দেবযানী"। পাত্রীর পিতৃপক্ষের কোন নাম নেই। পত্রের শেষে প্রমথেশবাবু নিজ হস্তে লিখেছেন—"মা, তোমার জন্যই নীলাদ্রিকে ফিরে পেয়েছি, তোমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি প্রীতিভোজের দিন বিকালে তোমার এ বাটীতে আসা চাই-ই। তাছাড়া আমার স্ত্রী তোমার রূপের বর্ণনা শুনে তোমাকে দেখবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিতা। অনেক রূঢ় ব্যবহার করেছি, তোমার অত্যন্ত ক্ষতি করেছি, নিজগুণে ক্ষমা করো।"

আকস্মিক প্রচণ্ড বিস্ময়ের ও দুঃখের আঘাত সামলাতে সুমিত্রার বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। নীলাদ্রির বিবাহ! যে নীলাদ্রি তাকে দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে পাগলের মত ভালবেসেছিল, তাকে না পেলে সারাজীবন অবিবাহিত থাকবার দৃঢ় সংকল্প নিয়েছিল, যে নীলাদ্রি প্রয়োজন দেখা দেওয়াতে বাবা-মা বাড়ীঘর ঐশ্বর্য ভোগ বিলাসিতা সুখ স্বাচ্ছন্দ বিসর্জন দিয়ে তাকে নিয়ে পর্ণকুটীরে বাস করতে রাজী হয়েছিল, তার প্রতি অযথা প্রগাঢ় অনুরাগ ও মোহ দেখে যার পিতা তার কাছে সেদিন পুত্রকে পৃথক করে নেবার জন্য তার অনুকম্পা প্রার্থনা করতে এসেছিল, সেই নীলাদ্রি দু'দিন যেতে না যেতেই বিয়ে করতে চলেছে? কোন মানুষ কি তা পারে? কই, সে ত এখনো পর্যন্ত অন্য কোন পুরুষকে বিয়ে করবার চিন্তা বা কল্পনাও মনের মধ্যে আনতে পারেনি।

যাই হোক, নীলাদ্রি শেষ পর্যন্ত বাপের বাধ্যতাই স্বীকার করলে। নীলাদ্রি

ভীরু, কাপুরুষ, দুর্বলচিত্ত, অবিবেচক! খুব শীঘ্রই সে সুমিত্রাকে ভুলল!

অথবা সে সুমিত্রা কর্তৃক অপমানের প্রতিশোধ নিল?

সুমিত্রা নিঃসংশয়ে বুঝল, এতদিনে সে নীলাদ্রিকে জন্মের মত হারাল।

পুত্রকে তার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিজের বশে এনে প্রমথেশবাবুর আনন্দ আর ধরে না। তাই সুমিত্রা তাঁর আত্মীয় না হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক পাতাবার যোগ্যতা সুমিত্রার না থাকা সত্ত্বেও তাকে পুত্রের বিয়েতে অযাচিত ভাবে নিমন্ত্রণ করে, তার রূপের ভূয়সী প্রশংসা করে, আপ্যায়িত করে তাঁর নিজের দোষস্খালনে যত্নবান হয়েছেন কিন্তু তাই বলে কি সে প্রমথেশবাবুর বাড়ীতে গিয়ে এমন একটা অযৌক্তিক সম্মানহানিকর নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আসবে? তাঁর স্ত্রীর নিছক কৌতূহল নির্বাপিত করে অযথা আত্মপ্রসাদ উপভোগ করবে?

না, সে যাবে না। নীলাদ্রি এখন তার কেউ নয়! সম্পূর্ণ পর! তার সঙ্গে সুমিত্রার আর কোন সম্বন্ধই নেই। থাকতে পারেও না! নীলাদ্রির বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া সম্পূর্ণ অবিধেয়, অতীব নিন্দনীয়! অসম্মানকর! প্রমথেশবাবুর নিমন্ত্রণ পত্র সম্পূর্ণ অনধিকারচর্চা প্রকাশক ও পরিত্যাজ্য।

ঘোর বিতৃষ্ণায় সুমিত্রা পত্রখানা টেবিলের একপাশে সরিয়ে রাখে।

অন্য পত্রখানা লিখেছে তার প্রিয়বান্ধবী মাধবী। মাধবী লিখেছে—

"প্রিয় সুমি,

তোকে পরপর তিনখানা পত্র দিলাম, একখানারও উত্তর পেলাম না। ব্যাপার কি রে তোর? কারও প্রেমে পড়লি না কি? যাই হোক, বিশেষ প্রয়োজনে এবার চিঠি লিখছি, এবং বিশেষ খবর জানাচ্ছি। আমার বিয়ের হঠাৎ সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে—একেবারে ৭ই শ্রাবণ। এতদিন বিয়ে করব না করব না করেই কাটিয়ে দিয়েছি, কিন্তু শেষে আর দাদুর অবাধ্য হতে পারলাম না। দাদুর শরীর অত্যন্ত খারাপ। তিনি ছাড়া আমার আর আপন কেউ নেই। তিনি চলে গেলে আমি পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা, নিঃসহায়; তাই তাঁর আগ্রহাতিশয্যে আমাকে বিয়ে করতে হচ্ছে। বাপ-মা বা অতি নিকট আত্মীয়ের অভাবে মেয়েদের বয়সকালে স্বামী ছাড়া তার আর কে আছে বল্? তাই ভবিষ্যৎ ভেবে রাজী হলাম। তোকে যথার্থ বলছি ভাই, এই বিয়েতে আমার এখনও মত বা ইচ্ছা নেই, কিন্তু উপায়ও ত নেই। যাই হোক, যদি দু'দিন আগে আসতে পারিস্ ত অত্যন্ত খুশী হব। আর যদি একান্তই না আসতে পারিস, বিয়ের দিন অতি অবশ্য আসবি। তুই না এলে আমার কিছুই

ভাল লাগবে না। তোকেও অনেক দিন দেখিনি! এরপরে আবার কবে দেখা হবে তার ঠিক নেই। দাদু তোকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাবে। তার আগেই আমি তোকে জানিয়ে দিলুম। আসতে অন্যথা করিস্ নে ভাই! তোর পথ চেয়ে রইলুম। আমার ভালবাসা নিস্। ইতি—

"মাধবী"

এই মাধবীর সঙ্গে সুমিত্রার পরিচয় হয়েছিল দু'বছর আগে, এক আলো-ঝলমল্ জ্যোৎস্না-নিশীথে, অপূর্ব সৌন্দর্যের লীলাভূমি আগ্রার তাজমহলের মর্মর আঙিনায়। অদূরে ধীর প্রবাহিতা যমুনার স্বচ্ছ নীল সলিলে প্রতিবিম্বিত চাঁদের ঝিকিমিকি, উদ্যানে প্রস্ফুটিত গোলাপের গন্ধ সমীরণে উতল ইতস্ততঃ উৎসারিত, চারিদিকে অসংখ্য মানুষের কলপ্রবাহ। সুমিত্রা এক জায়গায় বসে নিবিষ্ট চিত্তে গীত গাচ্ছিল—গাচ্ছিল সমাধি মন্দিরে চিরনিদ্রিতা রূপসীশ্রেষ্ঠা সম্রাট সাজাহান মহিষী মমতাজের প্রতি পত্নী-বিয়োগ-বিধুর স্বামীর করুণ প্রেম বিলাপ। সুমিত্রার সুধা কণ্ঠোত্থিত সঙ্গীতের বিরহ-করুণ তান সমীরণের লহরে লহরে ভেসে গিয়ে জ্যোৎস্নাধৌত অতিকায় সৌধ মন্দিরের মর্মর গাত্রে প্রতিহত হয়ে দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হচ্ছিল। নিকটে স্তব্ধ বিমুগ্ধ জনতা।

সুমিত্রার রূপ ও গুণে আকৃষ্টা হয়ে মাধবী যেচে সুমিত্রার সঙ্গে ভাব করেছিল। সেই থেকে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল। গান শিখতে মাধবী মধ্যে মধ্যে সুমিত্রার নিকট আসত। সুমিত্রা কোনদিন মাধবীদের কলকাতার বাড়ীতে যায়নি।

সুমিত্রা ভেবে স্থির করল, সে মাধবীর বিয়েতে যাবে। নীলাদ্রির বিয়ের দুঃসংবাদ তার অন্তরে যে নিরানন্দের ঝড় তুলেছে, বান্ধবী মাধবীর বিয়েতে গিয়ে ক্ষণিক আনন্দ উপভোগ করে তার কিছুটা লাঘব বা প্রশমিত করে আসবে। আর এ ইচ্ছেটাও উত্তেজনাবশে হঠাৎ তার অন্তরে জাগতে লাগল যে, মাধবীর বিবাহ বাসর থেকে প্রত্যাগমন কালে সে একবার নীলাদ্রির বাড়ীতেও গিয়ে প্রমথেশবাবুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আসবে, তাঁর স্ত্রীর কৌতূহল মিটিয়ে, তাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে আসবে তার অসামান্য রূপের মাধুরী মহিমা দেখিয়ে, তার সামনে তার পুত্রবধূ দেবযানীকে তার রূপের প্রভায় ম্লান করে দিয়ে, সমগ্র সমবেত মেয়েদের সামনে তাকে "ছিঃ ছিঃ" বানিয়ে প্রমথেশবাবুর ও তার স্ত্রীর অন্তরে তুলবে অশান্তি অসন্তোষের ঝড়, প্রমথেশবাবুর অপমানের প্রতিশোধ নেবে, আর নীলাদ্রির অন্তরে জ্বালবে অশান্তির অতৃপ্তির আগুন! সে নিজেও

জেনেছে, পরখ করে দেখেছে, বহু মেয়ে, পুরুষের মুখে শুনেওছে, তার মত অদ্বিতীয়া রূপবতী বড একটা দেখা যায় না। হ্যাঁ, সে তার অপরূপ রূপে, অপরূপ সাজে অপরূপ আধুনিকতায় নীলাদ্রির বিয়ে বাড়ীতে উপস্থিত সমগ্র ধনীগৃহের সুসজ্জিতা রমণীমণ্ডলীকে মোহে বিস্ময়ে তাক্ লাগিয়ে দেবে। তবে বুঝি তার অন্তরের ক্ষোভের জ্বালা অপমানের শূলবেদনা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হবে।

আর সে যেনতেন প্রকারে সংবাদও নেবে তাকে প্রত্যাখ্যান করে, অপমানিত করে, দেবযানীকে বিয়ে করে নীলাদ্রি কেমন সুখে আছে, তার পিতার ধারণা কতখানি সফল হয়েছে!

মাধবীর বিবাহের দিন অপরাহ্নে সুমিত্রা এক অপরূপ রূপসজ্জায় সজ্জিত হয়ে কলকাতা যাত্রা করল। একে ত সে অসাধারণ রূপসী, বিচিত্র অঙ্গসৌষ্ঠবশালিনী, তার উপর অত্যকার বিচিত্র অঙ্গরাগ ও প্রসাধনে, মহামূল্য বসনে-ভূষণে তার রূপ ও অঙ্গলাবণ্য যেন শতগুণ উছলে পড়ে পথিকমাত্রকেই সম্মোহিত আকৃষ্ট করতে লাগল। ধনী পিতা ও তৎপুত্র কর্তৃক তার রূপের অবমাননায় ক্রোধান্ধ হয়ে সে তার অপরূপ রূপকে অতিমাত্রায় উগ্র-মনোরম ও আকর্ষণীয় করে তুলে নারী পুরুষ মাত্রকে আকৃষ্ট মোহিত করবার এক উন্মাদ আকাঙ্ক্ষায় মেতে উঠেছিল।

ঠিকানা মিলিয়ে মাধবীদের বালিগঞ্জের বাড়ীতে সুমিত্রা যখন গিয়ে উপস্থিত হল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। উৎসবমুখর প্রাসাদোপম অট্টালিকা বিবাহোৎসবে বিচিত্র আলোকমালায় সজ্জিত হয়ে পথচারীগণের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। তোরণে নহবত বাজছিল। সুসজ্জিত স্ত্রী-পুরুষের সমাবেশ, অবারিত কলরব, পুরবীর তান, বাতাসে উৎসারিত আতর, গোলাপজল ও সুগন্ধী পুষ্পের মিশ্র সুবাস সকলের মনকে এক বিচিত্র অভিনব পুলকানুভূতিতে চপল করে তুলছিল। অপ্সরানিন্দিতা এক অপরূপ রূপসী যুবতীকে গেটে প্রবেশ করতে দেখে জনতা মোহে বিস্ময়ে সসম্মানে পথ ছেড়ে দিলে। সুমিত্রা ভিতরে প্রবেশ করল। একজন ভদ্রলোক এসে সসম্মানে তাকে উপরে অন্দর-মহলে নিয়ে গেল।

বহু নারীপরিবৃতা, ললাট-চন্দনচর্চিতা, রক্তাম্বর-পরিহিতা, পুষ্পমাল্য-ভূষিতা, সালঙ্কারা মাধবীকে নববধূবেশে বড় চমৎকার দেখাচ্ছিল। সুমিত্রা এসে কক্ষে প্রবেশ করবামাত্র সব মেয়েরা বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

এমন অদ্বিতীয়া সুন্দরী তারা কেহ কখনও দেখেনি। স্বাস্থ্যও তেমনি অতুলনীয়। সকলেই সপ্রশংস বিস্ময়ান্বিত ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে সুমিত্রাকে অবলোকন করতে লাগল।

মাধবী সুমিত্রার দিকে চেয়ে বললে—"তুই যে আসবি, আমি মোটেই আশা করতে পারিনি। কিন্তু দিন দিন কি অদ্ভুত সুন্দরী হচ্ছিস রে তুই! তুই যে উর্বশীকেও হার মানিয়ে দিলি!"

সুমিত্রা গিয়ে মাধবীর পাশে বসতে বসতে বললে—"কেন, তুই কি কম যাস্ নাকি? আরসিতে দেখ দেখি কেমন আজ তোকে মানিয়েছে! মনে হচ্ছে আমিই যেন পুরুষ মানুষ, তোকে বিয়ে করে ফেলি।"

মাধবী মুখ রাঙা করে বললে "যাঃ ফাজলামী করিস নি! তোর রূপের কাছে আমি! তোর রূপের তুলনা হয় না। আচ্ছা, বলুক না সবাই তোর রূপের কথা।"

রূপের প্রশংসায় সুমিত্রা মনে মনে গর্ব অনুভব করল। হাঁ, এই রূপই এখন তার একমাত্র সহায়। এই রূপের জয় পতাকা উড়িয়ে বিজয়িনী সেজে সে অভিজাত ধনীসম্প্রদায়ের মাথা হেঁট করে দেবে আর পুরুষদের বুকে জ্বালবে মোহের কামনার দাবানল। তবুও নিজের রূপের শ্রেষ্ঠত্ব একবার যাচাই করে নেবার আকাঙ্ক্ষায় সে সমবেত সকল মেয়েদের দিকে চেয়ে বললে—"আচ্ছা আপনারা ঠিক করে বলুন তো, আমাদের মধ্যে কে বেশী সুন্দরী? মাধবী নয়?"

মেয়েদের মধ্যে একজন সুমিত্রাকে উদ্দেশ করে বললে—"তা রূপসী যদি বলতে হয় ত আপনাকেই! মাধবী সুন্দরী হলেও আপনার কাছে নয়! আর আমরা ত আপনার কাছে একেবারে চাঁদের পাশে তারা। আপনার সঙ্গে যার বিয়ে হবে সত্যই সে মহা ভাগ্যবান।"

মাধবী বললে—"বিয়ে ওর কোনকালেই হবে না। বর আর ওর পছন্দ হচ্ছে না। সেই যে কথায় আছে 'অতি বড় সুন্দরী না পায় বর', ওর হয়েছে ঠিক তাই!"

এই সময় নীচে শাঁখ ও বাজনা বেজে উঠল। কলরব উঠল "বর এসেছে।" ঘরখালি করে সব মেয়েরা নীচে নেমে গেল। সুমিত্রা উঠে দাঁড়াতেই মাধবী তার হাত ধরে বাধা দিয়ে বললে "তুই যাস্নি, বোস্।"

সুমিত্রা বললে—"সে কিরে, তোর বর দেখবো না?

"না, পরে দেখিস্ এখন। এখন আমার কাছে বোস্। অনেক দিন তোর সঙ্গে

দেখা হয়নি। আবার কবে দেখা হবে তার ঠিক নেই। তোর সঙ্গে খানিকটা মন খুলে কথা বলি।"

সুমিত্রা অগত্যা বসে পড়ে বললে—"বেশ, তবে তোর বরের কথাই বল। হ্যাঁরে দেখতে কেমন? বেশ সুন্দর ত?"

মাধবী বললে—"আমি দেখিনি, তবে শুনেছি সুপুরুষ!"

"কি করে?"—সুমিত্রা জিজ্ঞাসে।

"তাও জানিনি''—মাধবী উত্তর করে। "দাদুও সবিশেষ কিছু বলেনি, দু'পক্ষের বাড়ীর রেওয়াজ মত পাত্র-পাত্রীতে দেখাশোনাও হয়নি। মনে হয় ব্যারিস্টার! আমার দাদুও ব্যারিস্টার, বাবাও ব্যারিস্টার ছিল। এঁরা ব্যারিস্টারই বেশী পছন্দ করে। লোকমুখেও তাই শুনছি।"

নীলাদ্রিও মস্তবড় বিদ্বান, রূপের তার তুলনা হয় না। তেমনি চমৎকার তার স্বভাব। যে-কোন মেয়ের কাম্য। কিন্তু তার ভাগ্যে সইল না। মিলনের সব ঠিকঠাক, অনাকাঙ্ক্ষিত ধূমকেতুর মত হঠাৎ প্রমথেশবাবু তাদের মধ্যে এসে বিচ্ছেদের প্রাচীর তুলে দাঁড়ালেন। তার প্রেমের মুকুল অকালে শুকিয়ে গেল।

আজ মনের মত বর পেয়ে মাধবীর অন্তরে আনন্দ আর ধরে না!

"কি রে? কি ভাবছিস? হ্যাঁরে, তুই কি বিয়ে করবি না? আর কতদিন পুরুষগুলোকে নাচিয়ে বেড়াবি? সত্যি, তোর যা রূপ, আমার ভয় হচ্ছে আমার হবু বরমশাই ছাঁদনাতলায় তোকে দেখে না মূর্ছা যান।''

সুমিত্রা চমকে উঠল। তার এই আকস্মিক অন্যমনস্কতার জন্য মনে মনে লজ্জিত হল। মাধবী বুঝি তার মনের অবস্থা টের পেয়েছে! সে তাড়াতাড়ি সপ্রতিভ হয়ে বললে—"না রে, ওসব কিছু ভাবিনি। তুই আমাকে ভুল বুঝিস্ না। আমি ভাবছি, মেয়েরা বিয়ের আগে সুখে থাকে, না বিয়ের পর সুখী হয়।''

মাধবী বললে—"ঘর বর যদি দুই-ই ভাল হয় ত মেয়েরা বিয়ের পর নিশ্চয়ই সুখী হয়। কিন্তু তেমন সৌভাগ্য ক'টা মেয়ের হয়? হয়ত দেখা গেল বর ভাল হয়েছে, বাড়ীর লোকেরা ভাল নয়। নানান জ্বালা দিচ্ছে। আবার কোথাও দেখা যায়, বাড়ীর লোকেরা ভাল, বর ভাল নয়। অসচ্চরিত্র মাতাল! এ রকম ত অনেক মেয়েরই ভাগ্যে ঘটে। তবে বিয়ে ছাড়া যখন মেয়েদের পথ নেই তখন বাধ্য হয়ে সব দিক মানিয়ে সহ্য করে নিতে হয়। নইলে অশান্তির দুঃখের শেষ থাকবে না। তবে সাধারণতঃ মেয়েরা বিয়ের আগে

সুন্দর শিক্ষিত বর ও ভাল শ্বশুরবাড়ীর সুখস্বপ্নই দেখে!'

তারপর একটু থেমে মাধবী সুমিত্রাকে উদ্দেশ করে বললে, "তবে তোর কথা আলাদা। তুই যেমন অসাধারণ রূপবতী, তেমনি অতুলনীয়া গুণবতী, তেমনি উচ্চশিক্ষিতা! তুই একবার বিয়ে করব বললে, হাজার হাজার রাজপুত্তুর, ধনীর ছেলেরা ভীড় করে ছুটে এসে প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দেবে! তুই দেখিস, খুব বড়লোকের ঘরে পড়বি। তোর বরও হবে ঠিক রাজপুত্তুর। তোর বরও যেমন তোকে ভালবাসবে, তোর শ্বশুরবাড়ীর লোকেরাও তেমনি তোকে সম্ভ্রম করে চলবে! এমনি তোর রূপের মহিমা। তোর ব্যক্তিত্বও অসাধারণ!

"ভুল ভুল"—সুমিত্রার অন্তর ভিতরে ভিতরে গর্জে বিদ্রোহ করে ওঠে। মেয়েরা যতই রূপবতী গুণবতী বিদ্যাবতী হোক না কেন, যদি তারা ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ না করে, তবে তাদের সবই বৃথা। তারা ভাল ঘরও পায় না, ভাল বরও তাদের মেলে না। সুমিত্রা যদি খুব বড়লোকের ঘরে জন্মাত, প্রমথেশবাবু তাকে পুত্রবধূ করে ঘরে নিয়ে যেতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করতেন না বা কুণ্ঠিত হতেন না। এমন কি সে যদি কুরূপাও হত তা হলেও না। টাকায় তার নিকৃষ্ট রূপ চাপা পড়ে যেত। দাম্ভিক অর্থলোলুপ প্রমথেশ চৌধুরী কর্তৃক সুমিত্রার অতুল রূপরাশির উপেক্ষা, অমর্যাদা সুমিত্রা কোনদিন ভুলবে না, ক্ষমা করবে না! নীলাদ্রির উপেক্ষাও না। সে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। প্রতিশোধ নেবে সে নীলাদ্রির বিয়ের প্রীতিভোজ রাত্রে তার বাড়ীতে গিয়ে তার রূপের প্রভায় নীলাদ্রির নববিবাহিতা স্ত্রী দেবযানীকে, নীলাদ্রির মাতাকে ও বাড়ীশুদ্ধ মেয়েদের চমৎকৃত করে দিয়ে। রূপে সে সত্যই অদ্বিতীয়া। এ ধারণা তার পরীক্ষামূলক!

একদল যুবক কোলাহল করতে করতে ঘরে এসে উপস্থিত হল। মাধবীকে তারা পিঁড়িতে বসিয়ে ছাঁদনাতলায় নিয়ে যাবে। সেখানে বর বরণ আরম্ভ হয়ে গেছে।

মাধবীকে ধরাধরি করে তারা ছাঁদনাতলায় নিয়ে চলল। সুমিত্রাও সঙ্গে সঙ্গে চলল। কিন্তু ও কে? কে ঐ কন্দর্পকান্তি পুরুষ? যে বরবেশে ছাঁদনাতলায় দাঁড়িয়ে আছে? নীলাদ্রি না? হাঁ, নীলাদ্রিই ত।

সুমিত্রা বেশ ভাল করে চেয়ে দেখল।

না, দেখায় কোন ভুল নেই। ওই ত! নীলাদ্রির পিতা প্রমথেশবাবুও দাঁড়িয়ে রয়েছেন!

না, সুমিত্রা স্বপ্ন দেখছে না। যা দেখছে, তা সজ্ঞানে এবং সত্য!

কিন্তু নীলাদ্রির বিয়ে ত মাধবীর সঙ্গে নয়! নীলাদ্রির বিয়ে ত দেবযানীর সঙ্গে! প্রমথেশবাবুর পত্রে ত তাই লেখা আছে।

তবে কি মাধবীর আর এক নাম দেবযানী? কই, কোনদিন সুমিত্রা শোনেনি ত!

যাই হোক, ব্যাপারটা যা ঘটছে, তা সুমিত্রার কল্পনার অতীত, একান্ত অভাবনীয়, সুমিত্রার পক্ষে একান্ত দুর্ভাগ্যজনক মর্মপীড়াদায়ক।

মাধবী সুমিত্রার প্রিয় বান্ধবী। বান্ধবীর সৌভাগ্যে সুমিত্রা ঈর্ষান্বিতা হোল না। অন্যের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিতা হওয়া সুমিত্রার স্বভাব নয়। কিন্তু তার ভাগ্যের প্রতি বিধাতার এই নিষ্ঠুর বিচার বা পরিহাসে সে বিহ্বল স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর এক পা-ও সে অগ্রসর হতে পারল না। তার মনে হল— এখুনি সে এখান থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়ে লজ্জা অপমান ও দুরাদৃষ্টের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে বাঁচে! তার জীবন-নাট্যে এ এক অতি বড় দুঃসহ, অকল্পিত, দুঃখময় বিষাদময় অঙ্ক অভিনীত হতে সে দেখবে এখানে দাঁড়িয়ে কোন্ মনোবলে?

কিন্তু ধীরে ধীরে সে শক্তি সঞ্চয় করল। মনকে দৃঢ় করল। বাস্তব ঘটনাকে অগ্রাহ্য করল, তুচ্ছ বোধ করল। তাকে রোখবার জন্য প্রস্তুত হোল। নীলাদ্রি তার কেউ নয়। তার অন্তর থেকে বহুদিনই সে নির্বাসিত হয়েছে। যে সামান্য স্মৃতিটুকু এখনও তার অন্তরে বিরাজ করছে, তা আজ ধুয়ে-মুছে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাক।

আত্মসম্বরণ করে সুমিত্রা দৃঢ়পদে বিবাহস্থলে এগিয়ে গেল।

মায়াবী আলোর রঙীন পরিবেশ, সানাই, বাদ্য ও শঙ্খধ্বনি, কোলাহল, হুলুধ্বনি, অসংখ্য সুসজ্জিত স্ত্রী-পুরুষের সমাবেশ, ফুল, এসেন্স ও প্রসাধনের মৃদু-তীব্র-সুগন্ধ, হাস্য ও কৌতুকপ্রবাহ স্থানটিকে এক অপরূপ রঙ্গমঞ্চে পরিণত করেছে। মাধবীকে নীলাদ্রির চারিপাশে সাতবার প্রদক্ষিণ করান হোল।

এইবার মালাবদল ও শুভদৃষ্টির পালা।

হঠাৎ নীলাদ্রির দৃষ্টি এক জায়গায় প্রতিহত হয়ে ঘোর বিস্ময়ে স্থির হয়ে থাকে। তার সম্মুখে কিছুদূরে সুমিত্রা দাঁড়িয়ে রয়েছে! কিন্তু সুমিত্রা এখানে এল কি করে? নীলাদ্রি যতদূর জানে বা দেখেছে, সুমিত্রার আত্মীয় বন্ধু কেউ কোথাও নেই। সে একমাত্র ত্রিবেণী ছাড়া অন্য কোথাও কোনদিন যায়নি। ব্যাপারটা তার একেবারেই অসম্ভব অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে থাকে। তবে কি

ইনি অন্য স্ত্রীলোক, ঠিক সুমিত্রার মত দেখতে? না, তাও ত নয়! সুমিত্রার পরণের অতি সুন্দর কুম্‌কুম্‌ রঙের শাড়ীটা সে যে খুব ভালভাবেই চেনে। ঐ কাপড় পরেই ত সুমিত্রা সেদিন কাটোয়ায় অভিনয়ের পর রাত্রে তার সঙ্গে বাড়ী ফিরেছিল। হাঁ, ও সুমিত্রাই! আর সুমিত্রাকে ও খুব ভালভাবেই চেনে, এত ভালভাবে চেনে যে, সুমিত্রার রূপ ও একমুহূর্তও ভুলতে পারেনি।

এদিকে তখন মেয়েরা সোরগোল তুলেছে—"ও বর! ওদিকে কি দেখছ? কনের দিকে তাকাও না?"

অগত্যা নীলাদ্রিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কনের দিকে চাইতে হয়। কিন্তু সুমিত্রার ঐ অদ্ভুত মুখশ্রী, অমন আয়তচক্ষু, ঘন জোড়া দীর্ঘ ভ্রূ কই এতে?

নীলাদ্রির মনটা গভীর বিরাগে ভরে ওঠে।

মালাবদল ও শুভদৃষ্টিকালে নীলাদ্রি হঠাৎ এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। সে সমস্ত অনুষ্ঠানকে অগ্রাহ্য করে বরাসন হতে নেমে একেবারে সুমিত্রার নিকটে গিয়ে হাজির হয়ে তাকে সম্বোধন করে বললে—"আচ্ছা, আপনি ত সুমিত্রা দেবী? মানে ত্রিবেণীর? আপনি এখানে যে?"

নীলাদ্রির এই অদ্ভুত ঔৎকেন্দ্রিক আচরণে এত লোকের সামনে সুমিত্রা একেবারে অপ্রতিভ হয়ে গেল। কিন্তু সে মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি মৃদুস্বরে বললে—"হ্যাঁ। কিন্তু আপনি এমন করে নেমে এলেন কেন? যান যান, পিঁড়িতে যেয়ে উঠুন! লোকে কি মনে করছে?"

কিন্তু নীলাদ্রি সে কথায় কর্ণপাত না করে বললে—"তা আপনি এখানে এলেন কি করে? এঁরা কি আপনার আত্মীয়? কই একথা ত কোনদিন আপনার কাছে শুনিনি?"

সুমিত্রা তখন বহুজনসমক্ষে এই অশেষ লজ্জাকর অস্বস্তিকর পরিস্থিতির অবসান ঘটাবার জন্য তাড়াতাড়ি সংক্ষেপে মৃদুস্বরেই বললে—"মাধবী আমার বন্ধু।"

"কিন্তু আপনি আর দেরী করবেন না! যান যান, শিগ্‌গির পিঁড়েয় গিয়ে উঠুন! সবাই কি ভাবছে!"

কিন্তু নীলাদ্রি চলে গেল না। সেইখানে দাঁড়িয়েই সুমিত্রাকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল—"আপনি তাহলে আমাকে সত্য সত্যই ত্যাগ করলেন। আমার কিন্তু কোন দোষ ছিল না?"

নীলাদ্রি সুমিত্রার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এক পা-ও নড়ে না।

"বটে? সুমিত্রা নীলাদ্রিকে ত্যাগ করেছে? তাই দু দিন যেতে না যেতেই নীলাদ্রি বর সেজে অন্যকে বিয়ে করতে এসেছে! দোষ নীলাদ্রি করেনি! যত দোষ করেছে সুমিত্রা?"

সুমিত্রা সম্মুখের ঘটনা, এত লোকজনের উপস্থিতি সমস্ত একেবারে বিস্মৃত হয়ে গিয়ে ভীষণ ক্রোধে ফেটে পড়ল। সে উচ্চৈস্বরে ধমক দিয়ে বলে উঠল—"কে আপনি? আপনাকে আমি চিনি না। যান, সরে যান আমার সুমুখ থেকে! বিয়ে করতে এসে পাগলামি—।

সুমিত্রার মূর্তি বা রকম দেখে যেন ভয়ানক অপরাধ করে মার খেয়ে নীলাদ্রি সভয়ে পিছিয়ে আসে।

ওদিকে ব্যাপার দেখে সকলে বিস্ময়ে একেবারে অবাক হয়ে গেছে। এক্ষণে কয়েকজন ছুটে এসে নীলাদ্রিকে আকর্ষণ করে বরণ পিঁড়ির দিকে নিয়ে যেতে যেতে বললে—"একি কাণ্ড মশাই? বিয়ে করতে এসে নাটক সুরু করে দিলেন যে, আসুন আসুন, লগ্ন যে বয়ে যায়।"

"কে ঐ ভদ্রমহিলা?" একটা চাপা গুঞ্জনে জায়গাটা মুখরিত হতে থাকে। এদিকে কয়েকজন ছোকরা এসে সুমিত্রাকে ঘেরাও করলে—"ব্যাপার কি বলুন তো! আপনার সঙ্গে বরের আলাপ ঘনিষ্ঠতা আছে না কি? দেখে ত তাই মনে হয়! কোথায় থাকেন আপনি? আচ্ছা আপনি কি থিয়েটারে প্লে করেন? আপনাকে স্টেজে যেন কোথায় দেখেছি!"

সুমিত্রার রাগ তখনও যায়নি। সে ছেলেগুলোকে ধমক দিলে—"যান, বিরক্ত করবেন না।"

সুমিত্রা অনুষ্ঠানের কাছ হতে দূরে সরে এসে দাঁড়াল। তার উত্তেজনা এতক্ষণে কমতে সুরু করেছে! বিপুল জয়ের আনন্দে, আত্মপ্রসাদের খুশীতে তার মন ভরে উঠে বিষণ্ণতা চলে গেছে।

প্রতিশোধ! অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ সে দিতে পেরেছে। ভগবান তার মুখ রেখেছেন। তার দুঃখ অনেকখানি প্রশমিত হয়েছে। এইবার বাকী রইল প্রমথেশবাবুর বাড়ীতে গিয়ে তার রূপের দম্ভে বাড়ীশুদ্ধ লোককে চমকিত করে দেওয়া। কিন্তু সেটা আর হবে না। মাধবীকে সে ছোট করতে পারবে না। এই-ই যথেষ্ট। তবে একটা বিষয় ভেবে বা আবিষ্কার করে সে সান্ত্বনা লাভ করল; আনন্দিত হল যে, মাধবী যখন তার প্রিয়বান্ধবী, তখন এই উপলক্ষ্য করে নীলাদ্রির সঙ্গে তার প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা, তখন তার রূপলাবণ্যের কাছে

নিজের স্ত্রী ক অনেক নিকৃষ্ট ভেবে সারা জীবন নীলাদ্রির ক্ষোভ ও আপশোষের সীমা পরিসীমা থাকবে না। তবুও ঘটনার পরিস্থিতিতে লজ্জায় সে মরে যেতে লাগল। সে আর ঘটনাস্থলে এগিয়ে গেল না।

হঠাৎ 'গেল গেল' 'কি হল', শব্দে চমকিত হয়ে সুমিত্রা সম্মুখে চেয়ে সবিস্ময়ে দেখল, নীলাদ্রি জ্ঞান হারিয়ে একজনের কাঁধের উপর লুটিয়ে পড়েছে। কয়েকজন মিলে ধরাধবি করে নীলাদ্রিকে নিকটবর্তী বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গিয়ে তক্তাপোষের উপর শুইয়ে দিলে। কেউ বাতাস করতে লাগল, কেউ চোখে মুখে জল ছিটুতে লাগল, কেউ ডাক্তার বাড়ী ছুটল। উৎসব বাড়ীর বাদ্য, আনন্দ কোলাহল হঠাৎ থেমে গেল। সকলের মুখে উদ্বেগ ও আশঙ্কার ছায়া। ঘরের ভেতরে ও বাইরে অসম্ভব লোকের ভীড় জমে গেল। "বড়লোকের ছেলে, অভ্যাস নেই, সারাদিনের উপবাসের ফলে দুর্বলতায় মাথা ঘুরে গেছে"—এই মন্তব্য অনেকে করলেন, আবার অনেকে কিছুক্ষণ আগে ছাঁদনাতলায় যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তারও উল্লেখ করলেন।

ডাক্তার এলেন, পরীক্ষা করে বললেন—"হঠাৎ মানসিক উত্তেজনাহেতু মাথায় রক্ত উঠে গিয়ে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তবে ভয়ের কোন কারণ নেই, শীঘ্রই জ্ঞান ফিরে আসবে।"

"মানসিক উত্তেজনা। তবে কি ঐ মেয়েটিকে নিয়ে? কিন্তু কে ঐ মেয়েটি? দেখতে একেবারে অপরূপ নিখুঁৎ সুন্দরী। চেহারায়, সাজগোজে খুব বড় ঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়। ওর সঙ্গে ছেলের হয়ত ভাব-ভালবাসা হয়েছিল, তারপর এখানে বিয়ে স্থির হয়েছে। বিয়ের কনের চেয়ে ঐ মেয়েটি অনেক বেশী সুন্দরী, সুন্দর বরের যে কনে পছন্দ হয়নি সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। যাক্, যা হবার তা ত হয়েইছে, এখন বরের জ্ঞান ফিরে এসে ভালয় ভালয় বিয়েটা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে হয়। নইলে এত আয়োজন সব পণ্ড হবে।"—ইত্যাদি আলোচনা সমালোচনা সঙ্গোপনে লোকেরা করতে থাকে।

কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ ও নিমন্ত্রিত সকলেই বরের যথা শীঘ্র সুস্থ হয়ে ওঠবার আশায় উদগ্রীব হয়ে উঠল।

কন্যাকর্তা মাধবীর দাদামহাশয় সঞ্জীববাবু নিরতিশয় উদ্বিগ্ন মুখে চিন্তান্বিত চিত্তে ঘর-বার করতে লাগলেন।

সুমিত্রা অদূরে একটা চাঁপাগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা সব দেখছিল শুনছিল। তার কিছুক্ষণ আগের আনন্দ লোপ পেয়ে গিয়ে দুর্ঘটনা

আকস্মিকতায় সে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ উত্তেজনাবশে মাথায় রক্ত উঠে গিয়ে নীলাদ্রি যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, ডাক্তারের এই অভিমত সে লোকেদের মুখে শুনতে পেয়েছে, এবং তাকে নিয়েই যে এই বিভ্রাট লোকের মুখে মুখে আলোচিত সে কথাটাও সে শুনেছে। ছিঃ ছিঃ, নীলাদ্রি এমন দুর্বলচিত্ত! ব্যাপারটার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ দায়ী ভেবে সুমিত্রা নিজেকে অত্যন্ত অপ্রতিভ লজ্জিত অনুভব করতে লাগল। তার ভয় হল, সকলের সম্মুখে গেলে এখুনি লোকেরা তাকে দোষারোপ করতে থাকবে। আড়াল দিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে যেতেও তার সাহস হল না। এখনি হয়ত লোকগুলো দোষারোপ করতে করতে তার পিছু নেবে। অতএব শেষ পর্যন্ত কি ঘটে দেখবার জন্য সে আড়ালেই সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবতেও লাগল এই পরিস্থিতিতে তার কি কর্তব্য আছে? কিছুক্ষণ আগে মাধবীর পরিহাসছলে বলা কথাটা তার মনে হল। মাধবী বলেছিল, "তোকে দেখে আমার ভয় হচ্ছে, কি জানি আমার হবু বরমশাই না তোকে দেখে ছাঁদনাতলায় মূর্ছা যান।" হলও তাই।

হঠাৎ সোরগোল উঠল—"জ্ঞান হয়েছে! জ্ঞান হয়েছে!"

কিছুক্ষণ পরেই সুমিত্রা নীলাদ্রির গলা শুনতে পেল। প্রমথেশবাবুর সঙ্গে নীলাদ্রির বাক্‌বিতণ্ডা হচ্ছে। নীলাদ্রি দৃঢ়কণ্ঠে আপত্তি জানাচ্ছে—"এ বিয়ে আমি করব না, কিছুতেই না।"

প্রমথেশবাবু বোঝাচ্ছেন—"বিয়ে না করলে লোকেদের কাছে, সমাজের কাছে আমার মাথা হেঁট হবে। এটা কি তোমার মত শিক্ষিত ছেলের করা উচিত? নাও, চলো বিয়েয় বসবে চলো।"

নীলাদ্রি এবার আরও সজোরে দৃঢ়কণ্ঠে বললে, "না, আমি বরাবর বলেছি, এখনও বলছি, কিছুতেই আমি এ বিয়ে করব না, মরে গেলেও না। আমি এখুনি এখান থেকে চলে যাবো।"

নীলাদ্রি অবাধ্যতা দেখাতে তৎপর হয়ে ওঠে।

প্রমথেশবাবু এবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। গলার স্বর চড়িয়ে বললেন, "দেখ নীলাদ্রি, আমি অবাধ্যতা কারও কোনদিন সহ্য করিনি, তুমি ছেলে বলেও করব না। নাও, চলো, আমি যা বলছি শুনতে হবে! কোন কারো যা করলে তা বলবার নয়। এখন চলো, আর দেরী কোরো না।"

"নাও, চলো—" প্রমথেশবাবু জেদ ধরলেন।

কিন্তু নীলাদ্রি পিতার কথা গ্রাহ্যই করলে না। সে যেমন বসেছিল, তেমনি

বসে রইল। ওঠবার কোন ব্যস্ততাই দেখাল না।

প্রমথেশবাবু এবার ক্রোধে রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন। বললেন, "কি? আমার কথা গ্রাহ্য হচ্ছে না? বিয়ের লগ্ন একটু পরেই উত্তীর্ণ হয়ে যাবে, হাতে বেশী সময় নেই। আমি আর দু'মিনিট সময় দিলুম! যদি আমার কথা না শোনো, যদি আমাকে সকলের কাছে হেয় করতে চাও, যদি এই পাগলামী করে নিজের লজ্জা না থাকে, ত দূর হয়ে যাও এখান থেকে! তোমাকে আমি ত্যাজ্যপুত্তুর করব! বাড়ী থেকেও তাড়িয়ে দেবো! চলো—।"

কিন্তু নীলাদ্রি অটল, অবিচলিত। সে কিছুমাত্র ভীত না হয়ে পূর্ববৎ দৃঢ়স্বরে বললে—"আমি আপনাকে আগেও বলেছি, আবার এখনও বলছি, এ বিয়ে আমি কিছুতেই করতে পারব না, ত্যাজ্যপুত্র করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেও না। আমি ত এ বিয়ে করতে চাইনি, আপনিই তো জোর করে আমাকে এই বিয়েতে নামিয়েছেন। আমি চলে যাবো যেখানে ইচ্ছে—।"

"তাই যাও"—বলে প্রমথেশবাবু ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে ডাকলেন, "রণজিৎ—।"

একজন কৃষ্ণবর্ণ খর্বকায় যুবক এসে প্রমথেশবাবুর সম্মুখে দাঁড়াল। প্রমথেশবাবু তাকে উদ্দেশ করে বললেন—"রণজিৎ তোমাকে এই বিয়ে করতে হবে। তৈরী হয়ে নাও।"—বলে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করে বললেন—"এই ছেলেটি আমার আপন ভাগ্নে। লেখাপড়ায় এম. এ. আমার আফিস দেখে। আমি এর সঙ্গে সঞ্জীববাবুর নাতনীর বিয়ে দিতে চাই। বিয়ে পণ্ড হয়ে এ বাড়ীর বদনাম বা দারুণ ক্ষতি হয় এ আমি চাই না। আপনারা সকলে শুনুন, আজ থেকে আমার ভাগ্নেই হল আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, আমার অবাধ্য ছেলেকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করলুম! আমার কথার কোনদিন নড়চড় হয় না। বিয়ের পরই দলিল রেজিষ্ট্রি করে লেখাপড়া করে দেব!"

প্রমথেশবাবুকে প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়চিত্ত দেখাতে লাগল। তিনি পুত্রের প্রতি কোপ কটাক্ষ নিক্ষেপ করে বলতে লাগলেন—"নাও বরের পোষাক খুলে দাও! দিয়ে এখনি আমার সুমুখ থেকে চলে যাও। অবাধ্য কুলাঙ্গার কোথাকার—! নাও ওঠো—বরের পোষাক খোলো—গেঞ্জী আর আণ্ডারঅয়্যার পরে সকল লোকেদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাও।"

প্রমথেশবাবু সরোষে পুত্রের দিকে অগ্রসর হলেন। বাড়ীর লোকেরা বাধা দিল—"কি করছেন মশাই? অর্ধেক বিয়ে একজনের সঙ্গে হয়ে গিয়ে সে বিয়ে কি

আর একজনের সঙ্গে হয়? আর তা ছাড়া আপনার ছেলের সঙ্গে আপনার ভাগ্নের তুলনা? সঞ্জীববাবু কি যার তার হাতে নাতনীকে দেবার জন্য দু' লাখ টাকা খরচ করতে বসেছেন?"

প্রমথেশবাবু বললেন—"কিন্তু আমার ছেলে যে বিয়ে করতে চাইছে না। তার অমতে জোর করে বিয়ে দিয়ে আপনাদের মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট করি কেন? তার চেয়ে এই ব্যবস্থাই ভাল। আর আমার ভাগ্নেও কোন অংশে আপনাদের মেয়ের অনুপযুক্ত নয়। আর তা ছাড়া আমার সমস্ত সম্পত্তিই ত সে পাচ্ছে! আপনাদের মেয়ে সুখেই থাকবে।"

সঞ্জীববাবু এই সময় এসে বললেন—"না, তা হয় না।" সঞ্জীববাবু বলতে লাগলেন, "আমার নাতনী রূপবান স্বামীর স্বপ্ন দেখছিল, তাকে কি করে এক কুরূপ পাত্রের হাতে সমর্পণ করব? তার সারাজীবনটা বিফল, নিরানন্দ হয়ে যাবে না? আর আপনার পুত্রও যখন এ বিয়েতে ঘোর অসম্মতি প্রকাশ করলে—যা স্বচক্ষে দেখলাম, শুনলাম, তখন তার সঙ্গেও আমি আমার নাতনীর আর বিয়ে দিতে রাজী নই—হোক না সে বিয়ে অর্ধসম্পন্ন! আমার নাতনীকে আমি স্বামী সম্বন্ধে অসুখী করতে চাই না। আমার দুর্ভাগ্য, আমার নাতনীর দুর্ভাগ্য, যে এমন একটা শুভকাজে অতর্কিতে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত একটা অঘটন দুর্দৈব ঘটল! আপনি কেন জেনেশুনে আমার এই সর্বনাশ করলেন? কেন এত বড় ব্যাপারটা গোপন রাখলেন?"

সঞ্জীববাবুর স্বর করুণ বুকভাঙা আর্তনাদের মত অথচ সংকল্পে দৃঢ় শোনাল।

প্রমথেশবাবু বললেন "তা হলে সঞ্জীববাবু, যে নগদ ষাট হাজার টাকা আমায় আপনি দিয়েছেন তা ফেরৎ নিন, আর বিয়ের যাবতীয় খরচ যা আপনার হয়েছে তার একটা পুরোপুরি লিষ্ট দিন, আপনাকে আমি চেক্ লিখে দিচ্ছি! না না, আপত্তি করলে চলবে না, আমার জন্যই আপনার এই দুর্ভাগ্য। ও মেয়েটার সঙ্গে আমার ছেলের দু'দিনের আলাপ, কিন্তু ও যে এমন কাণ্ড করবে, আমার এতদূর অবাধ্য হবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি! তবে হ্যাঁ, আজ থেকে ও আমার ত্যাজ্যপুত্র!"

প্রমথেশবাবুকেও যেমন অনুশোচনা ব্যথিত বলে মনে হতে লাগল, আপন মর্যাদাহানিতে প্রতিজ্ঞায়ও তেমনি অটল দেখাতে লাগল।

একবাড়ী লোক সকলেই স্তব্ধ, স্তম্ভিত—ঘটনাটা এমনি অভাবনীয়, মর্মবেদনাদায়ক! একটা এত বড় আনন্দের অনুষ্ঠান, উৎসবের মহাসমারোহ, হাস্য, হুলুধ্বনি,

বাদ্য, কোলাহল সব মাঝপথে স্তব্ধ হয়ে একেবারে থেমে গেল। একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন ভয়ঙ্কর দানব যেন কোথা হতে ছুটে এসে বীরদর্পে উৎসব বাড়ীর সমারোহ সব ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল। আলোগুলো নীরবে জ্বলতে লাগল। একদল লোক নিমন্ত্রণ খেয়ে চলে যাচ্ছে, একদল লোক খেতে বসে ব্যাপার দেখে হাত-গুটিয়ে বসে আছে, একদল লোক প্যাণ্ডেলে বসে অপেক্ষা করছে, আরও কত আসছে, আসবে, কিন্তু সবই বৃথা হল। সঞ্জীববাবু ভগ্ন হৃদয়ে অবসন্নদেহে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। অন্দরমহলে মেয়েদের ক্রন্দনধ্বনি উঠল।

দৃঢ়পদে ভীড় ঠেলে অতুল-রূপান্বিতা সুমিত্রা অগ্রসর হয়ে এল। মুগ্ধ জনতা পথ করে দিল। সুমিত্রা কোনদিকে না চেয়ে এসে নীলাদ্রি যে ঘরে ছিল, সে ঘরে প্রবেশ করে ঘরের লোকেদের উদ্দেশ করে বললে—"আপনারা সবাই ঘর থেকে যান ত, নীলাদ্রিবাবুর সঙ্গে আমার কথা আছে।" প্রমথেশবাবুকেও বললো— "যান, আপনিও যান, ঘরে কেউই থাকবেন না। যান কেউ দেরী করবেন না।"

সুমিত্রার বলার ভঙ্গীতে এমন একটা প্রভাব-দৃঢ়তা ছিল, রূপের মহিমায় এমন একটা যাদু ছিল, যে সকলেই বিনা বাক্যব্যয়ে, তাকে দোষারোপ না করে, তার গতিকে চ্যালেঞ্জ না করে, ঘর ত্যাগ করল। সুমিত্রা দরজা বন্ধ করে দিল।

অতঃপর সুমিত্রা নীলাদ্রির নিকটে গিয়ে ডাকল— "নীলাদ্রিবাবু—!"

নীলাদ্রি সাড়া দিল না। শুধু বিষণ্ণ মুখ তুলে সুমিত্রার মুখের দিকে তাকাল। সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে "এ বিয়ে করবেন না কেন?"

নীলাদ্রি এবার কথা বললে—"না।"

"কেন না, সেইটে শুনতে চাই!"—সুমিত্রার স্বর তীব্র, দৃষ্টি ভ্রূকুটিপূর্ণ, নীলাদ্রির মুখের উপর দৃঢ়স্থাপিত।

নীলাদ্রি কিয়ৎক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—"আমি আপনাকেই হৃদয়ে স্থান দিয়েছি, সেখানে অন্য কোন মেয়ের জায়গা নেই।"

সুমিত্রা আরও তীব্র বিদ্রূপভরা ভর্ৎসনা কঠোর কণ্ঠে বললে—"বটে? তাই বুঝি দু'দিন যেতে না যেতেই আমাকে ভুলে বর সেজে অন্য মেয়েকে বিয়ে করতে এসেছিলেন? এবং আমি এখানে না এলে, আমাকে এখানে না দেখলে, এতক্ষণ দিব্যি স্বচ্ছন্দে সেই অন্য মেয়েকে বিয়ে করে বাসরঘরে মেয়ে মজলিসে বসে আনন্দ করতেন!"

নীলাদ্রি অধোমুখে নীরবে থাকে।

"কি জবাব দিচ্ছেন না যে বড় ? ঠিক তাই কি না ?"—সুমিত্রার দৃষ্টি রোষে পরিণত হয়, কণ্ঠস্বর আরও উগ্র হয়।

নীলাদ্রি কিয়ৎক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—"বিয়ে নিশ্চয়ই হয়ে যেত, কিন্তু সেটা আমার বাবার পেড়াপীড়িতেই হোত, এতে সারাজীবন আমাকে অশান্তিতেই কাটাতে হোত, মনে কোন সুখই পেতুম না। আপনি বিশ্বাস করুন !"

"আর আমার কাছে ভালমানুষ সেজে নির্দোষীতার প্রমাণ দিতে হবে না—" সুমিত্রা স্বরে তিরস্কারের গরল ঢেলে বলে। "একজন নির্দোষী মেয়ের জীবন নিয়ে, সুখ শান্তি নিয়ে ছেলেখেলা করতে আপনার লজ্জা করল না ? মনের ইচ্ছে না থাকলে কেউ কখনো জোর করে কাউকে কোন অবাঞ্ছিত কাজ করতে বাধ্য করতে পারে ? আপনি কি ছেলেমানুষ ?"

ক্রোধে উত্তেজনায় সুমিত্রা দুর্বার হয়ে ওঠে।

নীলাদ্রি উত্তর করল—"সেইজন্যই ত আর অন্যায় করলুম না। আপনি তার উপলক্ষ্য !"

সুমিত্রা পূর্বের মতই কঠিন সুরে বলল—"কিন্তু আপনি আরও বেশী অন্যায় করলেন। অর্ধেক বিয়ে সেরে—বাকি বিয়েতে অমত জানিয়ে অবাধ্য হলেন, সব পণ্ড করে দুনিয়ার লোকের নিন্দাভাজন হলেন ! ভেবে দেখুন তো, মাধবীর কি অবস্থা হবে ? হিন্দুমতে ওর কি আর কোথাও বিয়ে হবে ? অথচ ও আপনাকে ভালবাসে !"

নীলাদ্রি নিরুত্তরে থাকে। কি বলবে ভেবে পায় না।

সুমিত্রা দৃঢ়কণ্ঠে বলতে থাকে,—"আপনাকে এই ঘোর অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এই বিয়ে সাঙ্গ করতে হবে, চলুন—উঠুন—।"

সুমিত্রা কঠিন বিচারকের ভূমিকা নেয়।

নীলাদ্রি বললে—"আমি ত আগেই বলেছি একজনকে ভালবেসে আর একজনকে ভালবাসা যায় না !"

"কিন্তু এই কি তার প্রমাণ ?" সুমিত্রা বিরুদ্ধ মন্তব্য করে। "এই সুমতি নিয়ে চললে ত আর এমন অঘটন গোলোযোগ ঘটত না ? এখন একজন হতভাগ্য মেয়ের চিরতরে সর্বনাশ হতে চলেছে, একটা এতবড় বাড়ীর বংশমর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হতে চলেছে, এখন কি পিছিয়ে যাওয়া চলে ? নিন্ উঠুন, দেরী হয়ে যাচ্ছে, রাত বাড়ছে, বিয়ের অনুষ্ঠান এখনও অনেক বাকী, সময় অল্প।"

নীলাদ্রি ঘোর আপত্তি জানায়—"না না।"

"বেশ, তবে আমি এখানকার লোকেদের সব ডাকি, তারা জোর করে আপনাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিবাহ কার্য সম্পন্ন করাক—" সুমিত্রা আমনীয় দৃঢ়তা প্রকাশ করে।

নীলাদ্রি বললে—"কিন্তু তাতে লাভ কি হবে? আপনার বান্ধবী কি তাতে সুখী হবে?"

সুমিত্রা দৃঢ়স্বরে বললে—"আপনাকে তাকে সুখী করতে হবে! আপনি যদি যথার্থ শিক্ষিত জ্ঞানী বিবেচক ব্যক্তি হন, ত ভেবে দেখুন, এই আপনার এখন কর্তব্য। আপনার দোষে একজন নির্দোষ মেয়ের ভাগ্য বিড়ম্বিত হতে চলেছে। যা এখন আর হবার নয়, যাকে এখন আর পাবার নয়, তার জন্য অকারণ ভেবে লালায়িত হয়ে নিজের জীবনকে অসুখী করে বিড়ম্বিত মনে করে লাভ কি নীলাদ্রিবাবু? তার চেয়ে যা পাওয়া যায়, তাই নিয়ে সুখী হতে চেষ্টা করাই বিধেয়। এখন আলেয়ার পিছনে ছুটে শুধু ব্যর্থতাই লাভ করবেন। নিন চলুন, প্রায়শ্চিত্ত আপনাকে করতেই হবে, নতুবা নিস্তার নেই!"

নীলাদ্রি কাতর স্বরে বললে—"কিন্তু এখন ত আমি পিতৃপরিত্যক্ত, আত্মীয়-বন্ধু বিবর্জিত, এখন আমাকে আপনার বিয়ে করতে বাধা কি? এ প্রস্তাব ত আগেও আপনার কাছে করেছিলুম, পিতা, মাতা, বিষয়-সম্পত্তি, ঐশ্বর্য, সবই আমি আপনার জন্য ছাড়তে চেয়েছিলুম। আপনি কেন শুনলেন না? কেন আমাকে অন্যায় করে আমার প্রতি অবিচার করে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দিলেন? কেন, তার পরেও আমার পত্রের উত্তর দিলেন না? আমি ত আমার মনের কথা জানিয়ে আপনাকে পত্র দিয়েছিলুম! আজ যদি দেখাবার হত, দেখাতাম আপনাকে আমি কত ভালবাসি! আমি আপনাকে বরাবরই মনে-প্রাণে চেয়েছি। কেবল বাবার অবাধ্য হতে পারিনি বলেই আমার এই বিপত্তি, দুর্ভোগ! আমি আজ পৃথিবীতে একা। তবে আর আপনার আমাকে গ্রহণ করতে আপত্তি কি আছে?"

নীলাদ্রিকে অত্যন্ত করুণ দুঃখী মনে হতে লাগল।

সুমিত্রা হঠাৎ থমকে যায়। সুমিত্রা বুঝতে চেষ্টা করে, নীলাদ্রি তাকে এখনও ভালবাসে, ঠিক আগের মতই ভালবাসে! শুধু পিতার জন্যই সে ঘোর অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু নীলাদ্রির পত্র সুমিত্রা পায়নি কেন? এর ভিতর নিশ্চয়ই প্রমথেশবাবুর কোন হাত আছে। আর

নীলাদ্রির প্রতি তার সেদিনের ব্যবহার, বিবাহ-সভায় নীলাদ্রির ভাবান্তর, মূর্ছা, প্রমথেশবাবুর সঙ্গে জোর বাদানুবাদ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তবুও নীলাদ্রির এই পিতার ইচ্ছায় বাধ্য হয়ে, সুমিত্রাকে উপেক্ষা অনাদর দেখিয়ে মাধবীকে বিবাহ করতে আসার অপরাধটুকুকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারল না। নীলাদ্রি এখন সর্বস্ব ত্যাগ করে তাকে চাইলে বা উভয়ের মিলনের এখন কোন প্রতিবন্ধক না থাকলেও, নয়—তার নারিত্বজ্ঞান আত্মমর্যাদা-জ্ঞান এত বেশী। তাছাড়া, এখন সম্ভব হলেও, মাধবীকে ক্ষুণ্ণ করে, অসুখী করে, তার সৌভাগ্যকে ছিনিয়ে নিয়ে, নীলাদ্রিকে নিয়ে সুখে থাকা যায় না। মাধবীর দীর্ঘনিঃশ্বাসে তার জীবন দুঃখময় হবে। পৃথিবীশুদ্ধ লোক তাকে দোষারোপ করবে। তবে, নীলাদ্রির প্রতি তার যে দুরন্ত আক্রোশ, অসন্তোষ, প্রতিশোধবাঞ্ছা তার মনের মধ্যে জমে উঠেছিল, নীলাদ্রির ব্যাপার দেখে, তার কথা শুনে তা একেবারে অন্তর্হিত হয়ে গেল। নীলাদ্রির প্রতি তার আগের মনোভাব, ভালবাসা ফিরে আসতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু তাই বলে কি নীলাদ্রির আগ্রহাতিশয্যে জীবনের সবচেয়ে বড় স্বার্থ, শ্রেষ্ঠ কামনা সিদ্ধিকল্পে, সুযোগ বুঝে, নীলাদ্রির প্রস্তাবে তার রাজী হওয়া চলে, তাকে নিয়ে চলে যাওয়া সাজে, শোভা পায়? না মাধবীর সঙ্গে তার পুনর্বিবাহ ঘটাবার প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত? কোন্‌টা শ্রেয়, মহৎ? কোন্‌টা নিন্দনীয়, অসৎ? সুমিত্রা চিন্তা করে। যখন সবাই নিরাশ, ব্যর্থকাম হয়েছে, তখন প্রিয় বান্ধবীর হিতার্থে নীলাদ্রিকে এ বিয়েতে পুনঃ রাজী করাবার ভার মাথায় নিয়ে সে দৃঢ়চিত্ত হয়ে ভীড় ঠেলে এ ঘরে প্রবেশ করেছে। তারই জন্য একটি মেয়ের জীবন চিরতরে দুঃখের নৈরাশ্যের অতল অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে, উৎসব বাড়ীতে এক বহু আত্মীয়-পরিজন দাস-দাসী পরিবৃত ধনী পরিবারে নিরানন্দের ক্রন্দন রোল উঠেছে, তাকে এই বিভ্রাট দুর্দৈবের উপলক্ষ্য করে সকলে ধিক্কার দিচ্ছে বাড়ীশুদ্ধ লোক, সমবেত জনতা তাকে অপ্রীতিকর নয়নে দেখছে। এ কলঙ্ক, এ দুর্নাম, এ দুর্নিবার লজ্জা তাকে স্খালন করতেই হবে। মহীয়সীর ভূমিকা তাকে নিতে হবে! নিন্দিতা থেকে তাকে গৌরবান্বিতার পর্যায়ে পদার্পণ করতে হবে।

পরার্থপরতায় সুমিত্রা সুদৃঢ় হল। একটু গাম্ভীর্যপূর্ণ হাসি হেসে সে নীলাদ্রিকে বললে—"কিন্তু একজনের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তার ক্ষোভ, দীর্ঘনিঃশ্বাস, অভিশাপ মাথায় নিয়ে কি সুখী হওয়া যায়? যে অভিশাপের ভয়ে আপনাকে আমি পরিত্যাগ করেছিলুম, ঠিক সেই অভিশাপের ভয়েই আজ আমি আপনার প্রস্তাবে রাজী হতে পারলুম না নীলাদ্রিবাবু! তাছাড়া এখন আইনতঃ আপনার

উপর মাধবীর সম্পূর্ণ অধিকার। অন্যায় করে বে-আইনি করে তাকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার, আমার প্রিয় বান্ধবীকে অসুখী করবার দুরভিসন্ধি- হীন মনোবৃত্তি আমার নেই। আর তাছাড়া, সবচেয়ে বড় কথা, আপনার উপর আমি আস্থা হারিয়েছি। আপনাকে আমি আর আগের সে সম্মানের চোখে ভালবাসার চোখে দেখতে পারছি না।"

তারপর নীলাদ্রির হাত ধরে আকর্ষণ করে বললে—"নিন উঠুন, চলুন। রাত হয়ে যাচ্ছে, বিয়ে সম্পন্ন করে আমার ভগিনীকে দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করুন, একটা বিপন্ন পরিবারকে বিপদ মুক্ত করুন। নিন্ উঠুন—চলুন—।"

সুমিত্রা নীলাদ্রিকে আকর্ষণ করতে থাকে।

নীলাদ্রি রুষ্ট হয়ে বাধা দিতে দিতে বললে—"না না, পারব না, কিছুতেই পারব না। আপনি আমাকে না চাইলেও না। ছাড়ুন, আমি চলে যাব। যেখানে ইচ্ছা চলে যাব।"

কিন্তু সুমিত্রা তখন বিকট উত্তেজনায় আত্মহারা। সে উত্তেজনা নিজের স্বার্থবলিদানে, পরের উপকার সম্পাদনে, জনসাধারণের কাছে নিজ কলঙ্ক মুক্তির প্রয়াসে। সে প্রবল দৈহিক শক্তিতে নীলাদ্রিকে আকর্ষণ করতে করতে উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগল—"না, আপনাকে ছাড়ব না—কিছুতেই ছাড়ব না। এ বিয়ে আপনাকে করতেই হবে। অবাধ্য হলে এখুনি লোক ডাকব, বাইরে সবাই প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাল চান ত চলুন, শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তির পরিচয় দিন, মানবতার পরিচয় দিন—আসুন—।"

সুমিত্রা শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে নীলাদ্রিকে টানতে থাকে। তার বীরাঙ্গনার মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মূর্তি দেখে, তার ভর্ৎসনা, উপদেশাবলী শুনে, তার প্রতি সুমিত্রার ঘোর অনাস্থা প্রস্তাব শুনে, তার ভীতিপ্রদর্শনে, তার দুর্বার আকর্ষণে বিহ্বল হয়ে শক্তি হারিয়ে অসহায়ের মত নীলাদ্রি সুমিত্রার হস্তে নিজেকে সমর্পণ করলে।

সুমিত্রা দরজা খুলে নীলাদ্রিকে সবলে আকর্ষণ করতে করতে ভীড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। এক অসামান্যা রূপসী যাদুকরী যেন এক বলদৃপ্ত সিংহকে যাদুগ্রস্তভাবে বশীভূত করে ক্রীড়াভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। সমগ্র জনতা অভিভূত হয়ে নির্বাক দৃষ্টিতে সুমিত্রার কার্যকলাপ দেখতে থাকে।

সম্প্রদানের জায়গায় পুরোহিত মহাশয়রা স্ব-স্ব আসনে বসে ঢুলছিলেন। মাধবী আপাদমস্তক বসনাবৃত করে এক বর্ষিয়সী মহিলার কোলে মাথা রেখে

শুয়েছিল সঞ্জীববাবু একটা চেয়ারে নির্জীবের মত ম্রিয়মান হয়ে বসেছিলেন। বাড়ীর মেয়েরা সকলেই বিষণ্ণ মৌন। প্রতিবেশী মেয়েরা তখনও চলে না যেয়ে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

সুমিত্রা নীলাদ্রিকে সেখানে এনে হাজির করে সঞ্জীববাবুকে সম্বোধন করে বললে—"এই নিন্ দাদু। নীলাদ্রিবাবুকে এনেছি, উনি রাজী হয়েছেন, এবার বাকী বিয়েটা সেরে ফেলুন।"

অতঃপর সুমিত্রা পুরোহিত মহাশয়দের সজাগ করে দিয়ে, মাধবীকে টেনে তুলতে তুলতে বললে—"এই মাধবী, ওঠ ওঠ—বিয়ে এখনও শেষ হয়নি! এই নে, তোর বরকে এনেছি! অমন করে চেয়ে কি দেখছিস? নীলাদ্রিবাবু রে? চিনতে পারছিস না? স্বপ্ন নয় রে, সত্যি! দে, গলায় মালা দে—।"

তারপর নিকটে দণ্ডায়মান বিস্ময়াভিভূত ভদ্রলোকেদের সম্বোধন করে বললে—"আপনারা ফুলের মালা কিনে আনুন তো, আবার নতুন করে মালা বদল হবে।"

পুরোহিতদের নির্দেশ দিল—"পুরুতমশাইরা আপনারা তৈরী হন।" বলে সেইখানে রাখা একটা শাঁখ হাতে নিয়ে সজোরে বাজিয়ে দিলে।

অভিভূত নীলাদ্রি নিশ্চল হয়ে সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে তার কাযকলাপ দেখতে থাকল।

আবার সানাই বেজে উঠল। হুলুধ্বনিতে, হাস্যে, আনন্দ কোলাহলে, বাদ্যধ্বনিতে, নিমন্ত্রিতদের আদর আপ্যায়নে, খাওয়ানর তত্ত্বাবধানের গোলমালে বিবাহবাড়ী পুনরায় মুখর হয়ে উঠল।

রাত্রি দেড়টা। বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেছে। নীলাদ্রি কোনরকম অসাধ্যতা দেখায় নি, বেশ শান্তভাবে সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করেছে। নীরব হয়েছে সানাই, শঙ্খ, বাদ্য, কোলাহল। নিমন্ত্রিতেরা পরিতুষ্ট হয়ে চলে গেছে। উৎসব-বাড়ী এক্ষণে স্তব্ধ। কেবল আলোকমালা অপ্রশমিত জ্যোতিতে প্রভা বিকীর্ণ করে উৎসব সমাপ্ত বিবাহবাড়ীর সাক্ষ্য দিতেছিল। শেষ পর্যন্ত খুসী হয়েছেন সঞ্জীববাবু, খুসী হয়েছেন প্রমথেশবাবু, সমস্ত ঘরবাড়ী, দালান, বৈঠকখানা সুপ্ত ও শায়িত আত্মীয়কুটুম্বে ভরা। কোথাও জায়গা না পেয়ে ঘুরতে ঘুরতে, অবশেষে উভয়ে দ্বিতলের বারান্দার এক কোণে একটা শূন্য খাটিয়া আবিষ্কার করে এসে বসে বিশ্রম্ভালাপ এবং সেই সঙ্গে এই অদ্ভুত রূপবতী গুণবতী ও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না নারী সুমিত্রার অসাধারণ কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে

তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। চারতলার সবচেয়ে বড় ঘরটায় বাসরের উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সেখানে বর-কনেকে ঘিরে বহু তরুণী, মহিলা, বর্ষিয়সী, তরুণ, বালক-বালিকারা জমায়েত হয়ে আনন্দে মেতে উঠেছিল। তাদের উচ্চ হাস্যকৌতুক-প্রবাহ নীচে অবধি ভেসে আসছিল।

সুমিত্রা দ্বিতলে মাধবীর শয়নকক্ষে শয্যার উপর গভীর নিদ্রায় নিমগ্না। স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এক বিপন্ন পরিবারের অশেষ উপকার সাধিত করে এক অনির্বচনীয় আনন্দে মন তার পরিপ্লুত, শান্ত।

নীলাদ্রি এসে মৃদুস্পর্শে তাকে জাগিয়ে তুলল—"উঠুন, উঠুন—আর কত ঘুমোবেন?"

নীলাদ্রির গলার স্বরে ও স্পর্শে ঘুম ভেঙে গভীর আশ্চর্যে ত্বরিতে উঠে বসে চক্ষু মার্জনা করতে করতে সুমিত্রা বললে "কি ব্যাপার? সকাল হয়ে গেছে নাকি?"

সুমিত্রা পূর্বদিকের খোলা জানালার দিকে চাইলে।

নীলাদ্রি হাসতে হাসতে বললে—"না না, রাত্রি দুটো বাজতে এখনও কুড়ি মিনিট বাকী। সে যাই-ই হোক, আপনার এখন আর ঘুমানো হবে না!"

"মানে?"—সুমিত্রা কৌতূহলী স্থির দৃষ্টিতে নীলাদ্রির দিকে তাকায়। পরণে সুন্দর ধুতি, সুন্দর পাঞ্জাবী, ললাটে চন্দনের ছোপ, হাতে সোনার ব্যাণ্ডে সোনার ঘড়ি, হীরের আংটি—নীলাদ্রি অতি বড় সুপুরুষ!

আর নীলাদ্রি একদৃষ্টে দেখছিল সুমিত্রাকে—সুমিত্রা একেই ত অসামান্য সুন্দরী, তার উপর তার আজকের এই অপরূপ রূপসজ্জায়, বসনে-ভূষণে তাকে মনে হচ্ছিল যেন গল্পে-পড়া আরব্য রজনীর এক অপরূপ রূপবতী মোহিনী ঐন্দ্রজালিকা!

কিন্তু বৃথা উভয়ের প্রতি উভয়ের এই মোহ, বিস্ময়, আকর্ষণ! এই মোহ বিস্ময় ও আকর্ষণকে চিরতরে বিসর্জন দিতে হবে। ভুলতে হবে দু'জনে দু'জনাকে। এই বুঝি শেষ দেখা। নীলাদ্রি আজ বিবাহিত। সে এখন সম্পূর্ণ অপরের। তার সমস্ত প্রয়োজন, কামনা, বাসনা, সুখ, মোহ, ভালবাসা, পরিতৃপ্তি এখন মাধবীকে অবলম্বন করে। সুমিত্রা তার কেউ নয়। সুমিত্রার সঙ্গে নীলাদ্রির গোপন সাক্ষাৎ, আলাপ, ঘনিষ্ঠতা সমাজ-নিন্দিত। তাতে শুধু নীলাদ্রির অন্তরে বাড়বে জ্বালা, অশান্তি, অতৃপ্তি।

আর সুমিত্রাকে চলে যেতে হবে ত্রিবেণী ছেড়ে দূরে, বহু দূরে। নীলাদ্রির

দৃষ্টির অন্তরালে। যেখানে গেলে নীলাদ্রির সঙ্গে তার দেখা হবার আর কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। একটা গানের অংশ সুমিত্রার অন্তরে গুমরে উঠতে থাকে—"আমি লুকাতে চলিনু আঁধার ভুবনে—।"

একটু পরে নীলাদ্রি বললে—"চলুন, আপনাকে বাসরে গান গাইতে হবে। একঘর লোক আপনার গান শোনবার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আপনার সঙ্গীত মহিমার কথা সবাই শুনেছে। আমি তাদের কথা দিয়ে এসেছি আপনাকে নিয়ে যাব বলে "

"না, গান আজ গাইতে পারব না, মুড্ নেই, তাছাড়া বড় ক্লান্তি লাগছে" —বলে সুমিত্রা আলস্যভরে আবার শোবার উদ্যোগ করতেই নীলাদ্রি তাকে বাধা দিয়ে ধরে ফেলে বললে,—"না-না, শুলে হবে না, লক্ষীটি, চলুন—গান আজ অন্ততঃ একটাও গেয়ে শোনাতে হবে, আমি সবার কাছে আপনার অপরূপ গান ও গলার প্রশংসা করেছি। কষ্ট হবে আপনার বুঝতে পারছি, তবুও আপনাকে না নিয়ে গিয়ে ছাড়বো না—নিন্, উঠুন্ উঠুন, চলুন—।"

নীলাদ্রি সুমিত্রাকে ধরে টানাটানি করে।

নীলাদ্রির স্পর্শে সুমিত্রার শরীরে রোমাঞ্চ জাগে, বিহ্বলতা জাগে। কিন্তু সে মুহূর্তেই আত্মসম্বরণ করে কপট বিরক্তিতে ভর্ৎসনাপূর্ণ ভ্রূকুটিতে নীলাদ্রির দিকে চেয়ে বলতে থাকে—"আঃ, কি বারবার আমার গায়ে হাত দিচ্ছেন বলুন তো? অমনি দূর থেকে দাঁড়িয়ে ডেকে কথা বলতে পারেন না? আপনি এখন না বিবাহিত! স্ত্রী ছাড়া অন্য মেয়ের গায়ে অমন করে হাত দিতে আসা একজন চরিত্রবান পুরুষের পক্ষে লজ্জাজনক নিন্দনীয়। ছাড়ুন!"

নীলাদ্রি থতমত খেয়ে সুমিত্রাকে ছেড়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব লাভ করে বললে—"বাঃ আপনার গায়ে হাত দেবার অবাধ অধিকার যে আমার এসে গেছে, তা বুঝি জানেন না?"

নীলাদ্রি মৃদু মৃদু কৌতুক হাসি হাসতে থাকে।

"কি রকম?"—সুমিত্রা নীলাদ্রির দিকে চেয়েই থাকে—তার চক্ষে এক্ষণে অদম্য কৌতূহল, অন্তরে অসীম উৎকণ্ঠা।

নীলাদ্রি বিজ্ঞের মত ভঙ্গী করে বলে—"আপনি আমার স্ত্রীর প্রিয়বান্ধবী, সুতরাং শ্যালিকাপদবাচ্যা, সেই সম্পর্ক ধরে আপনার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করবার, আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার, এমন কি প্রয়োজন হলে আপনাকে স্পর্শ করবার অবাধ অধিকার আমার অন্যদিক দিয়ে এসে গেছে। আর তাছাড়া—।"

নীলাদ্রি বলতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করে যায়।

সুমিত্রার কৌতূহল বাড়ে। ব্যথিত অন্তরে বুঝি একটু সান্ত্বনার প্রলেপ পড়ে, তার বিষাদের নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে বুঝি একটু আলোর ঝিলিক দেখা দেয়। নীলাদ্রির মুখের দিকে চেয়েই জানতে চায় "তা ছাড়া— ?"

নীলাদ্রি এবার দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। নির্ভীক কণ্ঠে বলে—"আপনি আমার জীবনে যা অপূরণীয় ক্ষতি করলেন, এই সম্পর্কের সূত্র ধরে তার ক্ষতিপূরণ আদায়ের সাধ্যমত চেষ্টা করব। এই ধরুন না, আপনাকে নিতে এসেছি—আপনি অনিচ্ছা প্রকাশ করছেন, আপনি যদি না যান, ত আপনি যেমন আমাকে অনিচ্ছায় জোর করে টেনে নিয়ে বিবাহ-সভায় নিয়ে গিয়েছিলেন, আমিও আপনাকে টানতে টানতে বাসর ঘরে নিয়ে যাব। এখন থেকেই শোধ নেওয়ার সুরু হবে।"

নীলাদ্রি হাসতে থাকে।

সুমিত্রা নীলাদ্রিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে দেখতে থাকে। তারপর বলে—"কিন্তু দুধের স্বাদ ঘোলে মিটবে কি ?"

সুমিত্রা সহসা পরিহাসপ্রিয়া হয়ে ওঠে।

নীলাদ্রি উত্তর দেয়, "তবু যতখানি সম্ভব মেটাবার ব্যবস্থা করব ত।"

সুমিত্রা কিছুক্ষণ নীরবে নতমুখে থেকে, মুখ তুলে নীলাদ্রির দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে বললে—"কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি করলে কান মলে শাস্তি দেবো বলে রাখছি—।"

নীলাদ্রি কপট দুঃখ প্রকাশ করে বললে—"হায় রে, শেষে আদরের পরিবর্তে কান মলা।"

উভয়েই উচ্চ হাস্য করে উঠল। সুমিত্রা বেদনা ভুলে বেশ খুশী হয়ে উঠল।

"কি রে, ব্যাপার কি তোদের বল ত! আমরা ওখানে সবাই হাঁ করে বসে আছি, আর তোরা এখানে দিব্যি জমাচ্ছিস! অত হাসি কিসের ? তা নে না বাবা তোর প্রেমকরা বরকে ফিরে, আমায় কেন ফ্যাসাদে জড়ালি ?"—মাধবী ঘরে এসে প্রবেশ করে সুমিত্রাকে উদ্দেশ করে বললে। নববধূর রূপসজ্জায় তাকেও বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। নীলাদ্রিকে স্বামীরূপে পেয়ে তার মুখ আনন্দে উছলে পড়ছিল, সুমিত্রার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার চক্ষু ছল্ ছল্ করছিল।

সুমিত্রা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—"না রে, তোকে দিয়ে দিয়েছি। নইলে ত আজকেই নিয়ে উধাও হতুম, এমন সুযোগ ছাড়তুম না। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা

করেছি বড়লোকের ছেলেকে কিছুতেই বিয়ে করব না—তা সে হোক না কেন রাজপুত্তুর। অতএব তুমি নীলাদ্রিবাবুকে নিয়ে সুখে থাক, আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ বা দুঃখ নেই। তা বলে ভাই তোর বরের সঙ্গে যদি একটু হাসি, কথা কই, ঠাট্টা তামাসা করি, তুই যেন কিছু মনে করিস না।"

"তুই যা খুশী কর না ভাই, আমি কিছু মনে করব না। আমি সদাই ভাবব, ও তোরই! কিন্তু এখন চল দেখি, ওখানে সবাই তোর গান শোনবার জন্য বসে আছে।" বলে মাধবী সুমিত্রাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

বাসরে আজ সুমিত্রা একেবারে মনপ্রাণ ঢেলে গান গাইলে। এমন করে গান বুঝি এর আগে সে আর কোনদিন গায়নি। আজিকার গানই বুঝি শেষ গান! একখানি গান যেমন মিলনের আনন্দে উতল, আর একখানি গান তেমনি বিরহের বিষাদে আকুল। সঙ্গীতের সুমধুর মূর্ছনা সারা ঘরকে ধ্বনিত করে এক অপরূপ মোহ বা স্বপ্নাবেশের সৃষ্টি করলে। শ্রোতারা বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে বসে রইল। বাইরে তখন সহরের অগণিত হর্ম্যচূড়ার মাথার উপর পশ্চিমাকাশে শেষ রজনীর চাঁদ ধীরে ধীরে ঔজ্জ্বল্য হারাচ্ছে। উদ্যানের সারি সারি ঝাউগাছের তলায় আলো ছায়ার লুকোচুরি, অদূরে লেকের মায়া। কিন্তু প্রকৃতির এই সমস্ত নীরব সৌন্দর্য সুমিত্রার সুললিত গানের সুরের কাছে মাধুর্যহীন ম্রিয়মান! পাশের বাড়ীর লোকেরা ঘুম ভেঙে উঠে বিমুগ্ধ চিত্তে এই গান শুনতে লাগল।

ক্রমে গানে গানে রজনী অতিবাহিত হয়ে গেল, ঊষার পূর্বাকাশে উদয়ের স্বর্ণজ্যোতি ফুটে উঠে সেই রশ্মিরেখা বাতায়ন পথে প্রবৃষ্ট হয়ে কক্ষস্থ নিওন আলোর সঙ্গে মিশে গৃহমধ্যে এক বিচিত্র বর্ণালীর সৃষ্টি করল। সেই আলোয় স্নাতা গীতবতী অসামান্য অঙ্গসৌষ্ঠবশালিনী সুমিত্রা, সকল দর্শকের চোখে এক অপরূপ মোহ বিস্ময়! রাশি রাশি উৎসবের ফুল ও মালা রাত্রির ব্যাপকতায় বিশুষ্ক বিমলিন হয়ে উঠছে, দিনের আলোয় বাসর কুঞ্জের গান এখনি থেমে যাবে। মুগ্ধ দর্শক যেমন শেষ অঙ্কে সারা অভিনয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ রূপবতী অভিনেত্রী বা গায়িকা নর্তকীকে আরও কিছুক্ষণ প্রাণভরে দেখে নেবার জন্য অভিনয়ের দীর্ঘতা কামনা করে, তেমনি নীলাদ্রি সুমিত্রাকে চোখের দেখা থেকে বঞ্চিত হবার শেষ হারাবার উদ্বিগ্নতায় কামনা করছিল বাসর আরও কিছুক্ষণ চলুক। তার বিষণ্ণতায়, মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টি সারাক্ষণই সুমিত্রার উপর নিপতিত।

সুমিত্রা তখন একমনে গাইছে "হেথা মলিন কুঞ্জে থেমে গেছে গান, কুসুমের হাসি চির অবসান—"

অবশেষে বাসর শেষ হল।

এবার বর বিদায়ের পালা। বর-বধূর যাত্রার আয়োজনের সোরগোলে, বর-কনের আশীর্বাদের ব্যস্ততায়, আত্মীয় ও দর্শকদের ভীড়ে ও আনন্দাশ্রুর উতরোলে শঙ্খ ও বাদ্যধ্বনিতে বাড়ীখানি আর একবার মুখর হয়ে উঠল।

একটি নির্জন প্রকোষ্ঠে সুমিত্রা চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, নীলাদ্রি এসে দাঁড়াল।

"এ কি? এখুনি চলে যাচ্ছেন যে"—নীলাদ্রি বিস্ময়ে প্রশ্ন করে। সুমিত্রা তার সুটকেশে জিনিসপত্তর ভরে সুটকেশ বন্ধ করতে করতে নীলাদ্রির প্রতি স্থির কটাক্ষে চেয়ে বললে—"কেন? আরও কি থাকতে বলেন না কি?"

সারারাত্রির জাগরণে ও পরিশ্রান্তিতে সুমিত্রার দীর্ঘ আয়ত আঁখির কোলে ঈষৎ কালিমা, সেই নিদ্রা-বিজড়িত কজ্জল লাঞ্ছিত ঢুলুঢুলু নয়নের চকিত কটাক্ষে নীলাদ্রি যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল।

অতি সত্বর নীলাদ্রি নিজেকে সম্বরণ করলে।

সুমিত্রা স্থির কটাক্ষে নীলাদ্রিকে দেখতে দেখতে অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললে, "আচ্ছা, বাসরে সারাক্ষণ আমার দিকে অমন করে সভ্যতার সীমা ছাড়িয়ে নির্লজ্জের মত তাকাচ্ছিলেন কেন? সকলে কি মনে করলে বলুন তো? ছিঃ ছিঃ, আপনি ত এমন অমানুষ কোনদিনই ছিলেন না?"

সুমিত্রা চক্ষু দিয়ে নীলাদ্রিকে ভর্ৎসনা করতে থাকে। আগে যেমন করত। যেন আজও নীলাদ্রি তার নাগালের মধ্যে! যেন কোনও আকস্মিক দুর্দৈব তাদের পৃথক করেনি! যেন নীলাদ্রি সুমিত্রার উপর কোন অসভ্যতা করেছে!

মুহূর্তের জন্য নীলাদ্রি লজ্জায় মাথা নত করলে, তারপর মুখ তুলে সুমিত্রার দিকে চেয়ে নির্ভীক আবেগে বললে—"আপনাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে ভালবেসেছিলুম। এমন সুন্দরী জীবনে দেখবো না! আপনারই স্নেহ করুণায় প্রশ্রয়ে সাহসী হয়ে আপনাকে পাবার জন্য আপনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলুম, কিন্তু বিধাতা বাধ সাধলেন। আপনাকে চিরদিনের মত হারালুম। কিন্তু আপনার প্রতি আমার অনুরাগ বেঁচে রইল। আমাকে দোষী বলে আপনি গ্রহণ করলেন না, তবুও আপনি যে আমাকে একদিন চেয়েছিলেন, এই চিন্তাই এখন আমার গভীর দুঃখে সান্ত্বনা হবে। আমাদের হয়ত আর দেখা হবে না, আপনি নিজে হতে না বললে আর কোন দিনই আমি যাব না, কিন্তু তাতেই কি আর সে আগের আনন্দ ফিরে আসবে? তাই আপনাকে শেষ দেখা দেখে নিচ্ছিলুম। হয়ত

অশোভনীয়তা অনেকখানিই প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু নিজগুণে ক্ষমা করবেন।"

নীলাদ্রির স্বর গভীর মর্মবেদনায় অবরুদ্ধ হয়ে গেল। একটা বিষণ্ণ নীরবতা কক্ষমধ্যে বিরাজ করতে লাগল।

সুমিত্রা কোন কথা না বলে নীরবে নতমস্তকে সুটকেশটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

গতকাল রাত্রে তার মধ্যে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন পরিবর্তন ঘটে গেছে। সে নীলাদ্রির প্রতি নির্দয় প্রতিশোধ গ্রহণ বাঞ্ছায় দুর্বার হয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছিল। এখানে নীলাদ্রিকে যে এভাবে দেখতে পাবে কল্পনাও করেনি। কিন্তু এখানকার ঘটনাচক্র তার সেই মনোভাবকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। নীলাদ্রিকে সে যতখানি দোষী ভেবেছিল, সে যে ততখানি নয়, তার পিতাই যে এই অনর্থের মূল, তা প্রত্যক্ষ করে নীলাদ্রির প্রতি তার সেই আগেকার মোহ ভালবাসা ফিরে আসতে আরম্ভ করেছে! বরবেশে নীলাদ্রি কি অপরূপ সুন্দর! এমন সুন্দর নীলাদ্রিকে সে এর আগে দেখেনি!

কিন্তু এতে তার লাভ?

লাভ তার হয়েছিল। সুযোগ এসেছিল। অপূর্ব সুযোগ। তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হত, যদি সে নির্মম নিষ্ঠুর হৃদয়হীন বিবেচনাহীন হয়ে, পরের দুঃখে, বিপদে করুণাময়ী না সেজে, বিবাহসভায় পিতৃপরিত্যক্ত, তার প্রতি একান্ত অনুরক্ত, তার হাতে আত্মসমর্পণে উদ্যত নীলাদ্রিকে নিয়ে লোকলজ্জা অগ্রাহ্য করে সভা ত্যাগ করত! কিন্তু কর্তব্যবোধে, স্বার্থত্যাগের মানবতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের দৃঢ় সংকল্পে, একজন নির্দোষী নিরপরাধিনীর চির মনস্তাপের কারণ না হবার উচ্চ মনোবলে, সে স্বেচ্ছায় সে সুযোগ, স্বার্থ, অযাচিত সৌভাগ্যকে পরার্থে বিসর্জন দিলে—তার অন্তরতম দয়িত নীলাদ্রিকে চিরদিনের মত অন্যের হাতে সঁপে দিলে!

এখন অধীরতা দেখালে চলবে না। তাকে এ আকর্ষণ, এ স্মৃতি ভুলতে হবে—ভুলতে হবে সুখ, ভুলতে হবে যৌবনের আনন্দমত্ততা, প্রেমের হাসি-খেলা। অসীম ধৈর্য অবলম্বন করে, অন্তরে দুঃখের চিতা জ্বালিয়ে, অসুখী, নিরানন্দ উদাসীন জীবন যাপন করতে হবে।

এই-ই তার নিয়তি!

নীলাদ্রি আবার কথা বললে। "যে জন্য দেখা করতে এসেছিলুম—আপনাকে বলতে সাহস পাচ্ছি না। একেবারে তৈরী হয়েছেন যাবার জন্য। তবুও বলছি

এবং অনুরোধ করছি, যদি এখন ত্রিবেণী না গিয়ে দয়া করে আমাদের বাড়ীতে আমাদের সঙ্গে যান এবং সেখানে দু'দিন থেকে, কাজ মিটলে, তারপর ত্রিবেণী যান ত বড় খুসী হই। কি আনন্দেই না দু'দিন কাটবে? মাধবীর ত আনন্দের সীমা থাকবে না!"

কিন্তু ততক্ষণে সুমিত্রা নিজেকে দৃঢ় করে নিয়েছে। না, সে আর লোভ, মোহ আকর্ষণের বশীভূত হবে না। পরের আনন্দবর্ধন করতে যেয়ে নিজে নিরানন্দে অভিভূত হতে পারবে না। আর সে পরোপকার করতে পারবে না। যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ দেখিয়েছে। নীলাদ্রি তার কে? এখন আর কেউ নয়।

সে নীলাদ্রির প্রতি অনাসক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে—"যেতে পারলে আমিও খুসী হতাম নীলাদ্রিবাবু, কিন্তু জানেন ত অফিসে আমার কাজের অবস্থা! একবেলা কামাই করলে চলে না। জানি না, এতক্ষণে সেখানে কি বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে! মাধবী আমার প্রিয় বান্ধবী, তাই অত অসুবিধাতেও এসেছিলুম। এই দশটার ট্রেন ধরতেই হবে। আপনার অনুরোধ রাখতে পারলাম না। মাপ করবেন।"

নীলাদ্রি মুখ ম্লান করে বললে—"আপনি যাবেন না আমি জানি!"

নীলাদ্রির দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল, এবং সুমিত্রা তা টের পেল।

সারাক্ষণই ঘরে একটা বিষন্ন নীরবতা বিরাজ করছিল।

নীলাদ্রি আরও কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে বললে—"আবার কবে দেখা হবে?"

নীলাদ্রির স্বর গভীর হতাশা ও মিনতিপূর্ণ।

সুমিত্রা হঠাৎ দ্রবীভূতা হয়ে গেল। নিজের প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে বললে—"এখনই যাবেন?"

"হ্যাঁ, ভাল কথা, আপনাদের বৌভাত ফুলশয্যা মিটলে মাধবীকে নিয়ে একদিন আমার ওখানে যাবেন? নিমন্ত্রণ করে গেলাম। কেমন?"

সুমিত্রা স্মিতহাস্যে নীলাদ্রির দিকে তাকাল।

নীলাদ্রি নীরবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

"আচ্ছা, চলি, গুডবাই"—বলে সুমিত্রা হাতঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে সুটকেশটা তুলে নিয়ে ঘর হতে বার হয়ে গেল।

নীলাদ্রি সেইখানেই বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একদল মেয়ে এসে নীলাদ্রিকে গ্রেফতার করলে। একজন বললে—"বাঃ

জামাইবাবু, আমরা আপনাকে চারদিক খুঁজে বেড়াচ্ছি আর আপনি এখানে এসে আড্ডা জমাচ্ছেন? চলুন নীচে, আপনাকে সবাই খুঁজছে; আচ্ছা জামাইবাবু, আপনি দিদিকে বিয়ে করলেন, আবার ঐ মেয়েটার সঙ্গেও প্রেম করবেন?"

নীলাদ্রির মন ভাল ছিল না, সে বিরক্ত হল। ঈষৎ অসন্তোষপূর্ণ কণ্ঠে বললে—"উনি একজন উচ্চশিক্ষিতা ভদ্রমহিলা। ওঁর সম্বন্ধে আমি সকলকে সসম্ভ্রমে কথা বলতে অনুরোধ করছি।"

নীলাদ্রির বৌভাতে বিপুল সমারোহ হল। কলকাতা সহরের ও তার আশপাশের বহু ধনী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন। বাড়ীর গেট থেকে রাস্তার বহুদূর পর্যন্ত অসংখ্য মোটর গাড়ী দাঁড়িয়ে গেল। আলোকসজ্জায়, বাদ্যে, কোলাহলে, উৎকৃষ্ট ভোজ্যবস্তুর সৌগন্ধে সুকিয়া স্ট্রিটের সবচেয়ে মাথা উঁচু শ্বেতবর্ণের প্রাসাদোপম অট্টালিকাটি পথচারী ও স্থানীয় লোকদের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

অগণিত উপঢৌকন, মণিমাণিক্য ও পুষ্পের মধ্যে মাধবী ছিল সেদিন সকলের প্রধান দ্রষ্টব্য আকর্ষণ, তাকে দেখবার জন্য অবিরত অভ্যাগতদের জনতা। তাকে ঘিরে অসংখ্য নারীর জটলা। কিন্তু এই আনন্দ উৎসবে নীলাদ্রি সুখ বা শান্তি পাচ্ছিল না। তার মন সর্বদাই সুমিত্রার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছিল। এত আনন্দ উচ্ছ্বাস, এত জনসমাগম, তাকে নিয়ে সকলের বিস্ময়, বন্ধুদের পরিহাস চপলতা, কিছুই তার ভাল লাগছিল না। যদি সুমিত্রার সঙ্গে আর তার না দেখা হত, তাহলে হয়ত সে এই বিয়েতে, সুমিত্রার তার প্রতি কঠোর আচরণের বিরুদ্ধে অনেকখানি সন্তোষ বা সান্ত্বনা লাভ করত, নিজের বিবাহ উৎসবে এতখানি উদাসীন থাকত না। কিন্তু বিবাহসভায় সুমিত্রাকে অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখে তার আকর্ষণ মোহ আবার পূর্ণমাত্রায় সুমিত্রার দিকে ধাবিত হয়েছে। এত সুন্দর সে সুমিত্রাকে বুঝি এর আগে আর কোনদিন দেখেনি। তার ব্যক্তিত্ব ও অপরূপ ব্যবহারও নীলাদ্রিকে ঐ রাত্রে অতিমাত্রায় চমৎকৃত অভিভূত করেছে। আর সকালবেলায় বিদায়কালে তার সেই বাসর-জাগা নিদ্রাজড়িত ঢুলু ঢুলু আঁখির

মদির কমনীয় কটাক্ষ, যা সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না—যা তাকে প্রতিনিয়ত মুগ্ধ, কামনা জর্জরিত করে তুলছিল।

রাত্রে পুষ্পবাসরে নিভৃতে নব দম্পতির প্রথম প্রেমালাপ বা প্রীতিসম্ভাষণ একান্ত আনন্দোচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠল না। তবে নীলাদ্রি মাধবীর প্রতি কোনরকম অনাদর বা ঔদাসীন্য দেখালে না। বরং সে যেন মাধবীকে পেয়ে বেশ সুখী হয়েছে· এই ভাবটাই দেখাতে লাগল। মাধবীও স্বামীর মনের ভাব বুঝতে পেরে কোনরকম বিদ্রোহ বা অসন্তোষ প্রকাশ করলে না। নীলাদ্রির রাজপুত্রের মত রূপ দেখে সে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেই নীলাদ্রিকে হারাতে গিয়েও আবার সুমিত্রার প্রচেষ্টাতেই তাকে ফিরে পেয়ে সে সত্যই বেশ খুসী হয়ে উঠেছিল। তাই সুমিত্রার প্রতি কোন বিদ্বেষভাব পোষণ না করে, তাকে পরম হিতৈষী জেনে, সে নীলাদ্রিকে সর্বতোভাবে সুখী করবার প্রাণপণ চেষ্টা যত্ন বা ব্রত নিলে।

ক্রমে আত্মীয়, বন্ধুরা বিদায় নিল। উৎসববাড়ী নীরব হল। মাধবীর ব্যবহারে সকলেই বেশ খুসী। নীলাদ্রিও না হয়ে পারল না। কারণ, মাধবী মনপ্রাণ দিয়ে অবাধে নীলাদ্রিকে ভালবাসে। নীলাদ্রির সকল প্রয়োজনে সে তার সেবিকা। কিন্তু তবুও সুমিত্রার প্রতি নীলাদ্রির মোহ যায় না। এ মোহ রূপের মোহ, অসাধারণত্বের মোহ, যে বৈশিষ্ট্য মাধবীর নেই। মাধবী জলাশয়ের শ্বেত শতদল—বিলাস কাননের রঙীন মনমাতানো গোলাপ নয়। এ শুধু পূজায় ব্যবহৃত হয়। একে নিয়ে বিলাস করা যায় না। এর গন্ধে মন মাতে না। তাই মাধবীর এত আদর ভালবাসাতেও নীলাদ্রির মন যখন-তখন ত্রিবেণীর দিকে ছুটে যায়। তবে নীলাদ্রি অবিবেচক, বিশ্বাসঘাতক নয়। দুর্বার ইচ্ছা অন্তরে জাগলেও মাধবীর অগোচরে মাধবীকে অগ্রাহ্য করে গোপনে সুমিত্রার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে তার বিবেক সমর্থন করে না; এবং যদিও বিদায়কালে সুমিত্রা নীলাদ্রিকে বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে একদিন মাধবীকে নিয়ে তার বাসায় যাবার জন্য অনুরোধ করেছিল, মাধবী হয়ত ক্ষুণ্ন হবে, অথবা কি মনে করবে, এই ভেবে সে প্রস্তাব সে মাধবীর কাছে করতে পারল না।

এই ভাবে দিন চলতে থাকে। মাস আসে যায়। দেখতে দেখতে পাঁচ ছয় মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। সুমিত্রার কোন সংবাদ নেই। নীলাদ্রিরও মনের ইচ্ছা মনেই দানা বাঁধতে থাকে।

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে পর পর চারদিন ছুটি পড়ল। এই সময় নীলাদ্রির

পিতামাতা কাশীতে অবস্থান করছিলেন। মাধবী নীলাদ্রিকে বললে—"চল না একদিন সুমিত্রার ওখানে ঘুরে আসি। আচ্ছা, সে কি রকম বেয়েক্কেলে মেয়ে বলো তা? প্রায় ছ'মাস হতে চলল, তাকে পাঁচ-পাঁচখানা চিঠি লিখলুম একখানারও জবাব এল না। এখানে সে আসবে না জানি, কিন্তু চিঠির উত্তর দিতে গাফিলতি করল কেন? আমার উপর নিশ্চয়ই তার রাগ হয়েছে।"

বলে অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে নীলাদ্রির প্রতি কটাক্ষ করে বললে—"রাগ হবে না কেন? তার মনের মানুষ কেড়ে নিয়েছি। এখন যাবার কি করছ বল?"

প্রস্তাবটা নীলাদ্রির কাছে অভাবনীয় প্রীতিজনক। কিন্তু সে মনের আগ্রহাতিশয্য গোপন রেখে বাইরে উদাসীন কণ্ঠে বললে—"যেতে ইচ্ছা কর, চল, কিন্তু তাব ত একটা চিঠি লেখা উচিত ছিল, একেবারেই অযাচিতভাবে যাওয়াটা—।"

মাধবী বললে "কি বলছ তুমি? তার দোষ একটুও দেখি না! সে আমার প্রাণের বন্ধু ছিল, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানর কথা তোমাকে ত বলেছি। তারপর সে আমার কতখানি মহৎ উপকার করেছে! তার কাছে যাওয়া তার সঙ্গে দেখা করা তার খবরাখবর নেওয়া আমার অবশ্য কর্তব্য। এতদিন যাওয়া উচিত ছিল। চল, আজ দুপুরেই যাই।"

নীলাদ্রি মনে মনে স্বস্তির, আনন্দের নিশ্বাস ফেলল। তার ভয় বা সন্দেহ হয়েছিল হয়ত বা তার বলার ধরণে তার অনিচ্ছা জেনে মাধবী যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করবে। মাধবী সত্যই খুব সরল ও উদারচিত্ত!

দুপুরে দু'জনে মোটরে করে ত্রিবেণী যাত্রা করল। তখন অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটা। সুমিত্রার কোন কাজ ছিল না। অফিস ঘ.র বসে সে একটা ইংরাজী উপন্যাস পড়ছিল। মাধবী ও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নীলাদ্রিকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সে সবিস্ময়ে তাদের দিকে তাকালে।

মাধবীই কথা বললে। সে সুমিত্রার নিকটবর্তিনী হতে হতে বললে—"কি রে, অমন করে তাকিয়ে কি দেখছিস? চিনতে পারছিস না নাকি?"

সুমিত্রা স্মিতহাস্যে বললে—"না রে, একেবারেই পাল্টে গেছিস্। আর যেন চেনাই যাচ্ছে না। কর্তা সঙ্গে না থাকলে মনে করতুম আর কেউ হয়ত।"

মাধবী গিয়ে একেবারে সুমিত্রার কাঁধে হাত রেখে বললে—"ফাজলামি রাখ, সবাই বলছে, আমি ঠিক যেমন তেমনি আছি, আর উনি আমাকে মোটা দেখছেন।"

সুমিত্রা মধুর হাস্যে নীলাদ্রিকে সম্বর্ধনা করল, "আসুন আসুন—নমস্কার, ভাল আছেন তো?"

নীলাদ্রি ঘাড় নেড়ে প্রতি নমস্কার জানালো।

বহুদিন পরে নীলাদ্রি সুমিত্রার সাক্ষাৎ, কিন্তু এ আর সে সাক্ষাৎ নয়—পরস্পর অতি আবেগোচ্ছল, অনুরাগ-বিহ্বল, আনন্দ-গদগদ উল্লাস মুখর। ঘটনা ও সময় তাদের দু'জনকে পরস্পরের নিকট হতে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। সুমিত্রা নীলাদ্রির স্ত্রীর বান্ধবী, নীলাদ্রি সুমিত্রার বান্ধবীর স্বামী। সেখানে উভয়ের আলাপে কথাবার্তায় ও মেলামেশায়—বিপুল আত্মসংযমের, চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রয়োজন। মাত্রা ছাড়িয়ে প্রগলভ শালীনতা বোধশূন্য হয়ে গেলে চলবে না, তাতে অনিষ্টের, অশান্তির, আশঙ্কার সম্ভাবনা।

কিন্তু তবুও পূর্বাবস্থা মনে পড়ে গিয়ে উভয়ে ক্ষণিকের জন্য উন্মনা অভিভূত হয়ে পড়ে।

মাধবী সুমিত্রাকে বললে—"আচ্ছা, কি ব্যাপার তোর? পাঁচ-পাঁচখানা চিঠি দিলুম, একখানারও উত্তর দিলি না? কি মনে করেছিস তুই? কি এত কাজ তোর?"

সুমিত্রা মৃদুহাস্যে নীলাদ্রির প্রতি কটাক্ষ করে বললে—"তোর বরকে জিজ্ঞাসা কর না?"

মাধবী জোর দিয়ে বললে—"যত কাজই থাক, পাঁচখানা চিঠির একখানারও উত্তর দিলি না, ব্যাপারটা বড় অসঙ্গত ঠেকছে! তুই নিশ্চয়ই আমাদের ভুলে গেছিস! অথবা ভোলার চেষ্টা করছিস!"

সুমিত্রা বললে—"না রে, ভুলিনি, তবে চিঠির উত্তর দিতে সত্যিই গাফিলতি হয়েছে, অন্যায় স্বীকার করছি। এটা সত্যিই আমার স্বভাবের দোষ। আলস্যও বলতে পারিস!"

তারপর বললে—"আচ্ছা, তা না হয় হল, কিন্তু তোরা এতদিন এলি না কেন? আসবার সময় ত নিমন্ত্রণ করে এসেছিলুম?"

"কই? জানি না ত?"—সুমিত্রার মুখের দিকে সাশ্চর্যে চেয়ে মাধবী বললে।

সুমিত্রা বললে—"তোকে বলিনি, তোর বরকে বলে এসেছিলুম বিয়ের পর হাঙ্গামা সব মিটে গেলে তোকে নিয়ে যেন আমার এখানে আসে।" "কি মশাই? বলুন না? চুপ করে আছেন কেন? আসতে বলিনি?"—সুমিত্রা পুনরায় নীলাদ্রির প্রতি কটাক্ষ করলে।

নীলাদ্রি কোন কথা না বলে নীরবে হাস্য করতে থাকে। মাধবী প্রথমে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হলেও পরে এই ভেবে মনে মনে সন্তোষ লাভ করল যে, নীলাদ্রি যেমন এ ব্যাপারটা মাধবীকে জানায় নি, সেও তেমনি নিজেও তার আগোচরে সুমিত্রার কাছে আসেনি। হাজার উপকার করলেও কোন মেয়েই তার স্বামীকে স্বচ্ছন্দে নির্বিবাদে তার বান্ধবীর সঙ্গে তার অগোচরে মিশতে দিতে নারাজ।

প্রচণ্ড শীত পড়েছিল। মাধবী ও নীলাদ্রির গায়ে মোটা গরম জামা ও শাল, কিন্তু সুমিত্রার গায়ে শুধু একটা পাতলা জামা ও শাড়ীর আঁচল ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

মাধবী বললে—"ব্যাপার কি রে তোর? এই হাড়-কাঁপানো শীতে আমরা এতগুলো মোটা মোটা জামা, গায়ের কাপড জড়িয়েও স্বস্তি পাচ্ছি না, আর তুই একটা পাতলা অর্ডিনারী জামা গায়ে দিয়ে, আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে দিব্যি আছিস? তোর শীত করছে না?'

সুমিত্রা মাধবীর দিকে চেয়ে বললে—"শীত কি খুব বেশী পড়েছে? কই আমার ত সে রকম মনে হচ্ছে না! আমি গরমের জামা, গায়ের কাপড় খুব কম ব্যবহার করি।"

'তোর শরীরের গরম। সত্যি তুই দিন দিন কি সুন্দর হচ্ছিস রে! তোর যৌবনের তুলনা নেই। মনে হয় আগের চেয়ে একটু মোটাও হয়েছিস।"

তোকেই বরং চেনা যাচ্ছে না!" মাধবী বলে।

সুমিত্রার সুন্দর মুখখানা হঠাৎ লাল হয়ে ওঠে। সে চকিতে নীলাদ্রির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই নীলাদ্রির সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়। সে মাধবীর প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বলে—"কেন, তুই কি বুড়ী হয়ে গেছিস নাকি? বয়সে তুই আমার চেয়ে ছোটই হ'বি।"

মাধবী বললে—"তাহলেও তোতে আর আমাতে।"

সুমিত্রা অন্য কথা তুললে—"এইখানেই বসবি, না বাড়ীতে যাবি?"

মাধবী বললে—"আমরা কিন্তু তোর সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটাব বলেই এসেছি। কিন্তু তোর ত আবার কাজ রয়েছে?"

"আচ্ছা, ম্যানেজ করছি।"—বলে সুমিত্রা পাশের ঘরের দিকে মুখ করে ডাকলে, "সমরবাবু—।"

পাশের ঘর থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। ভদ্রলোক যেমনি কালো,

তেমনি লম্বা। মাথাযোড়া টাক, কিন্তু গোঁফটি খুব জমকাল। বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। নীলাদ্রির মনে হল, যেন সেক্সপীয়ারের গল্পে-পড়া কুৎসিতদর্শন কাফ্রী ওথেলো সৌন্দর্যের সম্রাজ্ঞী ডেস্‌ডেমনার সামনে এসে হাজির হল।

সুমিত্রা সমরবাবুকে উদ্দেশ করে বললে—"আপনি একটু দেখবেন ত, আমি এঁদের নিয়ে বাসায় যাচ্ছি, আসতে দেরী হবে।"

তিনজনে বাইরে এসে দাঁড়াল। মাধবী সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করলে—"হ্যাঁরে, সেই চাঁপাগাছটা আছে ত?"

সুমিত্রা বললে—"হ্যাঁ, আছে।"

"আর সেই ফুলবাগানে বাঁধানো লাল বেদীটা? যেখানে তোর কাছে বসে গান বাজনা শিখতুম?" মাধবী পুনরায় জিজ্ঞাসে।

"সব ঠিক আছে, গেলেই দেখতে পাবি"—সুমিত্রা উত্তর দেয়।

"আচ্ছা, তোরা আয়, আমি এগোলুম"—বলে মাধবী ত্বরিতগতিতে সুমিত্রার বাড়ীর দিকে চলে গেল।

নীলাদ্রি ও সুমিত্রা পাশাপাশি চলতে থাকে। নীলাদ্রি সুমিত্রার প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত করে বললে—"সত্যি, আপনাকে এখন দেখতে আগের চেয়ে আরও অনেক বেশী সুন্দর লাগছে! অবশ্য সুন্দরী আপনি বরাবরই—অতি মাত্রায় সুন্দর! তবে এখনকার আপনার রূপ ও চেহারা বর্ণনা করা যায় না।"

সুমিত্রা নীলাদ্রির মুখের দিকে চেয়ে গম্ভীর মুখে বললে—"কেন? দেখে লোভ হচ্ছে না কি?"

সুমিত্রার কথার বা পরিহাসের ধরণে নীলাদ্রি সাহস পায়। সেও পরিহাসের ভঙ্গীতে বলে—"আপনাকে দেখে সব পুরুষেরই লোভ হবে। ভেবেছিলুম, দুধের স্বাদ ঘোলে যতদূর পারি মেটাব, কিন্তু এখন দেখছি তাতে বিপদ আছে। আকাঙ্ক্ষা এমনিতেই বেড়ে চলে, ভয় হয়, কি জানি, কখন হয়ত অজান্তে মাত্রা অতিক্রম করে ফেলব। তবে আপনি অভয় দিলে অন্য কথা—।"

সুমিত্রা কটাক্ষ করে পুনরায়-গম্ভীর মুখে বললে—"ইস্, খুব সাহস বেড়েছে দেখছি ত? কথাও অনেক শিখে ফেলেছেন। এতদিনের অসাক্ষাতের ফলে নাকি? কিন্তু স্ত্রীর একজন বান্ধবীর পক্ষে কত আর· আস্কারা দেওয়া যেতে পারে? বাড়াবাড়ি হলেই ত সর্বনাশ! কেমন, ঠিক না?"

সুমিত্রা উত্তরের আশায় নীলাদ্রির দিকে চেয়ে থাকে।

নীলাদ্রি মিইয়ে গিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে—"ঐজন্যই ত আসিনি।"

"খুব শুভ বয় হয়েছেন দেখছি।" যাক, এখন মাধবীর সঙ্গে কি রকম ভাব জমল বলুন? দেখে ত মনে হলো দু'জনে বেশ সুখেই আছেন। কেমন, ঠিক বলিনি?"

যেতে যেতে সুমিত্রা আবার নীলাদ্রির দিকে চায়।

নীলাদ্রি বলে "হ্যাঁ।"

সুমিত্রা বলে—"আপনি সুখী হবেন! মাধবী খুব ভাল মেয়ে! অমন মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না।"

হ্যাঁ, নীলাদ্রি সুখী হোত, অন্ততঃ কিছুটা সুখী হোত, যদি না সে বিয়ের রাত্রে সুমিত্রাকে পুনরায় দেখত! অথবা এর পর সুমিত্রার সঙ্গে তার পুনরায় সাক্ষাতের, পুনরায় সংস্রবে আসার কোন সম্ভাবনাই না থাকত! শুধু মাধবীর কাছে সততার খাতিরেই এবং নিজেরও কর্তব্যবোধেই সে সুমিত্রার সংস্পর্শে আসেনি। আজ মাধবীর ঔৎসুক্যে সুমিত্রার সামনে এসে, সুমিত্রার প্রতি যতটুকু ঔদাস্য এই দীর্ঘ ছ'মাস অদেখায় নীলাদ্রির অন্তরে জন্মগ্রহণ করেছিল, সেদিনের পুনঃসাক্ষাতে, ঘনিষ্ঠতায়, আলাপে, পরিহাস-চপলতায় সুমিত্রার আরও উপচে-পড়া স্বাস্থ্য সৌন্দর্য দর্শনে, তা নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে, সেখানে দেখা দিল দুর্দমনীয় মোহ, আকর্ষণ ও প্রলোভন। অসীম রূপবতী সুমিত্রা আবার নীলাদ্রীর চোখে মায়াবিনীর ইন্দ্রজাল বিস্তার করলে, জাগালে নীলাদ্রির অন্তরে কামনার প্রলুব্ধি। সুমিত্রাকে দেখে কামোন্মত্ত হয়ে নীলাদ্রি গৃহে ফিরল।

শেষে এমন হল যে, সুমিত্রাকে পাবার জন্য নীলাদ্রি অতি মাত্রায় উন্মাদ আকুল হল, লালায়িত হল, তাকে উপভোগ করবার জন্য বদ্ধপরিকর হল। তার আহার নিদ্রা কাজকর্ম স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হল। মাধবীর সান্নিধ্য ভাল লাগে না। একটা দুঃসাহসিক দুষ্কার্যের দৃঢ়সঙ্কল্প তাকে নেশার মত, দানবের মত, শয়তানের মত পেয়ে বসল। অবশেষে একদিন দ্বিপ্রহরে সে অফিস থেকে মাধবীর অগোচরে সুমিত্রার গৃহে ত্রিবেণীতে রওনা হল।

নীলাদ্রি যখন ত্রিবেণীতে গিয়ে পৌছুল, সুমিত্রা তখন স্টেশনে ছিল না। সে তার বাড়ীতে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল।

মাধবীর গৃহ হতে ফিরে এসে সুমিত্রার মনেও সুখ ছিল না। সেখানে তার জীবন-নাট্যে যে অতীব দুঃখপূর্ণ, বিস্ময়কর, অভাবনীয় ভাগ্যবিপর্যয়ের নিষ্ঠুর খেলা সংঘটিত হয়ে গেল, তার জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। নীলাদ্রির

পিতা কর্তৃক তার রূপের অবজ্ঞায় অবমাননায় ক্রোধে ক্ষোভে অপমানে অভিমানে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিহিংসার অভিলাষ বক্ষে নিয়ে নীলাদ্রির বিবাহবাটী যাবার পূর্বাহ্নে মাধবীর বিবাহোপলক্ষে সে মাধবীর গৃহে গমন করেছিল; কিন্তু সেখানে যে অপ্রত্যাশিত অতিবিস্ময়কর ঘটনার উদ্ভব হল, তাতে তার সমস্ত সঙ্কল্প ওলট্-পালট্ হয়ে গেল! নীলাদ্রির প্রতি তার যে প্রতিশোধ-বাঞ্ছা আক্রোশ ক্রোধ মনে জেগেছিল, তা গলে একেবারে জল হয়ে গেল! নীলাদ্রির প্রতি তার আগের ভালবাসা ফিরে আসতে আরম্ভ করল। কিন্তু তাই বলে কি সে নীলাদ্রিকে পুনর্লাভ করতে পারলে? তাকে অর্থাৎ সুমিত্রাকে উপলক্ষ্য করে বিবাহ-সভায় যে অশুভ ঘটনা ঘটল, তাকে দূরীভূত করতে, পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনতে, নিজেকে দোষ ও কলঙ্কমুক্ত করতে তাকে নীলাদ্রিকে অন্যের হাতে সঁপে দিতে হল! কিন্তু সেই পরের দুর্ভাগ্য মোচনে পরের উপকারার্থে নিজের যে স্বার্থ তাকে বলি বা বিসর্জন দিতে হল, সেই স্বার্থত্যাগের পরোপকারের আত্মপ্রসাদ, যা তাকে তখন আনন্দমগ্ন করেছিল, সে আত্মপ্রসাদ বেশীদিন তার অন্তরে স্থায়ী হতে পারলে না। সে শীঘ্রই দুঃখে অনুতাপে অধীর হয়ে পড়তে লাগল। তবুও যদি নীলাদ্রি আসত, যেমন তাদের শেষ সাক্ষাতের সময় কথাবার্তা হয়েছিল, সুমিত্রা নীলাদ্রিকে জনমের মত হারিয়েও তার ক্ষণিক সাহচর্যে সান্ত্বনা পেতে পারত, কিছুটা আনন্দিতও হতে পারত। কিন্তু দিনের পর দিন গেল, রবিবার গেল, অন্যান্য ছুটির দিন গেল, নীলাদ্রি একাকী অথবা মাধবীকে সঙ্গে নিয়ে সুমিত্রার সঙ্গে কথামত দেখা করতে এল না। তখন সুমিত্রা অনুমান করল, বা স্থির সিদ্ধান্তে পৌছুল, নীলাদ্রি তাকে ভুলে মাধবীর প্রতি অনুরক্ত হয়েছে। তাই সে মাধবীর পর পর পত্রের উত্তর না দিয়ে নীলাদ্রিকে ভুলতে দৃঢ়সংকল্প হল। এবং হয়ত দীর্ঘ অদেখায় উপেক্ষায় নীলাদ্রিকে সুমিত্রা ভুলতে পারত, যদি না সেদিন অতি অতর্কিতে একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে নীলাদ্রির সঙ্গে তার আবার দেখা হত। নীলাদ্রির চক্ষে সে সেদিন দেখেছে, মাধবীর অলক্ষ্যে, তার দেহের প্রতি নীলাদ্রির লোলুপ কামনা-ব্যাকুল দৃষ্টি, যা দেখেছিল সে বিবাহের পরদিন সকালে শেষ সাক্ষাৎ কালে। মাধবীকে পেয়ে যে নীলাদ্রি সুখী নয়, কেবলমাত্র স্ত্রীর প্রতি সততা বজায় রাখবার জন্যই যে নীলাদ্রি মাধবীকে না জানিয়ে তার কাছে আসতে ইতস্ততঃ করছে তা সুমিত্রা সেদিন নীলাদ্রিকে দেখেই বুঝেছিল। এতে তার আত্মতুষ্টি জেগেছে, নীলাদ্রির দুঃখে সহানুভূতি জেগেছে, মায়া মমতা জেগেছে। নীলাদ্রির প্রতি নতুন করে সে আকৃষ্ট হচ্ছে।

এখন কথা হল, নীলাদ্রির প্রতি সুমিত্রার এই যে মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে নীলাদ্রি যদি হঠাৎ তার মনের উদ্দাম বাসনা নিয়ে যা সে এখন প্রত্যক্ষ অনুভব করছে, তার কাছে এসে দাঁড়ায়, তার প্রণয় ভিক্ষা করে, ত সে মাধবীকে স্মরণ করে, কতখানি মনোবলে তাকে প্রত্যাখ্যান করে দূরে সরে থাকতে পারবে?

সুমিত্রা দ্বারের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ঠিক এই চিন্তাই করছিল, নীলাদ্রি এসে দরজার নিকট দাঁড়াল। সুমিত্রাকে তদবস্থায় দেখে নীলাদ্রির মাথায় এক দুষ্টু বুদ্ধি জাগল। সে জুতো খুলে রেখে খালি পায়ে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে সুমিত্রার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে দু'হাতে তার চোখ টিপে ধরল।

সুমিত্রা চমকে উঠে নীলাদ্রির আঙুলে হাত রেখে টানতে টানতে বললে—"এই! মিষ্টার চক্রবর্তী! চোখ ছাড়ুন, এ আবার কি বিশ্রী ইয়ার্কি? ভদ্রলোকেদের একটু যদি আস্কারা দিয়েছি, অমনি মাথায় উঠে বসেছেন! ছাড়ুন ছাড়ুন, চোখ ছাড়ুন! এ সব বেহায়াপনা আমি পছন্দ করি না। এখানে—আমার ঘরে এসেছেন কেন?"

সুমিত্রা ঘোর অসন্তোষ জানিয়ে নীলাদ্রির আঙুল নিয়ে টানাটানি করতে লাগল।

নীলাদ্রি কিন্তু হাত সরাল না। বরং আরো জোরে সুমিত্রার চোখ টিপে ধরে নীরবে দুষ্টুমির হাসি হাসতে লাগল। কিন্তু মিষ্টার চক্রবর্তীর নাম শুনে সে কিছুটা আন্তরিক ম্রিয়মান হয়ে পড়ল। সুমিত্রা অন্যপুরুষের সঙ্গে মিতালী আরম্ভ করেছে না কি?

"কথা গ্রাহ্য হচ্ছে না, ভারী বেয়াদপ তো?"—বলে অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে নীলাদ্রির আঙুল ছেড়ে দিয়ে সজোরে দু'হাত দিয়ে নীলাদ্রির দু'হাতের কব্জি ধরে টানতে গিয়েই সুমিত্রা চমকে উঠে একবারে নরম হয়ে বলে উঠল—"এ কি, আপনি! নীলাদ্রিবাবু?"

নীলাদ্রি যারপরনাই বিস্মিত হয়ে সুমিত্রার চোখ ছেড়ে দিয়ে বললে—"কি করে চিনলেন? ভারী আশ্চর্য ত!"

নীলাদ্রি অতিমাত্রায় বিস্ময়ে অবাক হয়ে সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

নীলাদ্রির স্পর্শ চিনতে সুমিত্রার ভুল হয়? বিশেষতঃ তার সুগঠিত সুদৃঢ় হস্তের পুষ্ট কব্জির! এই শক্তিমান হাত ধরে সে সেদিন নীলাদ্রিকে জোর করে

বিবাহ সভায় ধরে নিয়ে গেছল। সেই স্পর্শের স্মৃতি অনুভূতি অমর হয়ে তার অন্তরে বিরাজ করছে। এমন সুন্দর সুগঠিত হাত কোন্ পুরুষের আছে? মিষ্টার চক্রবর্তীর হাতের কব্জি ত একেবারে লিক্‌লিকে। শুধু চক্রবর্তী কেন, কোন পুরুষের হাতই এমন বীরত্বব্যঞ্জক সুদৃঢ় সুমিত্রা এ পর্যন্ত লক্ষ্য করেনি। সুমিত্রা নীলাদ্রির দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে তার বিস্ময়াপন্ন মুখের দিকে চেয়ে মৃদুহাস্যে বললে—"কেন জানেন না, আমি ম্যাজিক জানি, যাদুবিদ্যা জানি?"

সে বললে, "আশ্চর্য নয়! তাহলেও জিজ্ঞাসা করছি, কি করে চিনতে পারলেন। আমার ভারী আশ্চর্য লাগছে!"

সুমিত্রা সে কথার জবাব না দিয়ে নীলাদ্রির দিকে চেয়ে থেকেই বললে—"একলা এসেছেন মনে হচ্ছে, নইলে এমন দুঃসাহস হোত না। তা এমন অসময়ে যে? অফিস নেই?"

নীলাদ্রি বলল—"অফিস পালিয়ে এসেছি! না এসে থাকতে পারলুম না।"

"সে কি? হঠাৎ এ দুর্মতি কেন?" পরিহাসের সুরে সুমিত্রা নীলাদ্রির চোখে চোখ রাখলে।

সুমিত্রাকে অত্যন্ত খুশী বলে মনে হতে লাগল, ঠিক সেই উভয়ের ছাড়াছাড়ির আগেব মত।

এ সময়ে নিভৃতে আপন ঘরে সুমিত্রার গায়ে জামা ছিল না। এক হরিদ্রাবর্ণেব অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রে তার সর্বাঙ্গ আবৃত। তার অভ্যন্তর হতে তার দুরন্ত যৌবন, তার দেহ সৌন্দর্য, অতি প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করছিল। উদ্যত স্তনযুগল বসনে বাগ মানছিল না। তাকিয়ে তাকিয়ে নীলাদ্রির প্রলুব্ধি জাগে। সে মুগ্ধনেত্রে সুমিত্রাকে দেখতে দেখতে বললে—"এতদিন কোনও রকমে দিন কাটছিল, কিন্তু সেদিন আপনাকে দেখে গিয়ে পর্যন্ত আর স্থির থাকতে পারছি না। কেবলি আপনাকে দেখতে ইচ্ছে করছে, আপনার কাছে আসতে প্রবল ইচ্ছে জাগছে! আজ আর থাকতে পারলুম না, চলে এলুম! আপনি বিশ্বাস করুন, আমি এতটুকু মিথ্যা বলছি না। এ আমার কি যেন হয়েছে! আমি কি করব আমাকে বলে দিন।"

নীলাদ্রি অকপটে নিঃসঙ্কোচে তার মনের অবস্থা বর্ণনা করে স্বস্তি পেতে চায়। বুঝিবা সে সুমিত্রার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতেও চায়। তাকে অস্বাভাবিক উত্তেজিত দেখাচ্ছিল—দু'চক্ষে মোহাবেশ, কি এক অভীষ্টসিদ্ধির আকুল কামনা উন্মাদনা।

সুমিত্রা নীলাদ্রির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিল। ঠিক এই সম্ভাবনাটাই সে ভাবছিল, যদিও তার কাছে এ আকাশ-কুসুম, সুদূরপরাহত। কিন্তু কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের এমন অদ্ভুত মিল দেখে সে বিমূঢ় অভিভূত হয়ে গেল। মনে আনন্দও বড় কম হল না। অনেকক্ষণ সে কথা বলতে পারলে না। কিন্তু তা বলে কি সে নীলাদ্রিকে প্রশ্রয় দেবে? তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে? তাতে ঘোর অনিষ্টের, অঘটনের আশঙ্কার সম্ভাবনা। উভয়েরই জীবনে নেমে আসবে এক দারুণ অশান্তি বিপর্যয়ের মেঘ। পুরুষ সদাই চঞ্চলচিত্ত, খামখেয়ালী। নারী চাঞ্চল্যেও যেমন অভিভূত হতে পারে, তেমনি ধৈর্য ধারণেও তার অসীম ক্ষমতা! সুমিত্রা প্রাণপণ চেষ্টায় ঝটিতি নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে, নীলাদ্রির কামোন্মত্ত দৃষ্টি থেকে মাত্র সামান্য বসনে ঢাকা তার পীবর বক্ষকে বৃথা ঢাকবার চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বললে, "কেন, আপনাকে আমি সাবধান করিনি যে, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না? আর, তাছাড়া স্ত্রীর বান্ধবীর কাছে হাল্‌কা আলাপ পরিহাস ছাড়া আর কি বেশি আশা করা যায়? আপনার মনের অবস্থা ভাল দেখছি না। আপনি এবাব যখন আসবেন, মাধবীকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন।"

নীলাদ্রি সুমিত্রাব কথায় একেবারে অবাধ্য হয়ে দুর্জয় হয়ে বললে "আমি ও-কথা শুনতে চাই না। আমি সেই আগেকার দিনগুলো ফিরে পেতে চাই। আপনার সঙ্গে ঠিক সেই আগের মত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে চাই! বলুন, আপনি রাজী আছেন কিনা? ও ছাড়া-ছাড়া আলাপ-ঘনিষ্ঠতায় আমাব মন ভরবে না। আমি অনেক ভেবে দেখে আর থাকতে না পেরে আজ আপনার কাছে এই নিয়ে বোঝাপড়া করতে এসেছি। কিন্তু তার আগে জানতে চাই, কে ঐ ভদ্রলোক মিঃ চক্রবর্তী, যার আপনি নাম করলেন? আপনার সঙ্গে নতুন আলাপ বুঝি?"

সুমিত্রা বললে—"আর বলবেন না, যতসব শিক্ষিত ভদ্রলোক এসে সভ্যতা ভদ্রতা বিসর্জন দিয়ে আমাকে জ্বালাতন করে মারছে। দু'জনকে তাড়িয়েছি, এঁকে পারছি না। পিছু লেগে আছেন। ওঁরই ভয়ে বাড়ী পালিয়ে এসেছি। না, আমার দেখছি পুরুষগুলোর হাত থেকে আর রেহাই পাবার উপায় নেই। এখান থেকে পালাব ঠিক করেছি।"

নীলাদ্রি এবার সহজ হয়ে হেসে বলল—"পুরুষগুলোর আর দোষ কি বলুন? যা চমৎকার চেহারা করে রেখেছেন? আপনাকে দেখলে জিতেন্দ্রিয়

সাধুরও সংযমহানি ঘটবে। আর পালিয়ে যাবেন কোথা? যেখানে যাবেন সেখানেই লোকে আপনাকে তাড়া করবে। আপনাকে দেখে আমারই তো মনে হচ্ছে এখুনি বেয়াদপি কিছু করে বসি।" নীলাদ্রি বেহায়াপনা প্রকাশ করতে থাকে।

সুমিত্রা প্রাণপণে নিজেকে সংযত করতে করতে বললে—"বটে, ভারী স্পর্ধা দেখছি? দিন দিন হচ্ছেন কি? আর আমাকেই এত সুলভ বলে মনে করেছেন নাকি?"

নীলাদ্রি বললে—"যে কথা আগে বলছিলুম, আমি আগের দিনগুলো ফিরে পেতে চাই। আপনার সঙ্গে ঠিক আগের মত মিশতে চাই। বলুন, আপনার কি মত?" নীলাদ্রী সঙ্কল্পে দৃঢ় হয়ে সুমিত্রার দিকে তাকায়।

সুমিত্রা বললে—"সে কি করে সম্ভব! আপনি এখন বিবাহিত। আপনার উচিত স্ত্রীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হওয়া। আমি আপনাকে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা করতে প্রশ্রয় দেব কি করে? আর মাধবীর অলক্ষ্যে আপনার সঙ্গে যখন-তখন মেলামেশা করলে সেই-বা কি মনে করবে? আমাকে বিশ্বাস-ঘাতকতার অখ্যাতিতে পড়তে হবে না কি?"

নীলাদ্রি এবার মরীয়া হয়ে বিকট উত্তেজনায় বলতে থাকে—"তার মানে আপনি আমাকে আদৌ ভালবাসেন নি! এতদিন ভালবাসার অভিনয় করেছেন! আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন! হ্যাঁ, এখন নিশ্চয়ই আমি তা বুঝতে পারছি! আপনি যদি যথার্থই আমাকে ভালবাসতেন, আমাকে চাইতেন, তাহলে সেদিন বাবার কথায় আপনি আমাকে, আমি আপনার জন্য বাপ-মা ঐশ্বর্য ঘরবাড়ী ত্যাগ করতে চাইলেও, অমন করে বিদায় করে দিতেন না! বিয়ের রাত্রে অমন সুযোগ পেয়েও তার অপব্যবহার করে, আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে অন্যের হাতে সঁপে দিতেন না! আমি আপনাকে দেখে আপনার সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হয়ে আপনাকে ভালবেসেছিলুম, কিন্তু আপনি আমার সে ভালবাসার মূল্য দিলেন না! আপনি আমার সঙ্গে ঘোর প্রতারণা করলেন, আমাকে নিয়ে খেয়াল-খুশীমত ছেলেখেলা করলেন! আমার জীবনটা বিফল করে ছারখার করে দিলেন! আমাকে যদি আপনার ভাল না লেগেছিল, ত গোড়াতেই তা জানিয়ে দেননি কেন? তাহলে ত আমার জীবনটা আজ এমন বিষময় হোত না! আমি একজনকে বিয়ে করে তাকে অসুখী করে আপনার কাছে এমন হন্যে হয়ে পাগলের মত ছুটে আসতুম না! কেন? কেন আপনি আমার সঙ্গে এমন হৃদয়হীনের মত

দুর্ব্যবহার করলেন? পুরুষ নিয়ে ছেলেখেলা করা আপনার একটা বিলাস, খেয়াল-খুশী।"

নীলাদ্রি প্রচণ্ড উত্তেজনায় অধীর হতে থাকে। তার মুখে-চোখে ভগ্নহৃদয়ের, আশাভঙ্গের করুণ ছবি প্রতিফলিত হতে থাকে।

সুমিত্রা আর থাকতে না পেরে, নীলাদ্রির নিকটবর্তী হয়ে তার প্রায় গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে তার দুই কাঁধে হাত রেখে দ্রবময়ী কণ্ঠে আবেগে বলতে থাকে— "বিশ্বাসঘাতকতা, প্রবঞ্চনা, কপটতা, দুর্ব্যবহার আমি আপনার সঙ্গে আদৌ করিনি নীলাদ্রিবাবু! প্রথম সাক্ষাতেই আলাপে আপনাকে আমার ভাল লেগেছিল; তাই আলাপের সুরুতেই আপনার পুনঃপুন প্রগলভতাকে, গুরুতর অপরাধকে ক্ষমা করে আমি আপনাকে কাছে টানতে চেষ্টা করেছি। তারপর আমাদের প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতার মধ্যে আমার কোন ত্রুটি ছিল না। আপনি আমাদের মেলামেশার ঘটনাগুলো ভাল করে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন। আপনার বাবা এসে বিচ্ছেদের আড়াল তুলে না দাঁড়ালে, আমাকে অভিশাপের ভয় না দেখালে, এতদিনে হয়ত ঘটনা অন্যরূপ দাঁড়াত। কিন্তু ঘটনা যতই প্রতিকূলে দাঁড়াক, দুই প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তরে গভীর ভালবাসা একবার বদ্ধমূল হলে আর কি সে সহজে যেতে চায়? আমার উপায় ছিল না, এটা খুবই সত্য-যুক্তিযুক্ত, কিন্তু আপনি ত তারপর আর একবারও আমার কাছে আসেন নি নীলাদ্রিবাবু? এলে কি ঘটত বলা যায় না। তখন আপনার বাবার উপর ক্রোধে আমি জ্ঞান হারিয়েছিলুম। কিন্তু তারপরে যখন-তখন আমি আপনাকে আশা করেছিলুম। আপনার দীর্ঘ অনুপস্থিতিকে, আপনার পিতার প্রবল অন্তরায়কে, অন্যের সঙ্গে আপনার বিবাহের ব্যাপারকে, যদি আপনার পক্ষে আমায় ভোলার কারণ বলে অনুমান করি ত আমি কি অন্যায় করি? সেই অনুমান আমার দৃঢ়সত্যে পরিণত হোল মাধবীর বিয়েতে আপনাকে বরবেশে দেখে। আর মাধবীর বিয়েতে যে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল, তাতে আমার যা করণীয় হোল, তার জন্য আমাকে দোষ দেবেন না। এটা আমার মহৎ কর্তব্য বলে আমি মনে করি। তবুও আজ অবধি কোনও পুরুষই আমার অন্তরে প্রবেশ লাভ করতে পারেনি। আপনার প্রতি আমার ভালবাসা আজও—।"

সুমিত্রার কথা হঠাৎ আবেগে রুদ্ধ হয়ে যায়।

নীলাদ্রিও নীরব।

সুমিত্রা নীলাদ্রির কাঁধ হতে হাত সরিয়ে নিতে ভুলে যায়।

তখন ফাল্গুনের মাঝামাঝি। দীর্ঘ প্রবল রাজত্বের পর শীত বিদায় নিয়েছে। ধরণীর বুকে সুরু হয়েছে বসন্তের অভিযান। বৃক্ষে বৃক্ষে কিশলয়, বনে অশোক, কিংশুক ও কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম মাধুরী,—বসন্তের বিচিত্র সৌন্দর্য। উপরে অম্লান নীল নভঃ, উদ্যানে প্রস্ফুটিত গোলাপ কুসুম। মলয় সমীরণ পুষ্পগন্ধ বহন করে মানুষের অন্তরে জাগাচ্ছে এক অভিনব পুলক-শিহরণ। যৌবন-মন সে আনন্দে মাতোয়ারা, উন্মাদ। চারদিকে একটা প্রাণমাতানো গান, বাঁশীর সুর। বাগানের মুকুলিত আম্রতরুশাখে কোকিল অবিরত কুহুতানে মনে প্রাণে রোমাঞ্চ জাগাচ্ছে, রাশি রাশি লাল ফুল শিমুল গাছের তলা বিছিয়ে পড়ে বর্ণচ্ছটায় আনন্দের বান হয়ে এসে মনকে বিচলিত করছে, আর এই দুই যুবক-যুবতীর অন্তরে জাগাচ্ছে এক উদ্দাম মিলন-ব্যাকুলতা।

পাশের বাড়ী হতে রেডিওর গান ভেসে আসছিল—

"এস এস প্রিয়, হে চিরবাঞ্ছিত, প্রেমের ভিখারী দাঁড়ায়ে দুয়ারে—
কাছে কাছে আছ, তবু কেন দূরে, ধরা দিয়ে কেন যাও সরে—"

সুমিত্রার দুই হাত নীলাদ্রির দুই কাঁধে ন্যস্ত। সে তার দুই চোখ এবার মোহের ঘোরে নীলাদ্রির দুই চোখে নিবদ্ধ করল। সেই অবস্থাতে তার আত্মবিস্মৃতি ঘটতে থাকে। কন্দর্পকান্তি পুরুষ নীলাদ্রি তার সম্মুখে। সে এসেছে তার কাছে তার প্রেমের ভিখারী হয়ে, চক্ষে অন্তরে তার মিলনের আকুল পিপাসা। নীলাদ্রি তার এতকালের ঈপ্সিত, অভিলষিত, বাঞ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত মনোনীত পুরুষ, যে শুধু ঘটনাচক্রে তার নাগালের বাইরে। সে আবেগে নীলাদ্রিকে বক্ষে টেনে নিয়ে তার মুখে মুখ রাখে। সে সজ্ঞান কি বিভোর বোঝা গেল না। সে বর্তমান ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হল।

আর নীলাদ্রি? তার এতদিনের কামনা সফল হতে চলেছে। সুমিত্রা তাকে ধরা দিয়েছে! সে প্রমত্ত আলিঙ্গনে নিষ্পেষণে চুম্বনে সুমিত্রাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। অবশেষে উভয়ে শয্যায় এসে উন্মাদনার আতিশয্যে উভয়কে পূর্ণবিক্রমে আক্রমণ করে।

অবশেষে আসে নিবৃত্তি, বিরতি, সচেতনতা, দুষ্কার্যের পরিণামভীতি, বিবেকের দংশন।

বিহ্বলতা কাটলে সুমিত্রা নিজেকে সংযত করতে করতে বললে—"ছিঃ ছিঃ, আপনার জন্য কী অন্যায় করলুম বলুন তো। এ কি মতিচ্ছন্ন হোল আমার! শুধু আপনার জন্য, আপনার জন্যই আমার এই পরিণতি। এখন আমি কী করি?

মুহূর্তের ভুলে, অন্যমনস্কতায় একি অঘটন ঘটালাম!"

গভীর আত্মনিগ্রহে অনুশোচনায় সুমিত্রা ভেঙে পড়ল।

নীলাদ্রি ঘোর অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকে। সুমিত্রাকে সে কি বলে প্রবোধ দেবে? সুমিত্রার দুষ্কৃতকারী ত সেই। সুমিত্রার প্রতি ঘোর অন্যায় যে সে করল, তার একমাত্র প্রতিকার প্রতিবিধান হচ্ছে, তাকে বিয়ে করা। সে কি সব ছেড়ে তাই করবে? সুমিত্রা কি তাতে রাজী হবে? কিন্তু এখন ত এ ছাড়া আর অন্য উপায় কিছু নেই। ভয়ে ও অবিমৃষ্যকারীতার ঘোর মনস্তাপে ভুগতে থাকে নীলাদ্রি।

কিয়ৎক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে সুমিত্রা বেদনাকুল গম্ভীর কণ্ঠে বলতে থাকে- "জগৎ জানল না, একথা কাউকে বলবারও নয়। দোষী যেমন আপনি, তেমনি আমি! যাক, আপনার এতদিনের আশা মিটেছে ত? আপনি খুশী হয়েছেন ত? কিন্তু এরপর আর কোনদিন আপনি এখানে আসবেন না। ফের যদি আসেন ত হয় আমি বিষ খাব, নয়ত অন্য কোথাও চলে যাব।"

সুমিত্রাকে দুঃখে ভেঙে-পড়া এবং কঠোর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলে মনে হতে লাগল।

অতঃপর সুমিত্রা অফিসে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। নীলাদ্রি কিয়ৎক্ষণ নতমুখে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে ঘর হতে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু অমৃতের স্বাদ যে একবার পেয়েছে, সে কি তা ভুলতে পারে? সেই অমিয় পান করবার জন্য প্রতিনিয়তই তার মন লালায়িত, প্রলুব্ধ, আগ্রহান্বিত হতে থাকবে। প্রথমটা ভীত, বিচলিত, অনুতপ্ত হলেও, অপরূপ রূপবতী স্বাস্থ্যবতী যৌবনবতী সুমিত্রার অঙ্গের নিবিড় স্পর্শ, তার সম্ভোগজাত সুখ-বিহ্বলতা নীলাদ্রিকে একেবারে আবিষ্ট মোহাচ্ছন্ন করে ফেলল। সুমিত্রাকে আবার উপভোগ করবার কামনা বা স্পৃহা তার মনের মধ্যে উত্তরোত্তর প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু সুমিত্রাকে পাবার আর কোন উপায়ই নেই। সে-পথ সুমিত্রা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে! সুমিত্রার কথার দৃঢ়তা নিশ্চয়তা নীলাদ্রি

খুব ভালভাবেই জানে। মুহূর্তের প্রলোভনে ঘটনাচক্রে আত্মবিস্মৃত হয়ে এ কাজ করে বসলেও, সুমিত্রা যে ভবিষ্যতে আর কোনদিনই এর পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেবে না, এটা একেবারে অমোঘ সত্য।

গভীর নৈরাশ্যে, মানসিক অশান্তিতে, অতৃপ্ত কামনার জ্বালায় উৎপীড়িত অস্থির হয়ে নীলাদ্রি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। তার আহারে, বিহারে, খেলায়, আমোদ-প্রমোদে, কাজে-কর্মে ঘোর ঔদাসীন্য দেখা দিল। মাধবীর প্রতি তার অজ্ঞাতে বিশ্বাসঘাতকতাও নীলাদ্রিকে যারপরনাই আত্মগ্লানিতে অধীর করে তুলল। তার মানসিক প্রফুল্লতা দিন দিন নষ্ট হতে লাগল। কিছুই তার ভাল লাগে না। জীবন দুর্বহ বলে মনে হতে লাগল। নিয়মিত অফিস যাওয়ায় ব্যতিক্রম ঘটতে লাগল।

অবশেষে নীলাদ্রি জ্বরে পড়ল।

জ্বর প্রথম প্রথম অল্প দেখা দিয়ে পরে প্রবল আকার ধারণ করলে। জ্বর ছাড়বার নাম নেই, জ্বরের উপর আবার জ্বর আসে। নীলাদ্রি ভুল বকতে আরম্ভ করে। ডাক্তাররা 'টাইফয়েড্' বলে মত প্রকাশ করলেন। রোগের প্রাবল্যে নীলাদ্রি সর্বদাই অচৈতন্য থাকে ও সময় সময় প্রলাপ বকে। ঔষধে ডাক্তারে পরিচর্যায় কোন ফল হয় না। রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকে চলতে থাকে। বেশীর ভাগ প্রলাপেই সুমিত্রার নাম উচ্চারিত হয়।

কখনো বলে—"আত্মীয়-কুটুম্ব না থাকলেও এখানে এত রাত্রে ট্রেন থেকে নেমেছি আপনার সঙ্গে সকালবেলাকার আলাপের বন্ধুত্বের টানে।"

কখনো বলে—"আমাকে ভয়ানক সাপে কামড়েছে, আমাকে ভাল করতে পারবেন ত ?"

আবার কখনো বলে—"আমি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ, আপনার উপকারের সম্মান রাখতে পারলুম না।"

আবার কখনো আবৃত্তির সুরে বলে—"অতৃপ্তি অতৃপ্তি, অতৃপ্তির জ্বলন্ত বহ্নিতে দিবানিশি জ্বলে মম কায়া—"

শেষে এমন হল, ঔষধ পথ্য কিছুই খাওয়াতে পারা যায় না। রোগের বশে দুর্বার হয়ে নীলাদ্রি সব ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মাধবী কিছু করতে গেলে তাকে সরিয়ে দেয়।

ক্রমে যতদিন যায় রোগের অপ্রতিহত বৃদ্ধিতে নীলাদ্রি ধীরে ধীরে নিস্তেজ অবসন্ন হয়ে পড়ে। তার জীবননাশের আশঙ্কা দেখা দেয়।

সিনিয়র ডাক্তার সান্যাল অভিমত প্রকাশ করলেন, "এই সুমিত্রাকে না আনলে রোগীকে বাঁচান যাবে না।"

বাধ্য হয়ে প্রমথেশবাবুকে আবার ত্রিবেণী ছুটতে হয়।

সুমিত্রা তখন অফিস ঘরে কাজের ফাঁকে ফাঁকে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপে কথাবার্তায় রত।

পরিমল মুখার্জী। এক সুশ্রী তরুণ যুবক। নীলাদ্রির মত অত্যন্ত সুন্দর না হলেও তাকে "সুপুরুষ" আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। চিনসুরার সরকারী দপ্তরের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। আধুনিক উচ্চসমাজে যাতায়াত মেলামেশা আছে। সুমিত্রার সঙ্গে সেদিন সিনেমা হলে অভিনয়ের প্রথম পর্বের বিরতির আলোকোজ্জ্বলতায় পাশাপাশি চেয়ারে বসে সাক্ষাৎ ও আলাপ। সুমিত্রা আলাপে আদৌ উৎসাহী ছিল না। ভদ্রলোকই যেচে আলাপ করলেন।

মানসিক উত্তেজনাবশে নীলাদ্রিকে বিদায় দিয়ে সুমিত্রার অন্তরে আদৌ সুখ বা শান্তি ছিল না। সে ভেবে দেখল যে, এ ব্যাপারে শুধু নীলাদ্রি দোষী নয়, সেও অত্যন্ত অপরাধী। কারণ, সে প্রশ্রয় না দিলে নীলাদ্রি কখনো এমন দুঃসাহসী হতে পারত না! কি দুর্দান্ত মোহই, কি অসম্ভব দুর্মতিই না সেদিন তাকে পেয়ে বসেছিল! মাধবীর সঙ্গে নীলাদ্রিব বিবাহের পর, নীলাদ্রিকে একেবারে তফাতে না রেখে সামান্য একটু সংযোগ সূত্র রাখাটাই তার পক্ষে গুরুতর অন্যায় হয়ে গেছে। পুনর্দেখা থেকে মোহ, মোহ থেকে আকর্ষণ, আকর্ষণ থেকে সংঘাত! এত সাবধানে আত্মরক্ষা করেও সে শেষ পর্যন্ত নীলাদ্রির কাছে ধরা দিতে বাধ্য হল!

কিন্তু এই অপরূপ রূপবান পুরুষের দৈহিক নিবিড় স্পর্শ আলিঙ্গন ও যৌবনোন্মাদনা তার সারা শরীর ও মনকে যে এক অভিনব অননুভূতপূর্ব বিপুল হর্ষানুভূতিতে রোমাঞ্চিত আচ্ছন্ন ক'রে তার অন্তরে পুরুষ-সঙ্গম কামনার দুরন্ত অভিলাষ জাগরিত করল, তা পরিতৃপ্ত করবার উপায় কি? নীলাদ্রির আসার পথ ত সে চিরদিনের তরে বন্ধ করে দিয়েছে! লজ্জিত অনুতপ্ত আত্মমর্যাদাশীল নীলাদ্রি আর কোনদিনই এ পথে আসবে না। যদি সে তাকে তিরস্কার না করত, এখানে আসতে দৃঢ়ভাবে না মানা করত, তা হলে তাকে পাওয়া যেত; কিন্তু নিজেই যে সে সম্ভাবনার চির অবসান ঘটিয়েছে। অনিন্দ্যকান্তি নীলাদ্রি ছাড়া অন্য কোন পুরুষ তাকে স্পর্শ করবে চিন্তা করলেই ঘৃণায় তার শরীর ও মন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

এ সময় প্রপীড়িত বিষাদিত মনকে একটু সান্ত্বনা একটু আনন্দ দেবার জন্য সিনেমায় গিয়ে সুদর্শনকান্তি পরিমল মুখার্জীর সঙ্গে সুমিত্রার পরিচয় ঘটে। একটু ফাঁকা ফাঁকা আনন্দ উপভোগ করবার জন্যই বুঝি সুমিত্রা পরিমলের সঙ্গে আলাপে ইচ্ছুক হয় ও পরিমলবাবুর আগ্রহাতিশয্যে তাকে আপন গৃহে আমন্ত্রণ জানায়।

সেদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় পরিমলবাবু অতিশয় সুসজ্জিত অবস্থায় সুমিত্রার অফিস কক্ষে এসে উপস্থিত হয়।

সুমিত্রা সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললে—"কি ব্যাপার? আজ কি আপনার অফিস বন্ধ নাকি? আপনার ত রবিবার দিন আসবার কথা ছিল?"

পরিমলবাবু সুমিত্রার সম্মুখের চেয়ারে বসতে বসতে বললে—"ততদিন আর অপেক্ষা করতে পারলুম না মিস্ চ্যাটার্জী। সেদিন সিনেমায় আপনাকে দেখে আপনার সঙ্গে আলাপ করে, কথা বলে, আমার এমনই অবস্থা হয়েছে যে, এই দু'দিনেই আপনাকে দেখবার জন্য রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই চলে এলুম। সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরে রাত্রে চিন্তা করে দেখেছি আপনার সঙ্গে ঐসব মেয়ে চিত্রতারকাদের, যদিও তারা দেখতে খুবই সুন্দর, তুলনাই হয় না। বাস্তবিক এমন একজন উচ্চশিক্ষিতা অতুলনীয়া রূপসী ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হয়ে আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি। কি জানেন, মিস্ চ্যাটার্জী, জীবনে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খুব কম মেলামেশা করি, সর্বদা নিজের কাজ নিয়ে থাকি, থিয়েটার বায়স্কোপে খুব ভাল বই না হলে যাই না, মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে কোনদিনই আগ্রহান্বিত নই, কিন্তু আপনাকে দেখে আমার সব মনোভাব ওলট্-পালট্ হয়ে গেল। এখানে আসবার জন্য সত্যই আমার আর তর সইছিল না। এমন অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করলুম না ত মিস্ চ্যাটার্জী?" —পরিমলবাবু নির্লজ্জ দৃষ্টি মেলে সুমিত্রার সারা অঙ্গ দেখতে লাগলেন।

সুমিত্রা ভেবে দেখল, নীলাদ্রি যখন তার দিকে তাকাত, তখন সে দৃষ্টি কত মুগ্ধ ছিল, কত সুসভ্য সংযত ছিল! কলুষ-কামনার লেশমাত্র দেখা দিত না। আর এই ভদ্রলোকের চাউনিতে একটা প্রকট লালসা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ভদ্রলোক সাড়ম্বর আত্মপ্রশংসার পতাকা উড়িয়ে তার মন জয় করবার চেষ্টা করছে! দেখতে সুপুরুষ হলেও অতি সুপুরুষ নীলাদ্রির সঙ্গে কোন বিষয়েই এর তুলনা হয় না।

মৃদুহাস্যে সুমিত্রা বললে—"না না বিরক্ত কেন হব, বসুন, আমার কাজ এখন খুব বেশী নেই।"

"আপনাকে কেমন যেন চিন্তিত চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে। সেদিনও ঠিক

এমনি মনে হয়েছিল। সত্যই কিছু ভাবেন নাকি মিস্ চ্যাটার্জী? আপনার ত আপন বলতে কেউ নেই। বিয়েও করেন নি। চাকরীও ত ভাল করেন। তবে আর ভাবনা কি?"

পরিমল সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়েই এই মন্তব্য করলে।

"তবে হ্যাঁ, বিয়ের ভাবনাটা আপনাকে ভাবতে হবে! যৌবনে নারী চায় পুরুষ, পুরুষ চায় নারী। এইটাই যৌবনে নারী-পুরুষের একান্ত কামনা। তেমন কিছু ঘটেছে নাকি মিস্ চ্যাটার্জী?"

সুরুতেই ভদ্রলোকের এমন অশিষ্ট ঘনিষ্ঠতা সুমিত্রার ভাল লাগল না। কিন্তু সে সে-মনোভাব গোপন করে বললে—"বিয়ে ছাড়া যুবক-যুবতীর অন্য চিন্তা থাকতে পারে না, এ ধারণা আপনার কি করে হল মিষ্টার মুখার্জী? আপনি বিয়ে করেছেন?"

সলজ্জ হাস্যে পরিমলবাবু বললেন—"না, ওটা এখনও সারা হয়নি মিস্ চ্যাটার্জী, তাছাড়া ও চিন্তাই এখনো করিনি।"

"কই, আপনাকে ত চিন্তিত দেখছি না? বেশ আনন্দেই ত আছেন! তবে কেন আমাকে একথা বলছেন?"—গম্ভীর মুখে পরিমলবাবুর দিকে চেয়ে সুমিত্রা বললে।

"কিন্তু আপনাকে দেখে যেন সত্যিই মনে হয়, মনে মনে সদাই কি ভেবে চলেছেন! যৌবনকালে নারী-পুরুষের অন্য আর কি চিন্তা থাকতে পারে? আচ্ছা, আপনাকে এ পর্যন্ত ত ভাল করে হাসতেও দেখলুম না! আপনি খুব গম্ভীর স্বভাবের, না? ও, তাই হয়ত হবে! আমার বুঝতে ভুল হয়েছিল! আপনি খুব গম্ভীর! হ্যাঁ, এইবার আমি ঠিক ধরেছি! কেমন, ঠিক কিনা বলুন? প্লিজ, একবার হাসুন না মিস্ চ্যাটার্জী? হাসলে অমন সুন্দর মুখে কি যে মানাবে! দেখে চক্ষু সার্থক করি! লক্ষ্মীটি, একবার হাসুন?"—পরিমলবাবু সুমিত্রার মুখের দিকে নির্লজ্জ আগ্রহান্বিত চক্ষে চেয়ে যেন সাধ্য-সাধনা করতে থাকে।

লোকটার কথা বলার ভঙ্গী, গায়ে পড়ে ঘনিষ্ঠতা জমাবার প্রয়াস দেখে সুমিত্রা মনে মনে বিরক্ত হলেও, না হেসে থাকতে পারল না। অল্প একটু হেসেই তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে ধমকের সুরে বললে—"পরিচয়ের প্রথমেই আপনি বড় বেয়াদপি আরম্ভ করেছেন! ভেবে দেখুন তো, আপনার অনুরোধটা কতখানি নির্লজ্জ, ভদ্রতাবিরুদ্ধ!"

সুমিত্রা যে খুব রাশভারী শক্ত মেয়ে নিজের মানসম্ভ্রম সম্বন্ধে খুব সজাগ, পরিমলবাবু তা বুঝল। তাই কোন্ দিক দিয়ে কথাবার্তা চালাবে চিন্তা করতে লাগল। উপস্থিত আর কোন কথা বললে না।

কথা না বলাটা ভাল দেখায় না বুঝে সুমিত্রা বইটার উপর চোখ রেখেই জিজ্ঞাসা করলে—"আপনার বাড়ীতে কে কে আছেন? বাপ্, মা—?"

পরিমলবাবু বললেন—"কেউ নেই মিস্ চ্যাটার্জী, বাবা-মা, ভাই-বোন, কেউ নেই। সংসারে আমি একেবারে একা! অর্থাৎ আপনার মতই আর কি!"

"তা হলে কে আপনার দেখাশোনা করে?"—সুমিত্রা এবার বই থেকে মুখ তুলে পরিমলবাবুর মুখের দিকে তাকালো।

পরিমলবাবু বললেন—"একজন চাকর আছে, সেই সব দেখাশোনা করে। রান্না করে দেওয়া, আমার যা প্রয়োজন তাতে যোগান দেওয়া, সব কাজই সে করে। আমি কেবল অফিস যাই আর পড়াশুনা নিয়েই থাকি।"

"খুব বই পড়েন বুঝি?"—সুমিত্রা পরিমলবাবুর মুখের দিকে চেয়েই প্রশ্ন করে।

পরিমল মুখার্জী হেসে বললে—"আর কি করব বলুন না, বন্ধুবান্ধবদের বাড়ী যাওয়া পছন্দ করি না, বাড়ীতেও গল্প করবার কেউ নেই; কাজেই যা হয় একটা কিছু করতে হবে ত? তাই বই পড়াটাই আমার নেশা! আপনিও ত খুব বই পড়েন দেখছি! ওটা ইংরাজী নভেল বলে মনে হচ্ছে না? আপনি ইংরাজী বইই বেশী পড়েন বুঝি?"

পরিমল মুখার্জী একদৃষ্টে সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সুমিত্রা মুখ তুলে বললে—"না, বাংলা বইও পড়ি। যখন যেটা পাই আর কি!"

একজন খালাসী একখানা কাগজ এনে সুমিত্রার সামনে ধরলে সুমিত্রা সেটা পড়ে সই করে দিয়ে আবার পুস্তকের প্রতি মনোনিবেশ করে।

"বাংলা উপন্যাস কার বেশী পছন্দ করেন আপনি?"—পরিমল মুখার্জী সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়েই জিজ্ঞাসা করে।

সুমিত্রা মুখ না তুলেই উত্তর দেয়, "উপন্যাস আজকাল অসংখ্য লোকই লিখছে, তবে আমার পছন্দ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী এঁদের লেখা বই।"

"একেবারে সেকেলে, এখনকার যুগে একেবারে অচল। এখন ওসব বই

কেউই পড়ে না। আপনাকে 'সেকেলে' বলে সবাই ঠাট্টা করবে, অবজ্ঞার, অপ্রীতির চোখে দেখবে। আপনি আধুনিক যুগের লেখকদের বই পড়ুন। তাতে আনন্দ পাবেন!"—পরিমল মুখার্জী মন্তব্য করলে।

সুমিত্রা বললে—"কেন? আগেকার লেখকদের বইয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না? প্রাচীন সুধী লেখকদের ধ্যান-ধারণা ভাষা কত উচ্চ, কত নির্মল পবিত্র, প্রেম ভালবাসাকে কত মহানভাবে কত নিষ্কলুষভাবে তাঁরা বর্ণনা করে গেছেন, তাতে অশ্লীল যা, তা ভদ্রভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁদের অধিকাংশ বইই সমাজের কল্যাণের জন্য, সুশিক্ষার জন্য। আর এখনকার অধিকাংশ লেখকদের বই মানুষের মনে উৎকট রুচি, অশ্লীল প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলে! সমাজকেও উচ্ছৃঙ্খলতার পথে নিয়ে যাচ্ছে। বিষয়ের যেখানটা অশ্লীল, সেখানটাকে অশ্লীলতায় আরও প্রকট করে তুলে ধরেছে। এতে যুবক-যুবতী-সমাজে চারিত্রিক অসংযম দেখা দিয়েছে। যত দিন যাচ্ছে সুরুচির প্রভাব ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, কুরুচির ঢেউ সমাজকে, মানুষকে অধঃপতনের অতলে ডুবিয়ে দিচ্ছে।"

"কিন্তু যেটা যা, তাকে একেবারে নগ্ন করে প্রকট করে পূর্ণ করে দেখানটায় অযৌক্তিকতা কি আছে? সত্য, সত্যই। তাকে একেবারে স্পষ্ট করে দেওয়াই উচিত!"—পরিমলবাবু মন্তব্য করলে।

"না, সত্য হলেও, নগ্ন অশ্লীলতাকে যতদূর সম্ভব সভ্যতার আবরণ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। নইলে সমাজে অকল্যাণ ঘটবে। ছেলেমেয়েদের প্রবৃত্তি উদ্দাম হয়ে উঠবে।"—সুমিত্রা দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করে বইয়ে মনঃসংযোগ করল।

পরিমলবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—"আপনি তাহলে ওসব বই একদমই পড়েন না, না?"

সুমিত্রা বই হতে মুখ না তুলেই বললে—"কখনো কখনো হাতে এলে পড়ি, তবে পছন্দ করি না!"

পরিমলবাবু আর এ বিষয়ে তর্ক না তুলে চুপ করে বসে থাকে। সুমিত্রা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পরিমলবাবুকে কথা বলতে না শুনে বই থেকে মুখ তুলে পরিমলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললে—"কি হল? চুপ করে গেলেন যে? মন্তব্যটা পছন্দ হল না বুঝি?"

পরিমল মুখার্জী ভাবছিল—"এই নারী প্রগতিশীলা, চালচলনে অতি আধুনিকা হলেও মনুষ্য চরিত্রের এ দিকটা অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খলতা পছন্দ করে না। কেমন যেন স্বভাব-গম্ভীর, অত্যন্ত রাশভারী এবং দৃঢ় চরিত্রের। চপলতা প্রকাশ করে

লোকের কাছে সহজলভ্য বা খেলো হতে চায় না। উল্টে ওর ব্যক্তিত্ব প্রভাবে অন্যকে ওর কাছে সমীহপ্রবণ করে। সেদিক দিয়ে আকর্ষণও বড় কম করে না! এই দুরূহ-লভ্যা অশেষ রূপবতী নারীকে বাগে আনতে অনেক চাতুর্য ও ধৈর্যের প্রয়োজন।" সে বললে—"না না, আপনি অশোভন মন্তব্য আদৌ করেন নি। আপনার অভিমতটাই ঠিক! তবে অনেক মানুষই আজকাল বর্বর সভ্যতাটাই বেশী পছন্দ করে কি না।"

তারপর সুমিত্রার দিকে চেয়ে বললে—"আপনি অতি রূপসী আধুনিকা হলে কি হবে, আপনি প্রকৃতই উচ্চশিক্ষিতা, উচ্চ-গুণান্বিতা! তাই গাম্ভীর্য, আপনার সহজাত ভূষণ। যে শুধু আপনাকে দেখবে, সে শুধু আপনাকে সম্মানই দেবে। ভালবাসলেও জানাতে সাহসী হবে না।"

নীলাদ্রির কথা মনে পড়ে সুমিত্রা কিয়ৎক্ষণের জন্য অন্যমনা হয়ে যায়। নীলাদ্রি কর্তৃক তার রূপের ব্যাখ্যা ছিল কত সরল, আবেগময়, কলুষ-কামনা-দোষ শূন্য! সে নীলাদ্রিকে অন্যায় আস্কারা না দিলে নীলাদ্রি তাকে স্পর্শ করতে সাহসী হোত না! আর এই লোকটা তার মুখে চোখে কুৎসিত অভিলাষের প্রচ্ছন্ন অতি সূক্ষ্ম জাল পরে প্রশংসার ঢাক বাজিয়ে তার চিত্তহরণে উন্মুখ!

সুমিত্রা অন্য কথায় এল।—"চা খাবেন?" পরিমলের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে।

"না, আমি চা খাই না।"—পরিমল উত্তর করল।

"সে কি? অফিসার মানুষ, চা খান না? ভেরি গুড্ বয় দেখছি ত!"

সুমিত্রা মন্তব্যের সঙ্গে সামান্য একটু পরিহাস করলে।

পরিমল মুখার্জী বললে—"ওটা আমার কোনদিনই অভ্যাস নেই।"

"বেশ, তবে মিষ্টি খান! মিষ্টি আনতে বলি?—সুমিত্রা পরিমলবাবুর মুখের দিকে তাকাল। তাকে হঠাৎ ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধু বলে মনে হতে লাগল।

পরিমল মুখার্জী অত্যন্ত খুশী হয়ে বললে—"না না, এইমাত্র ভাত খেয়ে আসছি, সে খেতে হয় তখন বিকেলবেলা দেখা যাবে।"

পরিমল মুখার্জী যে এখানে অনেকক্ষণ থাকবেন, সুমিত্রার সঙ্গ অনুভব করবেন, এইটাই যেন দৃঢ় নিশ্চিত করে নিলেন।

কয়েকজন লোক এসে ঘরে প্রবেশ করল ও সুমিত্রার সঙ্গে কাজ সেরে চলে গেল। ফোন এল, সুমিত্রা উঠে গিয়ে ফোনে কথা শেষ করে আবার এসে চেয়ারে বসল। পরিমল মুখার্জী একদৃষ্টে ফোনে কথা বলার সময় সুমিত্রার

অপরূপ সৌষ্ঠবসম্পন্ন পশ্চাদ্ভাগ কুৎসিত দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করল। সুমিত্রা চেয়ারে এসে বসলে বললে—"আচ্ছা, মিস্ চ্যাটার্জী, আপনার ছুটি একসঙ্গে অনেক পাওনা নেই?"

সুমিত্রা বললে—"আছে, কেন?"—সে কৌতূহলী নয়নে পরিমল মুখার্জীর মুখের দিকে চাইল।

"তবে চলুন না, বাইরে ঘুরে আসা যাক্। অর্থাৎ দিল্লী, আগ্রা, বম্বে, লক্ষ্ণৌ, হরিদ্বার। যাবেন? আপনি ঐসব জায়গায় গেছেন কখনো?"—বেশ আগ্রহান্বিত নেত্রে সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে পরিমল মুখার্জী প্রশ্ন করে।

সুমিত্রা খুব অল্প একটু মিষ্টি হেসে বললে—"যে-যে জায়গার নাম করলেন—সব জায়গাতেই গিয়েছি।"

"তবুও আর একবার চলুন না? ওসব জায়গা কি আর পুরনো হয়? অনেক দিন না দেখলেই আবার নতুন করে দেখতে ইচ্ছা করে। পুরীর সমুদ্র, চিল্কা হ্রদ, দিল্লীর ফোর্ট, কুতবমিনার, আগরার ফোর্ট, তাজমহল—আচ্ছা, জ্যোৎস্না-রাত্রে তাজমহল দেখেছেন?" পরিমলবাবু সুমিত্রার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতেই চেয়ে থাকে।

"দেখেছি"—বলে সুমিত্রা কাজে মন দেয়।

"কতদিন আগে দেখেছেন?" পরিমলবাবুর প্রশ্ন।

"তা প্রায় ছ'বছর হবে"—পরিমলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে সুমিত্রা উত্তর দেয়।

"ওঃ সে ত অনেকদিন আগে। আর একবার চলুন মিস্ চ্যাটার্জী—ছুটি নিন, এই সামনেই জ্যোৎস্নাপক্ষ আছে। পূর্ণিমার রাত্রে তাজমহলের অপরূপ শোভা দেখে চক্ষু সার্থক করি। তারপর আর আর সব ভাল ভাল জায়গায় কিছুদিন করে কাটাব। আমি এ সব কখনো দেখিনি মিস্ চ্যাটার্জী। তাই যাব বলে আগামী সপ্তাহ হতে ছুটি নিয়েছি! আপনি সঙ্গে থাকলে আমার আনন্দের সীমা থাকবে না। প্লিজ, মিস্ চ্যাটার্জী, অনুগ্রহ করে আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন!" করুণ মিনতিপূর্ণ নয়নে পরিমলবাবু সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সুমিত্রা মনে মনে বুঝল, লোকটা বন্ধুত্ব পাতাতে এসে কি চায়। সে শুধু তার যৌবনের একমাত্র প্রিয়তম সঙ্গী অসাধারণ সুপুরুষ নীলাদ্রিকে হারিয়ে তাকে ভোলবার জন্যই এই সুশ্রী যুবকের মাত্র বন্ধুত্ব কামনা করেছিল, কিন্তু এখন দেখল, এতে বিপদের সম্ভাবনা বড় কম নেই। লোকটা একান্ত নারীলোভী।

তার শরীরের প্রতি লোকটার লুব্ধদৃষ্টি সে ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করছে।

সুমিত্রা মৃদু হেসে বললে—"বড়ই দুঃখিত পরিমলবাবু, আমার ছুটি এখন নেওয়া সম্ভব নয়। আর ছুটি চাইলেও এখন পাব না। অন্ততঃ তিন চার মাস ত নয়ই।"

পরিমল মুখার্জীর মুখ বিমলিন হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে বললে—"তা হলে একাই যেতে হয়।"

সুমিত্রা কাজে মন দিতে দিতে বললে—"হ্যাঁ তাই যান। ছুটি যখন পেয়েছেন তার সদ্ব্যবহার করে আসুন। আমার দুর্ভাগ্য, সঙ্গী হয়ে আপনাকে আনন্দ দিতে পারলাম না।"

পরিমল মুখার্জী বললে—"সত্যি আপনি সঙ্গে থাকলে কি আনন্দই যে হোত। আচ্ছা, আপনি তিন-চার মাস পরে ত নিশ্চয়ই ছুটি পাচ্ছেন? তবে আমি না হয় আমার ছুটি নেওয়া এখন স্থগিত রেখে দিই না? সেই সময় এক সঙ্গেই যাব? কি বলেন হ্যাঁ, সেই ভাল! একা একা বেশ ভাল লাগবে না।" পরিমল মুখার্জী আবার সুমিত্রার মুখের দিকে চাইল।

সুমিত্রা ত্বরিতে বললে—"না না, আমার ছুটি পাবার কোন নিশ্চয়তা নেই।"

প্রমথেশবাবু এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

প্রমথেশবাবুকে দেখে সুমিত্রা মনে মনে জ্বলে উঠল। এই লোকটাই তার জীবনের শনি, ভাগ্যাকাশে ধূমকেতু। তার জীবন, যৌবন, সুখ, শান্তি, আনন্দ, সব চিরতরে নষ্ট করে দিয়েছে। আবার কি মতলবে এসেছে কে জানে? কিন্তু এখন ত এর আর বলবার কিছু নেই। আশা ত পূর্ণ হয়েছে, তবে আবার কেন আসা?

গভীর বিরক্তিতে ও কৌতূহলে সুমিত্রা প্রমথেশবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এতবড় একজন ধনী মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে বসতেও বললে না, কোন সম্বর্ধনাও জানালে না।

প্রমথেশবাবুই কথা বললেন। সুমিত্রাকে উদ্দেশ করে বললেন—"নীলাদ্রির বড় অসুখ মা, বাঁচে কি না বাঁচে। তোমাকে নিতে এসেছি।"

গভীর আতঙ্কে সুমিত্রা চমকে উঠল। প্রমথেশবাবু কি বললেন, সে যেন বুঝেও বুঝতে পারল না। জিজ্ঞাসা করল—"কি বললেন?"

প্রমথেশবাবু কথার পুনরাবৃত্তি করলেন—"নীলাদ্রির খুব বাড়াবাড়ি অসুখ, রোগ টাইফয়েডে দাঁড়িয়েছে। আজ আঠার দিন শয্যাগত। ডাক্তাররা কিছুতেই

কিছু করতে পারছেন না। রোগ ক্রমাগত বৃদ্ধির দিকে চলে জীবননাশের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। রোগী সর্বদাই এত অস্থির যে, ধরে রাখা যাচ্ছে না। ঔষধ পথ্য কিছুই খাওয়ান যাচ্ছে না, সব ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। কেবল তোমার নাম করছে, তোমাকে দেখবার জন্য ছট্‌ফট্ করছে। চিকিৎসায় কোন ফলই হচ্ছে না। ব্যাপার দেখে ডাক্তাররা একবাক্যে মত দিয়েছেন যদি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি, তবে তোমাকে দেখে হয়ত ভাল হতে পারে। নতুবা ওর জীবনের কোন আশাই নেই, ওর শরীরের যা অবস্থা হয়েছে।"

প্রমথেশবাবু থামলেন। তাঁর স্বর ভারী শোনাচ্ছিল। তিনি পরম উদ্বিগ্ন নেত্রে সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সুমিত্রা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থাকে। নীলাদ্রির কঠিন অসুখের সংবাদ তার মনকে বিচলিত করলেও সে মুহূর্তে স্থির করল, "সে যাবে না। নীলাদ্রি তার কে? নীলাদ্রি মরুক আর বাঁচুক, তার কি লাভ? নীলাদ্রিকে কি সে পাবে? নীলাদ্রির জন্যই তার জীবন এত বিফল দুঃসহ হয়ে উঠেছে। এদের জন্যই নীলাদ্রিকে পেয়েও সে পেল না। যতটুকু ক্ষণিকের জন্য তাকে পাওয়া গিয়েছিল, তাতে তার মন ভরেনি, তাতে তার অন্তরে দারুণ অশান্তি, দুঃখ বিপর্যয়ই ঘটেছে। সে ক্রমাগত নিজের ক্ষতি করে আর পরের উপকার করতে পারবে না। এঁদের ছেলে, এঁদের পয়সা আছে, ডাক্তার আছে, সেবা করবার লোকের অভাব নেই, এঁরা বুঝুক।"

নীলাদ্রি ত চিরকালের জন্যই তার নাগালের বাইরে!

নীলাদ্রির কঠিন মরণাপন্ন অসুখ শুনে সুমিত্রা যেমন আতঙ্কিত চিন্তিত হয়ে উঠেছিল, নিজের ভাগ্য চিন্তা করে, এঁদের ব্যবহার স্মরণ করে, সে তেমনি কঠিন নিস্পৃহ হয়ে উঠতে লাগল। ঐ মতলববাজ ভদ্রলোকই একদিন বলেছিলেন না যে, দেখাসাক্ষাৎ অনেক দিন না হলেই, নীলাদ্রি তাকে ভুলে যাবে? তবে কেন নীলাদ্রি তাকে এখনও ভুলতে পারছে না? কেন তিনি বিপদে পড়ে তার কাছে ছুটে এসেছেন? তাকে দেখে নীলাদ্রি ভাল হলে এঁদেরই লাভ, তার কি?"

দিন হিসেব করে সুমিত্রা দেখল, নীলাদ্রি এখান থেকে যাবার তিন দিন পরেই অসুখে পড়েছে। এ নিশ্চয়ই ঐ দিনের ঘটনারই ফল। নইলে নীলাদ্রি এমন করে তার নাম করছে কেন? সেদিন ত সে নিজেকে সম্বরণ করতে না পেরেই মরীয়া হয়ে তার কাছে এসেছিল এবং তার জীবনেও অশান্তি ঘটাল!

প্রমথেশবাবু কিয়ৎক্ষণ সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অপেক্ষা করে ম্রিয়মান বিষণ্ণকণ্ঠে বললেন—"আমি তোমার সম্মতির অপেক্ষায় আছি মা।

একবার যেতে যে হবেই! এবং হয়ত প্রয়োজন হলে তার পাশে কিছুদিন থাকতেও বোধহয় হবে, ডাক্তারদের যা অভিমত। নীলাদ্রির অবস্থা খুব খারাপ দেখেই তোমাকে বিরক্ত করতে এসেছি! যেয়ে দেখতে পাব কি না জানি না—।"

সুমিত্রার আর রাগ করে থাকা হোল না। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—"আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি।"

অতঃপর সুমিত্রা পরিমলবাবুকে উদ্দেশ করে বললে—"পরিমলবাবু, আপনি আসুন, আমি এখন ভয়ানক ব্যস্ত।"

এক ঘণ্টার মধ্যে তার অবর্তমানে অফিসের কাজের সুব্যবস্থা করে, একটা সুটকেশে তার কাপড়-চোপড় অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি নিয়ে প্রমথেশবাবুর সমভিব্যাহারে কলকাতায় এসে সুমিত্রা যখন প্রমথেশবাবুর বাড়ীর দরজায় পৌছাল তখন অপরাহ্ন আগত। সূর্যাস্তের শেষ আলোয় হর্ম্যচূড়ার শীর্ষগুলি উজ্জল। মাথার উপর আকাশ নীল। আকাশের কোলে কতকগুলি লাল, নীল, হলদে ও সাদা রঙয়ের ঘুড়ি উড়ছিল। দিনের কোলাহল অনেকখানি নিস্তেজ হয়ে এসেছে। অদূরে বড় রাস্তায় ট্রাম ও বাস চলাচলের শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

গেটের সশস্ত্র নেপালী দারোয়ান সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাল এবং মোটর গাড়ী ভিতরে প্রবেশ করে দুদিকের পুষ্পোদ্যানের মধ্য দিয়ে লাল সুরকীর পথ ধরে অনেকখানি গিয়ে গাড়ী-বারান্দায় এসে দাঁড়াল। দু'জন পরিচারক অপেক্ষা করছিল। একজন মোটরের দরজা খুলে দিল, অপরে প্রমথেশবাবুর পিছু পিছু সুমিত্রা নামতেই তার হাত থেকে সুটকেশটা টেনে নিলে। সুমিত্রা প্রমথেশবাবুর পিছনে পিছনে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। এতবড় বাড়িতে কোথাও একটু শব্দ কোলাহল নেই। বাড়ীর লোকেরা নিঃশব্দে চলাফেরা করছিল—সকলেরই মুখ বিষণ্ণ, অতি ম্রিয়মান। যেন বাড়িতে একটা মস্তবড় বিপদ ঘটতে চলেছে! ত্রিতলের সিঁড়ির সামনেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে দু'জন কোট-প্যান্ট-পরিহিত ভদ্রলোক মৃদুস্বরে কথা বলছিল--উভয়ের কাঁধেই স্টেথস্কোপ। সুমিত্রা বুঝলে, এঁরাই ডাক্তার। প্রমথেশবাবু তাঁদের নিকট গিয়ে দাঁড়াতেই, প্রবীণ বয়স্ক যিনি, তিনি বললেন—"সেই একই রকম, কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। ঔষধ পেটে না গেলে কি করে ভালর দিকে যাবে বলুন! মুখে ঔষধ ঢেলে দিলেই থু থু করে ফেলে দিচ্ছে।" তারপর সুমিত্রার দিকে চেয়ে বললেন—"ইনিই নাকি? বাঃ, ভারী চমৎকার! দেখুন, যদি এইবার কিছু সুরাহা হয়। নইলে কোন আশাই নেই।"

ডাক্তারের মন্তব্যে সুমিত্রার মুখ লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে উঠল, আবার নীলাদ্রির অবস্থা শুনে সে আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে উঠল।

সামনেই প্রশস্ত ঘরে পালঙ্কের উপর শায়িত নীলাদ্রি রোগযন্ত্রণায় কাতর, সংজ্ঞাহীন, বিশীর্ণ-কলেবর। দীর্ঘ রোগভোগে কন্দর্পনিন্দিত অতি সুন্দর যৌবনদীপ্ত দেহখানি জীর্ণ কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। মুখে একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। নীলাদ্রিকে আর চেনাই যায় না! তার মাথার কাছে বসে আছেন এক প্রৌঢ়া রমণী, অসামান্যা রূপসী। সুমিত্রা অনুমানে বুঝল, ইনিই নীলাদ্রির মা। পায়ের নিকট বসে আছে মাধবী, দুশ্চিন্তাভারে বিষণ্ণ, ম্লান, অবনতমুখী—যেন কৃষ্ণা-চতুর্থীর লাবণ্যহারা ক্ষয়িষ্ণু চন্দ্রলেখা।

জ্যোতির্ময়ী দেবী একদৃষ্টে সুমিত্রাকে দেখছিলেন। তিনি নামকরা সুন্দরী, কিন্তু তাঁর মনে হল, এর রূপের কাছে তার রূপ অনেক পরিমাণে নিষ্প্রভ। তাঁর পুত্র যে একে না পেয়ে কতখানি ক্ষুণ্ণ ও অসুখী হয়েছে, তা তিনি চাক্ষুষ অনুভব করলেন। ছিঃ ছিঃ, কেন তাঁরা তাঁদের পুত্রের ইচ্ছায় বাধ সাধতে গেছলেন? এখন নিজেদের অবিমৃষ্যকারীতার ফলে পুত্রকে হারাতে বসেছেন!

তিনি সুমিত্রাকে কাছে ডাকলেন—"এখানে এস মা—।"

সুমিত্রা জ্যোতির্ময়ী দেবীর নিকটে গেলে তিনি তার দুই হাত ধরে আবেগে বললেন—"তোমাব ওপর অবিচার করে খোকাকে হারাতে বসেছি মা! কোন আশাই বুঝি আর নেই। এখন তুমি যদি ওকে ফিরিয়ে আনতে পার, এই আশাতেই তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছি। তুমি আমাদের ক্ষমা কর মা! মনে কোন ক্ষোভ না রেখে দেখ যদি খোকাকে ফিরিয়ে আনতে পার! আমরা সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছি।"

জ্যোতির্ময়ী দেবীর স্বর ক্রন্দনরুদ্ধ হয়ে উঠল।

রোগীর সেবায় সর্বজ্ঞা সুনিপুণা সুমিত্রা নীলাদ্রির পাশে গিয়ে বসে নীলাদ্রিকে গভীর মনোযোগে নিরীক্ষণ করল। তারপর তার শীর্ণ ডান হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে রিষ্ট ওয়াচের সঙ্গে মিলিয়ে নীলাদ্রির নাড়ী পরীক্ষা করে বললে—"জ্বর এখন ১০৩ ডিগ্রী। আরও বেড়ে ১০৪, সাড়ে ৪½ পর্যন্ত উঠবে। ১০১-এর বেশী নামবে বলে ত মনে হচ্ছে না।"

সুমিত্রার মন্তব্য শুনে ঘরের সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। জ্যোতির্ময়ী দেবী বললেন—"তুমি ডাক্তারী জান না কি মা? ডাক্তারবাবু এইমাত্র টেম্পারেচার নিলেন ১০৩ ডিগ্রী জ্বর। আর জ্বর ঠিক ১০৪½-এ উঠছে আর ১০১-এ

নামছে। ভারী আশ্চর্য ত!"

সুমিত্রা অল্প একটু হাসল। তারপর বললে—"ভাল করে ওষুধ আর পথ্য না খাওয়ালে রোগী তাড়াতাড়ি সারবে না। আমার মনে হচ্ছে, এ সবের কিছুই ঠিকমত হচ্ছে না।"

"কি করে হবে মা, যখন অচৈতন্য থাকে তখনই যা হয় একটু মুখে যায়, নইলে সব ফেলে ছড়িয়ে দিচ্ছে, ওষুধ পথ্য খাওয়ায় কার সাধ্যি। ঐ দেখ না জানালার ধারে কত কাঁচ ভাঙা পড়ে আছে। ওষুধের গ্লাস হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।"—জ্যোতির্ময়ী দেবী বললেন।

সুমিত্রা মাধবীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"ওষুধ কটার সময় খাবার কথা?"

মাধবী বললে—"ছ'টার সময়।" তারপর দেওয়াল ঘড়ির দিকে চেয়ে বললে—"সময় ত হোল! ছ'টা বাজে।"

সুমিত্রা গ্লাসে ঔষধ ঢেলে অসঙ্কোচপূর্ণ কণ্ঠে ডাকলে—"নীলাদ্রিবাবু—।"

অতি পরিচিত, অতি প্রিয় কণ্ঠস্বর, অনেকদিন অদর্শন ছাড়াছাড়ির পর মানুষের কানে গেলে সে যেমন চকিত হয়ে ওঠে, নীলাদ্রি ঠিক সেই রকম হয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া দিলে—"এ্যাঁ?"

সুমিত্রা ঔষধের গ্লাসটা নীলাদ্রির মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে গ্লাসটা নীলাদ্রির ওষ্ঠাধারে স্পর্শ করিয়ে বললে—"এই ওষুধটা খেয়ে নিন তো?"

নীলাদ্রি চক্ষুরুন্মীলন করলে। ক্ষীণ নিষ্প্রভ দৃষ্টি। জীবনীশক্তি প্রচুর পরিমাণে স্তিমিত হয়ে এসেছে। বুঝি নিভেই যাবে! সে চাউনিতে মানুষ চেনার চিহ্ন পরিলক্ষিত হোল কিনা বোঝা গেল না।

সুমিত্রা পুনরায় বললে—"ওষুধটা খেয়ে নিন।"

নীলাদ্রি হাঁ করল, কোন বাধা দিল না, উদ্দামতা প্রকাশ করলে না।

ঔষধ খাইয়ে সুমিত্রা নিজ বসনপ্রান্ত দিয়ে নীলাদ্রির মুখ মুছিয়ে দিলে।

নীলাদ্রি একদৃষ্টে সুমিত্রাকে দেখছিল। তার চোখে চোখ মিলিয়ে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে—"কেমন আছেন?"

নীলাদ্রি কোন উত্তর না দিয়ে আগের মতই একদৃষ্টে সুমিত্রাকে দেখতে লাগল। আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে যেন জ্ঞানের আভাস দেখা দেবার উপক্রম হচ্ছে।

সুমিত্রা বললে—"চিনতে পেরেছেন?"

এবার নীলাদ্রির মুখ নড়ে উঠল। সে কথা বললে—"চিনেছি!"

সুমিত্রা বললে—"ওষুধ খাননি কেন? খাবার খাচ্ছেন না কেন? কি করে শীগ্‌গির শীগ্‌গির ভাল হবেন?"

নীলাদ্রি সে কথার জবাব দিলে না। সে আপন মনেই বলতে লাগল—

"আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও বিদেশিনী,

তুমি থাকগো সিন্ধু পারে—"

সুমিত্রার মুখ লাজরক্তিম হয়ে উঠল। সে মাধবীর এগিয়ে-দেওয়া খাবারের পাত্রটা হাতে নিয়ে কোন দিকে না চেয়ে পথ্যটা ধীরে ধীরে নীলাদ্রিকে খাইয়ে দিতে লাগল। নীলাদ্রি আপত্তি করলে না, বরং অনেকখানি খাবার খেয়ে যেন সুস্থ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

জ্যোতির্ময়ী দেবী সুমিত্রাকে বললেন—"তুমি উঠে মুখ হাত ধুয়ে একটু জল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে জিরিয়ে নাও মা, তারপরে খোকার কাছে বসবে। গাড়ীতে আসার অনেক কষ্ট হয়েছে!

সুমিত্রা বললে "না মা, আমি এখন কিছু খাব না। আমার কোন কষ্ট হয়নি। আপনারা ব্যস্ত হবেন না। দরকার হলে আমি সব ঠিক করে নেব খন। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, রোগীর কাছে আমি ছাড়া আর কারও এখন থাকা চলবে না। আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে আপনারা সবাই ক্লান্ত। তাছাড়া এমন কঠিন রোগে বাইরের নার্সের প্রয়োজন। বাড়ীর লোকেরা মাথা ঠিক রাখতে পারে না, রোগীর পরিচর্যায় ত্রুটি হয়। রোগীকে আমার হাতে বিশ্বাস করে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিন। আপনারা মধ্যে মধ্যে এসে একবার করে কেবল দেখে যাবেন।"

জ্যোতির্ময়ী দেবী বললেন—"বেশ তাই হোক মা।"

তারপর, দুই দিন দুই রাত্রি ধরে নীলাদ্রিকে নিয়ে চলল যমে-মানুষে টানাটানি। সুমিত্রা অক্লান্ত পরিচর্যায় নির্নিদ্র, সতর্ক ও যত্নপর থেকে নীলাদ্রিকে অতি কঠিন মারাত্মক রোগের কবল হতে মুক্ত করবার জন্য প্রাণপণ করতে লাগল। তার অকুণ্ঠ সেবার, কষ্টসহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখে ডাক্তার থেকে বাড়ীশুদ্ধ লোক সকলেই বিস্ময় স্তম্ভিত! মাধবী হাজার চেষ্টা অনুরোধ করেও মুহূর্তের জন্য সুমিত্রাকে নীলাদ্রির রোগশয্যা থেকে নড়াতে পারলে না!

দ্বিতীয় দিনের পরিচর্যার রাত্রি বারোটা। সহরের বুকে নেমেছে স্তব্ধতা। মানুষ সুষুপ্তির কোলে মগ্ন। মধ্যে মধ্যে ক্বচিৎ এক-একখানা মোটর গাড়ী হর্ণ বাজিয়ে সশব্দে রাত্রির নীরবতা ভঙ্গ করে অদূরে বড় রাস্তা দিয়ে তীব্রবেগে

ছুটে যাচ্ছিল।

নীলাদ্রির রোগশয্যা পাশে সেবাপরায়ণা সুমিত্রা একা। তার চোখে নিদ্রা নেই। সে অতন্দ্র আঁখি মেলে নীলাদ্রির পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে। নীলাদ্রির জ্বর আজ হতে কমতে সুরু করেছে। তবে প্রলাপ বকা কমেনি। প্রলাপ বকার মাঝে সুমিত্রার নামোচ্চারণ করে। সুমিত্রাকে চিনতে পারেনি। তবে তার গায়ে মাথায় হাত দেয়, তাকে কাছে আকর্ষণ করে। অন্য লোকের উপস্থিতিতে বা সামনে সুমিত্রা লজ্জায় লাল হয়ে যায়। সে পরম ধৈর্যে, সযত্ন সেবায়, সাবধানতায় নীলাদ্রিকে আরোগ্য করে নিয়ে আসে। একদা কন্দর্পকান্তি পরম রূপবান স্বাস্থ্যবান রমণী-নয়ন-মনোহর নীলাদ্রি, তার মনোনীত পুরুষ, তার যৌবনের প্রিয় সহচর, তার জাগ্রতের স্বপ্ন, নিদ্রিতের কামনা, রোগের কবলে আজ শ্রীহীন, সৌন্দর্যবিহীন, কান্তিহীন, কৃশ, বিমলিন, মৃত্যুপথযাত্রী! শুধু তারই জন্য তার এই দুর্দশা! প্রাণপাত করে পরম সেবায় পরিচর্যায় সযতনে তাকে বাঁচাতে হবে—তার প্রনষ্ট স্বাস্থ্য সৌন্দর্য কান্তিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। বিগতশ্রী, হীনস্বাস্থ, পঙ্গু নীলাদ্রিকে সে দেখতে পারবে না, কোনমতেই না!

সুমিত্রা মনে মনে প্রতিজ্ঞায় অটল দৃঢ় হয়ে ওঠে।

হঠাৎ সুমিত্রার নজরে পড়ল, নীলাদ্রি চোখ মেলে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখের দৃষ্টি যেন অনেকখানি আচ্ছন্নতা রহিত, সপ্রতিভ।

সুমিত্রার চোখে চোখ মিলতেই সে জিজ্ঞাসা করলে—"গাড়ী কোথায় এল?"

সুমিত্রা উত্তর দেবে কিনা ভেবে, নীলাদ্রিকে অনেকক্ষণ খাওয়ান হয়নি মনে করে বেদানার রস খাওয়াতে যেতেই নীলাদ্রি হাত দিয়ে বাধা দিয়ে বললে—"আঃ, যা জিজ্ঞাসা করছি তাই বলুন না? কেন বিরক্ত করছেন?"

সুমিত্রা গ্লাস সামলাতে সামলাতে অন্যমনস্ক হয়ে বললে—"কি বলছেন?"

"বলছি গাড়ী কোথায় এল? বুঝতে পারেন না কেন?"—নীলাদ্রির আধ-আচ্ছন্ন দৃষ্টি সুমিত্রার মুখের উপর ন্যস্ত। কথা যা বলছে তা মস্তিষ্কের বিকারে।

সুমিত্রা একটু ইতস্তত করে বললে—"ব্যাণ্ডেল।"

"ও, তাহলে এখন দেরী আছে।" নীলাদ্রি যেন নিশ্চিন্ত স্বরে বলে:

সুমিত্রা চুপ করেই থাকে।

"আপনি কোথায় যাবেন? কাটোয়া?" নীলাদ্রি সুমিত্রার মুখের দিকে

চেয়েই জিজ্ঞাসা করে।

সুমিত্রা অগত্যা উত্তর করে—"হ্যাঁ।"

"আমি নামব ত্রিবেণীতে।" নীলাদ্রি সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়েই বলতে থাকে—"সেখানে আমার আছে প্রিয় বান্ধবী! আর বান্ধবীই বা বলি কেন এখন তাকে। একেবারে প্রিয়তমা! তাকে আমার সর্বস্বই দিয়েছি! কিন্তু কি মজা জানেন, এতদিন বন্ধুত্ব হয়েছে, যাতায়াত করছি, তার ছবি আঁকবার কথা, তার ফটো তোলবার কথা এতদিন কিছুতেই মনে হয়নি! তাই আজ তার ছবি আঁকব, ফটো তুলবো। এই ছবি আঁকা ফটো তোলা নিয়ে একদিন তাকে ঠাট্টা করেছিলুম বলে, উর্বশী বলে তার রূপের তুলনা করেছিলুম বলে, তাব কি রাগ! আমাকে কি অপ্রস্তুতে ফেলা! অবশ্য সে আমাকে এখন খুব ভালবাসে। আজ তার ছবি আঁকতে আর ফটো তুলতে যাচ্ছি! সুযোগও মিলে গেছে! বাবা বাড়ীতে নেই। আমাদের মেলামেশাব কথা ভাব-ভালবাসার কথা—বাবা ত জানে না! এখনো বলা হয়নি। কিন্তু তাকে বিয়ে না করে আমাব উপায় নেই! এত সুন্দর সে দেখতে না!"

"ঐ যাঃ—।"

নীলাদ্রি তার শয্যার চারপাশে তাকাতে থাকে।

সুমিত্রা নীরবে নীলাদ্রির মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকে।

নীলাদ্রি বিরক্তিভরা সুরে বলে—"আজকেও সাজ-সরঞ্জাম আনতে ভুলে গেছি। ভারী ভুলো মন আমার! এমন চান্সটা নষ্ট হোল! ধ্যেৎ—।"

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুমিত্রার মুখের দিকে পুনরায় চেয়ে বললে—"কি? অমন করে আমার মুখের দিকে চেয়ে ভাবছেন কি? ভাবছেন, আমি ছবি আঁকতে জানি না? একেবারে হুবহু আপনার ছবি এঁকে দেবো! আসল মানুষে আর ছবিতে কোন প্রভেদ থাকবে না। কিন্তু আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে? খুব চেনা বলে মনে হচ্ছে! চিনি চিনি করছি, অথচ চিনতে পারছি না! কোথায় দেখেছি বলুন তো? মনে হচ্ছে যেন কাটোয়াতেই আপনাকে দেখেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কাটোয়াতেই!"

নীলাদ্রি গভীর দৃষ্টি মেলে সুমিত্রাকে দেখতে থাকে।

"আচ্ছা, এবার নামতে হবে, গাড়ী ত্রিবেণী স্টেশনে এসে গেছে" বলে নীলাদ্রি ওঠবার উপক্রম করতেই সুমিত্রা নীলাদ্রিকে ধরে ফেলল। বাধা পেয়ে নীলাদ্রি উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে—

"ও কি! আপনি বাধা দিচ্ছেন কেন? কে আপনি? সরুন সরুন, গাড়ী এখুনি ছেড়ে দেবে! বটে, নীলাদ্রি চৌধুরীকে রোখবার শক্তি পৃথিবীতে কারও আছে নাকি? একজন মেয়ে একদিন রুখেছিল। তারই কাছে যাচ্ছি! আপনি বাধা দিচ্ছেন কেন? কি মতলব আপনার? বলে—সুমিত্রাকে আঁটতে না পেরে তারই হাতে আত্মসমর্পণ করে বললে, "তাই ত, আমি এত দুর্বল কেন? আপনি আমাকে নামতে দিলেন না? আমি এখন কোথায় যাই?"

ক্লান্ত হয়ে নীলাদ্রি ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল। সুমিত্রা নীলাদ্রিকে জোর করে চেপে ধরে মাথায় আইসব্যাগ দিতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে নীলাদ্রি পুনরায় চক্ষুরুন্মীলন করল। সুমিত্রাকে দেখতে দেখতে উত্তেজিত স্বরে বললে—"আপনার মতলবটা কি? আমাকে কাটোয়া নিয়ে যাবেন বুঝি? কিন্তু আমাকে নিয়ে গিয়ে কি লাভ আপনার? আপনাকে ত আমি চিনি না?" তারপর আরও কিছুক্ষণ ধরে সুমিত্রাকে দেখতে দেখতে বললে—"বাঃ, ভারী সুন্দর ত দেখতে আপনি! ঠিক তার মত। না, তার চেয়েও সুন্দর! সে বড় অহঙ্কারী, সে আমাকে ভালবাসে না। তার জন্যই আমার এমন দুরাবস্থা, জানেন? তবে চলুন আপনার সঙ্গেই যাই।"

নীলাদ্রি সুমিত্রাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এবার ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরবেলা নীলাদ্রির জ্বর কমে এসে ১০০ ডিগ্রীতে দাঁড়াল। নীলাদ্রি এখন বেশ গভীর ঘুম ঘুমুচ্ছে। ডাক্তাররা অভয় দিলেন, আর দু'দিনেই জ্বর ছেড়ে যাবে। তাঁরা সুমিত্রার অক্লান্ত পরিচর্যার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। জ্যোতির্ময়ী দেবীর মুখে হাসি দেখা দিল। ঔষধ ও পথ্য খেতে নীলাদ্রি আর বিদ্রোহ করেনি। মাধবীও মধ্যে মধ্যে এসে রোগীর কাছে বসে। তবে সুমিত্রাকে কেউ হাজার সাধ্য-সাধনাতেও রোগীর কাছ ছাড়া করতে পারেনি।

ঘুম ভেঙে নীলাদ্রি চোখ চাইতেই সুমিত্রা ঔষধ তৈরী করতে লাগল। নীলাদ্রির চোখের চাউনি এখন অনেকখানি পরিষ্কার। বুঝি জ্ঞানও ফিরে আসতে আরম্ভ করেছে।

নীলাদ্রি সুমিত্রার দিকে চেয়ে বললে—"একি? আপনি? কি করে এলেন? এরা খবর দিয়েছিল বুঝি?"

সুমিত্রা ঘাড় নেড়ে জানিয়ে ঔষধের গ্লাস নীলাদ্রির মুখে ধরলে। নীলাদ্রি বিনা আপত্তিতে ঔষধ খেয়ে বললে—"আমার অসুখ কি খুব বেশী? কতদিন

এমনভাবে আছি ?"

সুমিত্রা বললে—"হ্যাঁ, অনেকদিন।"

"এইবার বোধহয় ভাল হব"—বলে নিজ ডান হাতখানি কখনও সুমিত্রার কাঁধে কখনও কোলের উপর রেখে পরম নিশ্চিন্তে ও আরামে নীলাদ্রি চক্ষু মুদলে।

অপরাহ্নে আবার জ্বর বাড়ল ও তার সঙ্গে রাত্রে প্রলাপ বকা সুরু হোল।

নীলাদ্রি সুমিত্রাকে এখন অন্য মেয়ে মনে করে তাকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল—"আমি কি কাটোয়াতে আপনার বাড়ীতেই আছি ? আমি কবে ভাল হব ? ভাল হয়ে আপনাকে আমি কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাব। আমি আর তার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখব না। আপনি আমাকে মুগ্ধ করেছেন।"

গভীর আবেগে নীলাদ্রি সুমিত্রাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার কোলে মাথা রাখল। ভোরের দিকে নীলাদ্রির জ্বর একেবারে ছেড়ে গেল। সুমিত্রা টেম্পারেচার নিয়ে দেখল ৯৮ ডিগ্রী। নীলাদ্রি তখন আরামে নিদ্রা যাচ্ছে। ঘুম ভাঙলে সে তার সমস্ত পূর্বজ্ঞান ফিরে পাবে। তখন সুমিত্রাকে ভালভাবে চিনতে তার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হবে না।

সুমিত্রা এসে প্রমথেশবাবুকে বললে—"এইবার আমার যাবার ব্যবস্থা করুন। নীলাদ্রিবাবুর জ্বর ছেড়ে গেছে, আর কোন ভয় নেই!"

প্রমথেশবাবু বিস্মিত উদ্বিগ্নচিত্তে বললেন—"সে কি মা ? এখনি যাবে কি ? নীল আগে সম্পূর্ণ সুস্থ হোক, তারপর যাবে। তোমার ছোঁয়া পেয়েই ত ও ভাল হয়ে বেঁচে উঠল মা! তুমি এখনি চলে গেলে আবার যদি ও তোমায় খোঁজে, তোমায় দেখতে না পায়, তখন সামলাব কি করে ? তখন যে ফিরে পেয়েও ওকে আবার হারাব মা! ও ত তোমাকে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছে মা ?"

সুমিত্রা বললে—"কাল সামান্য কিছুক্ষণের জন্য চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু আর আমাকে না দেখতে পেলে ওঁর সে স্মৃতিটুকুও থাকবে না। বিকারের ঘোরে কি দেখেছেন না দেখেছেন বলে ওঁকে বোঝালেই হবে। কিন্তু এখন আমাকে দেখলে গোলমাল বাধবে। আপনারাও ঝঞ্ঝাটে পড়বেন। তাই ওঁকে আর না দেখা দিয়েই আমি চলে যেতে চাই। ওঁর জীবনের আর কোন ভয় নেই। মাধবী সর্বদা কাছে থাক। মাধবীর সেবা-সংস্পর্শেই উনি ধীরে ধীরে আরোগ্য হয়ে উঠবেন।"

সুমিত্রা দৃঢ়তার সঙ্গে মন্তব্য প্রকাশ করলে।

প্রমথেশবাবু বললেন—"এ আমি ভাল বুঝছি না মা, তোমার সেবা-যত্নের কাছে কি মানবী! খোকাব সারতে দেরী হবে। আচ্ছা ডাক্তারবা আসুন, কি বলেন দেখি, তারপর যা হয় হবে।"

ডাক্তাররাও সুমিত্রার প্রস্তাব অনুমোদন করলেন না। তাঁরা দৃঢ়স্বরে বললেন—"আপনাকে উপলক্ষ করেই যখন নীলাদ্রির অসুখ, আপনাকে কাছে পেয়ে, আপনার সেবা-শুশ্রূষাতেই যখন ও আরোগ্য হতে চলেছে, প্রাণ ফিরে পাচ্ছে, তখন আপনার এখন যাওয়া হতেই পারে না। তাছাড়া, ও আপনাকে চিনতে পেরেছে, আপনাকে এখন দেখতে না পেলেই, ও ভীষণভাবে উতলা হবে, তখন ওকে সামলান যাবে না, রোগ আবার প্রবল হয়ে পুনরাক্রমণ করবে তখন আর ওকে বাঁচানো যাবে না। যখন এত করলেন, তখন আবও কিছুদিন থেকে ওকে একেবারে আরোগ্য করে, সুস্থ করে রেখে যান। এখন আমরা কিছুতেই আপনাকে যেতে দিতে পারি না। আপনি দয়া করে অবস্থাটা ভেবে দেখুন।"

সুমিত্রা মুশকিলে পড়ল। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললে—"বেশ, তাহলে আমাকে একটা নার্সের পোষাক এনে দিন, আমি এভাবে ওঁর সামনে যাব না। মুহূর্তের জন্য আমায় চিনতে পারলেও, তখন ওঁর ভাল জ্ঞান ছিল না, এখন ওঁকে বোঝালেই হবে অসুখের ঘোরে কাকে দেখেছেন। আমি ওঁর কাছে নিজেকে গোপন রাখতে চাই, যাতে উনি আমাকে চিনতে না পারেন!"

প্রায় দু ঘণ্টা পরে নার্সের ছদ্মবেশে নিজেকে সজ্জিত করে সুমিত্রা একখানা ঘর থেকে বেরিয়ে নীলাদ্রির ঘরের দিকে চলল। সে হাতের ঘড়ি, আংটি ও চুড়ি খুলে ফেলেছে, শাড়ী বদলেছে, সপুষ্ট কোমল দু'হাতে কালো অক্ষরে ঠাকুরদের নাম লেখা, যেন অমোচনীয় আকারে খোদাই করা, মাথার চুলকে যতখানি সম্ভব টেনে পিছনের দিকে বেঁধে কপালটাকে প্রশস্ত করে মাথায় পরেছে এক সুবৃহৎ মস্তকাবরণ, কিন্তু তাতেও নিখুঁৎ মুখশ্রীর এতটুকুও সৌষ্ঠবহানি হয়নি। চোখ দুটো খুব পুরু কালো কাঁচের গগ্‌লস্ চশমায় ঢাকা, চশমাটার আকার চোখের নীচে মুখের কিছুটা অংশ ঢাকা দিয়েছে। ঠোঁটের পাশে গালে একটা প্রকাণ্ড ক্ষতচিহ্ন—শরীরের কোনও স্থান সাংঘাতিক ভাবে পুড়ে গেলে জায়গাটা যেমন বিশ্রী বিবর্ণ বিকৃত দেখায়। থুতনিতে একটা প্রকাণ্ড ঝোলা আঁচিল, যার জন্য অমন সুডৌল চিবুকটাও শ্রীহীন দেখাচ্ছে।

সুমিত্রাকে দেখে সকলেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। বাস্তবিক আগে হতে জানা না থাকলে কেউই তাকে সুমিত্রা বলে ধরে নিতে পারত না। একজন

অপরিচিতা পুরাদস্তুর নার্স পোড়ার দাগে মুখখানা সুন্দরে কুৎসিত।

এদিকে নিদ্রাভঙ্গের পর নীলাদ্রির সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে মাধবীকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে বিব্রত করে তুলেছে।

"বাঃ, তুমি 'না' বললেই হবে? আমি সুমিত্রাকে স্বচক্ষে দেখেছি, তার সঙ্গে কথা বলেছি, সে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, ঔষধ খাওয়াচ্ছিল। আর তুমি বলছ সে নয়?"

মাধবী বললে—"সুমিত্রা সত্যিই আসেনি। তাকে কে খবর দেবে? আর খবর দিলেই বা সে এখানে আসবে কেন? কোনদিন এসেছে? আর আমরা তাকেই বা খবর দিতে যাব কেন? ও তুমি বিকারের ঝোঁকে নার্সকে দেখে বোধহয় সুমিত্রা বলে মনে করেছ।"

নীলাদ্রি সাশ্চর্যে বললে—"আবার নার্সও এসেছে নাকি?"

"আসবে না? কি কঠিন রোগ তোমার! নার্স না এনে উপায় ছিল না।"

নীলাদ্রি বুঝল, অন্য মেয়ে, সুমিত্রা নয় যে তার রোগ-শয্যায় ছিল; কিন্তু তবুও তার প্রত্যয় যায় না। সে সশরীরে সুমিত্রাকে দেখেছে, তার সঙ্গে কথা বলেছে, তার গলার স্বর হুবহু সুমিত্রার মত!

"ওষুধটা খেয়ে নিন তো—।"

নীলাদ্রি চমকে ওঠে। এই ত! সুমিত্রার গলা! কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো—একজন হাসপাতালের পোশাক পরা নার্স ঔষধের গ্লাস হাতে নিয়ে তার মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে সর্বতোভাবে দেখা যাচ্ছে না।

অতঃপর সুমিত্রা টেবিলে গিয়ে নীলাদ্রির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পথ্য প্রস্তুত করতে লাগল। যেন দুঃস্থ মুখকে সে নীলাদ্রির দৃষ্টির আড়ালে রাখতে চায়। অবশ্য বেশীক্ষণ এভাবে থাকা চলবে না। রোগীর মুখোমুখি তাকে হতেই হবে। তবুও যতক্ষণ না তার মুখের অবস্থা নীলাদ্রির দৃষ্টিগোচর হয়, এমনই সে ভাব দেখায়। দীর্ঘ রোগভোগের পর দুর্বল মস্তিষ্কে ও শরীরে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে রোগীর মনে সচরাচর কোনও আবেগ বা চাঞ্চল্য জাগে না, তবুও সুমিত্রাকে পিছন দিক থেকে দেখে তার হাতের রঙ ও পুষ্টতা লক্ষ্য করে নীলাদ্রি বুঝল ভদ্রমহিলা অপরূপ স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী। সুমিত্রা খাদ্য প্রস্তুত করে নীলাদ্রির মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়ে চামচে করে একটু একটু করে সমস্ত খাদ্যটাই নীলাদ্রিকে খাইয়ে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলে, তারপর তার টেম্পারেচার নিয়ে খাতায়

লিখলে। তারপর নীলাদ্রির মাথার শিয়রে এসে বসে তার মাথায় হস্ত সঞ্চালন করতে লাগল।

নীলাদ্রি জিজ্ঞাসা করলে—"জ্বর কত দেখলেন?"

সুমিত্রা বললে—"জ্বর নেই।"

নীলাদ্রি বললে—"জ্বর হয়ত আবার আসতে পারে।"

সুমিত্রা বললে—"না জ্বর আসবে না।"

নীলাদ্রি ঘাড় ফিরিয়ে সুমিত্রাকে দেখবার চেষ্টা করে কিন্তু সুমিত্রা মুখ সরিয়ে থাকার দরুণ তাকে দেখতে পায় না। জিজ্ঞাসা করে—"কি করে বুঝলেন যে জ্বর আর আসবে না?"

সুমিত্রা বললে—"প্রত্যেক রোগের ভোগের এক একটা নির্ধারিত সময় আছে। সেই সময়ের মধ্যে উপশম ঘটলে রোগবৃদ্ধির আর আশঙ্কা থাকে না। ঠিক একুশ দিনে আপনার জ্বর না ছাড়ত ত আরও সাত দিন কি আরও বেশী সময় নিত। অবশ্য উত্তম চিকিৎসা ও পরিচর্যা এই রোগ উপশমের সহায়ক।"

নীলাদ্রি বললে—"জ্বর ছাড়তে আরও দেরী হলে মরেই যেতুম। আমার মনে হয় আপনার সেবা যত্নেই এ যাত্রা বেঁচে গেলুম! কেমন? ঠিক বলিনি?"—নীলাদ্রি আবার সুমিত্রাকে দেখবার জন্য ঘাড় ফেরায় কিন্তু সুমিত্রার সাবধানতাবশতঃ সুমিত্রাকে ভাল করে দেখতে পায় না।

সুমিত্রা বললে—"কেন? ডাক্তারবাবুরা কি দোষ করলেন?"

নীলাদ্রি বললে—"ডাক্তারবাবুরাও অনেক করেছেন, কিন্তু আপনার অবদানের সীমা নেই। আচ্ছা, রোগ-যন্ত্রণার সময় আপনাকে অনেক বিরক্ত করেছি না? আপনি ত সারাক্ষণই আমার কাছে থাকতেন? রাত্রেও থাকতেন?"

নীলাদ্রি আবার সুমিত্রাকে দেখবার চেষ্টা করে।

সুমিত্রা সতর্ক হয়ে বলে—"দিনরাতই ছিলাম।"

"ছিঃ ছিঃ, আমার ব্যবহারে হয়ত কত অশোভনতা প্রকাশ পেয়েছে!" নীলাদ্রি লজ্জা প্রকাশ করে।

সুমিত্রা বললে—"এর জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে লাভ কি? আপনি ত আর সজ্ঞানে কিছু করেন নি? এমন অনেক কিছু আমাদের বরদাস্ত সহ্য করতে হয়, উপায় নেই। আমরা নার্স। আমাদের মনে কোন বিকার নেই!"

'আপনাকে ডাক্তারবাবুরা এনেছেন বুঝি? আপনি কোন্ হাসপাতালের নার্স?"—কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নীলাদ্রি আবার প্রশ্ন করলে।

সুমিত্রা বললে—"হ্যাঁ, ওঁরাই আমাকে নিয়ে এসেছেন! আমি চিত্তরঞ্জন সেবা সদন থেকে এসেছি।"

"এখন এখানে থাকবেন তো?" নীলাদ্রি প্রশ্ন করে।

"আমি তো আজকেই যেতে চেয়েছিলুম। আপনার আর কোন ভয় নেই। এখন যা সেবা 'পরিচর্যার দরকার, আপনার বাড়ীর মেয়েরাই করতে পারবে! কিন্তু আপনার বাবা আর ডাক্তারবাবুরা তা হতে দিলেন না। সকলে যুক্তি পরামর্শ করে আমাকে এখানে রাখাই স্থির করলেন, অন্ততঃ যতদিন না আপনি সম্পূর্ণ বল পেয়ে উঠে হেঁটে বেড়াতে পারছেন! ডাক্তারবাবুদেব অনুরোধে হাসপাতাল আমার একমাস ছুটি বাড়িয়ে এখানে থাকার অনুমতি দিয়েছে।"

নীলাদ্রি উৎসাহিত হয়ে ওঠে। সা-ন্দে বলে—"বাঃ ভারী মজা হবে! কেন জানেন?"—নীলাদ্রি আবার ঘাড় ফিরিয়ে সুমিত্রাকে দেখবার চেষ্টা করতে করতে বলে—"আপনার সঙ্গে দিনরাত কথা বলব, গল্প করব, হাসব, আনন্দ করব, আপনাকে ঠায় দেখবো—।"

"আমাকে দেখবেন কেন?"—সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করে।

"বাঃ, আপনাকে আবছা আবছা দেখে মনে হচ্ছে আপনি ভয়ানক সুন্দরী! আপনাকে ভাল করে এখনও দেখতে পেলুম না। এইবার আপনাকে আমার সঙ্গে বসে গল্প করবার সময় সামনাসামনি দেখব! কি বলেন?"

নীলাদ্রি খুশীতে উপচে পড়ে। তার রুগ্ন পাণ্ডুর কৃশ মুখে সামান্য একটু চেক্‌নাই দেখা দেয়।

সুমিত্রা বললে—"আপনি বিবাহিত ব্যক্তি, আপনার একথা বলা সাজে না। আপনি যা যা বললেন, সে-সব আপনার স্ত্রীকে নিয়ে করা শোভা পায়। আমরা নার্স। আমাদের কর্তব্য রোগীর সেবা করা। আমি শুধু আপনার সেবার সঙ্গী। ও-সবের সঙ্গী হব না।"

নীলাদ্রি লজ্জিত হয়ে বললে—"সত্যি কথাটা বেহিসেবী ভাবে বলা হয়েছে। কিছু মনে করবেন না।"

সুমিত্রা গোপন হেসে নীলাদ্রির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

কিয়ৎক্ষণ পরে নীলাদ্রি আবার বলে—"আচ্ছা আপনি যে মন্তব্য করলেন—"নার্সের কর্তব্য শুধু সেবা, অক্লান্ত পরিশ্রম, পুরুষের সঙ্গে কোনও আমোদ-প্রমোদে পরিহাস-চপলতায় সে অংশ নেবে না, হাসপাতালে শুনেছি অনেক নার্স পুরুষ রোগীর সেবাকালে তার সঙ্গে কত রকম অন্তরঙ্গতা, হাসি-ঠাট্টা করে শেষে

ভালবাসাবাসি হয়ে উভয়ের মধ্যে বিবাহ পর্যন্ত ঘটেছে। এটা কি তাহলে সত্য নয়?"

সুমিত্রা বললে—"আপনি যা শুনেছেন সত্য, তবে সব নার্সরা তা করে না, ও রকমভাবে পুরুষদের হাতে নিজেদের বিলিয়ে দেয় না। কর্তব্যকে, সেবাকে দায়িত্বকে তারা শ্রেষ্ঠ আসন দেয়। পুরুষদের সঙ্গে হাসাহাসি করে নিজেদের খেলো করে না। নার্সগিরীর পবিত্র নীতিকে অবনমিত করে না। আপনি আমাকে এই শেষ সম্প্রদায়ের নার্স বলে মনে করবেন।"

"কিন্তু আপনি আর কত বকবেন? মস্তিষ্ক আপনার দুর্বল, শরীর অপটু, পরিশ্রমে আবার আপনার জ্বর আসতে পাবে! তখন আমি কি করব বলুন তো? আপনার উচিত এখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম, বেশী কথা না বলা।"

সুমিত্রা মৃদু দৃঢ় ভর্ৎসনা করে।

অগত্যা নীলাদ্রিকে চুপ কবতে হয়।

সেদিন নীলাদ্রির আর জ্বর এল না। সুমিত্রাব হাতে নিয়মিত ঔষধ ও পথ্য খেয়ে তার সেবায় পরিতৃষ্ট হয়ে সারা রাত্রি নিরুদ্বেগে নিদ্রা গেল।

পরদিন সকালে যখন নীলাদ্রির নিদ্রাভঙ্গ হল, তখন নিছক দুর্বলতা ছাড়া শরীরে ও মনে কোন গ্লানি ছিল না।

সুমিত্রা নীলাদ্রির মুখ ধুইয়ে ঔষধ ও পথ্য দিয়ে ঘরের জানালাগুলো সব খুলে দিল ও ঘরের মেঝে পরিষ্কার করে বিশৃঙ্খল জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে রাখতে লাগল। গতকালের মন্তব্যর কথা মনে করে নীলাদ্রি আজ আর সুমিত্রার মুখ দেখবার জন্য সাহসী বা আগ্রহান্বিত হয়নি।

সুমিত্রা এবার নীলাদ্রির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল—"আপনি আজ বেশ ভালই ফিল করছেন না?"

সুমিত্রা আজ আর নীলাদ্রির সামনে নিজের মুখ লুকালো না। কারণ অনেক দিন তার কাছে থেকে তার সেবা-শুশ্রূষা করায় তা সম্ভব নয়। আর নীলাদ্রিকে প্রতারিত করবার জন্যই ত তার এই ছদ্মবেশ! এখন সফল হওয়া তার বাহাদুরী। সে দুঃসাহসের ঝুঁকি নিল।

উত্তর দিতে গিয়ে নীলাদ্রি সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে ঘোর আতঙ্কে বিস্ময়ে স্তম্ভিত শিহরিত হয়ে গেল। সে সুমিত্রার কথার উত্তর না দিয়ে উৎকট অদম্য বিস্ময়ে বলে উঠল—"এ কি! কি সর্বনাশ! আপনার মুখের এমন অবস্থা কেন?"

সে সুমিত্রার মুখ থেকে তার আতঙ্কিত বিস্মিত দৃষ্টি অপসারিত করে নিতে

পারে না।

সুমিত্রা মুখ করুণ করে বললে—"স্টোভে চা করতে গিয়ে স্টোভ ফেটে মুখের এই অবস্থা হয়েছে। শুধু মুখের ডান দিকটা নয়, ডান চোখটাও একেবারে গেছে। যা দেখি বাঁ চোখ দিয়ে। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। এ দুর্ভাগ্য এ দুর্দশা আমার জীবনে ঘুচবে না। তাই সর্বদা কাজের মধ্য দিয়ে আমি আমার এই অ'তি বড় দুঃখকে ভুলতে চেষ্টা করি।"

নীলাদ্রি বিষণ্ণ স্বরে বললে—"সত্যি, আপনাকে দেখে বড় দুঃখ জাগে। বলতে গেলে আপনার মুখশ্রী খুব ভালই ছিল, কেবল যা—।"

সুমিত্রার দাড়িতে প্রকাণ্ড অশোভন আঁচিলটায় কথা উল্লেখ করতে গিয়ে নীলাদ্রি চুপ করে যায়। তারপর বলে—"যেমনি রঙ তেমনি স্বাস্থ্য! চোখ দুটো যে খুব বড আর ভ্রূ দুটোও যে খুব লম্বা টানা চশমা ঢাকা থাকলেও কিছুটা দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, আপনি দু'হাতে কি সব খোদাই করেছেন?"

সুমিত্রা বললে—"অনেক দিন আগে মায়ের সঙ্গে একবার বৃন্দাবন গেছলুম, সেখানকার পাণ্ডারা ঠাকুরদের নাম খোদাই করে দিয়েছে। অনেকে করাচ্ছে দেখে আমারও কেমন ইচ্ছে গেল—।"

"করেছেন কিন্তু হাত দু'খানার সৌন্দর্য একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। অমন সুন্দর হাত দু'খানা—!" নীলাদ্রি অসন্তোষ মন্তব্য করে।

সুমিত্রা কোন কথা না বলে কয়েকটা কমলা লেবু নিয়ে রস করে নীলাদ্রিকে খাওয়াবার জন্য খোসা ছাড়াতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে নীলাদ্রি প্রশ্ন করে—"আপনার বাড়ী কোথায়?"

সুমিত্রা বললে—"মলয়পুর।"

"সে কোথায়?"

"তারকেশ্বর থেকে অনেক দূরে, দু' তিনটে নদী পেরিয়ে।"

"আপনার কে কে আছে?"

"আমাব কেউ নেই, বাপ-মা ভাই-ভগ্নী কেউ নেই।"

"তাহলে সংসারে আপনি একাই বলুন?" নীলাদ্রি পুনরায় কর্মরতা সুমিত্রার দিকে চায়।

"হ্যঁ', পৃথিবীতে আমি একা"—কমলা লেবুর এক-একটি কোয়া পরিষ্কার করতে করতে সুমিত্রা উত্তর দেয়।

"আচ্ছা, আপনার নাম কি বললেন? মনে করতে পারছি না।"

"আমার নাম নীলা—।"

"বাঃ বেশ নাম! তবে আমি হলে আপনার নাম রাখতুম 'ইন্দিরা'।"

"কেন?"—সুমিত্রা কাজ বন্ধ রেখে নীলাদ্রির দিকে আধ চোখে চায়।

"আপনার চোখ দেখে মনে হচ্ছে বেশ বড় ও গভীর। ভ্রূ দুটোও খুব ঘন ও দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে। কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছি। অ.চ্ছা, আপনি চশমাটা একবার খুলবেন? আপনার বাঁ চোখটা দেখে আপনার চোখের চেহারার মালুম নেবো। সত্যি, খুলুন না? আপনার গায়ের যে-রকম রঙ, যে-রকম স্বাস্থ্য, দুটো চোখ যদি ভাল থাকত, আর মুখে অতবড় ক্ষত দাগটা আর আঁচিলটা না থাকত" বলে নীলাদ্রি কিছুক্ষণ আনমনা থেকে কবিতার ছন্দে বলে ওঠে—

"তোমার রূপের আগুনে পুরুষ মরিত পুড়িয়া,
তোমার হাস্যে পুরুষের বক্ষ উঠিত দুলিয়া
তোমার লাস্যে পুরুষের মন উঠিত মাতিয়া
তোমার কটাক্ষে পুরুষ নিজেরে যাইত ভুলিয়া—"

নীলাদ্রি তার নিজের স্বভাবে ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হয়ে উঠেই তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে বললে—"কই, চশমাটা খুলুন?"

সুমিত্রা বিপদে পড়ল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বললে—"আচ্ছা, কি হচ্ছে আপনার? নার্সকে নিয়ে কি বাচালতা আরম্ভ করেছেন? এখনি কেউ দেখলে শুনলে কি বলবে? আপনার স্ত্রী কি মনে করবে? আপনি খুব শিক্ষিত সচ্চরিত্র না? আপনার দুর্বল শরীরে বেশী কথা বলা মানা, না? না, দেখছি আমাকে আজই এখান থেকে চলে যেতে হবে!"

সুমিত্রা রীতিমত ভর্ৎসনাসূচক মন্তব্য প্রকাশ করে।

নীলাদ্রি লজ্জিত অপ্রস্তুত হয়ে বলে ওঠে—"না না, আর বলব না, আর অভদ্রতা করব না। ভুলে করেছি, মাপ করুন।"

"ভগবান আমাকে মেরেছেন। আমাকে ঐসব কথা শোনালে আমার মনে কত কষ্ট হয় বলুন তো?"—বলে সুমিত্রা আপন কর্মে মন দিল।

নীলাদ্রি বললে—"সত্যি!"

সুমিত্রা মনে মনে গোপন হাস্যে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, সে ব্যাপারটা সামলাচ্ছে মন্দ নয়। তবুও সে কাজ করতে করতে অন্যমনা হয়ে পড়ে।

এই নীলাদ্রির সঙ্গে প্রথম দিনের আলাপের কথা সুমিত্রার মনে পড়ে। সেদিন এই সরলমতি, সরলপ্রকৃতির লোকটি তাকে দেখে ভাবোচ্ছ্বাসে অস্থির হয়ে কবিতা

করে গান গেয়ে শোনালে, তার লজ্জা লাগলেও, কি ভালই না লেগেছিল! ওর ঐ সারল্যের ত্রুটি ধরে বাহ্যিক ক্রোধভরে ওকে কি নাস্তানাবুদই না সুমিত্রা করেছিল। মনের মত পুরুষের সঙ্গে সেদিন আলাপ হলেও, শুধু লজ্জা ও সুম্রমহানির ভয়ে, ইচ্ছা থাকলেও, যেচে সে সেদিন নীলাদ্রিকে বিদায়কালে পুনরাগমনের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারেনি। বলতে পারেনি "আবার আসবেন, দেখা করবেন, ভাল করে আলাপ হোল না।"

সারাদিনটাই তার কাজের মাঝে অন্যমনস্কতায় কেটেছিল। কিন্তু সেইদিন রাত্রেই একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি এসে উপস্থিত হলেন তার রূপের টানে।

তারপর কত কাণ্ড ঘটল। সেই সব কাণ্ড ঘটনার মধ্য দিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে হোল গভীর আলাপ, বন্ধুত্ব, ঘনিষ্ঠতা! অবশেষে হল ভালবাসা। কিন্তু ভগবান মিলনে বাধ সাধল। ভেঙে গেল তাদের প্রণয় খেলা, ঘটল বিচ্ছেদ। তারপর আবার অতি অপ্রত্যাশিতভাবে মাধবীর বিবাহরাত্রে উভয়ের দেখা, মোহের পুনরোৎপত্তি! সেই মোহের টানে অবশেষে একদিন উভয়ের মধ্যে ঘটল অকস্মাৎ দৈহিক মহামিলন! সেদিনের সেই আনন্দ-সুখ-সম্ভোগের কথা মনে পড়লে আজ এত দুঃখেও সুমিত্রা আবেশে অধীর হয়ে যায়! নীলাদ্রি তাকে চিনতে পারছে না—চিনতে পারলে ঘটনা কি দাঁড়াত, বলা যায় না, তবুও তাকে দেখে ভাবাবেগে যে অন্তরের উচ্ছ্বাস নীলাদ্রি ব্যক্ত করল, তাতে সুমিত্রার অন্তর বেশ কিছুক্ষণ বিভোর হয়ে রইল। তবে আগের সে বিপুল আনন্দ সে প্রাণ-মন দিয়ে উপভোগ করতে পারল না। গভীর মনোদুঃখে পীড়িত হতে থাকল। আজ পরের বিপদোদ্ধারে একান্ত পর নীলাদ্রির সান্নিধ্য, নীলাদ্রিকে নিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ি তার সেবা, অন্তরঙ্গতা,—এটা ঠিক যেন তার কাছে আপন অতি প্রিয় বস্তুকে পরের হাতে চিরদিনের জন্য বিলিয়ে দিয়ে ঘটনাক্রমে তাই নিয়ে ক্ষণিক নাড়াচাড়া করার সুখসম্ভোগ বিভোরতা!

লেবুর রস ঢালবার জন্য একটা পাত্র না দেখতে পেয়ে তার সন্ধানে সুমিত্রা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে মাধবীর ঘরের সামনে দিয়ে অন্যঘরে যাচ্ছিল, মাধবী সুমিত্রাকে দেখতে পেয়ে ডাকল—"ও নীলাদি, ও নার্স দিদি, শোন না।"

সুমিত্রা ঘরে ঢুকে অনুচ্চস্বরে বলল—"কি বলছিস্ বল্, এখন আমার দাঁড়াবার সময় নেই, তোর বরকে লেবুর রস খাওয়াতে হবে, একটা কাঁচের গ্লাস আনতে যাচ্ছি।"

মাধবী বললে—"কেমন ম্যানেজ করেছিস? কিছু অসুবিধা হচ্ছে না?

হ্যাঁরে, ও তোকে চিনতে পারছে না? এত কাছে কাছে সারাক্ষণ রয়েছিস? চোখ খারাপ বলে ত গগ্‌লস্‌ চশমা লাগিয়েছিস, কিন্তু ভাল করে দেখলে বেশ বোঝা যাচ্ছে, তোর বড় বড় চোখ দুটো জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে। ও যদি বুঝতে পেরে সন্দেহ করে তোব চশমা ধরে টানে, ত তোর বুজরুকি বেরিয়ে যাবে! তখন তোর মুখের দাগটাও ও ঝুটো বলে ধরে নেবে!"

সুমিত্রা বললে—"না রে, এক মুখের দাগেতে আর থুতনির আঁচিলটাতেই কিস্তিমাৎ করে দিয়েছি! একবার মুখের দিকে তাকিয়েই ও ঘোর বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তাছাড়া ওর স্বভাবই হোল মেয়েদের মুখের দিকে একদৃষ্টে বেশীক্ষণ না তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া। সেটাও একটা আমার পক্ষে আত্মরক্ষার পরমাস্ত্র। তবুও সাবধানের মার নেই! ওর দিকে যখন তাকাই, আধবোজা চোখে তাকাই। তবুও ও আমাকে চোখের চশমা খুলতে বলেছিল।"

"বলিস কি রে!" মাধবী সভয়ে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে। "তারপর তুই কি করলি?"

মাধবীর বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়ে চলে।

সুমিত্রা বললে- "প্রথম প্রথম ত ওকে মুখ না দেখাবার ভান করেছিলাম। কিন্তু যখন বেশ কয়েকদিন থাকতে হবে, ওর সেবা পরিচর্যা করতে হবে, ওর কাছাকাছি সামনাসামনি থাকতে হবে, তখন কতদিন আর মুখ লুকিয়ে থাকা যায়? ওর মুখোমুখি সামনাসামনি হলুম। আমাকে পুরোপুরি দেখেই বলে উঠল— "একি! আপনার মুখের এমন অবস্থা কেন?"

বললুম—"স্টোভে চা করতে গিয়ে স্টোভ ফেটে এই অবস্থা। শুধু কি মুখ? ডান চোখটাও গেছে!"

মাধবী বললে—"বেশ বলেছিস্‌। কিন্তু চোখের চশমা খুলতে বলেছিল, কি করলি? নিশ্চয়ই খুলিসনি! কিভাবে ম্যানেজ করলি?"

সুমিত্রা বললে—"আমার নাম জিজ্ঞাসা করল। বললুম, নীলা। বললে, বেশ ভাল নাম। তবে আপনার নাম রাখা উচিত ছিল 'ইন্দিরা'। আমি হলে আপনার ঐ নাম রাখতুম। আপনার যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি গায়ের রঙ। যদি ঐ দুটো শারীরিক ত্রুটি না থাকত, ত আপনার রূপের তুলনা থাকত না! চোখগুলো বেশ বড় বড় বলেই মালুম হচ্ছে, চশমা ছাড়িয়ে ভ্রূ দেখা যাচ্ছে! আচ্ছা, একবার চশমাটা খুলবেন? আপনার বাঁ চোখটা দেখবো কতখানি সুন্দর?"

মাধবী বললে—"কি মুস্কিল! তুই তখন কি করলি? কি করে এ বিপদ

এড়ালি ?"

সুমিত্রা বললে—"প্রথমটা কি করা উচিত, ভেবে ঠিক করতে পারিনি। তারপরেই এক ধমক! বললুম—কি নার্সকে নিয়ে যা-তা ছেলেখেলা আরম্ভ করেছেন? ও-রকম যদি করেন ত এখুনি চলে যাব! আপনার বাবাকে গিয়ে জানাব! আমাকে কি আপনি সে রকম নার্স মনে করেছেন? ব্যস্, একেবারে ঠাণ্ডা! বললে—আর কোনদিন আপনার সঙ্গে এমন ব্যবহার করব না।"

মাধবী বললে—"সত্যি, তুই যেমন ছদ্মবেশ ধরে লোককে চমকে দিতে ওস্তাদ, তেমনি অসীম বুদ্ধিমতীও! দেখ্, এমনি করে যদ্দিন থাকতে পারিস! তবে ভালমানুষ হলেও ও খুব শিক্ষিত। ওর চোখে ধুলো দেওয়া বেশীদিন চলবে না। কাজে চালচলনে কথাবার্তায় একটু বেসামাল বেমানান হলেই ধরা পড়ে যাবি!"

"যাই ভাই, তোর বরকে লেবুর রস খাওয়াই গে, দেরী হয়ে যাচ্ছে।" বলে সুমিত্রা চলে যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—"আর একটা মজা কি জানিস, আমার এই দাড়ির আঁচিলটা দেখলেই অপছন্দয় ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।"

এইভাবে নার্সবেশিনী সুমিত্রার তত্ত্বাবধানে নীলাদ্রি ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ ও বল সঞ্চয় করতে থাকে। সকালে, দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে ঔষধ পথ্য ও আহার সবই সুমিত্রা দেয়, সেবা করে, কাছে কাছে থাকে। তার সুদক্ষ অভিনয়ে নীলাদ্রি এতটুকুও কখনো সন্দিহান হয় না। সকালে ব্রেকফাস্টের পর সুমিত্রা খবরের কাগজ পড়ে নীলাদ্রিকে শোনায়। ইংরাজী খবরের কাগজ পড়তে বললে, সুমিত্রা জানায়, ইংরাজী সে জানে না। বাংলা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে অনেক সময় সে ইচ্ছা করেই হঠাৎ থেমে গিয়ে ভুল উচ্চারণ করে। নীলাদ্রি বিরক্ত হয়ে অভিযোগ করলে, বলে—বাংলাও সে ভাল জানে না। লেখাপড়া ত সে করেনি, কোনদিন স্কুলেও যায়নি। সামান্য দুই একখানা বই বাড়ীতে সে পড়েছে। তার উপর, তার এক চোখের দৃষ্টি দিয়ে পড়তে কত না অসুবিধা হচ্ছে।

নীলাদ্রি গভীর সহানুভূতিতে সুমিত্রার এই দোষ ত্রুটি মার্জনা করে তার মুখেই খবরের কাগজ পড়া শোনে।

মাধবী এই নিয়ে সুমিত্রাকে আড়ালে ঠাট্টা করে—"পোড়ারমুখি থিয়েটার করে করে কত রঙঢঙই শিখেছিস্! দেব সব ফাঁস করে?"

মাধবীর থুতনিটা নেড়ে দিয়ে সুমিত্রাও পরিহাস করে বলে—"দে না দেখি কেমন পারিস! তাতে তোরই ক্ষতি না?"

দুপুরে আহারের পর নীলাদ্রির ঘুমানো নিষেধ। তাই সে সময় নীলাদ্রি সুমিত্রা ও মাধবী তাস খেলে। মাধবী নীলাদ্রির সামনে সুমিত্রার সঙ্গে যতদূর সম্ভব কম কথা বলে। সুমিত্রার বারণ করে দেওয়া আছে, পাছে কখন অজান্তে সুমিত্রার নাম ধরে ডেকে ফেলে। রাত্রে সুমিত্রা বাংলা উপন্যাস প্রবন্ধ কবিতা পড়ে নীলাদ্রিকে শোনায়। কখন কখন উভয়ে গল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করে। অনেক সময় সুমিত্রার যুক্তি তর্ককে নীলাদ্রিকে মানতে হয়। নীলাদ্রি সুমিত্রাকে বলে—"পুরুষ, নারী চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান আপনার অসাধারণ। ইংরাজী না জানলেও বাংলা বই আপনার অনেক পড়া আছে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, ইংরাজী না জেনে নার্সের চাকরীতে আপনার অসুবিধা হচ্ছে না? হাসপাতালে ইংরাজী জানা নার্সদেরই ত আদর বেশী?"

সুমিত্রা বলে—"ডাক্তারদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ে আর হাতে নাতে কাজ করে আমার অনেক কিছু জানা হয়ে গেছে। ইংরাজী মার্কা অনেক ওষুধ দেখলেই চিনতে পারি। এই আপনার বেলায় ঔষধ দেবার, সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হচ্ছে কী?"

নীলাদ্রি বললে—"সত্যি, আশ্চর্য আপনার ক্ষমতা।"

কিছুদিনের মধ্যেই বলকারক ঔষধ ও পুষ্টিকর আহারের গুণে ও সুমিত্রার সেবায় ও সাহচর্যের উৎফুল্লতায় নীলাদ্রি অনেকখানি সুস্থ ও সবল হয়ে উঠল। তার শ্রীহীন দেহে কান্তি লাগল, সে চলা-ফেরা সুরু করে দিল।

সেদিন প্রথম নীলাদ্রি অপরাহ্নে উপর থেকে নীচে নেমে পুষ্পোদ্যানে বেড়াতে এল, সমভিব্যাহারে সুমিত্রা। ফুলবাগানের চারিদিকে গোলাপের ও অন্য ফুলের বাহার। বাতাসে তার সুরভি। বেড়াতে বেড়াতে নীলাদ্রি সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা মিস্ মুখার্জী, এদের মধ্যে কোন্ গোলাপটা আপনার পছন্দ বলুন তো?"

সুমিত্রা বললে—"সব ফুলই আমার পছন্দ।"

নীলাদ্রি বললে—"তা হলেও ভাল-মন্দ একটা আছে ত! আচ্ছা, এই ফুলটা চেনেন? এর কি নাম বলুন তো?"

সুমিত্রা চেনে, কিন্তু না চেনার ভান করে বললে—"না, কি ফুল বলুন না?" যেন জানবার তার অত্যন্ত আগ্রহ।

"ক্রিসান্থিমাম্।"

"বাঃ ভারী চমৎকার ত!" নীলাদ্রির পাশে দাঁড়িয়ে সুমিত্রা বলে।

"আর ঐ ফুলটা ?"—আর একটা ফুলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে নীলাদ্রি জিজ্ঞাসা করে।

"জানি না, আপনি বলুন।" সুমিত্রা বলে, যদিও ফুলটা সে চেনে।

"ম্যাগনোলিয়া। আর ঐ কোণের ফুলটা ? চেনেন না ? ওটা ব্ল্যাক প্রিন্স।"

"এঃ, আপনি কিছুই চেনেন না দেখছি।" নীলাদ্রি মন্তব্য করতে করতে এগিয়ে চলে।

নীলাদ্রির পাশে পাশে চলতে চলতে সুমিত্রা বলে—"দেখুন মিষ্টার চৌধুরী, ফুল নিয়ে ত আমাদের কারবার নয়, আমাদের কারবার রোগী নিয়ে। আজ দৈবক্রমে আপনার সঙ্গে বাগানে বেড়াচ্ছি, ফুল দেখছি, নইলে সারা দিনরাত বদ্ধ ঘরের মধ্যে রোগীর রোগ যন্ত্রণা শুনে আর তাদের সেবা-শুশ্রূষা করে, নোংরা ঘেঁটে, জীবন যৌবন আমাদের নিরানন্দময় নীরস অনুভূতিহীন একঘেঁয়ে হয়ে গেছে! সর্বদাই কঠোর কর্তব্যের তাগিদে আমরা সজাগ শশব্যস্ত। আপনার বাড়ীতে এসে সৌভাগ্যক্রমে দুদিন যা সুখের মুখ দেখে গেলুম!"

সুমিত্রা সত্য সত্যই যেন নিজেকে ভোলা অতি সতর্ক একজন দক্ষ নার্স! নার্সের চাকুরীতে যেন সে সদা অভ্যস্ত। তার কথা শুনে কে সন্দেহ করবে সত্য সত্যই সে নার্স নয় ?

নীলাদ্রি চলতে চলতে বললে—"সত্যই আপনাদের জীবন বড় দুঃখের, বড কষ্টের, মিস্ মুখার্জী।"

নীলাদ্রি আরও বলতে থাকে—"কঠোর, কর্তব্যময়, নিরলস, নিরানন্দ জীবন শুধু আপনার মত নার্সদের মিস্ মুখার্জী, নইলে অধিকাংশ নার্সরা কাজের ফাঁকে ফাঁকে বেশ স্ফূর্তিতেই থাকে। কর্তব্যকে তারা জীবনের একমাত্র পণ বা ব্রত বলে ধরে নেয়নি, কিন্তু আপনার গুণ অসাধারণ। তেমনি অতি চমৎকার ব্যবহার আপনার! আপনার ব্যবহার কথাবার্তা আমাকে আর একজনের কথা মনে করিয়ে দেয়। যার নাম আপনি আমার কাছে রোগের সময় শুনেছিলেন। সত্যি, আপনি যদি উচ্চশিক্ষিতা হতেন, আপনার কয়েকটা মুখের খুঁৎ না-থাকত, আর চোখ খারাপ না হত, ত চেহারায় আচারে ব্যবহারে আপনি অবিকল তার প্রতিমূর্তি! গোড়া থেকে আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, আপনাদের গলাব স্বর হুবহু এক! তারও আপনার মত অদ্ভুত মিষ্টি গলা। আপনি গান জানেন মিস্ মুখার্জী ? কিছু না কিছু নিশ্চয়ই জানেন! একটা গান না ? এখানে তো কেউ নেই! গাইলে বাড়ী থেকে শোনা যাবে না। আপনার গলা ত খুব

ভালো!"

নীলাদ্রি সুমিত্রার মুখের দিকে তাকাল।

শেষ অপরাহ্নের অনুজ্জ্বল আলো সুমিত্রার মুখের উপর এসে পড়েছে। চশমাবৃত চোখ তার কতখানি আবৃত দেখবার উপায় নেই, মাথার কবরী আবরণ ঢাকা, হয়ত বিশাল, নয়ত ক্ষুদ্র, কিন্তু এর নাক, মুখ, চিবুকের গঠন (ঐ আঁচিল আর পোড়া দাগটা ছাড়া) কি অদ্ভুত সুন্দর! তেমনি সুগঠিত তার স্বাস্থ্য, অস্বাভাবিক তার গায়ের রঙ। কয়েকটা খুঁৎ ছাড়া মুখখানা সুশ্রী বলা যেতে পারে। আহা, এই খুঁতগুলি যদি না থাকত, ওর মুখখানা দেখে চক্ষু সার্থক হোত! বুঝিবা নীলাদ্রি দ্বিতীয় সুমিত্রাকে দেখত! দ্বিতীয় সুমিত্রার সুধা-কণ্ঠ শুনে মনে মনে অতীব প্রীত হোত।

সুমিত্রা বললে—"গান জানি না। শেখা হয়নি। গরীবের ঘরে জন্ম; কোন সাধই মেটাতে পারিনি!"

"সত্যি, আপনার জন্য দুঃখ হয়"—গাঢ় সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে নিলাদ্রি বললে।

"চলুন, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আর বেশীক্ষণ বেড়ানো উচিত নয়। আপনার ওষুধ খাবারও সময় হয়েছে।"—সুমিত্রা বললে।

রাত্রে সুমিত্রা মাধবীকে বললে—"আর নয় রে, এইবার পালাই। তোর বর আমার গলার স্বর ধরে আমাকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছে!"

মাধবী জিজ্ঞাসা করলে—"ব্যাপার কি?"

সুমিত্রা বললে—"নীলাদ্রিবাবু বলছে—গলার স্বরে আপনাদের উভয়ের মধ্যে এত মিল যে, আপনার গালে যদি পোড়া দাগ, থুতনিতে আঁচিল না থাকত, চোখ খারাপ না হোত, আর আপনি লেখাপড়া জানতেন, ত বলতুম তিনিই এসেছেন।"

"সময়ে সময়ে খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে আমার চোখের দিকে, মুখের দিকে তাকায়! মনে হয় যেন ওর মনে ঘোর সন্দেহ জেগেছে! আর নয়, এইবার কেটে পড়ি।"

সুমিত্রা জোর অভিমত প্রকাশ করল।

মাধবী বলল—"এখনো ত বুঝতে পারেনি! আর না-ও ত বুঝতে পারে! তুই অহেতুক ভয় করছিস কেন?"

"না রে, শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক সতর্ক হলে তাকে ঠকানো যায় না। আমি কালই চলে যাই।"—সুমিত্রা বললে।

মাধবী বললে—"কিন্তু তোর আদর যত্ন পেয়েই ও তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে, ওদিকে অন্যমনস্ক আছে। তুই চলে গেলেই আবার সেই ত্রিবেণীর কথা ভেবে, তোর কথা ভেবে, শরীর খারাপ করবে, তাতে যেটুকু ওর শ্রী ফিরেছে সেটাও নষ্ট হয়ে যাবে! তুই এখন যাস্‌নি, আরও কিছুদিন পরে যাবি। এর মধ্যে জানে জানুক।

সুমিত্রা বাধা দিল—"দূর, তবে এত করবার কি প্রয়োজন ছিল?"

"আর নীলাদ্রিবাবু, এখন ভাল হয়ে গেছেন, তুই বশী করে আদর যত্ন করবি, সর্বদা কাছে কাছে থাকবি, তাহলেই উনি তাড়াতাড়ি সেরে পূর্ব-স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন।"

মাধবী এবার দৃঢ়স্বরে বললে—"সে যাই হোক, তুই এইখানেই থাকবি। ত্রিবেণী তোর আর যাওয়া হবে না।"

"তোর মাথা খেতে?" সুমিত্রা পরিহাস করে।

মাধবী বললে—"বেশ তো, দুজনে ভাগ করে নেবো। সত্যি বলছি তোকে—বিশ্বাস কর, আমার কোন ক্ষোভ নেই এতে! তোর জন্যই সেদিন বিয়ের রাত্রে ওকে হারিয়েও ফিরে পেয়েছিলুম, আবার এবারও নিদারুণ মৃত্যুর হাত হতে ফিরে পেলুম। তোর উপকার জীবনে শোধ করতে পারব না। তাই বলছিলুম—"

মাধবীর স্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে।

সুমিত্রা মাধবীর মুখটা সজোরে চেপে ধরে স্নেহের শাসনের ভঙ্গীতে বলে—"পাগলী কোথাকার? চুপ কর বলছি! তুই আমার বান্ধবী নস্‌, আমার ছোট বোন। আমি তোর হিতৈষিণী! শত্রু নই।"

আরও দু' তিন দিন থেকে নীলাদ্রিকে আরও অনেকখানি সুস্থ সবল করে নীলাদ্রির পিতামাতার নিকট বিদায় নিয়ে সুমিত্রা চলে গেল।

সেদিন অপরাহ্নে নীলাদ্রি নীচের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসে বসে এক মনে বই পড়ছিল। সুমিত্রা অদূর হতে বললে—"চললুম নীলাদ্রিবাবু, খুব সাবধানে থাকবেন, নিয়মিত ওষুধ পথ্য খাবেন। আচ্ছা, নমস্কার—।"

নীলাদ্রি হঠাৎ চমকে উঠে বই থেকে মুখ তুলে বলে উঠল—"কে?"

ততক্ষণে সুমিত্রা নীচে নেমে অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

সুমিত্রার আজ আর নার্সের পোশাক ছিল না। একেবারে আধুনিক বেশ। তবে চোখে সেই কালো চশমা। মস্তকের আবরণী চলে গিয়ে বিশাল সুবিন্যস্ত কবরী দেখা যাচ্ছে। হাতে সুটকেশ। সে নীলাদ্রির দিকে পশ্চাৎ ফিরে মুখ

লুকিয়ে ত্বরিতে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল।

নীলাদ্রির মনে হল, সুমিত্রা ঠিক এইরকম সাজে পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়, তার কবরী ঠিক এইরকমই বিশাল, তার বাহার বিন্যাস ঠিক এই রকমই। তার পশ্চাদ্ভাগের গঠন চলনভঙ্গী অবিকল এইরকম। কেবল চশমা নেয় না। গলার স্বর এখন মনে হল যেন তারই।

বেশ কিছুক্ষণ নীলাদ্রি আনমনা বিস্ময় স্তম্ভিত হয়ে থাকে।

পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে ভাবে—"না না, এ অসম্ভব।"

সে দিনটা নীলাদ্রির ঘোর বিষণ্ণতায় কাটল।

ডাক্তাররা নীলাদ্রির চেঞ্জের সুপারিশ করলেন।

মাধবী, একজন ঝি ও চাকর সঙ্গে নিয়ে নীলাদ্রি বিদেশে চেঞ্জে গেল। প্রথমে মধুপুরে চার-পাঁচ মাস থেকে, আরও নানা স্বাস্থ্যকর জায়গায় কয়েক মাস কাটিয়ে এক বৎসর পরে নীলাদ্রি যখন কলকাতায় ফিরল, তখন স্বাস্থ্যে ঔজ্জ্বল্যে ও লাবণ্যে সে আগের চেয়েও দেখতে সুন্দর হয়ে উঠেছে!

নীলাদ্রিকে দেখে কে বলবে যে, কিছুদিন আগে কঠিন রোগে সে একেবারে জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছল? সে আরও সুন্দর স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠেছে! সে এখন নিয়মিত অফিস যায়, কাজকর্ম করে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেশে, খেলাধূলায় যোগ দেয়, ও প্রতি সপ্তাহে মাধবীকে নিয়ে থিয়েটারে অথবা সিনেমায় যায়। বেশ আনন্দেই সে আছে। সুমিত্রার চিন্তা তার মন থেকে চলে গেছে, অথবা সে ভাবে অযথা তার চিন্তায় বিকল অভিভূত হয়ে লাভ কি? সে ত মরতেই বসেছিল! কই, সুমিত্রা সেই ঘটনার পর থেকে তার আর কোন খোঁজ খবর নিয়েছে কি? মাধবী ত তার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু, কই, তাকেও ত এ পর্যন্ত একখানা পত্রও দেয়নি—নীলাদ্রি না হয় তার কাছে দোষ করেছে! আসল কথা, সুমিত্রা তাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে। সুতরাং সুমিত্রার জন্য লালায়িত হয়ে আর লাভ নেই। তবে সুমিত্রার সঙ্গে তার সেদিনের গভীর দেহস্পর্শজাত সুখের কথা, তাকে উপভোগের কথা মনে পড়লে নীলাদ্রির শরীর মনে আজও বিপুল রোমাঞ্চ জাগে।

দীর্ঘ দেশভ্রমণ করে তথাকার জলবায়ুতে মাধবীরও স্বাস্থ্যের বিপুল উন্নতি ঘটেছে, তাকে দেখতে হয়েছে অনুপম। মাধবীকে এখন নীলাদ্রির বেশ ভাল লাগছে।

আর একজনের কথা মনে আসে, যার চিন্তায় নীলাদ্রি মধ্যে মধ্যে অন্যমনা হয়ে যায়। সে নার্স নীলা। হাসপাতালের সেবিকা, বাইরের মানুষ; কিন্তু সেবা-শুশ্রূষা, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত ব্যবহার যা করে গেল, নীলাদ্রির তা বহুদিন স্মরণে থাকবে। বাবা নিশ্চয়ই তাকে মোটা টাকা দিয়েছেন, সেও ওকে অনেক টাকা দিয়ে আসবে অন্ততঃ পাঁচ ছয় হাজার ত বটেই বাড়ীর কাকেও না জানিয়ে। শরীরের কয়েকটি খুঁৎ ছাড়া রূপে ও স্বাস্থ্যে সে অতুলনীয়া!

কিন্তু টাকা নিয়ে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে গিয়ে বহু অনুসন্ধান করেও নীলা মুখার্জী নামে কোনও নার্সের দেখা পাওয়া গেল না। সবাই বললে—"ও নামে কোন নার্স এখানে থাকে না। কখনও ছিল না।" আশ্চর্যান্বিত হয়ে সে ফিরে এল। ব্যাপারটা গোপন বলে সে বাড়ীতে কাকেও বললে না। ডাক্তাররা দু'জনেই তখন কেউ কলকাতায় ছিলেন না। লুকিয়ে লুকিয়ে নীলাদ্রি অন্য হাসপাতালগুলিতেও নীলার খোঁজ করতে লাগল।

সেদিন ছিল নীলাদ্রি ও মাধবীর বিবাহবার্ষিকী। ঐ তারিখে তাদের ফুলশয্যা হয়েছিল। নীলাদ্রি সকাল সকাল অফিস সেরে নিউ মার্কেটে যাচ্ছিল ফুল কিনতে। মোটর থেকে নেমেই একেবারে সুমিত্রার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। সুমিত্রার সঙ্গে একজন সুদর্শন যুবক। নীলাদ্রি কথা বললে না, এড়িয়ে চলে যেতে চেষ্টা করে; কিন্তু সুমিত্রা এসে অদ্ভুত হেসে সম্বর্ধনা জানাতেই নীলাদ্রির সব গোলমাল হয়ে গেল।

নীলাদ্রি জিজ্ঞাসা করলে—"কলকাতায় এসেছেন বিশেষ দরকারে বুঝি?"

সুমিত্রা বললে—"হ্যাঁ, কাল রঙমহলে আমাদের প্লে ছিল।"

"আপনারও পার্ট ছিল বুঝি? কি অভিনয় হল?" নীলাদ্রি একটু যেন বিরস কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

"সুভদ্রা হরণ"—সুমিত্রা মৃদু হেসে উত্তর দিল।

"সুভদ্রা কে করলে? আপনি নিশ্চয়ই?" নীলাদ্রির পূর্বের মতই নীরস কণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

সুমিত্রা স্মিতহাস্যে বললে—"হ্যাঁ।"

"আর অর্জুন?"—নীলাদ্রি শুষ্ক হাস্যে শুধালে।

সুমিত্রা পাশের ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললে—"ইনি।"

ভদ্রলোক অর্থাৎ পরিমলবাবু সহাস্যে হাত তুলে নীলাদ্রিকে নমস্কার করল। নীলাদ্রিও প্রতি নমস্কার করল, তার মুখে হাসি এল না, জোর করে একটু

হাসল।

"মাধবীর খবর ভাল?" সুমিত্রা নীলাদ্রির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ"—নীলাদ্রি অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল।

"আচ্ছা আসি, নমস্কার'—বলে হাত তুলে আর একবার নমস্কার জানিয়ে সুমিত্রা পরিমলবাবুকে নিয়ে নিকটেই অপেক্ষমান একটা ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল। ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

নীলাদ্রির ফুল কিনতে আর যাওয়া হল না। সে সেইখানেই আনমনা হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে পড়ল, অনেকদিন আগের সেই কাটোয়া থেকে অভিনয় শেষে জ্যোৎস্না রাত্রে সুমিত্রার সঙ্গে তার সুমিত্রার বাড়ীতে ফেরার ঘটনা। কি কামনা বিহ্বল আনন্দ বিকল ছিল সেই রাতটি! সেদিন সুমিত্রা নীলাদ্রিকে প্রায় আত্মসমর্পণই করেছিল। তারপর একদিন ঘটেছিল বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত সুমিত্রার সঙ্গে দৈহিক মিলন। সে-সব কথা স্মরণ করলে গভীর দুঃখের সঙ্গে আজও নীলাদ্রির অন্তরে অদ্ভুত রোমাঞ্চ চাঞ্চল্য জাগে। ঘটনাচক্রে আজ উভয়েই পৃথক, নীলাদ্রি সুমিত্রাকে ভুলতে কৃতসংকল্প, কিন্তু আজ সুমিত্রাকে অন্য পুরুষের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে দেখে এমন কি অভিনয় পর্যন্ত করছে শুনে নীলাদ্রি অন্তরে দারুণ ব্যথা পেল, সেখানে ঈর্ষা ও অশান্তির দাবানল জ্বলে উঠল। সুমিত্রা এমনই যদি করবে, পরপুরুষের সঙ্গে এমনই মেলামেশা ঘনিষ্ঠতা যদি করবে, যেমন ঠিক সে তার সঙ্গে করেছিল, তবে সে সেদিন নীলাদ্রিকে অমন ভর্ৎসনা করে তাড়িয়ে দিল কেন? বিদায় কালের সুমিত্রার সেই ক্ষুব্ধ মন্তব্য আজও নীলাদ্রির স্মরণে আছে—"জগৎ জানল না, একথা কাউকে বলবার নয়, কিন্তু আপনি আর কোনদিন আমার কাছে আসবেন না! যদি ফের আসেন, উত্যক্ত করেন, হয় আমি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করব, নয়ত কোথাও চলে যাব।"

এই কি সেই দৃঢ়চিত্ততার দৃষ্টান্ত! সুমিত্রা অন্য পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে অভিনয়ের মাখামাখিতে এসে পৌঁছেছে। এ থেকে অন্য পরিস্থিতিরও উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী।

সেদিনের সুমিত্রার সেই কঠোর অনমনীয় মনোভাবের জন্যই না নীলাদ্রির এতবড় মারাত্মক অসুখ!

সুমিত্রার নজর এখন ঐ ভদ্রলোকের দিকে। আচ্ছা, সত্যই কি ঐ ভদ্রলোক নীলাদ্রির চেয়েও সুন্দর?

নীলাদ্রি ভাবতে থাকে।

সুমিত্রা ঠিক আগের মতই রূপবতী আছে। ঘটনাচক্রে তাদের ছাড়াছাড়ি, তাদের বহুদিনের অদেখা, কিছুমাত্র তাকে বিমলিন করতে পারেনি। অথচ মাধবীর সঙ্গে নীলাদ্রিব বিয়ের পরও উভয়ের মধ্যে কত না আকর্ষণই ছিল।

বেশ আনন্দেই আছে সুমিত্রা!

একটা নিদারুণ অসন্তোষে অশান্তিতে নীলাদ্রির চিত্ত পীড়িত বিক্ষুব্ধ হতে থাকে।

যাই হোক, একটু পরেই নালাদ্রি সুস্থ হয়ে উঠল। সত্যিই ত! সুমিত্রার দোষ কি? উত্তেজনাব মুখে যাইই বলুক, তারও ত জীবনের একটা ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা আছে। কতদিন সে যৌবনকে বিফলে যেতে দিতে পারে? মানুষের যৌবন সতত অস্থির বিপুল আনন্দ অনুসন্ধিৎসু!

মাধবী জিজ্ঞাসা করল—"তোমার শরীর কি ভাল নেই! মুখ চোখ অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?"

নীলাদ্রি বললে—"না না, শরীব খারাপ হয়নি। অফিসে আজ অত্যন্ত খাটুনি হয়েছে. সেইজন্যই অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করছি। ফুল কিনতে আর যেতে পারলুম না।"

সুমিত্রার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ার ঘটনাটা নীলাদ্রি গোপন করল।

মাধবী নীলাদ্রির গায়ে কপালে হাত দিয়ে দেখে বললে—"না, জ্বরটর কিছু হয়নি। পরিশ্রমের জন্যই এরকম দেখাচ্ছে। তুমি আজ আর বাইরে বেবিও না। চুপ করে শুয়ে থাকগে। আমি সামান্য একটু কাজ সেরে এখুনি তোমার কাছে গিয়ে বসছি। ফুল না এনেছ, না এনেছ, তুমি ভাল থাকলেই আমি আর কিছু চাই না।"

মাধবী এখন প্রাণপণে স্বামীর সেবা করে। মাধবীর ব্যবহার, তার কথাবার্তা নীলাদ্রির অশান্ত হৃদয়ে অনেকখানি শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিল।

এই সময় হঠাৎ নীলাদ্রির ভাগ্যাকাশে বিপদের মেঘ ঘনীভূত হতে আরম্ভ হোল। প্রমথেশবাবু অতর্কিতে একদিন হৃদরোগে মারা গেলেন এবং তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই জ্যোতির্ময়ী দেবীও স্বামীর অনুগমন করলেন।

মাধবী তখন একটি শিশুসন্তান প্রসব করে কঠিন রোগ শয্যায় শায়িতা!

পিতামাতার শোক সম্বরণ করে নীলাদ্রি মাধবীকে নিয়ে পড়ল। শহরের বড় বড় ডাক্তার ডাকা হোল, কিন্তু কেউই মাধবীর রোগ উপশম করতে পারলে না। দিন দিন মাধবী ক্ষীণ হয়ে এসে তার জীবন প্রদীপ নির্বাপিত প্রায় হয়ে আসতে লাগল।

মাধবীর জীবনের কোন আশাই বুঝি আর নেই। নীলাদ্রি সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে মাধবীর শয্যা পার্শ্বেই বসে থাকে, চার মাসের শিশুপুত্র ধাত্রীর কোলেই মানুষ হতে লাগল।

শেষে ডাক্তাররা জবাব দিলেন। নীলাদ্রি প্রায় বিলাপের স্বরেই বললে—"মাধবী, তুমিও আমায় শেষে ছেড়ে চললে? আমি কাকে নিয়ে এই পৃথিবীতে থাকব?"

মাধবীর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। সে ক্ষীণকণ্ঠে বললে—"কিংশুক রইল, তাকে ভাল করে মানুষ করবে। আর সুমিত্রাকে নিয়ে এসো, সে ওর মা হবে।"

নীলাদ্রি অত্যন্ত অপ্রীতকণ্ঠে বললে—"সুমিত্রাকে আনতে যাব কেন? সে কিংশুকের মা হবে কেন?"

মাধবী বললে "তুমি সুমিত্রাকে বিয়ে করবে, সে তোমাকে ভালবাসে।"

উত্তরে নীলাদ্রি রেগে উঠে সুমিত্রার সম্বন্ধে এক অপ্রীতিকর মন্তব্য করতে গিয়ে থেমে গেল। সুমিত্রার তাকে ভালবাসার নমুনা সে সেদিন প্রত্যক্ষ করেছে। সে সে সব কথা না তুলে বললে—"কি যা-তা বাজে বকছ? একটু চুপ কর দেখি? কথা বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে!"

মাধবী বললে—"এখন না বললে আর বলা হবে না। বলার প্রয়োজন বলেই বলছি—ঐ সুমিত্রাই সেদিন অমন কঠিন রোগ থেকে তোমায় বাঁচিয়েছে—অহোরাত্র তোমার সেবা-শুশ্রূষা করে তোমায় ভাল করেছে।"

অত্যধিক বিস্ময়ে উত্তেজনায় নীলাদ্রির জ্ঞান লোপ পাবার উপক্রম হোল। সে কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতভাবে থেকে সম্বিৎ ফিরে পেল। কিন্তু অবিশ্বাস রয়ে গেল। সে বললে—"তোমার ভুল হচ্ছে মাধবী, তোমার এখন মাথার ঠিক নেই! সুমিত্রা আমাকে সেবা করে বাঁচাতে আসবে কেন? আমাকে বাঁচিয়েছে ত হাসপাতালের নার্স নীলা!"

মাধবী বললে—"ঐ নীলাই সুমিত্রা!"

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! তবুও অবিশ্বাস যায় না। নীলাদ্রি বললে—"তুমি

কি বলছ মাধবী! তোমার ভুল হচ্ছে না তো? আচ্ছা ঐ নীলাই যদি সুমিত্রা হবে তবে তার সে রূপ কোথা গেল? এর মধ্যে কি করে তার এমন ভাগ্যবিপর্যয় ঘটল? মুখে অতবড় পোড়া ঘা, চোখের অমন দুর্দশা, দু'হাতে অমন হিজিবিজি; দাড়িতে অমন বিশ্রী আঁচিলটাই বা এরই মধ্যে জন্মাল কোত্থেকে? আর সুমিত্রা ত অমন অশিক্ষিতা নয়? অবশ্য গলার স্বরটা দু'জনের একই—' আর তাছাড়া আমি যে সেদিন সচক্ষে ওকে নিউ মার্কেটে দেখেছি। ঠিক তেমনিই নিখুঁৎ সুন্দরী আছে। তোমার মাথার ঠিক নেই! কি বলতে কি বলছ?"

মাধবী ক্ষীণ হেসে উত্তর দেয়—"সবই ওর মেক-আপ! ছদ্মবেশ! কেন, তুমি জান না ও কত বড় নিপুণা অভিনেত্রী? তুমি অসুখের সময় অনবরত ওর নাম করাতে, ওকে দেখবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যাকুল হওয়াতে, ডাক্তারবা যখন দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করলেন, ওকে না আনলে, ওকে তুমি না দেখলে, তুমি কিছুতেই ভাল হবে না, তোমার মৃত্যু অনিবার্য, তখন বাবা গিয়ে ওকে এখানে এনেছিলেন। তোমার অসুখের বাড়াবাড়িতে ওই দিনরাত তোমার শয্যায় থেকে তোমার সেবা করেছে। একদিন তুমি ওকে ঠিকই দেখেছিলে। তোমার জ্বর ছাড়লে পাছে তুমি ওকে একেবারে চিনে ফেল, তাই কি মনে করে ও নার্সের ছদ্মবেশ ধরেছিল। আমাদের সকলকে বলতে মানা করে দিয়েছিল। তোমার কাছে সর্বদাই ও অশিক্ষিতার ভান দেখিয়েছিল। তুমি অত্যন্ত সরলমতি, লাজুক-স্বভাব, মেয়েদের মুখের দিকে তার শরীরের দিকে গভীর সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাও না তাই ও সহজেই তোমাকে প্রতারিত করতে পেরেছে। তাছাড়া মুখই মেয়েদের পরিচয়, সেই মুখখানাকে ও এমন কুশ্রী করে গড়ে তুলেছিল যে, কোন মানুষ ওর মুখের দিকে একবার তাকালে আর পুনবায় চাইবে না!"

"হ্যাঁ মাধবীর কথা ঠিক! তার মস্তিষ্কের বিকৃতির অভিব্যক্তি না। তারও অনুমান এক্ষণে ঠিক। তাই সে সেদিন চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে নীলা নাম্নী নার্সকে খুঁজে পায়নি। সকলে বলেছে, "ও নামের কোন নার্স এ হাসপাতালে নেই, কখনও ছিল না। অন্য হাসপাতালগুলিতেও সে অনেক অন্বেষণ করেছে, কিন্তু কোন হদিশই পায়নি।"

কি আশ্চর্য! সুমিত্রাই ঐ নীলা! এতদিন তার অতি কাছে কাছে থেকে তার সেবা-শুশ্রূষা করে, তার সঙ্গে গল্প করে বেড়িয়ে অতি বড় বিচক্ষণ নার্সের অভিনয় করে গেল, বিন্দুমাত্র তার সন্দেহ জাগেনি! কি করে তা সম্ভব, যে মুখের অবস্থা সে করে রেখেছিল, একবার সে মুখের দিকে তাকালে আর তাকাতে

ইচ্ছা করত না! অদ্ভুত পারদর্শিনী ছদ্মবেশধারিণী এই নারী! এর ছদ্মবেশে আর একবার সে প্রতারিত হয়েছিল—সেই প্রথম আলাপের দিন সাপে কামড়াবার রাত্রে! গলার স্বরে চিনেও চিনতে ভুল করেছিল। সুমিত্রা শুধু অসাধারণ রূপসী নয়, তেমনি বুদ্ধিমতী। "রূপসী যাদুকরী" বলে তাকে নিঃসংশয়ে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সেদিন যখন নিউ মার্কেটে সুমিত্রার সঙ্গে নীলাদ্রির দেখা হল, তখন নীলাদ্রি কি জানত যে, সুমিত্রা তাকে নিয়ে এত কাণ্ড করে গেছে! তাকে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে! তার সবচেয়ে বড় আত্মীয়ের বড় বন্ধুর কাজ করেছে। সুমিত্রা ঘুণাক্ষরেও তার অসীম কৃতিত্বের কথা নীলাদ্রিকে জানতে দেয়নি। অথবা সেদিনের সাক্ষাতে তেমন কোন মনোভাব প্রকাশ করেনি। কি তার অসাধারণ চিত্তসংযম বল! পৃথিবীতে কে এমন আছে যে, ইচ্ছে করে এত বড় যশকে হেলায় ঢেকে রাখে! অনেক দিন পরে দেখা তাই সৌজন্যের খাতিরে দু' একটা কথাবার্তা। বরং একজন যুবা পুরুষের সঙ্গে তাকে অতি ঘনিষ্ঠ-ভাবে মেলামেশা করতে দেখে সেই ঈর্ষায় জলে পুড়ে মরেছিল! সেদিনের সেই প্রতিজ্ঞার পর সুমিত্রার চরিত্রকে, তার সততাকে ধিক্কার দিয়েছিল।

কিন্তু তাই যদি হোল, সুমিত্রা এতই যদি ভালবাসে নীলাদ্রিকে, তবে এত কাণ্ডের পর আবার সে কি করে অন্য পুরুষের সঙ্গে এমন স্বচ্ছন্দে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে? তবে কি এ জীবনে নীলাদ্রির সঙ্গে সুমিত্রার নিরঙ্কুশ মেলা-মেশায় বাধা? হ্যাঁ, তাই। সামাজিক নিষেধ। আর তাছাড়া সুমিত্রা ত আর তার সারাজীবনকে যৌবনকে বিফলে যেতে দিতে পারে না!

নীলাদ্রি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখতে থাকে। সুমিত্রা যেন আবার অপরূপ রূপবতী যাদুকরী সেজে এসে তার চোখের সামনে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে।

ও কি! নীলাদ্রি? তুমি অমন করে তাকিয়ে আছ কেন? পাগল হয়ে গেলে না কি?

বহুকষ্টে নীলাদ্রি নিজেকে সম্বরণ করলে। তার জীবনে যা অভূতপূর্ব, অত্যাশ্চর্য ঘটনাই ঘটুক, তাতে এখন বিহ্বল হলে চলবে না। মহান কর্তব্য তার সম্মুখে। মাধবীকে প্রাণপণ চেষ্টা করে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে।

শত চেষ্টা সেবা-শুশ্রূষা চিকিৎসাতেও কিছু হোল না। মাধবীকে বাঁচাতে পারা গেল না। মাধবী একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

মাধবীর মৃত্যুতে নীলাদ্রি শোকে যারপরনাই অভিভূত হয়ে পড়ল।

একে ত মা-বাবাকে হারিয়ে নীলাদ্রি শোক সামলাতে পারেনি, তার উপর

মাধবীকে হারানোর শোক। পিতা-মাতার পরই পত্নী অতি প্রিয়। সংসারে একান্ত আপনজনদের হারিয়ে নীলাদ্রি শোকে-দুঃখে একেবারে পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হল। সে অফিস যাওয়া, কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে বন্ধু-বান্ধব লোকজন কারও সঙ্গে দেখা না করে পৃথিবীর উপর অভিমান করে ঘরের এক কোণে আশ্রয় নিল। দু'দিন কেউ তাকে শত চেষ্টাতেও একবিন্দু জল ছাড়া কিছু খাওয়াতেও পারল না। কেবল পুত্রের কান্না যখন কানে আসত, তখন সে ভয়ানক বেশী চঞ্চল হয়ে উঠত। তবে ধাত্রীরা, ঝি-চাকররা ছেলেকে তার কাছে আসতে দিত না। ছেলেকে তারা নিজেরাই সামলাত।

পুরা আটদিন নীলাদ্রি ঘর থেকে বার হলো না। সারা দিনরাত শোকাচ্ছন্ন, নিরানন্দ নির্নিদ্র জীবন যাপন করল।

কিন্তু সময় সর্বসন্তাপহারী। মানুষের মনের উপর তার অসীম প্রভাব। সহিষ্ণুতা তার শিক্ষাদান। মানুষের মন ভোলাবার যাদুদণ্ড তার হাতে। তাই দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে শোকাচ্ছন্ন মানুষ শোক ভুলে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়, ক্রমে ক্রমে প্রফুল্লও হয়। প্রকৃতিও তার মনের উপর সেই সঙ্গে কাজ করে। এই বুঝি জগতের নিয়ম। পুত্রহারা জননীকেও শোক সম্বরণ করে সংসারে কাজ কর্ম করতে দেখা গেছে, পতিহারা স্ত্রীকেও কিছুদিন পরে আবার হাসতে দেখা গেছে।

কিছুদিন পরে নীলাদ্রিও সামলে উঠল, ধীরে ধীরে শোক ভুলল। ঘরের কোণ ছেড়ে বাইরে এল। আবার কাজে যোগদান করলে। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিশল। আকাশ, পৃথিবী, জ্যোৎস্না, ফুল, প্রান্তর, বন, রঙ্গালয় আবার তাকে সাদর আহ্বান জানালে, তাকে আকর্ষণ করলে। যৌবনের কামনা-বাসনা কিছুই তার ভাল করে পরিতৃপ্ত হয়নি। যৌবন তার শরীরে পূর্ণমাত্রায়। সেই যৌবনের আবেগ সে পুনরায় অনুভব করতে আরম্ভ করলে। মাধবীর ছায়া তার অন্তর আকাশে অস্ত যাবার উপক্রম হয়ে সেখানে সুমিত্রার রূপের পূর্ণ চন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনা ঘটতে থাকল।

সুমিত্রার ছদ্মবেশী নার্সের দীর্ঘ ভূমিকার ঘটনা স্মরণ করে তার পরমাত্মীয়ের মত সেবা ব্যবহার ও সঙ্গদানের কথা মনে করে নীলাদ্রির মন সুমিত্রার দিকে সবেগে ধাবিত হল। কিন্তু সুমিত্রা এখন কি অবস্থায় আছে, ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বড় বেশী হয়েছে কিনা চিন্তা করে নীলাদ্রি নিজেকে নিরস্ত বা সাবধান করে। সুমিত্রার সঙ্গে এখন যোগাযোগের একমাত্র উপায় সুমিত্রাকে

মাধবীর মৃত্যু সংবাদ দেওয়া। তাহলে সুমিত্রা নিশ্চয়ই ছুটে আসবে। মাধবীকে সে প্রিয়তমা ভগ্নীর মত ভালবাসত। কিন্তু হয়ত আবার না-ও আসতে পারে। যে অদ্ভুত স্বভাবের মেয়ে সে—নীলাদ্রির সঙ্গে সে ত সম্পর্ক রাখতে বা ঘনিষ্ঠতা করতে চায় না, যা তার রোগের সময় সুমিত্রার অন্য পরিচয়ে কার্য-কলাপে বোঝা গেল। তার উপর মাধবীও আব ইহজগতে নাই! সুমিত্রা যদি অন্য পুরুষের সঙ্গে ইতিমধ্যে ঘনিষ্ঠতা বন্ধুত্ব বলতে গেলে এক রকম মাখামাখি না করত ত ব্যাপারটা হয়ত অন্য রকম দাঁড়াত। সুমিত্রাব কীর্তিকলাপ সে ত সেদিন স্বচক্ষে দেখে এসেছে!

আর এক উপায় হল শিশু-পুত্রকে নিয়ে সুমিত্রার ওখানে যাওয়া এবং তাকে মাধবীর অন্তিম ইচ্ছা বা নির্দেশ প্রকাশ করা!

কিন্তু যে ঘটনা সে সেদিন প্রত্যক্ষ করেছে, এর পর শিশুপুত্রকে নিয়ে প্রত্যাশার সংশয়ে নীলাদ্রি সেখানে যাওয়া মনস্থ কবল না। মাধবী ত সুমিত্রার বর্তমান ক্রিয়াকলাপ জানত না!

কিন্তু যত দিন যায়, নীলাদ্রি তত সুমিত্রার জন্য ব্যাকুল হয়, বহু চেষ্টা করেও তাকে ভুলতে পারে না। এদিকে নীলাদ্রির শিশু-পুত্রকে নিয়ে ধাত্রীও অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়। রাত্রে অধিকাংশ সময়ে সে জেগে উঠে কান্না আরম্ভ করে, তাকে থামান যায় না। দিনমানেও ধাত্রীব কোলে সে শান্ত থাকে না। ধাত্রীকে সময় সময় বিরক্ত দেখা যায়। তাবও ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আছে, বিশ্রাম আছে, আহার নিদ্রা আছে! টাকা দিয়ে মানুষের শ্রম কেনা যায়, কিন্তু মন কেনা যায় না। মা ছাড়া অবোধ শিশু-সন্তানের অত্যাচার কে সহ্য করবে?

অগত্যা এক রবিবারে বেলা ১টার সময় নীলাদ্রিকে তার শিশু-পুত্রকে নিয়ে ছুটতে হয় সুমিত্রার কাছে তার এবং পুত্রের ভাগ্য পরীক্ষায়।

মোটর হতে নেমে নীলাদ্রি শিশুকে নিয়ে স্টেশনে সুমিত্রার খোঁজে যায়। সুমিত্রা তখন স্টেশনে ছিল না। বেহারী ছুটে এসে কুনিশ করল, জানাল—"মা বাড়ীতে আছেন বাবু, আপনি সেইখানেই যান, খোকাকে আমার কাছে দিন।"

পুত্রকে বেহারীর হাতে সমর্পণ করে নীলাদ্রি সুমিত্রার গৃহের দিকে অগ্রসর হল।

যেতে যেতে নীলাদ্রির সেদিনের কথা মনে পড়ল, যেদিন এই মধ্যাহ্নে সুমিত্রার ঐ নির্জন ঘরে তার সঙ্গে সুমিত্রার দৈহিক মিলন ঘটেছিল। আজ সে কথা মনে পড়ে গভীর মনঃপীড়ায় জর্জরিত হয় নীলাদ্রি। সেদিন সে গেছল এক অসাধু সঙ্কল্প সিদ্ধির অভিপ্রায়ে মদমত্ত হয়ে সুমিত্রাকে বাগে এনে উপভোগ্য

করতে। আর আজ চলেছে তার অনুগ্রহ ভিক্ষায়, শিশু-পুত্রের ভবিষ্যতের নিরাপত্তার আশায়।

দেখা হলে সে কি প্রথমেই সুমিত্রার নার্সের অভিনয়ের প্রশংসায় সোচ্চার হয়ে তার চিত্তবিনোদন করবে? না।

আগে মাধবীর মৃত্যু সংবাদ দিতে হবে। তাতে সে যদি বিচলিত হয়, নীলাদ্রির প্রতি তার সহানুভূতি মায়া-মমতা উদ্বেল হয়ে ওঠে, তার শিশু-পুত্রের ভার নিয়ে তার আশ্রয়স্থল হয়ে তাকে আত্মীয়তা জানায় তবেই না এই নিয়ে আলোচনা!

দরজা বন্ধ ছিল। এবার কিন্তু আর নীলাদ্রি চুপিসারে দরজা খুলে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘরে প্রবেশ করে সুমিত্রাকে নিয়ে কোন সিন্‌ক্রিয়েট করবার মতলব পোষণ করল না—সে মনোভাবই এখন তার নেই! সে দরজায় শিকলের ঘা দিল। কিছুক্ষণ পরেও যখন দরজা খুলল না, তখন সে অল্প ঠেলে দেখল দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। সে পুনরায় এবার বেশ জোরে দরজায় কয়েকবার শিকলের ঘা দিল। তবুও দরজা খুলল না। সুমিত্রা ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে সে তাকে ডাকবার জন্য জানালার কাছে গিয়ে খড়খড়ি তুলল এবং ভিতরে যে দৃশ্য দেখল তাতে তার মাথা ঘুরে পড়ে যাবার উপক্রম হোল। সে কি জীবনে আর কখনো এমন দৃশ্য দেখবে? সে সুমিত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের মানসে তার হাতে শিশু-পুত্রের সমর্পণের ইচ্ছায় সে এতখানি পথ ছুটে এসেছে, সেই সুমিত্রা শয্যায় একজন পুরুষের আলিঙ্গনে আবদ্ধ!

অস্ফুট আর্তনাদ করে খড়খড়ি ফেলে দিয়ে নীলাদ্রি নীচে নেমে এল, তারপর টলতে টলতে বাড়ীর বার হয়ে গেল।

ত্রিবেণীতে ফিরে এসে সুমিত্রার আদৌ ভাল লাগছিল না। প্রায় একমাস কাল নীলাদ্রিদের বাড়ীতে থেকে সে সকলের প্রিয়পাত্রী হয়ে একেবারে আপনার লোক হয়ে গিয়েছিল। সেখানে তার জীবন-নাট্যের আর এক অতি রোমাঞ্চকর অঙ্ক কিছুদিন ধরে অভিনীত হয়ে গেল। আর অদ্ভুত সাফল্য ও কৃতিত্ব বাড়ীশুদ্ধ

লোককে একেবারে স্তব্ধ বিস্ময় বিমুগ্ধ করলেও, তার কাছে আত্মপ্রশংসা ও গর্বের কারণ হলেও, তার সেই মহান ও বিপুল স্বার্থত্যাগ, পরোপকারীতার পরাকাষ্ঠা তাকে বেশীক্ষণ আনন্দমগ্ন করে রাখতে পারল না। শীঘ্রই সে মনস্তাপে কাতর হয়ে পড়ল। অতি আফ্‌শোসের সঙ্গে সে এখন মনে করতে লাগল—এত ঘটা করে নার্সের ছদ্মবেশ ধরে, বাড়ীর সকলকে ব্যাপারটা অপ্রকাশ রাখতে দিব্য দিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে, নীলাদ্রির পাশে পাশে অন্য পরিচয়ে দিনের পর দিন রাতের পর রাত থেকে, তাকে সেবা-শুশ্রূষায় সঞ্জীবনে সুস্থ প্রফুল্লিত করে নিছক আত্মপ্রশংসা ছাড়া তার কি লাভ হল? নীলাদ্রি ত জানল না যার জন্য ভেবে ভেবে সে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে মৃত্যু-পথযাত্রী হতে চলেছিল, সেই সুমিত্রাই অন্য বেশে, অন্য পরিচয়ে তার কাছে এসে, তার পাশে পাশে থেকে, অক্লান্ত পরিশ্রমে সেবায় পরিচর্যায় তাকে বাঁচিয়ে তুলে তাকে যারপরনাই চমৎকৃত করে দিলে! কিছুদিন পরে নীলাদ্রি বিদেশ ভ্রমণ করে পূর্ব-স্বাস্থ্য পূর্ব-দেহসৌন্দর্য পূর্ণলাভ করে ফিরে আসবে, কিন্তু কৃতজ্ঞতা জানাতে, বাহবা দিতে তার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হতে সে ত তার কাছে আসবে না! আসল ব্যাপার ত সে সুমিত্রার দোষে জানলই না! তার সঙ্গে সেই সেদিনটির ঘটনার পর চিরবিচ্ছেদ রয়েই গেল।

নীলাদ্রিকে কি সুমিত্রা আজও ভুলতে পেরেছে? তাদের সেদিনের সেই ক্ষণিক গোপন দৈহিক মিলনের অভূতপূর্ব অনুভূতির কথা মনে হলে যৌবন-মাদকতায় সুমিত্রার সারা শরীর ও মন উদ্বেল আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ভাবতে ভাবতে আপন নির্বুদ্ধিতা হটকারিতার আপশোসে বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে সুমিত্রা। শেষে এই বলে নিজেকে প্রবোধ দেয় নীলাদ্রির বিপদে নীলাদ্রির পিতার অনুরোধে সে এক স্বার্থশূন্য মহান কর্তব্য সমাপন করে এসেছে। নীলাদ্রির সঙ্গে পুনর্মিলন, বা সাহচর্য বা ঘন ঘন বাহ্যবন্ধুত্ব সমাজনিষিদ্ধ, লোকচক্ষে নিন্দিত। নীলাদ্রি সর্বতোভাবে মাধবীর স্বামী। তার কেউ নয়।

সারা অঙ্গে যৌবনের মাতামাতি, বাইরের প্রকৃতি সুন্দর, আনন্দমুখর, বায়ুহিল্লোলে শিহরণ, সুমিত্রা চিত্ত-চঞ্চলা, পরিমলবাবুর পুনরাগমন ঘটল।

সেদিন বেলা দশটা এগারোটার সময় হাতে কোন কাজ না থাকাতে সুমিত্রা খবরের কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, কাগজের কোন জায়গাতেই বিশেষ মনোযোগ দিতে পারছিল না। পরিমলবাবু এসে প্রবেশ করে বললেন—"নমস্কার, এই যে এসে গেছেন দেখছি! ওঃ, এর মধ্যে প্রায় দশদিন এসে আপনার খোঁজ করে গেছি! তারপর? আপনার শরীর ভাল ত?"

সুমিত্রা খবরের কাগজ হতে মুখ তুলে একবার পরিমলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে পুনরায় খবরের কাগজে মনঃসংযোগ করে বললে—"হ্যাঁ।"

"আর যেখানে গেলেন, সেখানকার খবর?" পরিমলবাবু সুমিত্রার মুখের প্রতি চেয়ে থেকেই প্রশ্ন করে।

"ভাল"—সুমিত্রা মুখ না তুলেই উত্তর দেয়।

"আচ্ছা, কি ব্যাপার বলুন তো?"—পরিমল সাগ্রহে প্রশ্ন করে—"ঐ যে ভদ্রলোকের ছেলে, যার অসুখের কথা শুনে, সে আপনাকে দেখতে চাচ্ছে, না দেখলে বাঁচবে না, এই কথা শুনে আপনি একেবারে হন্যে হয়ে ছুটে গেলেন, আপনার কেউ হয় নাকি? মানে খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু আর কি! অন্ততঃ ব্যাপার দেখে তাই ত মনে হোল!"

"তারপর এতদিন সেখানে থাকলেন?"—পরিমলবাবু এক মুহূর্তও সুমিত্রার মুখ থেকে দৃষ্টি অপসারিত করে না।

সুমিত্রা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে খবরের কাগজ হতে মুখ না তুলেই সংক্ষেপে উত্তর দেয়—"অনেকদিনের আলাপ, এই আর কি!"

"সুতরাং খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব! নতুবা অসুখে আপনাকে দেখতে না পেলে বাঁচবে না, এর জন্যে তার বাপ আপনাকে নিয়ে যেতে অমন করে ছুটে আসে? —ব্যাপারটা খুব লঘু বলে অগ্রাহ্য করা যায় না। বেশ কিছু রহস্যজনক মনে হচ্ছে?" পরিমলবাবু মন্তব্য করেন।

সুমিত্রা কোন উত্তর দিল না। দেবার কোন আগ্রহও দেখাল না। লোকটার অযাচিত আগ্রহে সে মনে মনে বিরক্তি অনুভব করে। সে যেমন খবরের কাগজে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল, তেমনিই রইল।

পরিমলবাবু একটু অপেক্ষা করে পুনরায় প্রশ্ন করলে—"আচ্ছা, যিনি এসেছিলেন তাঁকে দেখে অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। তেমন বড়লোক-টড়লোক নাকি? মানে কলকাতায় বাড়ী আছে, এই রকম কিছু?" পরিমলবাবুর কথার ধরণে একটু অবজ্ঞামিশ্রিত কৌতূহল!

সুমিত্রা সেটা লক্ষ্য করেই এবার জবাব দেয়—"যিনি এসেছিলেন, তিনি কলিকাতার একজন মস্তবড় বড়লোক! অর্থাৎ আপনি সঠিক যা অনুমান করলেন! সুকিয়া স্ট্রীটে পাঁচতলা বসতবাটি ছাড়া আরও চার-পাঁচখানা বাড়ী আছে। এখানে ভদ্রেশ্বরে খুব বড় বাড়ী আছে। তাছাড়া ধানবাদে হাজারীবাগে ও কাশীতেও বাড়ী আছে। কলকাতায় ওঁর প্রকাণ্ড অফিস,

আরও বাইরে নানা জায়গার ব্রাঞ্চ অফিস আছে। বহুলোক, অন্ততঃ হাজার দু'য়েক কেরানী ঐসব অফিসে কাজ করে।"

পরিমলবাবু এবার প্রকৃত বিস্ময়ে বলে—"বলেন কি? তাহলে ত খুব বড়লোকের ছেলের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব হয়েছে! তাই ত আপনার মত অসীম রূপসীর হওয়ার কথা! আচ্ছা, ভদ্রলোকের ছেলে নিশ্চয়ই খুব সুপুরুষ? না, অত বড় বড়লোকের ছেলে ক্ষীর মাখন ঘি-দুধ খেয়ে একেবারে নাদুষ-নুদুষ মোটা চেহারা! একেবারে ননীর পুতুল? পেট মোটা হাত ছিনে? গায়ে এক কড়া ক্ষমতা নেই? জোরে হাত চেপে ধরলে একেবারে আঁতকে ওঠে? ভদ্রলোক করেন কি?"

অন্তরে দারুণ কৌতূহল ও অল্প একটু হিংসা পোষণ করে পরিমলবাবু প্রশ্ন করে, সেই সঙ্গে নিজের সুপুরুষ ছিমছাম্ চেহারাটাও সুমিত্রার সম্মুখে মেলে ধরে।

সুমিত্রা এবার মুখ তুলে পরিমলবাবুর মুখের দিকে তাকায়। একটু গর্বিত হাস্যে বলে—"ভদ্রলোক অসম্ভব সুপুরুষ, তবে বড়লোকের ছেলের মত থলথলে চেহারার নয়। গায়ে এতটুকু মেদবাহুল্য নেই।"

"আর শক্তির কথা বলছেন? তিনি একজন ব্যায়াম-অনুরাগী, ফুটবল খেলোয়াড, দক্ষ শিকারী। সামনা-সামনি দু'বার দুই প্রকাণ্ড বাঘ মেরেছেন। তাঁকে দেখলে, তাঁর হাতের কব্জির পুষ্টতা দৃঢ়তা দেখলে, তাঁর হাত চেপে ধরবার সাহসই কারও হবে না।"

"আর গুণের কথা? তিনি ডবল এম, এ! বিলেত ফেরৎ! বাপের মস্ত বড় অফিস দেখেন!"

"অবশ্য তাঁর এখন সে চেহারা আর নেই! কঠিন অসুখে ভুগে সব নষ্ট হয়ে গেছে! শরীর সারতে বিদেশে গেছেন!"—সুমিত্রা পুনরায় বললে।

লজ্জায় হিংসায় পরিমলবাবুর মুখ কালো হয়ে উঠল। তিনি আত্মসম্বরণ না করেই অদমিত কৌতূহলে বললেন—"তাহলে তিনি ফিরে এলেই আপনাদের বিয়েটা নিশ্চয়ই হচ্ছে, এবং আমাদের একটা ভালরকম খাওয়া থাকছে? এইবার বুঝতে পেরেছি মিস্ চাটার্জী, কেন আপনি এখনও বিয়ে করেন নি?"

সুমিত্রা গম্ভীর মুখে বললে—"তিনি বিবাহিত, এবং তাঁর স্ত্রী রীতিমত সুন্দরী!"

"তবে?"—পরিমলবাবুর মুখে অসন্তোষের অন্ধকার সরে গিয়ে সেখানে খুশীর আলো দেখা দেয়।

সুমিত্রার মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে। সে পরিমলবাবুর কথার মর্মার্থ বুঝে না-জানার ভান করে পরিমলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললে—"কি তবে?"

পরিমলবাবু বললেন—"ঐ যে অসুখের সময় তিনি আপনাকে দেখবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক, আপনাকে না দেখতে পেলে বাঁচবেন না, যা তাঁর বাবা এসে জানালেন? আপনার প্রতি তাঁর অনুরাগ, টান না থাকলে এমন ঘটবে কেন?"

সুমিত্রা তৎক্ষণাৎ ভেবে নিয়ে বললে—"টাইফয়েড্ রোগী, বিকারের ঝোঁকে কত শত অসম্ভব কথা বলে থাকে, তার কি ঠিক আছে? আমাদের অনেকদিনের ঘটনাচক্রে আলাপ, আর ওঁদেরও একমাত্র ছেলে, তাই ভয় পেয়ে ছুটে এসেছিলেন!"

পরিমলবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—"ওর সঙ্গে আপনার বিয়ে হলে কিন্তু খুব ভাল হোত!'

সুমিত্রা বিরক্ত হয়ে এ বিষয়ে আলোচনা আর এগোতে না দিয়ে বললে—"যখন হয়নি তখন এ নিয়ে কপট দুঃখ সহানুভূতি দেখিয়ে আপনার লাভ নেই! এইবার আপনার কথা বলুন—!"

"তারপর? বাইরে গেছলেন?"

পরিমলবাবু বললেন—"না না, কি করে আর গেলুম মিস্ চ্যাটার্জী, একলা যেতে ভাল লাগল না। বলেছি না, আপনি ছুটি নিলে একসঙ্গে যাব। তাই আপনার অপেক্ষায় এইখানেই কতদিন যাতায়াত করেছি। এইবার আপনি এসেছেন, যাব। আপনি ছুটি নিন মিস্ চ্যাটার্জী।" পরিমলবাবু অন্তরঙ্গ হবার প্রয়াস নিলেন।

সুমিত্রার গম্ভীর মুখে সামান্য হাসি দেখা দিল। বললে—"এই ত এসেছি, প্রায় দু'মাসের কাজ জমে আছে। এখন ছুটি নেওয়া অসম্ভব।"

"বেশ আমি অপেক্ষা করব। আমারও তাড়া নেই। আপনাকে নিয়ে তবে একসঙ্গে যাব"—বলে পরিমলবাবু সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে খবরের কাগজের একখানা পড়ে থাকা পাতা তুলে নিয়ে তাতে মনোনিবেশ করলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে পরিমলবাবু কাগজ পড়া ছেড়ে মুখ তুলে সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—"আচ্ছা মিস্ চ্যাটার্জী, আপনি ত একজন দক্ষ অভিনেত্রী?"

সুমিত্রা চমকে কাগজ থেকে মুখ তুলে পরিমলের চোখে চোখে চেয়ে বললে—"কে বললে?"

পরিমলবাবু মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বললেন—"আমি সব শুনেছি মিস্

চ্যাটার্জী, আপনার গুণপনার সমস্তই অবগত হয়েছি। আপনি শুধু উচ্চ শিক্ষিতাই নন, আপনি দক্ষ অভিনেত্রী, অতুলনীয়া গায়িকা, নিপুণা নর্তকী। সব খবরই আমি পেয়েছি চুঁচড়োয় বসে। আচ্ছা কি আশ্চর্য বলুন তো, আপনি যে অসীম রূপবতী আপনাকে দেখেই তা বোঝা যায়, কিন্তু আপনি যে এতসব বিষয়ে অসীম গুণবতী আপনাকে দেখে কে বুঝবে বলুন তো? সত্যই আপনি যেমনি গম্ভীর তেমনি চাপা। শুনে অবধি আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেছি আর কেবল আপনার কথা চিন্তা করছি। আপনার আলেয়ার পার্টের সুখ্যাতি যেখানে যাই সেখানকার লোকেরই মুখে মুখে।"

লোকটার গায়ে-পড়া ভাবভঙ্গী দেখে সুমিত্রা মনে মনে বিরক্ত হয়ে অনিচ্ছুক স্বরে মুখ গম্ভীর করে বললে—"এমন কিছু ভাল অভিনয় করিনি, লোকে যদি বাড়িয়ে বলে ত আর কি করব বলুন। তাছাড়া অভিনয় আমার পেশাও নয়। পাঁচজনের অনুরোধে বাধ্য হয়ে নেমেছিলুম। বাহবা পাবার মত এমন কিছু ভাল প্লে করিনি?"

"বলেন কি মিস্ চ্যাটার্জী? শুনেছি, সেদিন আলেয়ার গানে ও নাচে দর্শকদের কাছ থেকে আপনি বিপুল প্রশংসা ও অভিনন্দন পেয়েছিলেন—যা অতি বড় অভিনেত্রীর ভাগ্যে ঘটে না। সাজঘর নাকি সেদিন দর্শকে দর্শকে ভেঙে পড়েছিল।"

সুমিত্রা হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মনে পড়ে কাটোয়ায় সেই রাত্রির অভিনয়ের কথা। মনে পড়ে কি কৃতিত্ব সহকারেই না সে সেদিন অভিনয় করেছিল! অগণিত দর্শক অবাক হয়ে মুগ্ধ নির্নিমেষ নেত্রে তার অভিনয় দেখছিল! আর দেখছিল পুরোভাগে বসে নীলাদ্রি। তারপর গ্রীনরুমে কাতারে কাতারে লোক ঢুকে তাকে দেখবার হুড়োহুড়ি, বিশিষ্ট লোকেদের অভিনন্দন জ্ঞাপন। সবশেষে বড় রাস্তার মোড়ে মোটর থেকে নেমে নীলাদ্রির সঙ্গে জ্যোৎস্না রাতে বিজন প্রান্তর ও বনপথ দিয়ে পাশাপাশি চলতে চলতে বাড়ী ফেরা। আনন্দোন্মত্ত অবস্থায় অপরূপ সুন্দর নীলাদ্রির নিভৃত সাহচর্যে বিচরণ করতে করতে তার মতিভ্রম ঘটছিল, ক্ষণে ক্ষণে সে বেসামাল হয়ে পড়ছিল। তখন কি সে জানত যে, সে শীঘ্রই নীলাদ্রিকে হারাবে? সে জানত নীলাদ্রি তারই হবে। তারপর হল বিচ্ছেদ। আবার দেখা হল মাধবীর সঙ্গে নীলাদ্রির বিবাহ রাত্রে। সেদিন সে নীলাদ্রিকে পেয়েও হারাল। কিন্তু মোহ গেল না। তারপর হোল একদিন অতি অতর্কিতে উভয়ের মধ্যে ক্ষণিক প্রগাঢ় দৈহিক মিলন,

বহুদিন বাঞ্ছিত। নীলাদ্রির কমনীয় কান্তির নিগূঢ় স্পর্শ তার মনে প্রাণে জাগাল এক অননুভূতপূর্ব আবেশ বিহ্বলতা, হর্ষ, রোমাঞ্চ! সেদিনের সেই ঘটনার কথা মনে পড়লে আজও তার ব্যর্থ যৌবন হাহাকার করে ওঠে।

পরিমলবাবুর কথায় সুমিত্রার চমক ভাঙে। এতক্ষণ সে এক বিপুল মোহময় চিন্তায় বিভোর ছিল! সুমিত্রা শুনল, পরিমলবাবু বলছে—"কি ব্যাপার মিস্ চ্যাটার্জী, অমন করে কি ভাবছেন? আমি যে এত বকে মরছি, সেদিকে কানই দিচ্ছেন না?"

সুমিত্রা লজ্জিত অপ্রস্তুত হয়ে মৃদুহাস্যে বললে—"একটা কথা ভাবছিলুম! যাক্, কি বলছেন বলুন তো?"

পরিমলবাবু বললেন—"আমরা অর্থাৎ চিনসুরার কয়েকজন অফিসার, উকিল, ডাক্তার, ব্যবসাদাররা এবং তাদের স্ত্রীরা মিলে একটা অভিনয় করব স্থির করেছি। মণি সান্যাল, মনতোষ মজুমদারও এর মধ্যে আছেন। এঁদের চেনেন?"

সুমিত্রা অল্প হেসে বললে- "চিনি না আবার? ওঁদের সঙ্গেই ত আমি প্লে করেছি!"

"কি প্লে করছেন আপনারা?"—একটু চুপ করে থেকে সুমিত্রা পরিমলবাবুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে।

"দেবলাদেবী"।

"বেশ ভাল বই! খুব জমবে!" সুমিত্রা মন্তব্য করে।

পরিমলবাবু বললে—"বই ত খুব ভাল মিস্ চ্যাটার্জী, এবং ভাল করে করতে পারলে নিশ্চয়ই ভয়ানক জমবে। যারা যারা নামছে, তারাও কেউ অনুপযুক্ত নয়, কিন্তু গোল বাধছে মতিয়ার গানের বেলায়। ছ'সাতজন মেয়েকে ট্রায়েল দিয়ে দেখা হোল, কিন্তু কেউই গানে গলা তুলতে পারছে না। আমরা ভয়ানক মুস্কিলে পড়েছি, কোন উপায়ই দেখতে বা করতে পারছি না। শেষ পর্যন্ত ভেবে স্থির করেছি মতিয়ার গানগুলো বাদ দিয়ে বই প্লে করবো!"

সুমিত্রা মন্তব্য করলে—"সেকি? মতিয়ার গান বাদ দিয়ে প্লে হলে অভিনয় জমবে কেন? একেবারে ত্রুটিপূর্ণ অভিনয় হবে? মতিয়ার কি একখানা গান, যে বাদ দিয়ে চলে যাবে? চার-চারখানা অদ্ভুত অদ্ভুত সুরের গান, অত বড় প্লে-র সবচেয়ে প্রধান অংশ। দেখুন চেষ্টা করে কেউ না কেউ পারবেই। চেষ্টার অসাধ্য কিছু আছে!"

পরিমলবাবু বিজ্ঞের মত হেসে বললে—"অনেক দেখেছি মিস্ চ্যাটার্জী,

কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। কেউই পারছে না, কালও একজন নতুন মেয়েকে পরখ করলুম, সেও পারলে না। ওই আপনি যা বললেন—ওসব কি যা-তা গান! গানের সুরে সারা অডিয়েন্স স্তব্ধ হয়ে যাবে। এদিকে আর সময় নেই। চারদিকে প্ল্যাকার্ড পড়ে গেছে। সারা সহরশুদ্ধ ও দূরের দূরের লোক সব দেখবার প্রতীক্ষায় আছে। এ বইটা এমনই জিনিস। স্টেজের পাকা অভিনেত্রী ছাড়া এ পার্ট হবার আর কোন উপায় দেখি না।"

"তাই করুন"—বলে সুমিত্রা আর কোনও কথা বললে না। খবরের কাগজে পুনরায় মনঃসংযোগ করলে।

পরিমলবাবু সুমিত্রার মুখের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে বললেন—"একটা প্রস্তাব আপনাকে করবার জন্য দুঃসাহসী হচ্ছি মিস্ চ্যাটার্জী এবং এই জন্যেই ক'দিন ধরে এখানে আসা-যাওয়া করছি!"

সুমিত্রা সচকিত হয়ে কিছুটা উৎসুক হয়ে খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে পরিমলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললে—"কি বলুন?"

পরিমলবাবু সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়েই বললে—"আপনি যদি দয়া করে এই পার্টটি করেন ত এই দারুণ সঙ্কটে আমরা পরিত্রাণ পাই।"

"না না! মাপ করবেন—" সুমিত্রা দৃঢ়স্বরে আপত্তি জানাল। তারপর বললে "কেন, কোন ষ্টেজ্ থেকে অভিনেত্রী ভাড়া করে আনুন, তা হলেই হবে।" সুমিত্রা ব্যাপারটায় গভীর উদাসীনতা দেখিয়ে কাগজে মনোযোগ দেয়।

পরিমলবাবু বললেন—"কিন্তু মণিবাবু মনতোষবাবুর মত যে, ষ্টেজের পাকা অভিনেত্রী যা করবে আপনি তার চেয়েও অনেক বেশী ভাল করবেন। আপনি রাজী হন মিস্ চ্যাটার্জী। প্লিজ—।"

অনুনয়পূর্ণ চোখে পরিমলবাবু সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

"না না, মাপ করবেন।"—সেই একই প্রত্যুত্তরে সুমিত্রা পরিমলবাবুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে।

সুমিত্রার মনে সুখ ছিল না। থিয়েটারে তাকে এমন একটা লোভনীয় প্রধান পাঠ দেবার প্রস্তাব তাকে রীতিমত প্রলুব্ধ করলেও তাতে মত দেবার মত তার মনের অবস্থা ছিল না।

শেষ পর্যন্ত মণিবাবু, মনতোষবাবু এসে সুমিত্রাকে পিড়াপিড়ী করে ধরলেন—"সে কী মিস্ চ্যাটার্জী? আপনার এমন একটা কোয়ালিফিকেসন্, অবহেলায় নষ্ট করবেন? ভগবান আপনাকে অমন রূপ দিয়েছেন, অমন স্বাস্থ্য

দিয়েছেন, আপনি উচ্চশিক্ষিতা, তার উপর নাচে গানে ও অভিনয়ে আপনি অপরূপ পারদর্শিনী। চারদিকে আপনার কত যশ খ্যাতি সুনাম একদিনেই ছড়িয়ে পড়েছে, বলতে গেলে আপনি সকলের কাছে এক অপরূপ বিস্ময়, আর আপনি এমন একটা সুন্দর আনন্দ-অনুভূতিময় জীবন থেকে বিদায় নেবেন মাত্র একদিন অভিনয় করে? না না, তা আমরা হতে দেব না, আমরা বহু আশা করে আপনার কাছে এসেছি, আমাদের নিরাশ করবেন না। আমাদের ক্লাবকে দুর্নামের হাত থেকে বাঁচান! কেন আপনার এমন অনিচ্ছা মিস্ চ্যাটার্জী? আপনার সম্মতি আদায় না করে আমরা কিছুতেই যাব না—।"

বহু অনুনয়ে বিনয়ে সাধ্যসাধনায় কাকুতি মিনতিতে অবশেষে সুমিত্রাকে রাজী হতে হোল।

সত্যি, বিষাদময় জীবন আর ভাল লাগে না। একটু যদি আনন্দ পাওয়া যায়, মন্দ কি? যাকে পাওয়া যাবে না, তার জন্য ভেবে দুঃখিত হয়ে বিষণ্ন হয়ে সারা জীবনটাকে শুধু শুধু অসুখী করে অশান্তির জ্বালায় জ্বলে লাভ কি?

দেবলাদেবী অভিনয়ে মতিয়ার পার্ট সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয় হোল। দর্শকগণ মতিয়ার গান শুনে একেবারে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে গেল। অভিনয় শেষে প্রধান অতিথির হাত থেকে সুমিত্রা প্রথম পুরস্কার লাভ করলে। দর্শকমণ্ডলী বিপুল হর্ষধ্বনি করে উঠল। সুমিত্রা খুশী হল। খিজির খাঁর ভূমিকায় পরিমলবাবু অভিনয় করলেন।

তারপর হোল দুর্গেশনন্দিনী। তাতে সুমিত্রা আয়েষার ভূমিকায় নামল। জগৎসিংহ করলে পরিমলবাবু।

এর কিছুদিন পরে চিনসুরার এক জজের পুত্রের অন্নপ্রাশনে তাঁর বাগান বাড়ীতে "চিত্রাঙ্গদা" নাটক ও নৃত্যানুষ্ঠান হোল। চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় নামল সুমিত্রা, পার্থ করল পরিমলবাবু। তারপর কয়েকটি বিচিত্র নৃত্যকলা প্রদর্শন করলে সুমিত্রা। সকলে মুগ্ধ হয়ে গেল।

এরপর চিনসুরার এক নামজাদা ক্লাবের সভ্যরা কলকাতার রঙ্গমঞ্চে এসে 'সুভদ্রা হরণ' নাটক অভিনয় করে গেল। সুভদ্রার পার্ট করলে সুমিত্রা, পরিমল করলে অর্জুন।

প্লে-র পরদিন ফেরবার পথে নিউ মার্কেটে নীলাদ্রির সঙ্গে সুমিত্রার দেখা। নীলাদ্রি বায়ুপরিবর্তন করে পূর্ব স্বাস্থ্য সৌন্দর্য পুনর্লাভ করে কলকাতায় ফিরে এসেছে। নীলাদ্রি দেখতে আগেকার চেয়ে আরও সুন্দর হয়েছে। সারা শরীরে

নতুন রক্তের জোয়ার, মুখে তার লালিত্য।

গাড়ীতে বসে পরিমলবাবু জিজ্ঞাসা করলে—"কে ঐ ভদ্রলোক, যার সঙ্গে কথা বললেন?"

সুমিত্রা পরিমলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললে—"সেই যে, যার অসুখের সময় আমাকে আনতে গেছল!"

"ওঃ"—পরিমলবাবুর নীলাদ্রির অপরূপ সুন্দর চেহারা দেখে মনে ভীষণ হিংসা ও অসন্তোষের উদ্রেক হয়েছিল। সে শুধু সংক্ষেপে ঐ কথাটুকুই উচ্চারণ করলে।

পরিমলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে থেকেই সুমিত্রা বললে—"কেমন দেখলেন ভদ্রলোককে?" পরিমলবাবুর মনের অবস্থা তার মুখ দেখে সুমিত্রার বুঝতে বাকী ছিল না।

পরিমলবাবু উত্তর করলে—"মন্দ কি!"

"মন্দ কি?" সুমিত্রা মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়ে পরিমলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই বললে—"কি বলছেন আপনি? এমন একটা সুপুরুষ বাঙালীর ঘরে বার করুন ত দেখি? আপনারা কেউই ওঁর কাছে দাঁড়াতে পারবেন না।"

পরিমলবাবুর মনে অসন্তোষ আরও বেড়ে গেল। সে সুমিত্রার প্রিয় হবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সুমিত্রার কথা শুনে সে বললে—"আমরা হয়ত না দাঁড়াতে পারি, তবে এমন সুন্দর পুরুষ বাঙালীর ঘরে নেই একথা মানতে রাজী নই। ওর চেয়েও সুপুরুষ আছে।"

"ওটা ঈর্ষার কথা! আমার ত মনে হয়, ভদ্রলোককে অদ্বিতীয় সুপুরুষ বলে ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে! তাছাড়া ওর স্বভাব চরিত্রও একেবারে অতুলনীয়।" সুমিত্রা উত্তর করল।

পরিমলবাবু কিছু না বলে চুপ করে রইল। তারপর কিছুক্ষণ পরে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরে বললেন—"আপনি ভদ্রলোকের রূপ দেখে মজে আছেন, ওর সঙ্গে আপনার বিয়ে হলে আপনি সত্যিই খুব সুখী হতেন, তাছাড়া আপনাদের দুজনকে একসঙ্গে বড় চমৎকার মানাত!

সুমিত্রা এবার অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললে—"মানুষকে ভাল বললে, তার রূপের প্রশংসা করলে যদি এই রকম উদ্ভট মন্তব্যের সম্মুখীন হতে হয় ত 'প্রশংসা' বলে জিনিসটা তুলে দেওয়াই উচিত। আমার কি হওয়া উচিত ছিল বা কি হলে ভাল হোত, এ নিয়ে টিপ্পনি কাটা আমার মর্যাদার হানিকর।"

পরিমলবাবু এবার সামলে নিয়ে বললে—"কেন অন্যায় মন্তব্যটা কি করেছি? দেখে ত মনে হোল, আপনাদের মধ্যে প্রণয় ঘটেছিল, কোনও কারণে দু'জনে বিয়ে হয়নি। সেদিনের ব্যাপারটা দেখে আমার ত তাই মনে হয়। আপনার যদি ঐ ভদ্রলোকের প্রতি আকর্ষণ না থাকত, ত সেদিন ওর বাপের মুখে অসুখের কথা শুনে অমন করে উদ্বিগ্ন হয়ে চলে গেলেন কেন? অথচ মজা দেখলুম, আপনি যে ওকে এত পছন্দ করেন, ওর এত গুণকীর্তন করেন, ওর অসুখে এত করলেন, দু'জনের দেখা হতে ভদ্রলোক আপনাকে যেন চিনতেই পারলেন না, এড়িয়েই চলে যাচ্ছিলেন। আপনি যেচে গিয়ে কথা বললেন তাই। আপনি যা করেছেন তাতে ওঁরই যেচে আপনার সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল, কৃতজ্ঞতা দেখান উচিত ছিল। ভদ্রলোকের ব্যাপার দেখে আশ্চর্য লাগে। বড়লোকের ছেলে কিনা! তাই অহঙ্কারী, একেবারে কর্তব্যজ্ঞান রহিত।"

সুমিত্রা বললে—"আমি যে ওঁর অসুখের সময় গিয়েছিলুম, ওঁর সেবা-পরিচর্যা করেছিলুম, উনি আদৌ জানেন না।"

"সে কি?"—পরিমলবাবু এবার অগাধ অকৃত্রিম বিস্ময়ে সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—"বুঝতে পারলুম না! ব্যাপারটা ঘোর রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে?"

সুমিত্রা অল্প একটু হেসে বললে—"আমি বরাবর নার্সের ছদ্মবেশে ছিলুম।"

"বাঃ, আপনার খুব বাহাদুরী আছে ত! এবার আপনাদের দেখে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পেরেছি, বিশ্বাস করছি। এ ত একটা ভীষণ নাটকীয় ব্যাপার দেখছি! আচ্ছা, কেন বলুন তো?"

পরিমলবাবু আগের মতই অপ্রশমিত বিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

সুমিত্রা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে—"ও কথা জানতে চাইবেন না।"

পরিমলবাবু একটু স্তব্ধ থেকে বললেন—"যাই হোক, আপনাদের মধ্যে যে বেশ কিছু একটা ঘটেছে, বুঝতে পারছি।"

তারপর সুমিত্রাকে পূর্ণনেত্রে দেখতে দেখতে বললে—"সত্যি, আপনাকে যতই দেখছি, যতই ভাবছি, ততই বিস্মিত হচ্ছি, মুগ্ধ হচ্ছি।"

সুমিত্রা কোন কথা না বলে অন্যমনস্ক হয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বসেছিল।

নীলাদ্রির সঙ্গে তার এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ তার মনকে বিচলিত করেছিল। নীলাদ্রি আবার আগেকার মত সুন্দর হয়েছে। বুঝি আগের চেয়ে আরও ভাল দেখতে হয়েছে! তার নার্সের ভূমিকায় ব্যাপারটা কেউ যে তার কর্ণগোচর

করেনি, নীলাদ্রির ব্যাপার দেখে তার সঙ্গে কথা বলেই সে তা বুঝেছে! ব্যথা অন্তর্বেদনা আপশোষ তাকে কম অভিভূত করল না। যাই হোক, উপায় যখন নেই, তখন অযথা বিষন্ন না হয়ে প্রফুল্ল থাকবারই চেষ্টা করা উচিত।

এদিকে পরিমলবাবুর সঙ্গে কয়েকবার উপর্যুপরি অভিনয়ে ঘনিষ্ঠভাবে নেমে ও তার সতত সাহচর্যে, তার প্রতি মোহ ভালবাসা না আসুক, কেমন একটু আকর্ষণ যেন আসতে লেগেছে! থিয়েটার বা বায়স্কোপে নায়ক-নায়িকা শুধু অভিনয়কালে পরস্পর ঘনিষ্ঠ মিলিত হওয়া ছাড়া অন্য সময়ে সর্বদা স্বতন্ত্র, সুসংযত ও পরস্পর সশ্রদ্ধ থাকাই সঙ্গত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটে ব্যভিচার দেখা দিয়েছে। প্রথম নায়ক-নায়িকার মোহ, পরে বিবাহ, পরে বিচ্ছেদ ও পরে অন্য পুরুষ বা নারী গ্রহণ। এ রকম ঘটনা অনেক ঘটেছে। তার দিক থেকে এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম না ঘটলেও, সে সতত সংযত দৃঢ়চিত্ত থাকলেও, ঐ লোকটা নিয়ম শৃঙ্খলার, সভ্যতার, শ্লীলতার বাঁধ ভাঙছে!

সুমিত্রা আরও বেশী সাবধানতা অবলম্বন করে। নীলাদ্রির চিন্তা যখনই তার মনে আসে, নীলাদ্রির চেহারা তার মানসচক্ষে ভাসে, তখনই সে ঐ লোকটাকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

কিন্তু আরও কয়েকবার রঙ্গমঞ্চে পরিমলবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে নেমে শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, পরিমলবাবু বুঝি সুমিত্রাকে আর রেহাই দেয় না। সে হাজার চেষ্টা করেও অন্য সময় ওর সান্নিধ্য এড়াতে পারে না। উভয়ের মধ্যে যেন লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে। সুমিত্রা একটু অসাবধান হলেই, বুঝি অনর্থ ঘটবে! সুমিত্রার কর্মক্ষেত্রও তাকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে রাখল।

সেদিন দ্বিপ্রহরে সুমিত্রা আপন ঘরে শয্যায় শুয়ে উপন্যাস পড়ছিল, পরিমলবাবু হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলে। দরজা দেওয়ার শব্দে চমকে উঠে সুমিত্রা ঘাড় ফিরিয়ে পরিমলবাবুকে দেখে থমকে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসে গাত্র বস্ত্র সংযত করতে করতে বললে—"ব্যাপার কি? এমন অসময়ে যে? অফিস নেই?"

"ওকি? দরজা বন্ধ করলেন কেন? খুলুন—খুলুন—।"

সুমিত্রা নিজেই উঠে দরজা খুলতে যাচ্ছিল, পরিমলবাবু বাধা দিয়ে একেবারে সুমিত্রার গায়ে গায়ে বসে পড়ে বললে—"অফিস আজ গেলুম না! আজ সকাল থেকেই কেবল আপনাকে চিন্তা করে মন পাগল হয়ে উঠেছে, তাই অফিস না গিয়ে এইখানেই চলে এলেছি। এসে দেখলুম স্টেশনে আপনি নেই, শুনলুম

বাড়িতে আছেন। তাই এখানে চলে এলুম। কিন্তু এমন নিরালা বাড়িতে এমন নির্জন ঘরে এমনভাবে আপনার সাক্ষাৎ ঘটবে এ আমার একেবারে কল্পনার অতীত! আমার পরম সৌভাগ্য! সত্যি, আপনাকে কি রকম একলা পেয়েছি বলুন তো?"—পরিমলবাবু একেবারে সভ্যতার সীমা ছাড়িয়ে সুমিত্রার সারা অঙ্গ দেখতে থাকে।

সুমিত্রা ভীত বিব্রত হয়ে বলে—"চলুন বাইরে গিয়ে বসি"—বলে উঠতে যেতেই পরিমলবাবু আচমকা সজোরে ধরে তাকে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে বললে—"না না, এই বেশ, আপনাকে শুইয়ে রেখেই আপনাকে দেখতে দেখতে আপনার সঙ্গে গল্প করতে চাই।"

পরিমলবাবুর হাত সুমিত্রার গায়েই লেগে থাকে।

সুমিত্রা সজোরে পরিমলবাবুর হাত তার গা থেকে সরিয়ে দিয়ে বললে—"সরুন, আমার কাজ আছে অফিস যেতে হবে, আপনার সঙ্গে গল্প করবার সময় নেই। কি অসভ্যতা হচ্ছে? এখুনি কেউ দেখে ফেললে কি মনে করবে?"

বলে সুমিত্রা আবার উঠে বসে।

পরিমলবাবু ভ্রূকুটীপূর্ণ হাসি হেসে বললে—"বাঃ, এই বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে বই পড়ছিলেন, আর আমি আসতেই অফিস যাবার তাড়া পড়ে গেল? কতদিন আর এমন ছল কপটতা চালাবেন মিস্ চ্যাটার্জী? আমরা কি এখনও ঘনিষ্ঠ হইনি? মন জানাজানির কি আর আমাদের মধ্যে বাকী আছে? ছলনা আর করবেন না প্লীজ! এখন বাড়িতে ত কেউ নেই! আপনি আর আমি একা!" বলে হঠাৎ পরিমলবাবু দরজার কাছে গিয়ে খিল লাগিয়ে দিয়ে শয্যায় ফিরে এল।

সুমিত্রা প্রমাদ গণলে। তথাপি মনে দুর্জয় সাহস এনে পরিমলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে তীব্র কণ্ঠে বললে—"কথায় বলে আস্কারা দিলে কুকুর মাথায় ওঠে, আপনি দেখছি তাই! কয়েকবার আমার সঙ্গে অভিনয় করে মনে করেছেন আমাকে পেয়ে গেছেন? না? আপনাকে আমি চাই! না? তা যদি মনে করে থাকেন, ত খুব ভুল করেছেন! এখন আপনি যাবেন—না লোক ডাকব?"

বলে মরীয়া হয়ে উঠে দরজা খুলতে যেতেই, পরিমলবাবু সুমিত্রাকে ধরে পাঁজাকোলা করে এনে বিছানায় ফেলল ও তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুমিত্রা এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে প্রাণপণে পরিমলবাবুর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে লাগল কিন্তু কামোন্মত্ত বর্বর তাকে প্রচণ্ড বিক্রমে চেপে ধরে তাকে আয়ত্তে আনতে লাগল।

এই সময় দরজায় শিকল নাড়ার মৃদু শব্দ হল।

সুমিত্রা চাপা গলায় বললে—"ছাড়ুন, ছাড়ুন, কে দরজা ঠেলছে!"

কিন্তু কামোন্মত্ত পরিমলবাবুর কানে সে শব্দ পৌছল না; বরং সে এটা সুমিত্রার পরিত্রাণ পাবার অছিলা মনে করে আরও প্রবল বিক্রমে তাকে আক্রমণ করলে।

এই সময় দরজায় আবার শিকলের শব্দ হল।

সুমিত্রা যথাশক্তি বাধা দিতে দিতে চাপা ধমকের সুরে বললে—"আপনি যদি এখনও নিবৃত্ত না হন, ত আমি এখুনি চেঁচিয়ে লোক ডেকে ঘরের দরজা ভেঙে ফেলতে বলবো, তখন দেখবেন আপনার কি দুর্দশা হয়। ছাড়ুন বলছি? বেহারী বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে ডাকছে।" কিন্তু কু-প্রবৃত্তিতাড়িত কামান্ধ পরিমল মুখার্জীর জ্ঞান বুদ্ধির সব সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটেছিল। সে সুমিত্রার কথায় কর্ণপাত না করে দুই হাত দিয়ে সুমিত্রার মুখ ও দু'পা ও নিজ শরীর দিয়ে সুমিত্রার সারা শরীর চেপে ধরে দাঁত দিয়ে সুমিত্রার বুকের জামা ছিঁড়ে ফেলতে লাগল।

এই সময় জানালার খড়খড়ির খানিকটা ফাঁক হয়ে বাইরের আলো দেখা দিল ও একটু পরেই খড়খড়িটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

সুমিত্রা এবার মরীয়া হয়ে প্রাণপণ শক্তিতে পরিমলবাবুর হাত থেকে নিজের মুখ সরিয়ে নিয়ে ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রীর মত সজোরে পরিমলবাবুর কণ্ঠদেশ কামড়ে ধরল। পরিমলবাবু হাজার চেষ্টা করেও ছাড়াতে না পেরে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে নিজের বন্ধন শিথিল করে দিলে। সুমিত্রা ছাড়া পেয়ে তড়িৎগতিতে উঠে এক লাথি মেরে পরিমলবাবুকে বিছানা থেকে মেঝেয় ফেলে দিলে এবং পরিধেয় ও গাত্র বস্ত্র সংযত করতে করতে খিল খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল।

দাঁড়িয়ে যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল, তাতে তার মনে হল, সে এখুনি বুঝি মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে।

উঠোনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে নীলাদ্রি!

ধাক্কা সামলাতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। কিন্তু আর বেশীক্ষণ বিহ্বল নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে চলবে না! নীলাদ্রিকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে হবে। নীলাদ্রি যা দেখল, যা জানল, তার প্রতি যা ভ্রান্তধারণা নিয়ে চলে গেল, সে বিভ্রান্তি থেকে, সে অবিশ্বাস থেকে তাকে মুক্ত করতে হবে। নইলে চিরদিন সে নীলাদ্রির কাছে ঘোর অবিশ্বাসিনী থাকবে। বিশ্বাসঘাতিনী বলে প্রতিপন্ন হবে।

এই সিন্‌ক্রিয়েট করবার জন্যই কি সে সেদিন নীলাদ্রির সঙ্গে মিলিত হবার পর তাকে তিরস্কার করে তাকে তার কাছে আসতে বারণ করে দিয়েছিল! অন্যথায় 'বিষ খাব', 'আত্মহত্যা করব' 'অন্য কোথাও চলে যাব' বলে সাবধান করেছিল!

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি নীলাদ্রির দিকে এগোতে থাকল। দেখল, নীলাদ্রি অনেক দূরে ইতিমধ্যে চলে গেছে। সে দৌড়ুতে আরম্ভ করল, এবং প্রায় নিকটবর্তী হয়ে পশ্চাৎ হতে ডাকল—"নীলাদ্রিবাবু, প্লীজ, দাঁড়ান, শুনুন—কথা আছে নীলাদ্রিবাবু—!"

কিন্তু নীলাদ্রির কর্ণে সুমিত্রার স্বর প্রবেশ করবামাত্র নীলাদ্রি একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে, মানুষ ভূত দেখলে যেমন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালায়, সেই রকম দ্রুতবেগে ছুটতে আরম্ভ করল।

সুমিত্রা যত ডাকতে ডাকতে ছোটে, নীলাদ্রি তত দ্বিগুণ বেগে ছোটে। শেষে নীলাদ্রি মোটরে গিয়ে পৌঁছে ভিতরে প্রবেশ করে ড্রাইভারকে জোর আদেশ দিল—"এই ড্রাইভার! জলদি গাড়ী চালাও—জলদি—জলদি—শীগ্‌গির—।"

সুমিত্রা এসে পৌঁছুবার পূর্বেই গাড়ী ছেড়ে চলে গেল।

সুমিত্রা হতাশ নেত্রে ধাবমান অপসৃয়মান গাড়ীখানার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গভীর কান্নায় ভেঙে পড়ল—"এ আমার কি সর্বনাশ হল! আমি কি করে ওর কাছে মুখ দেখাব? আমি কি করে এই দুর্নাম দুর্ঘটনা সহ্য করব?"

নীলাদ্রি এতদিন পরে কেন এসেছিল? তার ত কোনদিন এখানে আসবার কথা নয়! তবে কি সে মাধবীর কাছে তার ব্যাপারটা জেনেছিল? তাই তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে? তার সঙ্গে এই নিয়ে অন্তরঙ্গতা ঘনিষ্ঠতা করতে পুনঃচেষ্টিত হয়েছে? মাধবী ত সঙ্গে নেই! একাই এসেছে! হাঁ, তাই!"

আর তারই চোখের সামনে এই অভাবিত বিশ্রী কাণ্ড ঘটল?

ভাবতে ভাবতে সুমিত্রা অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তার এই সৌভাগ্যের বাধ সাধল ঐ পামর! তার এই দুর্ভাগ্যের স্রষ্টা, শনি, ধূমকেতু ঐ রাস্কেল। সমস্ত ক্রোধ গিয়ে পড়ল ঐ পরিমলবাবুর উপর। সামনে একটা পেয়ারা গাছ ছিল। একটা বেশ মজবুত লম্বা ডাল ভেঙে নিয়ে নিষ্পত্র করতে করতে সুমিত্রা বাড়ি অভিমুখে অগ্রসর হোল। রাস্তায় তখন কোন লোক ছিল না। এ ব্যাপারটা কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। মাঝপথে বেহারী নীলাদ্রির শিশুপুত্র কোলে নিয়ে সামনে এসে বললে—"বাবু অমন করে ছুটে চলে গেলেন কেন মা? খোকাকে নিয়ে গেলেন না? কোথায় গেলেন অমন করে?"

কিন্তু সুমিত্রার কর্ণে সে সব কথা প্রবেশ করল না। সুমিত্রা বেহারীকে লক্ষ্যই করল না। সে অন্য একজনকে খুঁজতে খুঁজতে একটা সঙ্কল্প সাধনের আক্রোশ মাথায় নিয়ে অবশেষে বাড়ির ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করল।

পরিমলবাবু তখন ঘর থেকে বেরিয়ে পইঠে দিয়ে নীচে উঠোনে নামছেন। যন্ত্রণায় তাঁর মুখ বিকৃত। দু'হাতে গলার ক্ষতস্থান চেপে ধরে আছেন। সেখান থেকে অনর্গল রক্ত পড়ে বুকের জামা ভেসে যাচ্ছে।

সুমিত্রা বিদ্যুৎবেগে পরিমলবাবুর নিকটস্থ হোল। তারপর খুশীমত যথাশক্তিতে সেই শক্ত পেয়ারা গাছের ডাল পরিমলবাবুর সারা অঙ্গে উপর্যুপরি কয়েকবার কসিয়ে দিয়ে রোষকশায়িত নেত্রে দরজা দেখিয়ে দিয়ে বললে—"রাস্কেল। জানোয়ার! ফের যদি এখানে আসিস্ ত এমন কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করব যে, জীবনে ভুলতে পারবি না!"

লগুড়াহত কুকুরের মত গোঙাতে গোঙাতে পরিমলবাবু পালিয়ে বাঁচলেন।

বেহারী ছাড়া আর কেউ দর্শক ছিল না, পথে অন্য কোন লোকজন ছিল না, তাই এই নিয়ে কোন ঘটনার বা গোলমালের সৃষ্টি হোল না।

গাড়ী কিছুদূর গিয়ে বড় রাস্তায় পড়ব পড়ব হতেই নীলাদ্রি ড্রাইভারকে আদেশ করলে—"বর্ধমানে চল রণজিত।"

গাড়ীতে বসে বসে নীলাদ্রি ঘোর বিষণ্ণতায় দুঃখে ভাবতে থাকে বিধাতা তাকে নিয়ে দুর্ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর খেলাই না খেলতে শুরু করেছেন! পিতামাতাকে হারিয়ে, মাধবীকে হারিয়ে, জীবনের অসহনীয় শোক দুঃখ ভোলবার জন্য যে আনন্দটুকু লাভ করবার জন্য পরম নিশ্চিন্তে এখানে ছুটে এসেছিল, তা থেকে এমন অভাবনীয় ভাবে বঞ্চিত হওয়ায় সে একেবারে স্তম্ভিত বিমূঢ় হয়ে গেল। আর কি সে এ জীবনে সুখের মুখ দেখবে? জীবন তার কাছে অসহ্য, দুর্বহ—মৃত্যুই তার কাছে একান্ত কাম্য বলে মনে হতে লাগল। এমন অসুখী সে নিজেকে কোনদিনই অনুভব করেনি। পিতামাতার মৃত্যুতেও নয়, মাধবীর মৃত্যুতেও নয়।

সুমিত্রার ব্যাপারটা তাকে যারপরনাই মানসিক বেদনা ও অশান্তি দিতে লাগল।

আকাশ, গাছপালা, পৃথিবী, মাঠ, জঙ্গল, নদী, ঘরবাড়ী, কিছুই তার বিমর্ষ

মনকে আকর্ষণ করতে পারল না। সে ঘোর বিরাগে ও বিতৃষ্ণায় চক্ষু বুঝে গাড়ীর মধ্যে এলিয়ে পড়ল।

পুত্র কিংশুকের কথা সে সাময়িক পূর্ণবিস্মৃত!

বর্ধমানে গাড়ী আসতে নীলাদ্রি ধানবাদ যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। মোটরে তেল নেওয়া হলে নীলাদ্রি একখানা দশটাকার নোট ড্রাইভারকে দিয়ে তাকে নিকটবর্তী দোকান থেকে ভাল করে খেয়ে আসতে বললে।

"আপনি কিছু খাবেন না হুজুর? দুপুর থেকে আপনার খাওয়া হয়নি?" ড্রাইভার রণজিত প্রশ্ন করলে।

"না আমার কিছু খেতে ইচ্ছা নেই"—বলে নীলাদ্রি এবার গদীর উপর শুয়ে পড়ল।

মোটর যখন আসানসোল অতিক্রম করল, তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ঝঞ্ঝা, বজ্রবিদ্যুতসহ প্রবল বর্ষণ স্বরু হল। দুর্যোগের যেন শেষ নেই। ধানবাদের বাটীর নিকটে এসে গাড়ী থামলে প্রভুকে নামাতে গাড়ীর দরজা খুলে সাহায্য করতে এসে সবিস্ময়ে ড্রাইভার দেখল, তিনি গাড়ীতে নেই!

বর্ধমান থেকে ধানবাদ সে পূর্ণবেগে গাড়ী চালিয়ে এসেছিল, কোথাও এক মিনিটের জন্যও গাড়ী থামায় নি, তার উপর এই ভীষণ দুর্যোগ, জল ঝড়—স্বতরাং তিনি মাঝপথে নামেন নি, বা নামতেও পারেন না। তবে কি তিনি ঐ বর্ধমানেই যেখানে গাড়ী থামান ছিল, সেইখানেই নেমে গেছেন? তাঁর মনের অবস্থা যে ভাল ছিল না, তা ড্রাইভার প্রত্যক্ষ করেছে। হয়ত নেমে ঐখানেই কোথাও বেড়াচ্ছিলেন, সে ফিরে এসে মনে করেছিল বাবু মোটরের মধ্যেই শুয়ে আছেন। জায়গাটা অন্ধকার ছিল, গাড়ীর ভিতর দেখা যাচ্ছিল না। সে বাবু গাড়ীর মধ্যেই আছেন এবং ঘুমিয়ে পড়েছেন এই ধারণা নিয়ে ভিতরে না তাকিয়েই গাড়ী ছেড়ে দিয়েছিল!

এখন কি উপায়? বাবু কি অবস্থায় আছেন?

ক্ষণকাল চিন্তা করে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে সে গাড়ী ফিরিয়ে তীব্রবেগে এই দুর্যোগময় রাত্রেই বর্ধমান ফিরে চলল।

তখন রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। ড্রাইভার যতখানি পারল লোকেদের জিজ্ঞাসা করল, স্থানীয় লোকেদের বা দোকানদারদেরও জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কেউই ড্রাইভারের বর্ণনামত মানুষের সংবাদ দিতে পারল না। তখন ড্রাইভার এই ধারণা নিল যে, প্রভু কিয়ৎক্ষণ পরেই হয়ত ফিরে এসেছিলেন, তারপর যখন বেশ

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তার দেখা পেলেন না, তখন স্টেশনে গিয়ে ট্রেনেই কলকাতায় গিয়েছেন। তখন ধানবাদের দিকে যাবার কোনও ট্রেন ছিল না। তবুও সে স্টেশনে ওয়েটিং রুম থেকে প্ল্যাটফরমগুলোর চারদিক সতর্ক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে গাড়ী নিয়ে কলকাতায় ফিরে চলল।

যেভাবে ত্রিবেণীতে সুমিত্রার গৃহ হতে ছুটে এসে গাড়ীতে উঠে তীরবেগে গাড়ী ছাড়তে হুকুম করেছিলেন, তাতে সেখানে যে ফিরে যাবেন না, এটা সে অনুমান করে নিয়েছিল।

গভীর নিরানন্দে, উদ্বিগ্নতায়, অশান্তিতে, আশঙ্কায় সুমিত্রার দিন কাটতে থাকে।

ব্যাপারটা ওপর ওপর প্রত্যক্ষ করে যে ঘোর অবিশ্বাস, ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে, তাকে কলঙ্কিনী বিশ্বাসঘাতিনী ভেবে নীলাদ্রি ঘৃণাভরে প্রস্থান করল, সে অবিশ্বাস থেকে, সে ভ্রান্ত ধারণা থেকে নিজেকে মুক্ত করবার, নীলাদ্রির কাছে তার সততার, নির্দোষীতার, তার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের প্রমাণ দেবার সুযোগ পর্যন্ত দিল না, তাতে সে কি আর কোনও দিন সুমিত্রার নিকট ফিরে আসবে? সুমিত্রাকে তার এই কাজের জন্য অনুযোগ করবে, তাকে দুষবে, তাব কাজের জবাব চাইবে?

উত্তেজনায় দুশ্চিন্তায় বিষণ্ণতায় একেবারে অধীর হয়ে পড়ল সুমিত্রা।

সে অফিসে গেল না। সারারাত্রি ঘুমুতেও পারল না। নীলাদ্রির শিশুপুত্র বেহারীর কাছে প্রায় সারারাত্রি কাঁদতে থাকে, কিন্তু সে এই ঘটনার দুশ্চিন্তায় এমনই মগ্ন বিভোর যে, সে সেদিকে কর্ণপাত করবার অবসরই পেল না।

ক্রমে সকাল হল, বেলা হল, মধ্যাহ্ন হল, অপরাহ্ন হল, না এল নীলাদ্রি, যা সে অন্ততঃ একবারের জন্যও কল্পনা করেছিল,—না এল তার ড্রাইভার বা অন্য কেউ তার শিশুপুত্রকে নিতে!

সুমিত্রা আরও উদ্বিগ্ন, মনব্যথাতুর হয়ে পড়ল। তবে এ ক্ষীণ আশাটুকু তখনও তার মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগল যে, উত্তেজনা কেটে গেলে হয়ত নীলাদ্রি নিজেই তার সন্তানকে নিতে আসবে। তখন সে নীলাদ্রিকে ঘটনার সঠিক বিবরণ আদ্যোপান্ত বুঝিয়ে বলবে, এমন কি প্রয়োজন হলে, প্রয়োজন হলে কেন, সে তৎক্ষণাৎ একদল লোক পাঠিয়ে ঐ লোকটাকে ধরে এনে অথবা নিজে নীলাদ্রিকে সঙ্গে নিয়ে চিনসুরার ঐ লোকটার কাছে গিয়ে তার শাস্তির চিহ্ন ওর গলদেশে

এবং দেহের স্থানে স্থানে আঘাত করার চিহ্ন দেখিয়ে তার নির্দোষীতা প্রমাণ করবে, তার মিথ্যা কলঙ্কের অবলুপ্তি ঘটাবে! কিন্তু সেদিন গেল, তার পরদিন গেল, নীলাদ্রি এল না, কোন লোকও তার শিশুপুত্রকে নিতে এল না।

অগত্যা তৃতীয় দিনে ঘটনার সমস্ত বৃত্তান্ত দিয়ে নীলাদ্রিকে একখানা পত্র লিখে, অতি অবশ্য অনুগ্রহ করে একবার এখানে আসার সবিনয় অনুরোধ জানিয়ে, সুমিত্রা বেহারী ও রামলগনকে দিয়ে খোকাকে নীলাদ্রির কলকাতার বাড়িতে ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দিলে। চিঠিখানা বাড়ীর কারও হাতে না দিয়ে একমাত্র নীলাদ্রিকে দিতে সুমিত্রা বেহারীকে নির্দেশ দিলে। ইচ্ছা বা আগ্রহ জাগলেও সে নিজে নীলাদ্রির বাড়ী গিয়ে তার কাছে এ ব্যাপারটা ফয়সালা করতে সাহসী হোল না। সেখানে নীলাদ্রির পিতামাতা আছে, মাধবী আছে, যদি ঘুণাক্ষরে এ ব্যাপারটা তাদের কর্ণগোচর হয়।

যাই হোক, যদি নীলাদ্রি চিঠি পেয়ে আসে এবং তার বিবৃতি শুনে বিশ্বাস করে, তবেই ভাল! নইলে আর কি? নীলাদ্রির সঙ্গে তার ত আর জীবনে কোনদিনই দেখা হবে না! সে যেমন ছিল তেমনই থাকবে। শুধু এই যে, নীলাদ্রি অতি অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ এল এবং তাকে এই অবাঞ্ছিত অশোভনীয় অবস্থায় দেখে তার প্রতি একটা কটু বিশ্বাস, কুৎসিত ধারণা মনে পোষণ করে গেল। এটাই তার কাছে একান্ত অসহনীয়!

কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বেই বেহারী ও রামলগন খোকাকে নিয়ে ফিরে এসে সংবাদ দিল বাবু কলকাতায় যাননি। সেই যে এখান থেকে মোটরে উঠে ধানবাদ যাবার জন্য ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ধানবাদে গিয়ে ড্রাইভার বাবুকে গাড়ীতে দেখতে পায়নি। ড্রাইভারের অজান্তে বাবু মাঝপথে কোথায় নেমে গেছেন। ড্রাইভার গাড়ী চালিয়ে ফিরে আসতে আসতে চারদিকে অনেক খুঁজে সন্ধান করতে না পেরে একদিন পরে ফিরে এসেছে। বাবুর সন্ধানে চারদিকে লোক ছুটেছে, বাবুর যেখানে যেখানে বাড়ী আর অফিস আছে।

সুমিত্রা কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ স্তম্ভিত থেকে নীলাদ্রির শিশুপুত্রকে দেখিয়ে বলল—"ওকে আবার নিয়ে এলি কেন? সেখানে রেখে আসবি ত?"

বেহারী বিস্ময়ে সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—"কার কাছে রেখে আসব মা খোকাকে?"

সুমিত্রাও সবিস্ময়ে বললে—"কেন, নীলাদ্রিবাবুর বাবা-মার কাছে? মাধবীর কাছে? ওর মায়ের কাছে?"

"তেনারা কেউই নেই।" বেহারী উত্তর দেয়।

"কোথায় গেছে?" সুমিত্রা শুধোয়।

"মারা গেছেন!"

সুমিত্রা কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত থেকে প্রশ্ন করে "মাধবী কোথায় গেছে? মাধবী?"

সুমিত্রার ধারণা নীলাদ্রির বাবা মা-ই মারা গেছে।

"আজ্ঞে তিনিও ত মারা গেছেন।"—বেহারী উত্তর করল।

"এঁ্যা, মাধবীও মারা গেছে! কি সর্বনাশ!" সুমিত্রার অতিরিক্ত বিস্ময়ে বাকৃশক্তি লোপ পেল। সে কেমন এক দৃষ্টি মেলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বেহারী বলতে থাকে—"ঝি-এর মুখে শুনমু—মাধবী দিদিমণি মরবার কালে আপনার নার্স সেজে বাবুর অসুখে সেবা করার কথা সব বাবুকে বলে গেছেন। তিনি এই খোকাকে আপনার কাছে দিতে বাবুকে বলে গেছেন। আপনাকে কলকাতায় নিযে যেয়ে রাখতে বলে গেছেন। সেইখানেই এবার থেকে আপনি থাকবেন। খোকার মা হবেন।"

সুমিত্রা একি কথা শুনছে।

সুমিত্রা বুঝি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে, এমনি তার মনের অবস্থা। কিন্তু সে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সম্বরণ করল। তাই নীলাদ্রি পুত্রকে নিয়ে তার কাছে ছুটে এসেছিল। বাপ-মাকে হারিয়ে, স্ত্রীকে হারিয়ে, অসহ্য শোকে অধীর হয়ে তার কাছে কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করতে পুত্রকে তার হাতে সঁপে দিয়ে একটু স্বস্তির, নিশ্চিন্তের নিঃশ্বাস ফেলতে, দুদিন তার কাছে থেকে জুড়োতে, শোক ভুলতে কিন্তু সে এমনই এক কাণ্ড করে বসল যে, সে তাকে দেখে ঠিক যেন ভয়ে আঁৎকে উঠে দূরে পালিয়ে গেল! তার সংস্রবে সে আর কোনদিনই আসবে না! সুমিত্রা তার আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করল। অবশ্য নীলাদ্রিকে দেখে তার এমনই একটা সন্দেহ জেগেছিল যে, হয়ত কোনও রকমে কিম্বা মাধবীর কাছ হতে তার নার্সের ব্যাপারটা জেনে নীলাদ্রি তাকে বাহবা দিতে এসেছে, তার সঙ্গে কিছুটা আঁতাত করতে এসেছে, কিন্তু মাধবী যে মরে গিয়ে তার কথামত নীলাদ্রি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এটা তার জানা ছিল না। নীলাদ্রি কোথায়? কেমনে তাকে পাওয়া যাবে? কে তার খবর এনে দেবে? নীলাদ্রির জন্য সুমিত্রার মন দরদে সহানুভূতিতে প্রবল অনুরাগে ব্যাকুল হতে থাকে। নিজের উপর সুমিত্রার ক্রোধ জাগে, ধিক্কার জাগে। নীলাদ্রিকে আপন করে পেয়েও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাকে হারাল, চিন্তা করে মনে মনে হা-হুতাশে কাতর হতে থাকে সুমিত্রা।

বেহারী বললে—"মা, আপনি একটু খোকাকে ধরুন, আমি ওর জন্যে গরম দুধ নিয়ে আসি। সারাদিন ওর কিছু খাওয়া হয়নি। শুধু একটু একটু কমলা লেবুর রস মুখে দিয়ে চুপ করিয়ে রেখেছি। ও বড় দুর্বল অবসন্ন হয়ে পড়েছে।"

সুমিত্রা যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে। এমনভাবে চায় যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্যা!

বেহারী আবার বলে—"খোকাকে একটু ধরুন মা?"

সুমিত্রা শিশুর দিকে চায়। এ ক'দিন ওকে দেখেও দেখেনি। নীলাদ্রির চিন্তায়, আপনার দুর্ভাগ্যের চিন্তায় সে একেবারে বিমনা। তাছাড়া নিজেকে অপরাধী ভেবে নীলাদ্রির শিশুকে সে যেন স্পর্শ করতে সাহস করছিল না। সে চেয়ে চেয়ে শিশুকে দেখে। একেবারে অবিকল পিতার প্রতিমূর্তি। যেমনি রঙ তেমনি স্বাস্থ্য। মাতৃহারা শিশু! দেখবার আপনার কেউ নেই। পিতা নিরুদ্দেশ। একেবারে অসহায়।

সুমিত্রা খোকাকে কোলে নিতে হাত বাড়ায়। শিশু দু'হাত বাড়িয়ে সুমিত্রার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গভীর আবেগে পরম স্নেহে যত্নে খোকাকে বক্ষে চেপে ধরে সুমিত্রা বিভোল হয়ে যায়।

আরও তিন দিন পরে সুমিত্রা নীলাদ্রির সংবাদ জানবার জন্য বেহারীকে পুনরায় কলকাতায় পাঠায়, কিন্তু বেহারী ফিরে এসে সংবাদ দেয়—বাবু ফেরেনি, তার কোন সন্ধানও পাওয়া যায়নি, চারদিকে লোক গেছে, সমস্ত খবরের কাগজে আজ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

পরদিন সুমিত্রা খবরের কাগজে অনুসন্ধান করতেই দেখতে পেল বিজ্ঞাপন। সেটা এইরূপ:

"২০,০০০ টাকা পুরস্কার"

নীলাদ্রিশেখর চৌধুরী নামে এক অতি রূপবান যুবক, বয়স আটাশ বছর, হঠাৎ গত রবিবার বিকেল ৩টা থেকে রাত ১২টার মধ্যে বর্ধমান হতে ধানবাদের পথে অতি বিস্ময়জনক ভাবে অদৃশ্য হয়েছে। যদি কেউ ঐ নিরুদ্দিষ্টের সন্ধান পেয়ে তাকে সশরীরে আমাদের কাছে এনে হাজির করতে পারেন, অথবা তার সন্ধান পেলে, আমাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাকে দেখিয়ে দিতে পারেন, তিনি অবিলম্বে উপরোক্ত টাকা পুরস্কারপ্রাপ্ত হবেন। ভদ্রলোকের পরণে মিহি কালোপাড় ধুতি, গায়ে আদ্দির সাদা পাঞ্জাবী, তাতে চেন দেওয়া সোনার বোতাম, হাতে সোনার ব্যাণ্ড দেওয়া দামী সোনার ঘড়ি ও দক্ষিণ হস্তের

মধ্যমাতে হীরের আংটি আছে। উচ্চতায় ছ-ফুট। ডান কানের ঠিক নীচে একটি অতি ক্ষুদ্র লাল জড়ুল চিহ্ন আছে। চেহারায় ধনীর আভিজাত্যের বৈশিষ্ট্য আছে।

বিজ্ঞাপনদাতা —যামিনীরঞ্জন চক্রবর্তী
ম্যানেজিং ক্লার্ক, মেসার্স চৌধুরী এণ্ড কোম্পানী
ক্লাইভ ঘাট স্ট্রিট, কলকাতা

নীলাদ্রির শিশুপুত্র কিংশুক এখন সুমিত্রার নয়নের মণি। সুমিত্রা তার জন্য একজন দিবারাত্রির ঝি রেখেছে, তার লালন-পালনের রাজকীয় ব্যবস্থা করেছে। অফিসে কাজ করতে করতে ফাঁক পেলেই ছুটে বাড়ীতে চলে এসে খোকাকে বুকে নিয়ে আদর করে। নীলাদ্রির চিন্তায় এই পুত্রই এখন তার কতকটা সান্ত্বনা।

এইভাবে দিন যায়। বিজ্ঞাপন প্রত্যহই খবরের কাগজে বেরুতে থাকে, সব কাগজেই বেরোয়, আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, যুগান্তর, ষ্টেটসম্যান। সুমিত্রা এক-একদিন সব কাগজগুলোও নিয়ে দেখে। কিন্তু নীলাদ্রি আসেও না, তার সন্ধানও কেউ দিতে পারে না।

সুমিত্রা ভাবে নীলাদ্রি গেল কোথায়? এভাবে নিরুদ্দেশ হবার তার উদ্দেশ্য কি? সুমিত্রার চেয়ে কি নীলাদ্রির কাছে তার শিশুপুত্র, বাড়ীঘর, বিপুল ঐশ্বর্য, কলকাতার অফিস, অন্যান্য ব্রাঞ্চ অফিস, শহরের বিপুল মান-মর্যাদা প্রিয় নয়?

তবে নীলাদ্রি বড় সেন্টিমেণ্টাল, আবেগবিধুর। যে-কোন মানসিক আঘাতে সে একেবারে উন্মাদ, জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। সেদিনের বিয়ের রাত্রের সেই ঘটনা দেখে তার দুর্দমনীয় মানসিক বিক্ষোভের চিত্র তার মনে আছে। এমন অবস্থায় মানুষ অসম্ভব অনেক কিছু করে বসে।

সুমিত্রা সেইদিনের অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের প্রথম দিনের পর থেকে প্রত্যেক দিনের খবরের কাগজগুলো আবার অতি মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগল—যদি কোথাও নজরে পড়ে—রেল লাইনের অথবা রাস্তার ধারে অথবা কোনও নদীবক্ষে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে কিনা। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না।

তবে কি নীলাদ্রি অসুস্থ হয়ে কোন অজানা জায়গায়, হয়ত গাছতলায় পড়ে কষ্ট পাচ্ছে।

কিন্তু তার লোকগুলোই বা তার সন্ধান পাচ্ছে না কেন? বাইরের লোকেরাই

বা তাকে আবিষ্কার করতে পারছে না কেন? পুরস্কারের অঙ্কটা ত যা-তা নয়' সকলেরই লোভ আকর্ষণ করবে।

কিন্তু এমনও ত হতে পারে সে এমন জায়গায় গিয়ে পড়েছে বা আছে বা অসুস্থ হয়ে পড়েছে যেখানে লোকালয় খুব কম, বন জঙ্গল, সেখানকার লোকেরা খবরের কাগজ পড়ে না, বাইরের খবর রাখে না? অসুখ হলে কে তাকে দেখছে?

এই সব চিন্তায় প্রপীড়িত হতে থাকে সুমিত্রা। তার কাজে মন বসে না, মানসিক উৎফুল্লতার বিভ্রাট ঘটে, আহারে ভাল রুচি দেখা যায় না, রাত্রে অনিদ্রা ঘটে, রূপসজ্জায়, বিলাসব্যসনে ঘোর ঔদাসীন্য দেখা দেয়। তার বিপুল সৌন্দর্যে মলিনতার ছায়া পড়ে।

এইভাবে দিনের পর দিন মাসের পব মাস অতিবাহিত হতে থাকে।

নীলাদ্রির পুত্র কিংশুক হামাগুড়ি শেষ করে এখন দাঁড়াতে শিখেছে।

নীলাদ্রির কোন সংবাদই কেউ দিতে পারেনি। সুমিত্রা অনুমান করে নিল নীলাদ্রির নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে।

গভীর নিরানন্দেই তার দিন কাটতে থাকে।

ক্রমে বছরও শেষ হয়।

এই সময় বেহারীর বাড়ী হতে টেলিগ্রাম এল, তার মা সাংঘাতিক পীড়িত, বেহারীর এখনি সেখানে যাওয়া দরকার। বেহারীব বাড়ী গয়ায়।

বেহারী পনের দিনের ছুটি নিয়ে দেশে গেল।

কিন্তু দু'দিন পরেই বেহারী এসে হাজির হোল।

"কি বেহারী? আজই চলে এলে যে?" সুমিত্রা তার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে। সুমিত্রার মনে হয়েছিল, বেহারীর মা বুঝি মারা গেছেন, কিন্তু তার সাজ-সজ্জা দেখে সামলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"মা কেমন আছেন?"

বেহারী বললে—"মা ভাল আছেন, টেলিগ্রামে যে বকম জানিয়েছিল, সে রকম নয়।"

"কিন্তু চলে এলে কেন? তোমার ছুটির ত এখনও বেশ কিছুদিন বাকী, অনেক দিন পরেই ত বাড়ী গেছ না?" বলে সুমিত্রা বেহারীর মুখের দিকে তাকাল।

বেহারী বললে—"বাবুর দেখা পেয়েছি মা!"

"এঁ্যা! কোথায়? কই?" অতিরিক্ত উত্তেজনায় সুমিত্রা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে, বাইরের দিকে তাকায়।

বেহারী বললে—"তিনি গয়াতে আছেন।"

"গয়াতে! এত কাছে! আর এতদিন ধরে এরা কিছুই জানতে পারছে না! যত অকর্মণ্য সব!"—সুমিত্রা যেন সম্বিৎ হারিয়ে বলতে থাকে। তার অন্তরে জমা এতদিনের বিষণ্ণতার ভারী পাথর ধীরে ধীরে গলতে থাকে।

"গয়াতে কোথায় আছেন তিনি? বাড়ী যাননি কেন? কি করছেন সেখানে? এখানে না আসুন, কলকাতার বাড়ীতে ত তাঁর যাওয়া দরকার।" সুমিত্রা উত্তেজনা ভবেই বলতে থাকে। তাকে আজ অনেক দিন পরে যেন একটু প্রফুল্ল প্রফুল্ল মনে হয়।

তাহলে নীলাদ্রি বেশী দূরে নেই, এবং বেঁচে আছে।

বেহারী বললে—"গয়ায় যেখানে প্রেতশীলা পাহাড আছে,তারই একটু দূরে একটা প্রকাণ্ড বটগাছের তলায়।"

সুমিত্রা যারপর নাই আশ্চয হয়ে, মূক হয়ে বেহারীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে—বোধহয় জিজ্ঞাসা করতে চায়—"কেন? বটগাছের তলায় কেন?"

"ব্যাপার কি?" কিন্তু ব্যাপারটা শুনে সে বিস্ময়ে এমনই স্তম্ভিত হয়ে গেল যে, তার বাক্‌শক্তি লোপ পেল। বেহারী বলে চলেছে—

"চিনতে কি পারি মা, বুক পর্যন্ত দাডি মুখ গাল চুলে জুলপিতে ভর্তি, মাথায় জটার মত প্রকাণ্ড বড বড রুক্ষ চুল, পরণে শতচ্ছিন্ন ময়লা কাপড়, সারা গায়ে ধুলোকাদা। হঠাৎ হাতে আংটিটা নজর পডতেই চমকে উঠলুম। এত বড় দামী হীরের আংটি এমন লোকের হাতে কেন? আংটিটা চেনা চেনা, বাবুর হাতে ঠিক এই আংটি দেখেছি? সন্দেহ হোল। পিছনে গিয়ে কানের কাছে তাকালাম, দেখনু ঠিক কানের তলায় একটু ছোট্ট লাল দাগ। বুঝলুম এ ত বাবুই! তৎক্ষণাৎ সামনে যেয়ে ডাকলুম—"বাবু, বাবু, আপনি এখানে? এমন করে? আর আপনাকে সবাই খুঁজে বেডাচ্ছে, মা আপনার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে? আপনার এমন দশা কেন বাবু?"

আমার কথা শুনে বাবু আমার দিকে তাকালেন। ফ্যাল ফ্যাল করে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে লেখায় মন দিলেন। চিনতে পারলেন কিনা জানতে পারলুম না। লিখে লিখে একগাদা কাগজ জড় করেছেন। কথা না বললেও ও যে বাবু, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। অমন চওড়া কব্জি ক'টা লোকের হয়!"

সুমিত্রা বিস্ময়ে এই অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার দাঁড়িয়ে শোনে, কথা বলতে

ভুলে যায়।

বেহারী পুনরায় বলে—"বাবু পাগল হয়ে গেছেন মা! একেবারে বদ্ধ পাগল! নইলে অমন দশা কি করে হোল! ওখানকার লোকেরা তাই বলল। দিন পনের হোল ঐ গাছের তলায় জায়গা নিয়েছে। ঐভাবে আছে। কোন কিছু দৌরাত্ম্যিপনা করে না। উঠে কোথাও যায়ও না। রাস্তার ছেলেগুলো ইট পাটখেল ছুঁড়ে মারে, কত লোক তাঁকে দেখে হৈ-হুল্লোড় করে, উনি গ্রাহ্য করেন না। কেউ যদি খেতে দেয় ত খায় নইলে অমনিই থাকেন। রাত্রেও ঐ গাছ তলাতেই পড়ে থাকেন!"

সুমিত্রা, তোমার কি জ্ঞান লোপ পেল না কি? বেহারীর অবিশ্বাস্যজনক অতি বিস্ময়কর কথাগুলো শুনে? তুমি নিশ্চয়ই ভেবে বিচলিত অস্থির হচ্ছ যে তোমার সেদিনের কাণ্ডকারখানা দেখে গভীর অসহনীয় মনঃদুখে, নিদারুণ নৈরাশ্যে অতিমাত্রায় সেন্টিমেন্টাল নীলাদ্রি জ্ঞান হারিয়ে বিকৃত মস্তিষ্ক হয়ে এই ঘোর দুর্দশাময় জীবনে উপনীত হয়েছে!

বহুকষ্টে আত্মগ্লানি থেকে আত্মধিক্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে অনেকক্ষণ পরে সুমিত্রা বললে—"আমাকে সেখানে নিয়ে চল বেহারী, আজ রাত্রের ট্রেনেই যাব।"

অতঃপর অফিসের কাজ কয়েকদিনের জন্য অন্যকে বুঝিয়ে দিয়ে, বেহারী, বামলগন, একজন ঝি ও কিংশুককে নিয়ে সুমিত্রা সেদিন রাত্রেই গয়া রওনা হোল এবং পরদিন সকালে গয়া পৌঁছে সেখানকার স্টেশন মাস্টারের সাহায্যে একটা খালি বাংলো যোগাড় করে সেইখানে অবস্থিত হোল।



প্রেমপাগল নীলাদ্রি। একদা নারী-পাগল-করা অনিন্দ্যসুন্দর কন্দর্পকান্তি উচ্চশিক্ষিত অভিজাতদর্শন বিলাসী ধনীতনয় তরুণ যুবক নীলাদ্রিশেখর চৌধুরী আজ জীর্ণ পরিচ্ছদধারী রূপহীন কুৎসিতদর্শন ঘৃণিত দেহ এক বদ্ধ পাগল। প্রাসাদের দুগ্ধ-ফেন-নিভ কোমল শয্যা ছেড়ে এসে সে আশ্রয় নিয়েছে পথের ধুলোয়। জ্ঞান তার তিরোহিত, স্মৃতি লুপ্ত। কোথায় আছে, কি খায়, কোথায় শোয়, চারিদিকে কোথায় কি ঘটছে, কোনদিক থেকে তার বিপদের

আশঙ্কা আছে কিনা, এ সবের কোন অনুভূতি বা ভাবনাই তার নেই। দারুণ শোকের উপর আর এক আকস্মিক প্রবল মানসিক দুঃখের আঘাত তার জ্ঞান, বুদ্ধি, চেতনা বাক্‌শক্তিকে স্তম্ভিত বিকল করে দিয়েছে।

সুমিত্রা বাংলোয় এসে বেহারী রামলগন ও বাংলোর দারোয়ানকে নীলাদ্রিকে আনবার জন্য পাঠাল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তারা ফিরে এসে জানাল, বাবুকে আনতে পারা গেল না। উপরন্তু জোর করে ধরে আনতে গিয়ে তার হাতে মার খেয়ে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে।

অগত্যা সুমিত্রা তাদের নিয়ে নিজেই গাছতলায় গেল।

চেনবার উপায় না থাকলেও নীলাদ্রিকে চিনতে সুমিত্রার দেরী হোল না। নীলাদ্রি তখন লেখায় রত। নীলাদ্রির কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে সুমিত্রা বললে—"কি লিখছো ?" নীলাদ্রিকে সে আজ 'তুমি' সম্বোধন করলে—বড় মমতায়, বড় আত্মীয়তায়, বড় দরদে, বুঝিবা বড় প্রীতিতে! আজ সর্বস্বহারা, নিরাশ্রয়, নিঃসহায়, জ্ঞানহারা পথের পাগল নীলাদ্রির একমাত্র সহায় সে ছাড়া জগতে আর কেউ নেই! সে নীলাদ্রিকে দেখবে, তাকে ভাল করে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। তাকে দুর্ভাগ্যমুক্ত করবে, তার দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করবে।

নীলাদ্রি সুমিত্রার দিকে তাকাল—নির্বাক, নিস্পন্দ, নিস্পৃহ, অবচেতনাময় দৃষ্টি! সে দৃষ্টিতে মানুষ চেনার কোন লক্ষণই পরিলক্ষিত হোল না।

সুমিত্রা পড়ল নীলাদ্রি লিখেছে—

"যদি নিভে যায়, তবে তারা কেন ওঠে ?
যদি ঝরে যায়, তবে ফুল কেন ফোটে ?
রক্তরবিখানি নিখিল বিশ্বে মোহিয়া,
ক্ষণেকের তরে, কেন যায় গো চলিয়া ?
কেন সদা চাঁদ আকাশে না হাসে ?
কেন মৃত্যু আসি দাঁড়ায় তাহার পাশে ?
বুঝিতে পারি না জগতের একি বিচিত্র রীতি!
সুখ সৌন্দর্য গরিমা লভেনা চির স্থিতি ?"

আবার এক জায়গায় লেখা আছে—

"সংসার শুধু সুখে নহে ভরা, আছে দুঃখের বেদনা রাশি,
কখনো মানব সুখে আত্মহারা, কখনো দিবা-নিশি—

সুখের জীবনে দুঃখের দাগা সদা প্রাণে বড় বাজে গো
নিভিতে চাহেনা সে বড় যাতনা কেননা ভুলিতে পারি গো ?
জগৎপাত, কি তব বিধান ? কিছুই বুঝিতে পারি না !
যদি সুখ দিলে, তবে দুঃখ আসি কেন দেয় তাতে হানা ?"

'পৃথিবীতে চিরন্তন সুখ ও আনন্দ মানুষ উপভোগ করতে পারে না। আচম্বিতে দুঃখ-শোক এসে তাকে স্তম্ভিত বিধ্বস্ত করে দেয়'—এই নিয়ে সুখবঞ্চিত শোক-দুঃখ-বিক্ষুব্ধ মানুষ বিধাতাকে তীব্র অভিযোগ জানাচ্ছে। এত পাগলের প্রলাপ নয়, মহাজ্ঞানীর অন্তরের অভিব্যক্তি। লোকটা বাইরে পাগল, ভিতরে আত্মসম্বুদ্ধ।

সুমিত্রা নীলাদ্রির হাত ধরে আকর্ষণ করে বললে—"চল আমি তোমায় নিতে এসেছি।"

নীলাদ্রি এবার আর আপত্তি করলে না, অবাধ্যতা দেখালে না, দুরন্তপনাও করলে না। কিছুক্ষণ সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শান্ত সুবোধ বালকের মত উঠে দাঁড়াল, কিন্তু সুমিত্রার সঙ্গে যাবার আগে কাগজ কলম নিতে ভুল করল না। সারা রাস্তা সে সুমিত্রাব পিছু পিছু এসে বাংলোয় উঠল।

কিন্তু মাংলোয় এসে নীলাদ্রির গাত্রমার্জনা ও পোষাক পরিবর্তন করতে গিয়ে সুমিত্রা বিপদে পড়ল। চার পাঁচজনে মিলেও কিছুতেই তাকে বাগ মানাতে পারলে না। সে এক ঝট্‌কায় সকলের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আবার সেই গাছ তলায় এসে উপস্থিত হোল। দ্বিতীয়বারের চেষ্টাও বিফল হোল। তখন সুমিত্রা অগত্যা বাধ্য হয়ে একাজে বিরত হোল, কিন্তু সে নীলাদ্রিকে কাছ-ছাড়া করতে চাইল না। নীলাদ্রিও অন্য কিছুতে খুব বেশী অবাধ্যতা দেখাল না। খেতে দিলে সামান্য কিছু খায়, ঘরে ভাল শয্যা প্রস্তুত করে দিলে শয্যায় না শুয়ে ঘরময় পায়চারী করে, কখনো কখনো মেঝের এককোণে ভূমিতলে শয্যা গ্রহণ করে। সকালে সামান্য কিছু খেয়েই কাগজ কলম নিয়ে সেই বটগাছের তলায় গিয়ে বসে। লেখা ছাড়া আর কিছুতেই তার বাহ্যজ্ঞান নেই। লেখাই তার একমাত্র ব্রত। এক অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া পাগল। দুপুরে সুমিত্রা ধরে নিয়ে এসে খেতে দেয়। খেয়েই নীলাদ্রি আবার গাছতলায় চলে যায়। সন্ধ্যায় সুমিত্রা গিয়ে আবার তাকে ধরে নিয়ে আসে। সন্ধ্যার আগে তাকে কিছুতেই আনা যায় না। নীলাদ্রির ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুমিত্রা যায় না, কি জানি যদি আবার কোনও রকম অবাধ্যতা করে! অথবা কোথাও চলে যায়! তবে সুমিত্রা গিয়ে

না আনলে নীলাদ্রি আসে না। তাকে ধরে নিয়ে আসবার অন্য কাহারও সাধ্য নেই। সুমিত্রা এখন একলাই নীলাদ্রিকে নিয়ে আসে। কিন্তু শীঘ্রই বিপর্যয় দেখা দিল। অপরূপ সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী এক যুবতী একজন অতি অপরিচ্ছন্ন বেশবাস ধূলিমলিন দেহ বিকৃত মস্তিষ্ক পাগলকে হাত ধরে রাস্তা দিয়ে নিয়ে চলেছে—ব্যাপার দেখবার জন্য অসংখ্য ইতরভদ্র লোক জমে গেল, সুমিত্রার অপরূপ রূপ যৌবনের দিকে বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে রইল। দুষ্টেরা কুৎসিত মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগল। কয়েকজন লম্পট গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক একেবারে সুমিত্রার গায়ে হাত দেবার উপক্রম করল। দারুণ আশ্চর্যের ব্যাপার, যেন কোন মন্ত্রবলে নীলাদ্রি হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে তাদের প্রবল বিক্রমে আক্রমণ করে তাদের দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। আবার নীলাদ্রি যেমন পাগল তেমনি সংজ্ঞাশূন্য।

বাংলোতেও অনেক শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তির সমাগম ঘটল। সকলেই পদস্থ অফিসার। পাগলকে দেখতে আসবার অছিলায় তাঁরা সুমিত্রাকেই দেখতে আসেন, তার সঙ্গে আলাপ জমাতে আসেন। পাগলের প্রতি বাহ্যিক সহানুভূতি দয়াপরবশতা দেখিয়ে, সুমিত্রার দুঃখে সমবেদনা জানিয়ে, তার বন্ধু হবার, তার চিত্ত জয় করবার চেষ্টা করেন। কেউ বলেন, অমুক ডাক্তারকে দেখালে নিশ্চয়ই ভাল হবে, কেউ পাগলকে রাঁচীর হাসপাতালে পাঠাবার পরামর্শ দেন—সেখান থেকে অনেকেই ভাল হয়ে এসেছে—কেউ গয়ার প্রেতশীলার পাহাড়ের শিখরদেশে অবস্থিত যোগমগ্ন পরমানন্দ সন্ন্যাসীর ঔষধ ধারণ করাতে বলেন—এ ঔষধ নাকি অব্যর্থ, সর্বরোগ বিনাশিনী।

সুমিত্রা তাদের অভিপ্রায় বুঝতে পারে, সাবধান হয়, তবে চিকিৎসা রীতিমত চলতে থাকে, কিন্তু নীলাদ্রি আরোগ্যের বাইরে। দেখতে দেখতে দীর্ঘ ছয় মাস অতীত হয়, সুমিত্রার নিষ্ঠা দেখে ভদ্রলোকেরা চমৎকৃত হন, সুমিত্রার সম্বন্ধে নিরাশ হন, তবুও ধৈর্যসহ তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। সুমিত্রা মনে মনে বিরক্ত হয়, বাইরে কঠিন হয়ে ওঠে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। নীলাদ্রির ভাল হওয়ার সম্পর্কে সুমিত্রা একেবারে নিরাশ হয়ে পড়ে। প্রমত্ত যৌবন ধীরে ধীরে বিদ্রোহ করতে থাকে, ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবার উপক্রম হয়। আর কতদিন সে আশায় আশায় থাকবে? জীবনে তার কামনা-বাসনা কিছুই কি নেই? তার উপরে সম্মুখে দুরন্ত প্রলোভন! এদিকে নীলাদ্রির পরিচর্যাকালে তার রুক্ষ অস্নাত ক্লেদাক্ত শরীরের উৎকট কটু গন্ধ তার

মনে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করে। তবুও সে আরও কিছুদিন দেখতে চায়। তার কেমন মনে হতে থাকে মানুষটা নিশ্চয়ই ভাল হবে। ভিতরে জ্ঞান সুপ্ত আছে।

সলিল রায়চৌধুরী একজন রেলের সম্ভ্রান্ত অফিসার। সুমিত্রার এখানে আসা থেকে তিনি নীলাদ্রি সম্পর্কে সুমিত্রাকে নানা রকমে সাহায্য করেছেন এবং এখনও করছেন। সুমিত্রাকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। সুমিত্রাও এই ভদ্রলোকটির অমায়িক ব্যবহারে ও সহানুভূতিতে প্রীত। বলতে গেলে এই ভদ্রলোকই এখন সুমিত্রার দুর্দিনে একমাত্র প্রকৃত বন্ধু। সলিলবাবু সকাল সন্ধ্যায় সুমিত্রার বাংলোয় আসেন বসেন ও অনেকক্ষণ গল্প করেন। সুমিত্রাও ভদ্রলোকের সঙ্গে অবাধে মেশে, আত্মীয়ের মত তাঁকে মনে করে।

সলিলবাবু ক্রমে ক্রমে সুমিত্রার কাছ হতে তাদের যৌবনের ইতিহাস শুনলেন। সব শুনে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত নেত্রে সুমিত্রার দিকে চেয়ে থেকে বললেন - "আপনাদের কথা ভাবতে সত্যিই বড় বিস্ময় লাগে মিস্ চ্যাটার্জী! আপনাদের জন্য বড় দুঃখ হয়, মনে বড় সমবেদনা জাগে। হয়ত, সারা জীবনই আপনার অপেক্ষা করেই কেটে যাবে। কারণ, যতদূর দেখছি, বুঝছি, নীলাদ্রিবাবু আরোগ্যের বাইরে। তবুও ভগবানের কাছে ওর ভাল হবার প্রার্থনা করি।"

সলিলবাবু এরই মধ্যে সুমিত্রাকে ভালবেসে ফেলেছেন এবং সে ভালবাসা অতি সঙ্গোপনে রেখেছেন। আচরণে কোন অভদ্রতা প্রকাশ করেন নি। সর্বদাই সংযত সশ্রদ্ধ।

সুমিত্রা কিয়ৎক্ষণ স্থির নয়নে অদূরে রেল লাইনের দিকে চেয়ে রইল, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে সলিলবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে—"আপনার উপকার ভুলতে পারব না সলিলবাবু, আপনি আমাকে বিদেশে বিপদে অনেক সাহায্য করেছেন এবং করছেন। আপনাকে আমার চিরদিন মনে থাকবে।"

সলিলবাবুর মুখে হাসি দেখা দিল—করুণ নৈরাশ্যের হাসি। সে কি সুমিত্রার কাছ হতে শুধু এই প্রশংসাটুকুই চায়? এরই জন্য সে এত করছে? সুমিত্রাকে কি সে চাইবে না? অপরূপ রূপ যৌবনবতী সুমিত্রা, তাকে পাবার জন্যই ত তার এই কষ্ট স্বীকার! নীলাদ্রি যদি ভাল না হয় ত সে একবার সুমিত্রার কাছে তার মনোবাসনা প্রকাশ করে দেখবে। সে ইচ্ছা সে গোপনে হৃদয়ে রেখে দিয়েছে। আর যদি নীলাদ্রি ভাল হয় ত তাকে লোভ কামনা সম্বরণ করতে হবে, ভদ্রতার সঙ্গে বিদায় নিতে হবে, বাংলোয় প্রত্যহ আসা-যাওয়া ভদ্রলোকেদের মত ঐ পাগল লোকটার সুযোগ নিয়ে নিজ নিজ অর্থ, পদ,

যোগ্যতার বড়াই করে প্রলুব্ধ করবার হীন প্রচেষ্টার বশবর্তী হবে না। তবুও মীন যেন ধৈর্য ধরতে পারছে না। তাই একটু চুপ করে থেকে সলিলবাবু বললেন— "আচ্ছা মিস্ চ্যাটার্জী—ধরুন, নীলাদ্রিবাবু কিছুতেই ভাল হলেন না—তখন আপনি—?"

বাকী কথাটা সলিলবাবু শেষ করতে পারলেন না, সঙ্কোচে বেধে গেল।

সলিলবাবু কি বলতে চাইছেন সুমিত্রা বুঝল। সলিলবাবুর দিকে চেয়ে বলল —"যৌবনে মানুষের মন সর্বদাই চঞ্চল, আনন্দ অনুসন্ধিৎসু, কিন্তু যখনি আমার মনে পড়ে, আমারই দোষে ও প্রাসাদ ও ঐশ্বর্য ছেড়ে পাগল হয়ে পথের ধুলোয় নেমেছে, তখন আমার সমস্ত কামনা, আনন্দ অভিলাষ স্তিমিত হয়ে যায়। মনে হয় আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরে দেখি।"

দিন দুই পরে একদিন সকালবেলা সুমিত্রা বাংলোর গাছতলায় বেঞ্চে বসে বই পড়ছিল, হঠাৎ বেহারী এসে সংবাদ দিলে, নীলাদ্রিকে পুলিশে গ্রেফতার করতে এসেছে। সুমিত্রা বই ফেলে অকুস্থানে ছুটল। দেখলে, অনেক লোক জমায়েত হয়েছে, দু'জন পুলিশ নীলাদ্রিকে ধরে বেঁধে ফেলবার চেষ্টা করছে, একজন সম্রান্তগোছের পুলিশ অফিসার তাকে বাঁধবার আদেশ দিচ্ছে। দেখতে দেখতে নীলাদ্রি একজন পুলিশকে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে ও আর একজনের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে উঁচিয়ে ধরল। দুজন পুলিশই ভয়ে পালিয়ে গেল এবং ব্যাপার দেখে জনতাও ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগল। পুলিশ অফিসার অবশ্য পালালেন না, কারণ তাঁর পৌরুষে বাধল। কিন্তু তিনি সাহস করে এগুতে পারলেন না। কি জানি পাগলা, যদিও বন্দুকের ব্যবহার জানে না, তবুও যদি তাঁকে লক্ষ্য করে ট্রিগারে হাত দেয়, বন্দুকে টোটা ভরা আছে। জনতাও অনেকদূর গিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল। পাগলা যে সম্পূর্ণ আনাড়ী, বন্দুক ছুঁড়তে জানে না, এই বিশ্বাসটাই তাদের আবার সাহস যোগালে। যাদের এ নিয়ে মাথাব্যথা নেই তারা দাঁড়িয়ে মজা দেখে, আর যারা এই ব্যাপারের মূলে, তাদের মুখে অস্বস্তির, অসন্তোষের চিহ্ন।

সুমিত্রা গিয়ে অফিসারকে প্রশ্ন করল—"ওকে আপনারা ধরে নিয়ে যাচ্ছেন কেন? ও ত কারও অনিষ্ট করেনি?"

অফিসার অস্বস্তিতে ভুগছিলেন, রুক্ষকণ্ঠে বললেন—"অনিষ্ট করেনি মানে? পাবলিককে মারধোর করছে, মেয়েছেলের গায়ে হাত দিচ্ছে!"

সুমিত্রা দৃঢ় আপত্তি জানাল। "মিথ্যা কথা, কারও কোন ক্ষতি ও করেনি!

মেয়েছেলের গায়ে হাত দেওয়া ত দূরের কথা। প্রমাণ দেখাতে পারেন?"

অফিসার রুষ্ট হয়ে সুমিত্রার দিকে ফিরে তাকালেন। এতক্ষণ তিনি সুমিত্রাকে লক্ষ্য করেন নি, আপন চিন্তায় বিভোর ছিলেন। সুমিত্রাকে দেখে তিনি বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন। অপরূপ সুন্দরী সম্ভ্রমশালিনী নারী! তিনি সমীহপরায়ণ হয়ে হাতের কাগজখানা সুমিত্রার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—"আপনি যদি ইংরাজী জানেন ত এই কাগজখানা পড়ে দেখুন, ঐ পাগলার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করা হয়েছে, তার উপর কোর্টের অর্ডার আছে ওকে গ্রেফতার করবার জন্য।"

সুমিত্রা পড়ে দেখল দরখাস্ত করেছে স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাতে আরও যে ভদ্রলোকরা তার কাছে বাংলোয় আসা যাওয়া করে তাদেরও সই আছে। সুমিত্রা লক্ষ্য ক'রেছে ঐ ভীড়ের মধ্যে তাদের কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। সলিলবাবুর নাম এই দরখাস্তে নেই। তিনি সত্যই সুমিত্রার হিতৈষী। কোর্ট থানার উপর অর্ডার দিয়েছে অবিলম্বে এই দুষ্কৃতকারীকে পাগলা গারদে কয়েদ করতে।

সুমিত্রা কাগজখানা অফিসারের হাতে ফেরৎ দিয়ে বললে—"যা যা অভিযোগ ওর বিরুদ্ধে করা হয়েছে সবই সম্পূর্ণ মিথ্যা। ও আজ প্রায় ছ'মাস এখানে ঐ গাছতলায় থাকে কাকেও কিছু বলে না, তারপর ওর উপর যে স্ত্রীলোকের অভিযোগ চাপান হয়েছে, এটা একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। ও মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া দূরে থাকুক, কেউ যদি ওর সামনে কোন মেয়ের উপর জুলুম করে ত ও তাকে রীতিমত শাস্তি দেবে। আমার কথা সত্য কি মিথ্যা আপনি ঐ দোকানীকে জিজ্ঞাসা করুন।"

পুলিশ অফিসার বললেন—"এ নিয়ে অনুসন্ধান করবার, বিচার করে দেখবার আমার কোন অধিকার নেই, কোর্টের আদেশ আমাকে পালন করতেই হবে। ওকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ই দেখতে পাচ্ছি না। আর আপনি যে বললেন—ও নিরীহ, নির্বিরোধী, কিন্তু ব্যাপারখানা দেখেছেন দু'জন ষণ্ডা লোককে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, একজনের হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে বন্দুক উঁচিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে, এখুনি যদি ট্রিগারে হাত দেয়, গুলি ছুটে গিয়ে কোন লোককে আহত করতে পারে? অবশ্য ও বন্দুক ছুঁড়তে জানে না, আনাড়ী, তাই! তবুও বিশ্বাস নেই! কিন্তু ও যে রকম শক্তিমান, ওর হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নেওয়া বেশ একটু শক্ত ব্যাপার দেখছি!

অফিসারকে বেশ চিন্তিত বলে মনে হতে লাগল।

সুমিত্রা হাসল। অফিসারের দিকে চেয়ে বললে—"আনাড়ী ও মোটেই নয়, ও একজন দক্ষ শিকারী। ওর লক্ষ্য অব্যর্থ। ও যখন ভাল ছিল, তখন গভীর জঙ্গলে সামনা-সামনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঘ মেরেছে। যাকে লক্ষ্য করে অনেক দূর থেকেও গুলি ছুঁড়েছে তাকে নির্ঘাত লেগেছে! তবে এখন ও গুলি ছুঁড়বে না। পাগল হলেও ও অন্যায় করে না। ভেতরে ওর রীতিমত জ্ঞান আছে।"

বলে সুমিত্রা নীলাদ্রির নিকট গিয়ে তার হাত থেকে বন্দুকটা টেনে নিয়ে সেটা অফিসারের হাতে এনে দিয়ে বললে—"আপনি ওকে রেহাই দিন, মিঃ অফিসার, আমি ওকে হেফাজাতে রেখেছি, ওকে ভাল করবার চেষ্টা করছি। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ সবৈব মিথ্যা। ওকে পাগলা গারদে দিলে ও একদিনও বাঁচবে না। ও কলকাতার এক মস্ত বড়লোকের একমাত্র ছেলে, কলকাতায় ওদের চার-পাঁচখানা বাড়ী আছে। কলকাতায় বিরাট অফিস, দিল্লী, বম্বে, লক্ষ্ণৌয়েতে ব্র্যাঞ্চ অফিস আছে। ও একজন বিলাত ফেরৎ উচ্চশিক্ষিত। সমস্ত অফিস নিজে দেখে। হঠাৎ বাপ-মা, স্ত্রী পর পর একসঙ্গে মারা যেতে শোকে ও পাগল হয়ে গেছে! চিকিৎসা করলে হয়ত ভাল হয়ে আবার সব ফিরে পাবে। আপনি একটু সদয় হন, মিঃ অফিসার।"

সুমিত্রার স্বর করুণ শোনাল।

সব শুনে কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত থেকে অফিসার বললেন—"কোনও উপায় নেই! আপনি ওকে আটকাতে গেলে আপনাকে কোর্টে যেতে হবে। তারপর যদি ও পাগল প্রতিপন্ন হয়, মানুষ সমাজের ক্ষতি করছে প্রমাণিত হয়, তখন আপনার ওকে নিজের কাছে রাখবার কোন অধিকার থাকবে না। ওর দৌরাত্ম্যের প্রমাণ ত এই দরখাস্ত এবং এর ওপর কোর্টের নির্দেশ পরোয়ানা!" অফিসার সুমিত্রার চোখের সামনে কাগজখানা তুলে ধরলেন।

সুমিত্রা একটু চিন্তা করে বললে—"বেশ, তবে আমায় দু'দিন সময় দিন, ওকে আমি কালই সন্ধ্যার মধ্যে এখান থেকে নিয়ে চলে যাচ্ছি।"

অফিসার বিজ্ঞের মত হাসি হেসে বললেন—"কিন্তু যেখানেই ওকে নিয়ে যাবেন, সেখানেই ত এই বিভ্রাট বাধবে?"

সুমিত্রা গম্ভীর হয়ে বললে—"বাধে সেটা আমি বুঝব, আপনাকে ত আর এ নিয়ে কোন হাঙ্গামায় পড়তে হবে না! প্লীজ, দয়া করুন মিঃ অফিসার! আপনাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি—এটা একটা ঘোর চক্রান্ত!"

পুলিস অফিসার সুমিত্রার কথায় এবার একটু মনোযোগ দিলেন। জিজ্ঞাসা

করলেন—"কিসের চক্রান্ত আপনি মিন্ করছেন ?"

সুমিত্রা গম্ভীর হয়ে একটু লাজুক ভঙ্গীতে বললে—"সে আপনি বুঝবেন না!" পরক্ষণেই লজ্জাজড়িত ভাব পরিত্যাগ করে সহজ কণ্ঠে বললে—"বুঝতে চান ত আমার দিকে ভাল করে তাকান ?"

অফিসার সুমিত্রার মুখোমুখি তাকাতেই সুমিত্রা বলতে লাগল—"আমি ওর অনেকদিনের পরিচিতা! ওর কেউ নেই দেখে আমি ওকে ভাল করবার ভার নিজে নিয়েছি। অনেকদিন এখানে আছি। আমাকে দেখে এখানকার বড় বড় ধনী লোকেরা, বড় বড় পদস্থ অফিসাররা যেচে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতা করতে আসছেন! আমি তাদের আমল দিইনি। তাই আমাকে পাবার বাধা ঐ একমাত্র পাগল মনে করে ওকে আমার কাছ থেকে সরাবার এই চক্রান্ত!"

অফিসার বেশ কিছুক্ষণ বিস্ময়-বিমোহিত চিত্তে অসীম রূপবতী সুমিত্রার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে প্রশংসাসূচক কণ্ঠে বললেন—"আই সি!"

সুমিত্রার মুখখানা লজ্জায় টকটকে লাল হয়ে উঠল।

অফিসার অবশেষে বললেন—"বেশ, আপনাকে তু'দিন মাত্র সময় দিলাম, এর মধ্যে যা হয় করবেন, নতুবা তু'দিন পরেই আমাকে কোর্টের অর্ডার মান্য করতেই হবে!"

নীলাদ্রিকে ঘরের মধ্যে এনে চাবি বন্ধ করে সুমিত্রা সারাদিন উন্মনা হয়ে চিন্তা করতে করতে সারা বাংলো ঘুরে বেড়াতে থাকে। কি যে উপায় করবে কিছুতেই স্থির করতে পারে না। যদি নীলাদ্রিকে এখান হতে নিয়ে যাবার সময় অবাধ্যতা করে, তবে তাকে এখান থেকে নড়ান অসম্ভব। তখন তাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করা ছাড়া আর অন্য উপায় থাকবে না। নীলাদ্রিকে জন্মের মত পরিত্যাগ করে তাকে চলে যেতে হবে।

সুমিত্রা আশা করেছিল যে, শেষ পর্যন্ত নীলাদ্রিকে ভাল করে তাকে ত্রিবেণীতে অথবা কলকাতায় নিয়ে যাবে। এর জন্য সে চেষ্টা যত্ন পরিশ্রমের ত্রুটি করেনি। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছে, ঔষধ খাইয়েছে, সন্ন্যাসীদের মাতুলী পরিয়েছে, গদাধরের চরণামৃত এনে খাইয়েছে, গায়ে মাথায় দিয়েছে, কত রকম কৌশল অবলম্বন করেছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। দিন দিন নীলাদ্রি আরও অবনতির দিকে যাচ্ছে! সে যতই চিন্তা করতে থাকে ততই সে গভীর নৈরাশ্যে, নিষ্ফলতায়, বিরক্তিতে, অসন্তোষে, ক্ষোভে অধীর অবসন্ন হয়ে নিদারুণ মনঃপীড়ায়

ভুগতে থাকে। কোনদিকে কোন উপায় দেখতে পায় না। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে থাকে। আর কতদিন সে আশায় আশায় থাকবে? নিজেকে সে তিরস্কার করে। তার কি জীবনের কামনা-বাসনা সাধ-আহ্লাদ কিছুই নেই? এই দুরারোগ্য ঘৃণ্যশরীর পাগলকে নিয়ে সে আর কতকাল কাটাবে?

সুমতি ও কুমতিতে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। কুমতি প্রখরা, ন্যায়-ধর্ম-জ্ঞান-বিবর্জিতা, কলুষিতা পাপীয়সী। কুমতি পরামর্শ দেয়—"যৌবন কাল আনন্দ উপভোগ করবার কাল, মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল! যৌবনকে বৃথা যেতে দিও না! প্রফুল্ল হও! পুরুষ-স্পর্শ সুখে মাতোয়ারা হও! যৌবন ক্ষণস্থায়ী। একবার চলে গেলে আর তাকে ফিরে পাবে না! চিরজীবন অনুতাপ করতে হবে! নীলাদ্রি তোমার স্বামী নয়, কেউ নয়, সে তোমার জীবনকে ব্যর্থ নিষ্ফল করেছে! তার জন্য কেন এ আকুলতা? কেন কৃচ্ছ্রসাধন? তার এই অবস্থান্তরের জন্য নিজেকে অকারণ দায়ী প্রতিপন্ন করে মানসিক দুঃখ অশান্তি নিরানন্দ ভোগ কেন করছ? সে এখন সম্পূর্ণ দুরারোগ্য, মূক, জড় অনুভূতিহীন, কুৎসিৎ-দর্শন ঘৃণ্য বদ্ধ পাগল! তোমার যৌবনের তুষ্টিসাধনের কোন প্রয়োজনেই ওকে পাবে না! অতএব ওকে বর্জন কর। শতশত স্তাবক তোমার প্রণয়াভিলাষী! তাদের একজনকে গ্রহণ করে তোমার যৌবনকে চরিতার্থ কর। সমাজ, বাধা, নীতিজ্ঞান, সততা বিসর্জন দাও। উদ্দাম হও! অগাধ আনন্দের সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মনের সুখে ভেসে চলো।"

সুমতি শান্ত ধর্মভীরু। বলে—"নীলাদ্রি তোমায় বরাবরই ভালবাসে। তুমিও নীলাদ্রিকে ভালবাস। নীলাদ্রি তোমার জন্যই পাগল হয়েছে। তুমি বরাবরই তার হিতৈষণা করেছ, এখনও করছ। এখনি ধৈর্য হারিও না। আরও চেষ্টা কর। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই। নীলাদ্রি ভাল হবে। তোমার অকুণ্ঠ সেবা যত্ন, পরিচর্যা, পরিশ্রম, অধ্যবসায় তাকে নিশ্চয়ই পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবে। তুমি ভুলে যেয়ো না, নীলাদ্রি অপরের কাছে উদ্দাম হলেও তোমার কাছে বশ্য। ওর বাহ্যজ্ঞান স্তিমিত আছে। কোন অলৌকিক ঘটনায় হয়ত সে লুপ্ত জ্ঞান ফিরে পেতে পারে।"

হঠাৎ একটা মতলব মাথায় আসতে সুমিত্রা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। হ্যাঁ, এই বুদ্ধিটা প্রয়োগ করে সে শেষ চেষ্টাটা একবার পরীক্ষা করে দেখবে, যদি বিফল হয়, ত নীলাদ্রির মস্তিষ্ক বিকৃতির আরোগ্যের আর কোনও উপায় নেই জেনে নীলাদ্রিকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। পুলিশ অফিসার তাকে মাত্র

দু'দিনের সময় দিয়েছে। একদিন ত কেটে গেল, আর হাতে একদিন মাত্র সময়। দেখা যাক, ভগবান কি করেন।

সে সলিলবাবুকে ডেকে পাঠাল এবং সলিলবাবু এলে বলল—"সলিলবাবু, আপনাকে আমি প্রকৃত বিশ্বাসী বন্ধু বলেই জানি, তাই আপনাকে একটা বিষয়ে বিশেষ অনুরোধ করব. আপনাকে রাখতেই হবে।"

সলিলবাবু বিনা দ্বিধায় বললেন—"বলুন কি বলতে চান, আপনার অনুরোধ আমি সদা সর্বতোভাবে পালন করতে প্রস্তুত আছি।"

সুমিত্রা একটু চুপ করে থেকে বললে—"বলতে খুব সঙ্কোচ বা লজ্জা হলেও উপায় নাই, নীলাদ্রিবাবুকে ভাল করবার এটা আমার শেষ পন্থা। কিন্তু এ কাজটাতে আমার এবং আপনার খুব চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রয়োজন। আমার দিক দিয়ে তার কোনও ত্রুটি হবার সম্ভাবনা নেই। আপনাকে খুব মানসিক ধৈর্য, দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হবে, কারণ কাজটা হবে অত্যন্ত অশোভনীয় গর্হিত! এতে আমার সম্মান হানিরও আশঙ্কা আছে, আপনি যদি ধৈর্য হারান।" সুমিত্রা চুপ করে। বলতে গিয়েও থেমে যায়।

সলিলবাবু নির্বাক বিস্ময়ে সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অবশেষে বলে—"আপনি নিঃসঙ্কোচে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন। আমার দ্বারা আপনার কোন সম্মানহানি ঘটবে না। আমি দৃঢ়ভাবে এ আশ্বাস দিচ্ছি। আপনি কি এখনও আমাকে আপনার সম্বন্ধে কোন অবিশ্বাস করেন?"

সলিলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে সুমিত্রা নির্ভরশীল বিশ্বস্ত কণ্ঠে বললে—"করি না বলেই এই কাজে আপনাকে নিয়ে ঝুঁকি নিয়েছি।"

বলে একটু সময় নিয়ে সুমিত্রা বললে—"কাজটা এইবার শুনুন। কাল সকালে নীলাদ্রিবাবু ব্রেকফাষ্ট সেরে যখন ঘরময় পায়চারী করবে, জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাবে, বাইরে বেরুবার ত আর উপায় নেই—ঘর বাইরে থেকে বন্ধ করে রেখেছি, তখন এই বেঞ্চিটায় আমি চিত হয়ে শুয়ে পড়ব, আর আপনি এসে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে মুখের কাছে মুখ এনে পুরুষ যেমন নারীকে প্রেম নিবেদন করে ঠিক সেই রকম অভিনয় করবেন। এই অভিনয় ততক্ষণই হবে যতক্ষণ না ব্যাপারটা নীলাদ্রিবাবুর নজরে পড়ে!"

"কেমন? পারবেন তো এই কপট অভিনয় করতে? দেখবেন যেন মানসিক দৃঢ়তা, সৌজন্যজ্ঞান হারাবেন না!"

সুমিত্রা কথা শেষ করে সলিলবাবুর মুখের দিকে তাকায়।

সলিলবাবু তখন ঘোর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে আছে। বিস্ময়ের মাত্রা অনেকখানি কমলে সলিলবাবু বললে—"কি ব্যাপার বলুন তো? ভয়ানক আশ্চর্য লাগছে! এর সঙ্গে নীলাদ্রিবাবুর রোগ নিরাময়ের কী কোন সম্ভাবনা আছে?

সুমিত্রা বললে—"ওটা জানতে চাইবেন না! ওটা একটা উদ্ভট কল্পনা রূপে আমার মাথায় এসেছে মাত্র! দয়া করে যা যা বললুম ঠিক মত করবেন।"

"হ্যাঁ, আর একটা কথা, আমাদের অভিনয় নীলাদ্রিবাবুর নজরে পড়ার পর নীলাদ্রিবাবুর মধ্যে যদি কোন প্রতিক্রিয়া না হয়, নীলাদ্রিবাবু যেমন আছেন তেমনি থাকেন, তখন আমরা তৎক্ষণাৎ পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব।"

পরদিন সকালে পূর্ব পরিকল্পিত প্ল্যান অনুযায়ী নীলাদ্রি প্রাতরাশ সম্পন্ন করে ঘরময় অস্থিরভাবে পায়চারী করতে আরম্ভ করতেই সুমিত্রা অদূরে বেঞ্চের উপর এসে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল ও একটু পরেই সলিলবাবু হঠাৎ সুমিত্রার কাছে এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলে সুমিত্রার মুখের কাছে মুখ নামিয়ে আনল।

অল্পক্ষণ পরেই এক অত্যাশ্চর্য ফল ফলল

নীলাদ্রি ঘরের ভিতর হতে চিৎকার করে উঠল। তাকে উদ্দাম এবং অত্যন্ত উত্তেজিত দেখাতে লাগল। সে বলতে লাগল—

"ছিঃ ছিঃ, একি আশ্চর্য কাণ্ড! আমি কি এই দেখবার জন্যই এখানে এলুম? হে ভগবান! এ আমায় তুমি কি দেখালে? এ আমি কেমন করে সহ্য করব? উঃ—আমি কোথা যাই?"

নীলাদ্রি ঘরময় ছোটাছুটি করতে থাকে।

সুমিত্রা একেবারে অত্যুল্লাসে আত্মহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"হয়েছে হয়েছে, আমার পরিকল্পনা সফল হয়েছে!" বলে সলিলবাবুকে ঠেলে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে ঘরের শিকল খুলে নীলাদ্রিকে জড়িয়ে ধরল।

কিন্তু নীলাদ্রি মুহূর্তে নিজেকে সুমিত্রার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে নিয়ে বললে—"না না, আপনি আমায় স্পর্শ করবেন না! আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন? এতদিন আমার সঙ্গে প্রতারণা করলেন? এই যদি আপনার মনের বাসনা তবে এতদিন ধরে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব জিইয়ে রাখবার আপনার কি প্রয়োজন ছিল? কেন আপনি আমাকে মরণাপন্ন অসুখে অমন করে বাঁচাতে গেছলেন? আমি যে স্ত্রীকে হারিয়ে তার অস্তিমের কথা শুনে, আপনার নার্স বেশের

ব্যাপার জেনে অনেক আশা করে খোকাকে নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলুম। এ আপনি আমার কি করলেন? আমার আশার মূলে কুঠারাঘাত করলেন। আমি আর এক মুহূর্ত এখানে দাঁড়াতে পারছি না। আপনাকে সহ্য করতে পারছি না।"

বলে নীলাদ্রি উন্মাদের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুমিত্রা চিৎকার করে ডাকল—"সলিলবাবু, বেহারী, রামলগন, দারোয়ান—ধরো ওকে, যেমন করে পার ধরো, যেন পালায় না!"

সুমিত্রা নিজেও ঊর্ধ্বশ্বাসে নীলাদ্রির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হোল।

কিন্তু নীলাদ্রির পালাবার পথ ছিল না। সুমিত্রার নির্দেশমত এ দু'দিনই গেট সর্বদা চাবি বন্ধ থাকত। তাছাড়া নীলাদ্রি খানিকটা দৌড়ে গিয়েই ভূপতিত হয়ে জ্ঞান হারাল।

ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে অভিমত প্রকাশ করলেন, হঠাৎ অত্যন্ত শক্ লেগে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

"আপনার লোকেব মুখে শুনলুম—এ নাকি কথা বলেছে?" ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন।

সুমিত্রা বললে—"হ্যাঁ, অনেক কথা বলেছেন, যেমন সহজ সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি কথা বলেন।"

"তা হলে এই মূর্ছা ভঙ্গের পরেই ওর স্মৃতিশক্তি ফিরে আসবে।" ডাক্তার রায় দিলেন।

মূর্ছা ভাঙতে কত সময় লাগবে?"—সুমিত্রা জিজ্ঞাসা কবল।

"তা ঠিক বলা যাচ্ছে না। শকটা খুব গুরুতর। দু'তিন ঘণ্টা লাগতে পারে। অথবা আরও বেশী চার-পাঁচ ঘণ্টা। কোন ওষুধ দেবার প্রয়োজন হবে না। ওর হার্ট খুব সবল।" বলে ডাক্তারবাবু প্রস্থান করলেন।

সুমিত্রা আর কালবিলম্ব না করে, দু'জন নাপিত ডাকিয়ে নীলাদ্রির চুলদাড়ি পরিষ্কার করবার ব্যবস্থা করল। বালতি বালতি জল গরম করে সাবান দিয়ে বেহারী, রামলগন ও দারোয়ানের সাহায্যে গায়ের ময়লা ঝাটিতে যতটা পারল পরিষ্কার করে ফেলল।

জামা-কাপড় আগে হতেই আনা ছিল। দু'ঘণ্টার মধ্যে নীলাদ্রিকে উত্তম সাজে সজ্জিত করল। সলিলবাবুকে দিয়ে বাজার থেকে রিষ্ট ওয়াচ ও সোনালী ব্যাণ্ড এনে হাতে পরিয়ে দিলে। তার কেবলি ভয় হচ্ছিল এখুনি নীলাদ্রি জ্ঞান

ফিরে পেয়ে গোলমাল আরম্ভ করবে, কিন্তু সে মরীয়া হয়েই এ কাজে নেমেছিল। তবে সৌভাগ্যক্রমে নীলাদ্রি জাগরিত হোল না। তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সি ডাকা হোল এবং সকলে মিলে ধরাধরি করে নীলাদ্রিকে গাড়ীর পিছনের সিটে শুইয়ে দিলে। সুমিত্রা খোকাকে নিয়ে নীলাদ্রির শিয়রে বসল, রামলগন ও বেহারী ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল।

সুমিত্রার দৃঢ়সঙ্কল্প সে নীলাদ্রিকে ত্রিবেণীতে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলবে। ঈশ্বরের কাছে সে নীলাদ্রির সংজ্ঞা লাভের দীর্ঘতা কামনা করতে লাগল। তবে ইতিমধ্যে নীলাদ্রি সংজ্ঞা লাভ করলে তাকে সামলাবার পন্থা মনে মনে চিন্তা করতে লাগল। অন্যদিকে ড্রাইভারকে উত্তম বখশিসের লোভ দেখিয়ে পুরো দমে সারা রাস্তা গাড়ী চালাতে এবং কোথাও না থামতে নির্দেশ দিল।

সলিলবাবুকে উদ্দেশ করে বললে—"আপনার উপকার জীবনে ভুলব না। সময় পেলেই আমার ওখানে যাবেন,—আচ্ছা নমস্কার।"

গাড়ী ছেড়ে দিল।

গাড়ী যখন ধানবাদ অতিক্রম করে বর্ধমানের পথ ধরল, তখন অকস্মাৎ আকাশ কালো করে ভয়ানক মেঘ উঠল ও তুমুল ঝড়ের সঙ্গে মুষলধারায় বৃষ্টি নামল। দেখতে দেখতে রাস্তা জলে ডুবে গেল। ড্রাইভারের অজ্ঞান্তে জলের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গাড়ীখানা ভীষণভাবে লাফিয়ে উঠল এবং ঠিক সেই সময় চারিদিক আলো করে প্রচণ্ড নিনাদে একেবারে নিকটেই কোথাও বজ্রপাত হোল।

নীলাদ্রি হঠাৎ চমকে উঠে বসে যেন আর্তনাদের স্বরে বলে উঠল—"না না, আর যেতে পারলুম না, এইখানেই বুঝি—!"

কথা শেষ না করেই সে সিটের ওপর ঢলে পড়ল।

সুমিত্রা ভাবল, এই ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাতের সঙ্গে নীলাদ্রির বক্তব্যের কোন যোগ আছে কিনা। কারণ সে শুনেছিল, মোটরে করে ধানবাদ আসবার সময় বর্ধমানের পর এইরকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছিল।

গাড়ী এসে যখন ত্রিবেণীতে সুমিত্রার বাড়ীর কাছাকাছি থামল তখন শেষ অপরাহ্ণ। সুমিত্রার সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, এ পর্যন্ত নীলাদ্রি মূর্ছা ভঙ্গ হয়ে মাঝপথে সেই একবারই উঠে বসেছিল। তার জ্ঞান ফিরেছে কি সে গভীর ঘুম ঘুমোচ্ছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। তবে তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল তার মূর্ছা ভেঙেছে, সে ঘুমুচ্ছে এবং যে-কোন মুহূর্তে তার ঘুম ভেঙে

যাবে। সুমিত্রা যথাসম্ভব কয়েকজন লোক নিয়ে ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করে ফেলল উত্তম শয্যা প্রস্তুত করল ও ধরাধরি করে নীলাদ্রিকে গাড়ী থেকে ঘরে এনে শয্যায় শুইয়ে দিল। খোকাকে ঝিয়ের হাতে সমর্পণ করল ও বেহারীকে চটপট নীলাদ্রির আহার প্রস্তুত করতে বলল।

তারপর সে নিজেকে এক অতি অপরূপ মোহিনী বেশে সজ্জিত করে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে নীলাদ্রির মাথার কাছে বসল। রামলগনকে আদেশ করল, বেশ কিছু গোলাপ ফুল বাগান থেকে তুলে এনে বিছানায় ছড়িয়ে দিতে।

এইবার এতদিন পরে সুমিত্রার চিন্তা হোল সেদিনের ধাক্কা টাকে সে সামলাবে কি করে? সেদিন নীলাদ্রির কাছে তার সততা নির্দোষিতা প্রমাণ করবার সুযোগ সে পায়নি। আজ নীলাদ্রি তার সম্মুখে। কিছুক্ষণ পরেই সে তার জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ ফিরে পাবে। কিন্তু আজ প্রথম জ্ঞান বা স্মৃতিশক্তি ফিরে পাবার পর যে মনোভাব সে সুমিত্রার সম্বন্ধে প্রকাশ করছে, তাতে তার অন্তর থেকে সুমিত্রার প্রতি তার বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা বা অবিশ্বাসকে সে যে সহজে দূরীভূত করতে পারবে বলে মনে হয় না। যাই হোক, প্রাণপণ চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত যদি সে ব্যর্থ মনোরথই হয় ত তাতে দুঃখ আপশোষের কোন কারণ নেই। সে ত নীলাদ্রিকে ভাল করতে পেরেছে! তাকে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পেরেছে! এটাই তার জীবনে মহাশান্তি। সে ত কোনদিনই নীলাদ্রিকে আপন করে পেত না! সে সব দুঃখ সহ্য করবে!

যাই হোক, সে আর একবার মহা পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে রইল। তাই সে আজ নিজের রূপযৌবনকে এত সুন্দর এত প্রলোভনীয় করে সাজিয়েছিল যে, নীলাদ্রি নিদ্রা বা মূর্ছাভঙ্গের পর সুস্থ মস্তিষ্কে তাকে প্রত্যাখান করে চলে যেতে গিয়ে হয়ত তার এই অপরূপ রূপ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

হঠাৎ একটা শব্দে চমকে উঠে সুমিত্রা দেখল, নীলাদ্রি পাশ ফিরে বালিশ পায়ে টেনে নিল ও একটু পরেই নাক ডাকাতে থাকল। সুমিত্রা ভাবল, মানুষটা অনেক দিন বিছানায় শোয়নি, গাছতলায় মাটির ওপর অথবা শুধু ঘরের মেঝের ওপর শুয়েছে; আজ নরম বিছানা পেয়ে আরামে নিদ্রা যাচ্ছে।

সে নিঃশব্দে বসে নীলাদ্রির ঘুম ভাঙার অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ আগে কিংশুক তার কাছে আসবার জন্য বায়না ধরে, বেহারী ও ঝি কর্তৃক শান্ত হয়ে বোধহয় অন্য ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘড়িতে সশব্দে ৯টা বাজতেই নীলাদ্রি এদিকে ফিরল। সুমিত্রা সচকিত হয়ে দেখলে, নীলাদ্রি তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে—চাউনি আধ ঘুম আধ জাগরণ জড়িত।

সুমিত্রা নীলাদ্রির মুখের কাছে অবনত হয়ে তার চোখে চোখে চেয়ে বললে—"কিছু বলবেন ?"

নীলাদ্রি কিন্তু কোন কথা না বলে সেই একই ভাবে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ সুমিত্রার খেয়াল হোল নীলাদ্রি এখন পর্যন্ত কিছু খায়নি, হয়ত সে অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছে, কথা বলতে পারছে না। সে তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে হালুয়া ও গরম দুধ নিয়ে ধীরে ধীরে নীলাদ্রিকে খাইয়ে দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিলে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে—"এখন বেশ ভাল মনে করছেন ত ?"

নীলাদ্রি কিন্তু কথা বললে না। তবে তার দৃষ্টি আগের চেয়ে কিছুটা সপ্রতিভ। মুখেও একটু অল্প হাসি দেখা দিয়েছে।

সুমিত্রা নীলাদ্রির চোখে চোখে চেয়ে বললে—"কি হাসছেন যে ? আমাকে বকবেন না ?"

নীলাদ্রি নির্বাক নেত্রেই সুমিত্রাকে দেখতে থাকে। সুমিত্রার কথার কোন উত্তর দেয় না। মনে হচ্ছে তার ঘোর এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি।

কিছুক্ষণ পরেই সুমিত্রা দেখল, নীলাদ্রি সেই অবস্থাতেই তার ডান হাতখানা তুলে বাড়িয়ে সুমিত্রার কাঁধে রেখে ধীরে ধীরে তাকে আকর্ষণ করছে।

সুমিত্রা অবনত হয়ে নীলাদ্রির মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললে—"বলুন না —কি বলতে চাইছেন ?"

কিন্তু নীলাদ্রি কিছুই বলে না, সে কেবল ক্রমাগতই সুমিত্রাকে সজোরে তার দিকে টানতে থাকে। অগত্যা সুমিত্রা নীলাদ্রির হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয়। শেষে নীলাদ্রির টানে সুমিত্রার মুখ এসে নীলাদ্রির ওষ্ঠ স্পর্শ করে। সুমিত্রা যথাসাধ্য শক্তিতে নিজেকে সম্বরণ করে অতি আলতো ভাবে নীলাদ্রির ওষ্ঠে তার ওষ্ঠ ঠেকিয়ে রেখে বললে—"কি ? বলুন ? উঁ !"

সুমিত্রা সেই ভাবেই নীলাদ্রির ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকিয়ে রাখে। বাড়াবাড়ি কিছু করে না। তবে তার ধারণা হতে থাকে নীলাদ্রি তাকে দেখে মুগ্ধ হচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে থেকে সে নীলাদ্রির ঠোঁটে একটু চাপ দিল। মনে বিহ্বলতা জাগল। সেই মিলনের দিনের কথা মনে হোল। সে মিলনে ছিল কত যৌবনের উদ্দাম কামোন্মত্ততা, কমনীয় অনিন্দ্যকান্তি পুরুষ-স্পর্শজাত এক অতি

অভিনব সুখ-বিহ্বলতা।

সেই অভিন্ন পুরুষ আজ বহুদিন পরে কত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কত ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে কমনীয় কান্তি নিয়ে আবার তার কাছে ফিরে এসেছে। এতদিনের অন্তরে সঞ্চিত ভালবাসা ও আবেগ দিয়ে সে কি ঐ মানুষটিকে বক্ষে তুলে নেবে ? না। প্রতিবন্ধকতা চোখ রাঙাচ্ছে !

নীলাদ্রি তাকে নিয়ে যা করছে সে কি সজ্ঞানে ? না জ্ঞানোদয়ের পূর্বাহ্নে ?

সুমিত্রা বিপুল সংযমে সচেতনে নিজেকে স্থির রাখে।

এই সময় পাশের বাড়ির রেডিওতে রাত্রের শেষ গান বাজছিল—

"শতেক বরষ পরে বঁধুয়া আসিল ঘরে
অন্তরে উল্লাস জাগে রাধিকার—
হারানিধি পাইনু বলি—"

কিছুক্ষণ পরে নীলাদ্রির আকর্ষণ শিথিল হয়ে আসে। সে গভীর ঘুমে মগ্ন হয়। সুমিত্রা বুঝল, নীলাদ্রি যা করল সজ্ঞানে নয়, আচ্ছন্নতার ঘোরে। সে ঠিক হয়ে উঠে বসে নীলাদ্রির মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

ক্রমে রাত্রি গভীর হয়। নীলাদ্রি জাগে না। দেখে মনে হচ্ছে সে গভীর ঘুম ঘুমুচ্ছে। ঘড়িতে ঘণ্টার ওর ঘণ্টা বেজে চলে। সুমিত্রা আর বসে থাকতে পারে না। ঘুমে সে অভিভূত হয়। দু'দিন না ঘুমিয়ে অত্যধিক মানসিক চিন্তায় উদ্বিগ্নতায় সে অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন অনুভব করছিল। আর থাকতে না পেরে শেষ রাত্রে সে একটা মাদুর নিয়ে দরজার বাইরে এসে দাওয়ার উপর পেতে শুয়ে পড়ে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হোল।



উন্মুক্ত জানালার ধারে অশোক গাছের ডালে বসে একটা কোকিল উচ্চৈস্বরে ডাকতেই নীলাদ্রির ঘুম ভেঙে গেল। সে আঁখি মেলে তাকাল।

সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, তার জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ ফিরে এসেছে। সে এখন একেবারে সহজ মানুষ।

তখন সবেমাত্র প্রভাত। পূর্বাকাশে অরুণোদয়ের তখনও দেরী আছে। গাছপালা, মাঠ, পৃথিবী অন্ধকারের যবনিকা থেকে মুক্ত হতে সুরু করেছে মাত্র।

নীলাদ্রি প্রথমে বুঝতে পারে না সে কোথায় আছে। সে কিয়ৎক্ষণ বিস্মিত নেত্রে বাইরের দিকে চেয়ে থেকে বিছানায় উঠে বসল। বাইরের দিকে আরও কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মনে হোল জায়গাটা তার চেনা। ঘরের দিকে তাকাল। হ্যাঁ, এটা সুমিত্রার ঘর। সে আবার বাইরের দিকে তাকাল। এই অশোক গাছটা তার চেনা। অদূরে ঐ পলাশ গাছ। কিছুদূরে ঐ আম বাগান, মাঝখান দিয়ে চলবার সরু রাস্তা। আমবাগানটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে রামলগনের বাড়ী।

সবই তার চেনা চেনা।

কিন্তু এখানে সে এল কি করে?

ড্রাইভার নিশ্চয়ই তাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

গতকালের ঘটনা তার মনে পড়ল।

গভীর নৈরাশ্যে, দুঃখে মানসিক অস্থিরতায় পাগলের মত হয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে সে চলে যেতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিল। এখানে সে আর কোনদিনই আসবে না স্থির করেছিল। কিন্তু ড্রাইভার একি গোলমাল বাধাল? সে কি ব্যাপারটা ওপর ওপর দেখে বুঝতে পারেনি?

সম্ভবতঃ তাই।

বর্ধমান স্টেশনে গত রাত্রে গাড়ীতে তেল ভরে ড্রাইভার যখন তার নির্দেশানুযায়ী নিকটবর্তী দোকানে নৈশ ভোজনে যায়, তখন ড্রাইভারের ফিরতে দেরী হবে জেনে অত্যধিক মাথার যন্ত্রণা-হেতু সে গাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় হাওয়ায় বেড়াতে বেড়াতে মাঠে নেমে বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছল। আপন দুর্ভাগ্যের চিন্তায় সে এমনই বিভোর ছিল যে, কোন দিকে তার হুঁস ছিল না। খেয়াল হোল মাথার উপর আকাশের গর্জনে। দেখতে দেখতে বজ্র-বিদ্যুৎসহ প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হোল, ঝটিকা দুরন্ত বেগে বইতে লাগল। অন্ধকারে নীলাদ্রি দিকনির্ণয় করতে না পেরে মাঠের মাঝে পথ হারাল। সে লক্ষ্যহারা হয়ে ছুটতে লাগল। প্রবল বাতাসের বেগে গতি তার ব্যাহত হতে থাকল। এই সময় ভীষণ শব্দে তার সামনেই আলোর রোশনাই জেলে বাজ পড়ল। বাজকে নীলাদ্রির বড় ভয়। তার উপর ফাঁকা মাঠ। সে অন্যদিকে ছুটতে গিয়ে একটা উঁচু ঢিবিতে বাধা পেয়ে সেইখানে আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা অশনির হুঙ্কার। পতনের ফলে ও ভীষণ বজ্রের শব্দে নীলাদ্রি জ্ঞান হারাল।

তারপর তার আর কিছু মনে নেই।

সম্ভবতঃ দুর্যোগ থামবার পর তার খোঁজ করতে করতে ড্রাইভার তাকে ঐখানে দেখে তাকে নিয়ে গাড়ীতে তুলে এখানে এনে ফেলেছে।

হাজারিবাগে বা কাশীতে বা ধানবাদের বাড়ীতে তার আত্মীয় বলতে কেউ নেই। কলকাতাও অনেক দূর। তাই নিকটবর্তী স্থান ত্রিবেণীতে সুমিত্রার কাছেই তাকে নিয়ে এসেছে।

যাই হোক, এখন আর তার এখানে থাকা সাজে না। সুমিত্রা পরপুরুষে অনুরক্তা, তার প্রতি আর সুমিত্রার সে টান নেই, সে ভালবাসা নেই, সে অন্য পুরুষ নিয়ে এখন আনন্দে মত্ত, এই চিন্তা করে নীলাদ্রি অত্যন্ত মনোব্যথা অনুভব করল। এই ঘর আগে তাকে কত আনন্দ দিয়েছে মনে করে সে গভীর দুঃখে এ ঘর ছাড়তে তৎপর হয়ে উঠল। ঘড়ি দেখল সাড়ে ছ'টা। আজ সোমবার। অফিসে এগারটার সময় এক বড় বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে একটা বিজনেস্ কন্‌ট্র্যাক্ট হবে। অতএব আর দেরী করা সমীচীন নয়। সুমিত্রা ঘরে নেই যখন তখন নিশ্চয়ই স্টেশনে আছে। তাকে গত রাত্রে কিছু না কিছু পরিচর্যা করার জন্য একটু ধন্যবাদ দিতে হবে।

নীলাদ্রি বিছানা হতে নীচে নামতেই লক্ষ্য পড়ল বিছানায় অনেক গোলাপ ফুল ছড়ান। একি? তার গত রাত্রে ফুলশয্যা হয়েছে না কি? কার সঙ্গে? সুমিত্রার সঙ্গে? কিন্তু বালিশ ত মোটে মাথার একটা আর পাশ বালিশ দু'টো—একজনের ভাল করে শোবার। সুমিত্রা নিশ্চয়ই তার পাশে শোয়নি! হয়ত আবার নতুন করে তাই হোত, কিন্তু ভাগ্য তার প্রতি বিরূপ। তার অদৃষ্টে আর সে সুখ নেই।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস সশব্দে মোচন করে সে সাজ-পোশাক ঠিক করে নিয়ে দরজার বাইরে পা দিয়েই অগাধ বিস্ময়ে থমকে গেল। সম্মুখেই রোয়াকের উপর সুমিত্রা শুয়ে আছে। অপরূপ সাজে সজ্জিতা রূপ স্বাস্থ্য সৌন্দর্যবতী অতি মনোরমা সুমিত্রা! হাজার ইচ্ছা হলেও হাজার চেষ্টা করলেও নীলাদ্রি তাকে উপেক্ষা করে অগ্রাহ্য করে তৎক্ষণাৎ চলে যেতে পারলে না। সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আনমনে সুমিত্রাকে দেখতে থাকে। হাজার অপরাধ করলেও বুঝি এর রূপকে অনাদর করা যায় না। মুখখানা কি অপরূপ সুন্দর!

সুমিত্রা গভীর নিদ্রায় মগ্না। অসাবধানতায় মাথার কবরী শিথিল হয়ে উপাধানে লুটিয়ে পড়েছে। বেশ আলুথালু। নবোদিত রবির কনককিরণ

তার মুখে গ্রীবায় বাহুতে এসে তার রঙের ঔজ্জ্বল্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। মুদ্রিত চক্ষের কোলে বিনিদ্র রজনীর কালিমা, কিন্তু তাতে মুখাবয়বের কোন বিকৃতি ঘটেনি। বরং দর্শকের মুগ্ধদৃষ্টি সেই দিকেই আকর্ষণ করছে।

এই সময় পাশের বাড়ীর রেডিওতে গান বেজে উঠলো—

"কেন যামিনী না যেতে জাগালে না
বেলা হল মরি লাজে—
সরমে জড়িত চরণে কেমনে—
চলিব পথেরি মাঝে—
আলোর পরশে মরমে মরিয়া—"
হের গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া—"

নব বিবাহিতা লজ্জাশীলা বধূ ঘুম ভেঙে বেলা হয়ে গেছে দেখে, স্বামী তাকে জাগিয়ে দেয়নি বলে তাকে অভিযোগ করছে। এত বেলায় লোক চলাচল পথ দিয়ে কেমন করে সে নদীতে গাগরী ভরতে যাবে?

যতক্ষণ গানটা হোল নীলাদ্রি একমনে দাঁড়িয়ে গানটা শুনতে লাগল। তারপর আর একবার ভাল করে সুমিত্রাকে দেখে আস্তে আস্তে পাশ কাটিয়ে অতি সন্তর্পণে নীচে নেমে এসে বাড়ীর বাহির হোল। নিকটে কোথাও মোটর দেখতে পেল না। হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের দিকে আসতে আসতে পথে বেহারীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

নীলাদ্রি জিজ্ঞাসা করল—"আমার ড্রাইভারকে দেখলে বেহারী? এ সময় গাড়ী নিয়ে কোথায় গেল?"

বেহারী বিস্ময়ে এমনি হতবাক্ হয়ে গেল যে, তার মুখে কথা যোগাল না।

এই সময়ে ডাউন ট্রেন এসে স্টেশনে দাঁড়িয়ে গেল। নীলাদ্রি আর কালবিলম্ব না করে গাড়ীর দিকে ছুটতে ছুটতে বেহারীকে বললে—"ড্রাইভার এলে বোলো আমি ট্রেনে চলে যাচ্ছি, খোকাকে যেন সে নিয়ে যায়। আমার অফিসে জরুরী কাজ আছে।"

নীলাদ্রি দৌড়ে গিয়ে ট্রেনে উঠল।

এদিকে সুমিত্রার ঘুম ভাঙতেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে ঘরে প্রবেশ করে দেখল—নীলাদ্রি বিছানায় নেই। সে ঘরের চারিদিক দেখল, তারপর বাইরে এসে ফুলবাগান ও বাড়ীর সর্বত্র অনুসন্ধান করে নীলাদ্রিকে দেখতে পেল না। গভীর চিন্তায় উদ্বিগ্নতায় আশঙ্কায় হয়ে অভিভূত হয়ে সে বাড়ীর বাইরে আসতেই

বেহারীর সঙ্গে দেখা। সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে—"বেহারী, নীলাদ্রিবাবু?"

বেহারী বললে—"চলে গেলেন মা।"

"কি চলে গেলেন? কোথায় চলে গেলেন?"—সুমিত্রা অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিত হয়ে ভয়ে বিস্ময়ে প্রশ্ন করল, তাকে যারপর নাই বিচলিত দেখাল।

বেহারী বললে—"বাবু কলকাতায় চলে গেলেন মা এই ট্রেনে।"

"সে কি? কি সর্বনাশ! তুমি তাকে যেতে দিলে কেন? আটকাতে পারলে না? তোমাদের দিয়ে যদি একটা কিছু কাজ হয়। এখন উপায়, দুর্বল মানুষ, কাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি, মাথারও এখন ঠিক নেই! কোথায় নেমে কোথায় চলে যাবেন! কে তাকে দেখবে! আমি এখন কি করি? এত করেও আবার শেষে তাকে হারালুম! ছিঃ ছিঃ, আমাকে যেন মরণ ঘুমে পেয়েছিল!" গভীর অনুশোচনায় ও দুঃখে সুমিত্রা ভেঙে পড়ল।

"বাবু একেবারে ভাল হয়ে গেছেন মা!"—বেহারী বললে। সুমিত্রা পরমোৎসুক্যে বেহারীর মুখের দিকে চাইল, কিন্তু অবিশ্বাস গেল না। জিজ্ঞাসা করলে—"কি করে বুঝলি?"

বেহারী বললে—"বাবুর সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, আমার ড্রাইভারকে দেখলে বেহারী? গাড়ী নিয়ে কোথায় গেল? বলতে বলতেই ট্রেনটা এসে দাঁড়িয়ে গেল। বাবু বললেন—ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে এলে খোকাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিও, আমি এই ট্রেনেই চললুম। অফিসে কাজ আছে।" বলেই একছুটে গিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়লেন। আমি কিছু বলবার বা করবার সময় পেলুম না। কিন্তু বাবুর কথাবার্তা চালচলন সব সেই আগেকার সুস্থ ব্যক্তির মতন।"

সুমিত্রা উদ্বিগ্ন-মুখে বললে—"কিন্তু সঙ্গে ত একটাও পয়সা নেই, এখুনি ত বিপদে পড়বে। তারপর কলকাতায় অসংখ্য লোকের ভীড়, গাড়ী ঘোড়া। সঙ্গে পয়সা নেই, হেঁটে বাড়ী যেতে হবে, একটু অসাবধান হলেই ত—?"

"তাছাড়া স্মরণ শক্তি কি আর সব একেবারে ফিরে এসেছে?" সুমিত্রা ভাবতে থাকে।

নীলাদ্রির বিপদ কল্পনা করে সুমিত্রা অস্থির হয়ে পড়লে। বেহারী একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলে—"আমি এখুনি কলকাতায় চলে যাব, মা? গাড়ীর ত সময় হয়ে এল?"

সুমিত্রা আবার জিজ্ঞাসা করে—"তুই খুব ভাল করে দেখেছিস, বুঝেছিস বাবু

সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছে? মানে তোর আমার মতন?"

"হ্যাঁ মা, কোন ভুল নেই। চোখের চাউনিও একেবারে সহজ মানুষের মতন।"

সুমিত্রা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করে বললে—"চল আমিও তোর সঙ্গে যাই।"

বলে সুমিত্রা কলকাতা যাবার জন্য তৈরী হতে বাড়ী ফিরে এলো। রেডিয়োর তখন অন্য গান সুরু হয়েছে—

"সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি—
কি ঘুম তোরে ধরেছিল—হতভাগিনী—"

এদিকে নীলাদ্রির গাড়ী হাওড়া স্টেশনে ঢুকতেই হুঁশ হোল টিকিট কাটা হয়নি। পিতার জীবিতকালে সে বহুদিন যাবৎ যখন-তখন ত্রিবেণী যাত্রা করত। তখন তার ফার্স্ট ক্লাস মান্থলি টিকিট ছিল। এখন তাড়াতাড়িতে সেই ধারণা বশেই হোক, অথবা ভুলেই হোক, বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠেছিল। এক্ষণে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে তার বুকটা ছ্যাং করে উঠল। পকেটে হাত দিয়ে দেখল মানিব্যাগ নেই। হয় সেটা সেই মাঠের মাঝখানে যেখানে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, সেইখানেই পড়ে আছে অথবা সুমিত্রার বাড়ীতে থেকে গেছে। যাই হোক, সে মনকে আশ্বস্ত করলে, হাতে যে দামী ঘড়িটা আছে সেটা সে টিকিট কলেক্টারের কাছে জমা দিয়ে পরে উদ্ধার করে নেবে। মনে পড়ল অনেকদিনের কথা, সুমিত্রার সঙ্গে প্রথম আলাপের রাত্রে সাপে কামড়ে সে যখন জ্ঞানহারা হয়ে রাস্তায় পড়ে ছিল তখনও মানিব্যাগ তার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। সুমিত্রা কুড়িয়ে রেখে দিয়েছিল। সে ব্যাপারটাও ঠিক এ রকমই। কিন্তু সে ব্যাপারটার সঙ্গে নীলাদ্রির কত আনন্দময় দিনের যোগ আছে।

গেট পেরুবার সময় নীলাদ্রি তৈরী হয়েই ছিল। কিন্তু টিকিট কলেক্টার তার মুখ চেনা বলে মনে হোল। সে তার দিকে না চেয়ে অদূরে আর একজন টিকিট কলেক্টারের সঙ্গে গল্প করছিল। নীলাদ্রি নির্বিঘ্নে গেট পার হোল।

এবার একখানা ট্যাক্সি নেওয়া। ভাড়া সে বাড়ী গিয়ে সেখান থেকে টাকা নিয়ে দেবে।

সৌভাগ্যক্রমে যে ট্যাক্সি সে ধরল, তার ড্রাইভার নীলাদ্রির চেনা। তার বাড়ীর কাছে ট্যাক্সির আস্তানাতেই সে গাড়ী রাখে। সে সেলাম ঠুকে গাড়ীর দরজা খুলে দিল।

বাড়ীর সামনে গাড়ী যখন এসে দাঁড়াল, গেট তখন ভিতর থেকে বন্ধ।

নীলাদ্রি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে হর্ণ দিতে নির্দেশ করল, কিন্তু পুনঃপুনঃ অনেকবার জোর হর্ণ দেওয়া সত্ত্বেও দারোয়ান গেট খুলল না। অন্য কোন চাকরও দৌড়ে এল না। লোকগুলো কি এতবেলা অবধি ঘুমুচ্ছে? সে বাড়ীতে নেই বলে?

নীলাদ্রি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে এক ঘণ্টা পরে অফিসে নিয়ে যাবার জন্য আসতে বলে গাড়ী থেকে নামল। দারোয়ানের ঘরের কাছে গিয়ে উচ্চৈস্বরে তার নাম ধরে ডাকল। জানালায় ধাক্কা মারল কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। সে তখন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে চারজন চাকর ও দু'জন মালীর নাম ধরে ডাকল, কিন্তু কেউ সাড়া দিল না অথবা এল না। বাড়ীতে কাকেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। গেল সব কোথায়? এখনও কি সকলেই ঘুমুচ্ছে? দ্বিতল ত্রিতল ও চার তলার ঘরের সব জানালা কপাটগুলোও ত বন্ধ। দূর সম্পর্কের মাসী পিসী খুড়ী ও ঝি-গুলোও কি সব ঘুমুচ্ছে?

অনেকক্ষণ ডেকে ও অপেক্ষা করে অবশেষে সে ওদিককার গেটের দিকে চলল। যেতে যেতে রাস্তার পাশের বাড়ীর বৃদ্ধ নীলকমল মুখুজ্যের সঙ্গে দেখা। এক হাতে লাঠি এক হাতে বাজার নিয়ে বাড়ী ফিরছেন। নীলাদ্রির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বললে—"কি ভায়া, এতদিন ছিলে কোথায়? আমরা সবাই ভাবি আজ আসবে কাল আসবে! কোথায় গেছলে বল ত?"

বুড়ো নীলকমলবাবু পুরু কাঁচের চশমা দিয়ে নীলাদ্রির দিকে তাকালেন। নীলাদ্রি অতি বড় বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কোন উত্তর না দিয়ে অন্য গেটের দিকে এগোতে লাগল। বাড়ীর ব্যাপার দেখে তখন তার মন অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিল। তবে সে ভাবল, বুড়োর ভীমরতি হয়েছে। নইলে কাল ত্রিবেণী যাবার সময় দেখা হোল, আর আজ এই কথা বলছে!

এদিককার গেট চাবি বন্ধ ছিল না, তবে ভিতর থেকে খিল বন্ধ ছিল। নীলাদ্রি একটা কাঠি যোগাড় করে তার সাহায্যে খিলটা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল।

ভিতরে প্রবেশ করে নীলাদ্রি যার পর নাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল। গাছের পাতা স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে সুরকিঢালা রাস্তা একেবারে ঢেকে দিয়েছে। অনেকদিন যাবৎ ঝাঁট না দিলে রাস্তার যা অবস্থা হয়—বাগানে আগাছার জঙ্গল। সে সজীব সজ্জীগুলো গেল কোথায়, কিছুদিন আগেও তার বাড়ীর চার তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে যা সে দেখেছিল? মানসিক দুঃখ অশান্তির জন্য সে বাগানের এদিকটায় অনেকদিন আসেনি। পাতা এবং জঞ্জালের স্তূপ মাড়িয়ে সে ঘুরতে

ঘুরতে ফুলের বাগানে এসে উপস্থিত হোল। এখানে সে কি দেখল? সে ডালিয়া গোলাপ চন্দ্রমল্লিকার গাছ একটাও নেই! সেখানেও আগাছার জঙ্গল। কাল ত্রিবেণী যাবার সময় সে নিজে একটা প্রকাণ্ড গোলাপ ফুল তুলে কি শুককে দিয়েছিল, আর আজ এ কি অদ্ভুত দৃশ্য দেখছে! বাড়ীতে মানুষ দেখতে পাচ্ছে না, ঘর দোর সব বন্ধ, চারদিকে আগাছা, জঙ্গল ও ময়লার স্তূপ। অনেক দিনের পরিত্যক্ত বাড়ী হলে যা হয়। কিন্তু এ ত তা নয়! কোন দুষ্কৃতকারী যাদুকর তার যাদুদণ্ডের প্রভাবে বাড়ীটার এমন অবস্থা করল না কি?

সে একবার ভাল করে বাড়ীর চারদিকটা চেয়ে দেখল। সে ত ভুল করে অন্য কোন বাড়ীতে প্রবেশ করেনি? কিন্তু না, ঐ ত বিশ্বাসদের গম্বুজওয়ালা লাল বাড়ী, ভুপেন সরকারের ডাক্তারখানা, দয়াময়ী গার্লস স্কুল।

কিছু স্থির করতে না পেরে সে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হোল। ভিতরে প্রবেশ করবার দরজা চাবি বন্ধ। মানুষগুলো গেল কোথায়? এখন সে কি করবে? এখুনি তাকে অফিসে বেরুতে হবে। এমন বিপদে অসুবিধায় সে জীবনে কখনো পড়েনি।

ঘুরতে ঘুরতে বাড়ীর চারিদিকের দুরবস্থা দেখতে দেখতে সে যে ঘরটায় মালী থাকে সেখানে উপস্থিত হোল। দেখল, ঘর খোলা, মালীর ছেলেটা ভিতরে শোয়া অবস্থায় সুর করে রামায়ণ পড়ছে।

নীলাদ্রি ডাকতেই সে নীলাদ্রিকে দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে শুয়ে থেকেই তার দিকে কিয়ৎক্ষণ নির্বাক নেত্রে তাকিয়ে থাকল, তারপর উঠে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে বললে—"বাবু, আপনি এতদিন পরে আইলেন?"

নীলাদ্রি সবিস্ময়ে বললে—"তার মানে? জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিস না কি? বাড়ীর সব গেল কোথায়? বাড়ী চাবি বন্ধ কেন? বাড়ীর এমন দশা কেন একদিনে? ব্যাপার কি?" নীলাদ্রির স্বর উত্তরোত্তর উচ্চ ও ক্রোধান্বিত হতে থাকল। তার চোখে এক অদমিত বিস্ময়।

মালীর ছেলে বললে—"বাড়ীতে ত কেউ নেই বাবু, সবাই চলে গেছে। অনেক দিন হোল চলে গেছে। আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? সেই যে খোকাকে নিয়ে দুপুরবেলা মোটরে গেলেন—?"

নীলাদ্রি চেঁচিয়ে ওঠে—"তুই পাগল? না—আমি পাগল? কাল [illegible] নিয়ে এখান হতে গেছি, আর আজ এসে দেখছি বাড়ীর এই অবস্থা! এ কেমন করে হোল?

তারপর বলল—"দারোয়ান কোথায়?"

মালীর ছেলে বললে—"সে এক বরস হোল বাড়ী চলে গেছে, সবাই চলে গেছে—পিসীমা, মাসীমা শান্তি দিদি, ভোলা, মিণ্টু, শঙ্কু, হাবলা, গীতা, চপলা সবাই অনেকদিন হোল চলে গেছে, বাবাও মাস ছয়েক হোল চলে গেছে, শুধু আমি একাই বাড়ীতে আছি।"

নীলাদ্রি অসহ্য বিস্ময়ে স্তব্ধ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে যা দেখছে এবং যা শুনছে তা সত্য না অলীক? ব্যাপারটা সে যেমন আদৌ সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারছে না, তেমনি বাড়ীর বর্তমান অবস্থা চাক্ষুষ দেখে সে মিথ্যা বলে উড়িয়েও দিতে পারছে না। কিন্তু এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা কেমন করে ঘটল? তবুও সে মালীর ছেলেকে প্রশ্ন করে—"তুই ঠিক বলছিস, আমি কাল খোকাকে নিয়ে এখান থেকে যাইনি? না তুই নেশা করেছিস? বল, ঠিক করে বল!" নীলাদ্রি খুব জোরে লোকটাকে ধমক দেয়।

মালীর ছেলে বললে—"না বাবু, জগন্নাথের দিব্যি বলছি নেশাটেশা কিছু করিনি। যা সত্যি তাই বলছি। আপনি দেড় বরসেরও পরে আজ এই আসছেন। সেই যে আপনি খোকাকে নিয়ে গেলেন তার পরদিন আর এলেন না। তার দু'দিন পরে ড্রাইভার খালি মোটর নিয়ে ফিরে এল। বলল—আপনাকে নিয়ে যেতে যেতে ধানবাদে আপনাকে গাড়ীতে আর দেখা যায়নি। ড্রাইভার সেখান থেকে আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে বরাবর এখানে এসে ব্যাপারটা জানায়। চারদিকে আপনার খোঁজে লোক ছোটে, মায় কাশীর বাড়ী পর্যন্ত। খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া হয়। আজ আসেন কাল আসেন করে দেড় বরস কেটে যায়। দারোয়ান অনেক আগেই চলে গেছে, তারপর ঝিয়েরা চাকররা সবাই একে একে চলে গেছে, পিসীমায়েরাও কিছুদিন আগে চলে গেছেন। আমার বাবা চলে গেলেও দুই একদিনের মধ্যেই আসবে।"

নীলাদ্রি বললে—"তা না হয় হোল, কিন্তু বাড়ীর চারদিকে বাগানে এত জঙ্গল কেন? তুই ত রয়েছিস?"

মালীর ছেলে বললে—"বাবু, আমি আপনার অত বড় বাড়ীটার ওপর তলা থেকে নীচুতলা পর্যন্ত প্রত্যহই পরিষ্কার রাখতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি, কখন আর এদিক দেখব? বাবা দুই একদিনের মধ্যে এসে পড়লেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

মালীর ছেলে বাড়ীর চাবি খুলে দিল। যেতে যেতে নীলাদ্রি দেখল, গ্যারেজে

মোটর রয়েছে কিন্তু তার সর্বাঙ্গে ধুলো। অনেক দিন গ্যারেজ খোলা হয়নি, গাড়ী ঝাড়পোঁচ হয়নি।

এসব দেখেও কিন্তু নীলাদ্রি ঘটনাকে সঠিক বলে বিশ্বাস করতে পারলে না।

যাই হোক, এ নিয়ে চিন্তা করবার নীলাদ্রির এখন সময় নেই। অফিসে যাবার সময় হয়ে আসছে। নীলাদ্রি উপরে উঠে গেল। হ্যাঁ, লোকটা বাড়ী ঘর দোর বলতে গেলে পরিষ্কারই রেখেছে। শুধু সব ঘরের কপাট জানালাগুলো খোলেনি, যার জন্য সমস্ত ঘরে একটা ভ্যাপ্‌সানি গন্ধ ছেড়েছে।

নীলাদ্রি আপন ঘরে গিয়ে আলমারী খুলে টাকা বার করে মালীর ছেলেকে নিকটবর্তী দোকান হতে খাবার আনতে বললে ও তার স্নানের ব্যবস্থা করতে বললে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে স্নানাহার সেরে নীলাদ্রি অফিসে এসে পৌঁছাল।

সেখানেও ঐ একই রকম ব্যাপার।—"এতদিন কোথায় ছিলেন স্যার?" বড়বাবু থেকে আরম্ভ করে সারা অফিসের কেরানী ও বেয়ারারা এসে ভীড় করে নীলাদ্রিকে ঘিরে দাঁড়াল। সকলেরই মুখে চোখে নিদারুণ বিস্ময়, অদম্য কৌতূহল!

নীলাদ্রি সকলকে নমস্কার ফিরিয়ে দিয়ে বললে—"কি ব্যাপার বলুন তো? আমার মালী চাকরটাও আমাকে দেখে চমকে উঠে এই প্রশ্ন করেছিল। কার মাথা খারাপ আমি ত বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, আমি কি এই শনিবারে অফিস থেকে ১২টার সময় যাইনি? মানে পরশু দিন? কাল অবশ্য ত্রিবেণী গেছলুম খোকাকে নিয়ে।"

নীলাদ্রি সবিস্ময়ে সকলের দিকে চাইল।

"না না, সে অনেক দিন আগে, দেড় বছর আগে।" অনেকে সমস্বরে বলে উঠল।

নীলাদ্রির তবুও প্রত্যয় হয় না। সে দৃঢ়স্বরে বললে—"আচ্ছা আজ ত সোমবার ২৭-এ জুলাই? আজ ভিনাস্ এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর সঙ্গে কন্‌ট্র্যাক্ট হবার কথা নয়? দেখুন দেখি, খুব ভাল করে মনে করে দেখুন!" নীলাদ্রি বড়বাবুর দিকে তাকাল।

বড়বাবু বললেন—"কন্‌ট্র্যাক্ট হয়ে গেছে এবং সে ২৭-এ জুলাই তারিখেই হয়ে গেছে। আমরা ঐ তারিখেই যখন দেখলুম আপনি এলেন না, তখন ৩টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে ঐ কোম্পানী যখন অন্য জায়গায় চলে যেতে চাইল, তখন আপনার

পক্ষ থেকে আমি সই করে ওই কোম্পানীর সঙ্গে নতুন ব্যবসা সুরু করি। ঐ কোম্পানীর সঙ্গে আমাদের এখন কাজ চলছে।"

অতঃপর বড়বাবু বললেন—"আজ ১৬ইমে বৃহস্পতিবার। আপনি সেই যে ২৫শে জুলাই চলে গেছলেন, আজ এক বৎসর দশ মাস পরে এই অফিসে পদার্পণ করলেন। অর্থাৎ মাঝে আরও এক গোটা বৎসর চলে গিয়ে আরও দশ মাসে দাঁড়িয়েছে। ওঃ সে কি দুর্ভাবনা! আপনি যাবার দু'দিন পরে আপনার ড্রাইভার যখন ফিরে এসে বললে—বাবুকে ধানবাদে গাড়ীতে পাওয়া যাচ্ছে না, কখন গাড়ী থেকে নেমে গেছেন সে দেখেনি, এবং দু'দিন দু'রাত ধরে সে ধানবাদ থেকে সব রাস্তা অনুসন্ধান করতে করতে আসছে, তখন চারদিকে অর্থাৎ আপনার যেখানে যত বাড়ী আছে, অফিস আছে, এবং বম্বে, দিল্লী, এলাহাবাদ, কাশী, বর্ধমান, আসনসোল প্রভৃতি যত সম্ভব আছে এবং প্রত্যেকেরই আনাচে কানাচে আপনার খোঁজে লোক পাঠানো হোল। সকলেই একে একে ফিরে এসে জানাল, আপনার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন আপনার নাম করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম। এই দেখুন, আজকের কাগজেও বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে।"

বলে বড়বাবু ঐ দিনের খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন স্থানটা দেখিয়ে দিলেন।

নীলাদ্রি যারপর নাই বিস্মিত হয়ে বিজ্ঞাপনটা পড়ে দেখল।

এখানে বলা আবশ্যক, সুমিত্রা যে-মুহূর্তে নীলাদ্রির পাগল হবার সংবাদ পেল, তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রের ট্রেনেই তারা গয়া চলে গেছল। নীলাদ্রির বাড়ীতে বা অফিসে খবর দেবার কথাটা তার স্মরণে আসেনি। তার পর কথাটা মনে পড়লেও এ দুঃসংবাদটা বাড়ীতে বা অফিসে দেওয়া সমীচীন বলে মনে করেনি। ভেবেছিল, একেবারে নীলাদ্রিকে সুস্থ করে সেখানে নিয়ে যাবে।

বড়বাবু নীলাদ্রিকে নিয়ে এসে তার চেম্বারে চেয়ারে বসালেন। টেবিল চেয়ারগুলো ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করা হয়ে গেছল। বড়বাবু কিয়ৎক্ষণ ঘরে বসে অফিস সম্বন্ধে দু'এক কথা বলে নিজের কাজে গেলেন। অফিসের কাজ আরম্ভ হোল।

ষ্টেনো এসে কয়েকখানা চিঠি সই করিয়ে নিয়ে গেল। আজ হতে নীলাদ্রিই চিঠি সই করবে বড়বাবু নির্দেশ দিয়েছেন। নীলাদ্রি দেখল—চিঠিতে তারিখ দেওয়া আছে ১৬ই মে।

ষ্টেনো চিঠি সই করিয়ে নিয়ে যাবার সময় বললে—"আপনি স্যার, আগের

চেয়ে রোগা আর ময়লা হয়ে গেছেন।"

নীলাদ্রি বসে বসে ভাবতে থাকে—"এত বড় আশ্চর্য অঘটন কেমন করে সম্ভব হোল। কই, সে ত কিছুই বুঝতে পারছে না। দেড় বছরের বেশী সে যে বাইরে ছিল, কিন্তু সে ছিল কোথায়? এতদিন কি সে করছিল? হাজার চেষ্টা করেও কিছুই সে মনে আনতে পারছিল না। তার কেবল মনে পড়ছে, আজ সকালে ঘুম ভেঙে দেখেছিল, সে স্থমিত্রার ঘরে রয়েছে। কই, সে ত জ্ঞানান্তে অসুস্থ হয়ে কোথাও কেউ তাকে দেখবার না থাকাতেও স্থমিত্রার দ্বারস্থ হয়নি। স্থমিত্রার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেই সে চলে গেছে। স্থমিত্রার সাহায্য আর তার কাছে কাম্য নয়। অথচ কি অজ্ঞাত বিস্ময়কর ঘটনার মধ্য দিয়ে সে স্থমিত্রার গৃহে এল। যে ঘটনা দেখে সে স্থমিত্রার গৃহ ত্যাগ করেছিল সেটা মনে হচ্ছে গত-কাল। না, এ কিছুতেই ভুল হতে পারে না। অথচ ঘটনাটা অন্যরকম দাঁড়িয়েছে, যেমনি অবিশ্বাস্য তেমনি বিস্ময়কর। বর্তমান ঘটনাকে বিশ্বাস করলে দেখা যায়, ড্রাইভার তাকে কাল রাত্রে স্থমিত্রার বাড়ীতে আনেনি, যেহেতু মোটর তার গ্যারেজে রয়েছে এবং অনেকদিনের অব্যবহৃত অবস্থায়। তাহলে স্থমিত্রার বাড়ীতে সে এল কি করে? কে তাকে ওখানে নিয়ে এল?"

শুধু তার মনে পড়ছে গত রাত্রে বর্ধমানে মোটর থেকে বাইরে বেড়াতে বেরিয়ে মাঠের মাঝখানে তার দুরবস্থার কথা। কিন্তু এদের কথা বিশ্বাস করলে সে ঘটনা ত ঘটেছে অনেকদিন আগে! অবশ্য সে মাঠের মাঝখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ার পর কেউ তাকে স্থমিত্রার বাড়ীতে আনেনি, আর এতদিন অজ্ঞান অবস্থায় থেকে মাত্র আজ ভোরে তার জ্ঞান সঞ্চার হয়নি। দীর্ঘ দেড় বছরেরও ওপর কোনও মানুষ অজ্ঞান হয়ে জীবিত থাকতে পারে না। সে নিশ্চয়ই জ্ঞান ফিরে পেয়ে এতদিন অন্যত্র কোথাও ছিল। কিন্তু কোথায় ছিল, কি করছিল, এটা কেন তার স্মরণে আসছে না? আর স্থমিত্রার বাড়ীতেই সে কি করে এল, এবং স্থমিত্রাই বা তাকে এত খাতির করে কেন রাখল, অবশ্য তার অজ্ঞানান্তে। জ্ঞান থাকলে সে স্থমিত্রার গৃহে কিছুতেই অতিথি হতে পারত না।

অনেক দিন আগে সে একটা বইয়ে পড়েছিল, রিপ্‌ভ্যান উইঙ্কেল বনে শিকার করতে গিয়ে সেখানকার বনবাসীদের হাতে একগ্লাস মদ খেয়ে এগার বছর সেই বনে পড়ে ঘুমিয়েছিল। তারপর যখন সে জাগল, তখন সে দেখল তার সামনে অন্য এক জগৎ। বাড়ী ফিরে দেখল, তার ভাঙা কুঁড়ের জায়গায় বড় ইমারত দাঁড়িয়ে আছে এবং তার স্ত্রী-পুত্রের পরিবর্তে সেখানে অজানা বিদেশী মানুষরা বাস,

করছে। তার স্ত্রী-পুত্রের খবর কেউ বলতে পারলে না, বললে আজ তারা ন' বৎসর এ বাড়ীতে আছে। তারা তার মুখের দিকে, জামা-কাপড়ের দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি বিদ্রূপ করতে দেখে সে নিজেকে ভাল করে দেখে আবিষ্কার করল, তার মুখে বিরাট দাড়ি, কাপড়-জামা ময়লা একেবারে কালো ঝুল।

তার পক্ষেও সেই রকম কিছু একটা ঘটল নাকি? সে নিজের গালে হাত দিয়েই চমকে উঠল। দেখল জায়গাটা প্লেন। দাড়ি গোঁফ আদৌ বড় হয়নি। অথচ সে প্রত্যহ কামায়। দেড় বছরের উপর না কামালে দাড়ি গোঁফ খুব বড় হওয়াই সম্ভব। কাপড় জামা জুতো সবই চক্‌চক্ করছে। ধরা যাক্, রাত্রে প্রবল জলে ভিজতে ভিজতে কর্দম-পিচ্ছিল পথে আছাড় খেতে খেতে মাটির ঢিপিতে ধাক্কা খেয়ে কাদামাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে অনেকক্ষণ থাকলে জলে-কাদায় কাপড জামা জুতো নোংরা হয়ে যাবে; কিন্তু তার সে সব কিছুই হয়নি। অকস্মাৎ তার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি পড়ল—কাপড়টা তার কাপড় নয়, তার কাপড়ের পাড় কালো। এ কাপড়টার পাড় বেগ্‌নে। কাপড়টাও তার কাপড়ের মত খুব মিহি নয়। তারপর নজর পড়ল জামাটার উপর। জামাটা আদ্দির পাঞ্জাবি হলেও এটা তার জামা নয়। আশ্চর্য হয়ে দেখল, জামার হাতায় সোনার বোতাম নেই, বুকের জামায় চেন দেওয়া সোনার বোতামও নেই। দু'জায়গাতেই ঝিনুকের বোতাম লাগানো; তার পরেই নজর পড়ল হাতঘড়ির উপর। ঘড়িটা ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ কোম্পানীর। তার হাতের ঘড়ি ছিল ওমেগার। তার সোনালী ব্যাণ্ডও এ ব্যাণ্ড থেকে অনেক দামী। তাহলে প্রমাণ হচ্ছে, তার অজ্ঞাতসারে তার সমস্ত জিনিস চুরি গেছে, এগুলো তার পরিবর্তে। কিন্তু যদি তার সর্বস্ব চুরি গেল, তবে আবার এগুলো কে তাকে পরিয়ে দিলে? কেন দিলে? সে যে নিজে এই আজব ঘটনার মধ্যে জানত পড়েছে, কিছুতেই ত তার মনে আসছে না। শুধু অত্যন্ত দামী হীরের আংটিটা আঙুলে চাপ হয়ে বসে গেছল তাই ওটা খুলতে পারেনি। কিন্তু অর্থলোভীরা তার আঙুলটা আংটিশুদ্ধ কেটে নিতেও ত পারত। কিন্তু তারা তা করেনি। পকেটে হাজার টাকার নোট ছিল সেটা কিন্তু অদৃশ্য।

যাই হোক, এদের কথা এখন কিছু কিছু বিশ্বাস হচ্ছে; কিন্তু এই অদ্ভুত রহস্যের উদ্‌ঘাটন কি করে হবে? হয়ত সুমিত্রার নিকট গেলে এর কিছুটা হদিশ পাওয়া যেতে পারে। আজ সকালে সে ত ওর বাড়ী থেকেই এসেছে।

ড্রাইভার রণজিত এসে প্রণাম করে দাঁড়াল।

নীলাদ্রি তার মুখের দিকে চেয়ে অবাক নয়নে প্রশ্ন করে—"আচ্ছা রণজিত,

তুমি কি কাল রাত্রে আমাকে বর্ধমানের মাঠ থেকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলে নিয়ে ত্রিবেণীতে সুমিত্রার বাড়ীতে নিয়ে আসনি ?"

রণজিত বললে, "না হুজুর সে ত অনেকদিনের কথা। আপনি সেই যে একদিন রবিবারে ত্রিবেণীতে সুমিত্রা দেবীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে উঠে আমাকে ধানবাদ যেতে বললেন, বর্ধমানে গাড়ী থামিয়ে তেল নিয়ে আমাকে দোকানে খেয়ে আসতে বললেন, আমি খেয়ে এসে গাড়ীর ভেতরে আর চেয়ে দেখিনি, মনে করেছি, আপনি যেমন ছিলেন তেমনি শুয়ে আছেন। আমি একদমে আর কোথাও গাড়ী না দাঁড় করিয়ে ফুলস্পীডে একেবারে ধানবাদে আপনার বাড়ীর দোর গোড়ায় এনে থেমেছি। আপনাকে নামাতে গিয়ে দেখি—আপনি গাড়ীতে নেই। তার পর দু'দিন দু'রাত ধরে আপনাকে ধানবাদ থেকে কলকাতা পর্যন্ত সারা রাস্তা, সমস্ত স্টেশন খুঁজতে খুঁজতে এসেছি। তা সেও হোল দেড় বছর ত বটেই।"

নীলাদ্রি কিছুক্ষণ আনমনে থেকে বললে—"মোটর ঠিক কর ত। চলো সুমিত্রার বাড়ী যাই।"

বেয়ারা অনেকগুলো চিঠি এনে সই করবার জন্য নীলাদ্রির সামনে রাখল। নীলাদ্রি পড়ে পড়ে সই করতে লাগল। এই কাজ সমাধা করতে প্রায় পনের কুড়ি মিনিট লাগল।

নীলাদ্রি উঠতে যাবে, বেহারী এসে সেলাম করল।

"একি! বেহারী ? তুমি কেমন করে এলে ? এই আমি তোমাদের ওখানে যাচ্ছিলুম!"

বেহারী বলতে থাকে, "বাবু আপনি অমন করে চলে এলেন, মা ভেবে আকুল। আমাকে কি বকুনি। বললেন—তুই কেন তাঁকে ছেড়ে দিলি ? অসুস্থ মানুষ, খাওয়া নেই, দুর্বল শরীর, কাছে পয়সা নেই, গাড়ীতে বিপদে পড়বেন, কোথায় নামতে কোথায় নামবেন, এখনো মাথার ঠিক হয়নি, তারপর কলকাতার মত জায়গায় কি বিপদেই না পড়বেন! বাড়ী চিনে যেতে পারবেন কিনা। সহজ মানুষ ত নন।"

আমি বললুম, "না মা, বাবু একেবারে ভাল হয়ে গেছেন, একেবারে সহজ মানুষ।"

তবুও মায়ের চিন্তা কি কমে। বললেন, "চল্ বেহারী আমরা যাই।"

"আমরা আপনার বাড়ীতে আসতেই মালির ছেলের মুখে খবর শুনে মা

এখানে পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে নিয়ে যেতে।"

নীলাদ্রি অবাক্ হয়ে শোনে, মুখে চোখে বিপুল উদ্দীপনা কৌতূহল ফুটে ওঠে। এবার বুঝি এত বড় রহস্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন হবে। জিজ্ঞাসা করে—"আচ্ছা, বেহারী, আমার ড্রাইভার কি আমাকে কাল রাত্রে তোমাদের ওখানে নিয়ে আসেনি?"

বেহারী বললে—"না হুজুর, আমরা এনেছি।"

ঔৎসুক্য উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। নীলাদ্রি জিজ্ঞাসা করে—"তোমরা এনেছ? কোথা থেকে?"

বেহারী বললে—"গয়া থেকে।"

"গয়া থেকে? গয়ায় কি করছিলুম? কই আমার ত মনে পড়ছে না! আর আমি দুর্বলই বা হতে গেলুম কেন? মাথারই বা-ঠিক ছিল না কেন? কি হয়েছিল আমার?" অসহ্য বিস্ময়ে নীলাদ্রি চঞ্চল হয়ে উঠে বেহারীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে।

বেহারী বলতে থাকে—"গয়াতেই আপনি ছিলেন। আপনাকে আমিই ত প্রথম দেখি। চিনতে কি পারি? মুখে একমুখ দাড়ি, মাথার চুলে জটা, পরণে শতচ্ছিন্ন ময়লা কাপড়-জামা, গায়ে ধুলো-কাদা। গয়ার প্রেতশীলা পাহাড়ে একটু দূরে যে বুড়ো বটগাছটা আছে, তার তলায় বসে একমনে লিখছিলেন। আমাদের ওখানে যেদিন খোকাকে নিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে সেই যে দৌড়ে গিয়ে মোটরে উঠলেন, তখন থেকেই ত আপনি নিখোঁজ। খোকাকে নিতে যখন দু'তিন দিন এলেন না, তখন মায়ের কাছ হতে ঠিকানা নিয়ে খোকাকে আপনার কলকাতার বাড়ীতে দিতে গিয়ে শুনলুম—বাড়ীতে কেউ নেই। মাধবী দিদিমণি ও আপনার বাবা-মা অনেকদিন মারা গেছেন, আপনি খোকাকে নিয়ে আমাদের ওখানে সেই যে গেছেন আর ফিরে আসেন নি। চারদিকে খোঁজ-তল্লাস চলেছে। খোকাকে নিয়ে ফিরে গেলুম। তার পাঁচ-ছ'দিন পরে খোকাকে নিয়ে আবার এলুম, শুনলুম আপনার কোন সংবাদই নেই, চারদিকে লোক ছুটেছে। খোকা মা'র কাছেই থেকে গেল। আমরা আবার দিন পনের পর আপনার খবর নিতে এলুম, শুনলুম, তখনও আপনার খোঁজ পাওয়া যায়নি। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, আপনার খবর নিতে আসি, শুনি আপনাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। খোকা মা'র কাছে মানুষ হতে থাকে। তারপর দেশ থেকে আমার মায়ের অসুখের সংবাদ আসায় আমি আমার দেশে

অর্থাৎ গয়ার চলে যাই। সেখানে ঐ গাছতলা দিয়ে একদিন যাচ্ছি, দেখি একজন চুলদাড়িওয়ালা ছেঁড়া-ময়লা-কাপড়-জামা-পরা গায়ে-ধুলোকাদা-মাখা পাগলপারা লোক ঐখানে বসে একমনে কি লিখছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ নজরে পড়ল, হাতের আঙুলে দামী হীরের আংটি। এমন লোকের হাতে এত দামী আংটি কেন?' আংটিটা খুব যেন চেনা-চেনা মনে হতে লাগল। আপনার হাতে ঠিক ঐরকম আংটি বরাবর দেখেছি। আপনার নিখোঁজ হবার কথা মনে হোল। খবরের কাগজে আপনাকে চেনবার সব নিশানা দেওয়া আছে, তার মধ্যে একটা : আঙুলে হীরের আংটি, অপরটা : কানের নীচে খুব ছোট একটা লাল জড়ুল। যদিও ভুলেও মনে করতে পারিনি ঐ লোক আপনি, তবুও মনে কেমন সন্দেহ জাগাতে আপনার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম, খুব লক্ষ্য করে দেখলুম, জড়ুলটা রয়েছে। তাহলে এ ত বাবুই। কিন্তু কেন এমন বেশ? সামনে গিয়ে কতবার আপনার নাম ধরে ডাকলুম, আপনি সাড়া দিলেন না, একমনে লিখতে লাগলেন। পাশের লোকেদের জিজ্ঞেস করলুম, তারা বললে— মানুষটা অনেকদিন যাবৎ ঐ গাছতলায় আছে, কারও সঙ্গে কথা বলে না, কেউ ডাকলে উত্তর বা সাড়া দেয় না, কেউ খেতে দিলে খায়, না দিলে অমনিই থাকে। রাত্রে ঐ গাছতলাতেই পড়ে থাকে। লোকটা পাগল।"

"তখুনি চলে এসে মাকে জানালুম। শোনামাত্র মা সেই রাত্রেই খোকাকে, আমাকে রামলগনকে ও একজন ঝিকে সঙ্গে নিয়ে গয়ায় এসে একটা বাংলো ভাড়া নিলেন। তারপর চলল আপনার সেবা যত্ন, আপনাকে ভাল করবার মা'র আপ্রাণ চেষ্টা। আজ ছ'মাসের ওপর হোল, মা'র আহার নিদ্রা প্রায় বন্ধ, ওখানকার হেন ডাক্তার নেই, যাকে ডেকে আপনার চিকিৎসা করান হয়নি। হেন সন্ন্যাসী নেই, যার মাদুলি ধারণ করান হয়নি। গদাধর ও সেখানে যত ঠাকুর আছে প্রত্যেকের চরণামৃত এনে আপনাকে খাইয়েছেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। এদিকে বাংলোয় নানা রকমের ভদ্রলোক এসে মায়ের পিছনে লাগল। মা কিন্তু তাদের দিকে চেয়েও দেখলেন না, আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত। শেষে মাকে হাত করবার জন্যে তারা আপনাকে রাঁচির পাগলাগারদে পাঠাবার জন্য চক্রান্ত করে কোর্টে দরখাস্ত করলে। আপনাকে ধরবার জন্য পুলিশ এল। মা অনেক কষ্টে তাদের হাত থেকে অন্যত্র চলে যাবার জন্য দু'দিনের সময় নিয়ে আপনাকে ছাড়িয়ে আনলেন। তারপর কি ব্যাপার ঘটল জানি না—হঠাৎ দেখি কাল সকালে আপনি চেঁচিয়ে কথা বলেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ডাক্তার এসে বলল—কথা যখন বলেছেন, তখন

জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি একেবারে আগের মতই ভাল হয়ে যাবেন, তবে জ্ঞান ফিরতে দেরী হবে, অন্তত দু' তিন ঘণ্টা লাগবে। মা আর কালবিলম্ব না করে নাপিত ডাকিয়ে চুল-দাড়ি পরিষ্কার করে গরম জল করে সাবান দিয়ে আপনার গায়ের ময়লা পরিষ্কার করিয়ে নতুন কাপড়-জামা জুতো পরিয়ে মোটরে তুলে নিয়ে একেবারে ত্রিবেণীতে এসে পৌছুলেন। তখনও আপনার জ্ঞান হয়নি। অথচ এর আগে যতবার আপনার নোংরা কাপড় ছাড়িয়ে চান করাবার, ভাল কাপড়-জামা পরাবার চেষ্টা করা হয়েছে, আপনি অবাধ্য হয়ে সবাইকে জোরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সব পণ্ড করে দিয়েছেন। কাল আপনাকে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মা সারারাত্রি আপনার পাশে পাশে ছিলেন ঘুম ভেঙে উঠে কখন কি দরকার হয়। ভোরের দিকে মা আর বসে থাকতে না পেরে বাইরে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, সেই ফাঁকে আপনি উঠে চলে এসেছেন।"

"এতদিন পরে কালই আপনি জ্ঞান বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়েছেন। এর মধ্যে মায়ের নিশ্চয়ই কোন হাত আছে।"

বেহারী সুমিত্রার সঙ্গে সলিলবাবুর সেদিনের ব্যাপারটা দেখেনি।

নীলাদ্রি গভীর বিস্ময়ে অবাক হয়ে ওই অবিশ্বাস্য বৃত্তান্ত বেহারীর মুখে শুনল।

"কি অবাক কাণ্ড! সে পাগল হয়ে এতদিন ধরে দেশ-দেশান্তরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে হীন জীবন যাপন করছিল! কিছুই তার মনে পড়ছে না? শুধু মনে পড়ছে, কাল রাত্রে মাঠে বেড়াতে গিয়ে পথ হারিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সেই অবস্থায় এতদিন গেছে! তার সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়েছে! আশ্চর্য, তার জীবনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন ক্ষতি হয়নি!"

"কিন্তু তার পাগল হওয়ার কারণ কি? পর পর তিনটে অসহনীয় বিপুল শোক, তার উপর ঐ অতি অভাবনীয় অঘটন যেটা তার মনকে, সহ্য শক্তিকে বিকল করে একবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য করে তুলেছিল। অসহনীয় শোকে, অঘটনে, অতি বাঞ্ছিত বস্তুতে বঞ্চিত অবস্থায় মানুষের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে, সুতরাং তার সম্বন্ধে সেইসব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে দেখলে বিপুল মানসিক ধাক্কায় তার এই শোচনীয় পরিণতি হওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু তার এই অশেষ দুরবস্থায় মূলে যে, সেই ত যৎপরনাস্তি চেষ্টা যত্ন সেবা শ্রম পরিচর্যা করে তাকে তার অতীব শোচনীয় অবস্থা থেকে সুখের অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছে।"

বহুক্ষণ ধরে চিন্তা করে ঘটনার গবেষণা করে নীলাদ্রির অন্তরে সুমিত্রার প্রতি যে অসন্তোষ, ক্ষোভ, অশান্তি জমেছিল, তা এক্ষণে গলে জল হয়ে গিয়ে সেখানে দেখা দিল সুমিত্রার প্রতি অগাধ ভালবাসা, দুরূহ আকর্ষণ, কৃতজ্ঞতা।

সুমিত্রা তাকে সত্যই ভালবেসেছিল। কেবল তার প্রিয়বান্ধবীর হিতার্থে, তার পিতার নিকট প্রতিশ্রুতিতে সে এ তাবৎ নীলাদ্রিকে ত্যাগ করেছিল।

নীলাদ্রি বেশ করে ভেবে দেখল, তার প্রতি সুমিত্রার আকর্ষণ মোহ না থাকলে অতি অনিবার্য কারণে ওদের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হলেও,—সেদিন সে স্বেচ্ছায় নীলাদ্রিকে দেহদান করত না। তারপর নীলাদ্রির প্রতি তার আকর্ষণ না থাকলে সে নীলাদ্রির অত বড় অসুখের সময় নিজের চাকরি ফেলে ছুটে আসত না এবং মাসাধিক কাল মাধবীর হিতার্থে নার্সের ছদ্মবেশ ধরে তার প্রাণপণ সেবায় পরাঙ্মুখ হোত না। নীলাদ্রি সুমিত্রাকে ভালবাসে, নীলাদ্রি সুমিত্রার জন্য পাগল, তাকে চিরতরে না পেয়ে সুমিত্রার ভাবনায় চিন্তায় মরণাপন্ন রোগে কাতর, সুমিত্রা জেনেও নীলাদ্রির পরিচর্যাকালে কোন অন্যায় বা স্বার্থপর সুযোগ গ্রহণ করলে না, বরং মাধবীর দাম্পত্য জীবনে পাছে অশান্তি বিপর্যয় বা বিভ্রাট ঘটে, তাই একজন অপরিচিত নার্স সেজে. সেবা করে তাকে রোগমুক্ত করে চিরদিন অন্ততঃ মাধবীর মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপ্রকাশ রয়ে গেল, এতে সে কতখানি মহৎ চরিত্রের কতখানি স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে চিন্তা করলে স্তম্ভিত হতে হয়।

তারপর এই এক অতীব বিস্ময়কর অবিশ্বাস্য ঘটনা। সত্য বলে বিশ্বাস করতে মন চায় না অথচ সত্য, সর্বজন সমর্থিত। আজ সুমিত্রা যদি না থাকত, তার প্রতি মায়া সহানুভূতি পরবশ না হোত ত, সে আজ দুর্গতির একশেষ হয়ে, নামহীন, পরিচয়হীন, হেয়, ঘৃণ্য হয়ে পথের ধুলায় পড়ে কোনদিন মরে থাকত। যাই হোক, তার কাছে সুমিত্রার সমস্ত দোষ মাপ।

অনেকক্ষণ পরে নীলাদ্রি বেহারীকে জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা, বেহারী তোমার মা'র সঙ্গে এক ভদ্রলোকের খুব বন্ধুত্ব হয়েছে নয়? অর্থাৎ আমার সঙ্গে যেমন হয়েছিল?"

বেহারী বললে—"আর বলবেন না বাবু, ওটা সাক্ষাৎ শয়তান! রাহু হয়ে মাকে গ্রাস করবার জন্য মায়ের পিছনে পিছনে ঘুরেছে। মা ওকে এড়াবার জন্য কম চেষ্টা করেছে? মায়ের মুখে শুনেছি, সেদিন—ঐ যেদিন আপনি খোকাকে নিয়ে এলেন, দুপুরবেলা মা একা ঘরে শুয়ে বই পড়ছিলেন,

শয়তানটা চুপি চুপি ঘরে এসে ঢুকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়ে মায়ের ওপর চড়াও হয়েছিল। মা কিছুতেই ওর সঙ্গে পেরে না উঠে শেষে ওর গলায় জোর কামড় বসিয়ে দিতেই লোকটা মাকে ছেড়ে দেয়। মা তখুনি দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েই আপনাকে দেখতে পান। উনি যত আপনাকে ডাকতে থাকেন, আপনি ততই দৌড়ুতে থাকেন। শেষে আপনার নাগাল ধরতে না পেরে আপনি মোটরে করে উধাও হতেই মা ফিরে এসে বাড়ীতে ঐ লোকটাকে খুব কষে চাবুক-পেটা করলে। সেই থেকে সে লোকটা আর আসেনি।"

এবারও নীলাদ্রি সুমিত্রার ব্যাপার শুনে বিস্ময়ে অবাক হয়।

বেহারী বলে চলে, "সেই থেকে মা একেবারে মনমরা হয়ে আছে বাবু। আপনি খোকাকে ফেলে রেখেই চলে গেলেন, নিতে আর এলেন না, দু-তিনদিন দেখে মা ঠিকানা দিয়ে আমাদের খোকাকে নিয়ে আপনার কলকাতার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। যেয়ে শুনলুম, আপনার বাবা-মা মারা গেছেন, মাধবী দিদিমণিও মারা গেছে; বাড়ীতে কেউ নেই, আপনিও বাড়ী ফেরেন নি, খোকাকে কার কাছে রেখে আসব? নিয়ে এলুম। সেই থেকে আপনার খোকা মা'র কাছেই মানুষ হচ্ছে, খোকা-অন্ত মায়ের প্রাণ—!"

নীলাদ্রির আর শোনবার ধৈর্য থাকে না। চেয়ার ছেড়ে উঠে বললে—"চলো বেহারী, বাড়ী যাই।"

নীলাদ্রি বাড়ী এসে দেখল, সেখানে খুব সোরগোল পড়ে গেছে। কাজের ঝি-চাকররা অনেকেই ফিরে এসেছে। এতদিন তারা অফিস থেকে মাস-মাহিনা পেয়ে মনিবের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে বাড়ীর কাজে অবহেলা দেখিয়ে বাইরে বাইরে কাজ করে বেড়াচ্ছিল, এক্ষণে মনিব এসেছে শুনে তাড়াতাড়ি সবাই ফিরে এসে কাজে যোগ দিয়েছে। তিন-চারজন চাকর মিলে ঘাড় নীচু করে বাগানের সব আগাছা জঙ্গল সাফ করতে লেগেছে। ঝিয়েরা বালতি ঝাঁটা নিয়ে ঘর দোর ধোওয়া মোছা করছে। ঠাকুর রান্নাঘরে ঘোরাফেরা করছে।

নীলাদ্রি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে চারতলায় নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। সুমিত্রা আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে লম্বা এক ঝাড়ু নিয়ে ঘরের ঝুল ঝাড়ছে। বিছানায় শয্যা অতি পরিপাটী করে পাতা। সুমিত্রার গায়ে শুধু একটা পাতলা জামা, কাজের দমকে মাথার কবরী শ্লথ হয়ে ঘাড় পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। সুমিত্রার এ অবস্থায় নীলাদ্রি ভিতরে যাওয়া সমীচিন বোধ করল না। সে সরে এসে বারান্দার রেলিং ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সুমিত্রার কাছে

যেতে তার দারুণ সঙ্কোচ জাগছে।

কিছুক্ষণ পরে সুমিত্রা বাইরে এসে নীলাদ্রিকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললে—"এ কি! আপনি এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছেন? কতক্ষণ এসেছেন?"

নীলাদ্রি মৃদু হেসে বললে—"এই পাঁচ মিনিটও এখনো হয়নি।"

"যান যান, ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় সব ছেড়ে ফেলুন, সব ঠিক করা আছে।" বলে সুমিত্রা হাঁকল—"ভবতারণ—!"

ভবতারণ নীলাদ্রির বাড়ীর প্রধান ভৃত্য। সুমিত্রা যখন নার্সের ছদ্মবেশে এখানে ছিল, তখন সে এখানকার সকলের সঙ্গেই পরিচিত হয়েছিল।

ভবতারণ এসে দাঁড়ালে সুমিত্রা বললে—"বাবুর বাথরুমে তোয়ালে আর সাবান দিয়ে এসো, আর তুমি বাবুর সঙ্গে সঙ্গে থাক।"

প্রায় আধঘণ্টা পরে নীলাদ্রি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখল সুমিত্রা বারান্দায় টেবিলে জলখাবার সাজিয়ে বসে অপেক্ষা করছে।

নীলাদ্রি বললে—"এই এত খাবার কে খাবে? কতকগুলো তুলে নিন।"

সুমিত্রা বললে—"না, সব খাবেন, একটাও তুলে নেওয়া হবে না। সারাদিন না খেয়ে আছেন, কোন কিছু খেয়েছেন কিনা জানি না। বসুন, দেরি করবেন না।"

সুমিত্রার অনুরোধ এমনিতেই উপেক্ষা করা যায় না, সাধারণতঃ কেউই পারে না—এমনি তার ব্যক্তিত্ব, বচনভঙ্গী, যেন অলঙ্ঘণীয় আদেশ! সে অস্বাভাবিক কোন কিছু বলে না, করে না—নীলাদ্রির মনে পড়ল। নীলাদ্রি এক্ষণে সুস্থ স্বাভাবিক মস্তিষ্কের মানুষ!

নীলাদ্রি খেতে আরম্ভ করল।

"আচ্ছা আপনি কি রকম মানুষ বলুন তো?"—কিছুক্ষণ খাওয়া হলে সুমিত্রা নীলাদ্রির দিকে চেয়ে নীলাদ্রিকে প্রশ্ন করে—"ভোরবেলা উঠেই চলে এসেছেন? আমি জানি না। সারারাত্রি খাওয়া হয়নি, দুর্বল শরীর, যদি মাথা ঘুরে রাস্তায় কোথাও পড়ে যেতেন? আমরা ভেবে মরি!"

নীলাদ্রি মৃদু হেসে উত্তর দিল—"কই, আমার ত একটুও দুর্বলতা মনে হয়নি। বেশ ভালভাবেই এসেছি।"

"কাছে পয়সা নেই, ট্রেনে এলেন কি করে? আর এখানেই বা এলেন কি করে? হেঁটে হেঁটেই?"

নীলাদ্রি বললে—"ট্রেন যখন হাওড়া স্টেশনে এসে পৌছুল, তখনই খেয়াল

হোল; কিন্তু উপায় তখন ত কিছুই নেই। ঠিক করলুম, হাত ঘড়িটা টিকিট কালেক্টারের হাতে জমা দিয়ে পরে টাকা এনে ছাড়িয়ে নেবো। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে টিকিট কালেক্টার আমার চেনা। সেই আগে যখন ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কেটে ত্রিবেণী যাতায়াত করতুম। আমার দিকে চকিতের ন্যায় একবার চেয়ে অন্য টিকিট কালেক্টারের সঙ্গে গল্প করতে লাগল। বাইরে এসে ট্যাক্সি অনুসন্ধান করতেই দেখি ট্যাক্সিওয়ালা আমার চেনা; আমার বাড়ীর নিকটেই ওদের ট্যাক্সির আড্ডা।"

কিংশুক ছুটে এসে সুমিত্রাকে জড়িয়ে ধরল—"মা মা, হাম—।" ছোট শিশুর আদুরে-আদুরে গলা, শুনতে ভারী মিষ্টি। নীলাদ্রি অনেকদিন ছেলেকে দেখেনি। ছেলেটা কি সুন্দর হয়েছে। কথা বলতে শিখেছে। সুমিত্রা তাকে মানুষ করছে। নীলাদ্রির লজ্জা লাগে।

সুমিত্রা কিংশুককে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘন ঘন তার মুখচুম্বন করতে থাকে।

আহার সেরে সরবত পান করে নীলাদ্রি বললে—"বড্ড মাথা ধরেছে, এক কাপ গরম চা পেলে হোত।"

সুমিত্রা বাধা দিল—"সরবৎ খেয়ে চা খাওয়া নিষেধ। অন্তত আধঘণ্টা নয়। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ুন গে। আধঘণ্টা পরে আপনাকে কফি দেবে।" বলে সুমিত্রা হাঁকল—"ঠাকুর—।"

ঠাকুর নীচে থেকে সাড়া দিল—"কি বলছেন মা? বাবুর জন্য আর খাবার নিয়ে যাব?"

সুমিত্রা বললে—"না, বাবুকে আধঘণ্টা পরে কফি দিয়ে যাবে।"

সুমিত্রা যেন এ বাড়ীর কর্ত্রী। কর্ত্রীরূপে এ বাড়ীতে তাকে সত্যই মানায়। ঝি, চাকর, বামুন সবাই তার আদেশ পালনে সর্বদা উন্মুখ'ত্রস্ত। যেমনি তার ব্যক্তিত্ব, তেমনি তার সকলের উপর প্রভাব, তেমনি বুদ্ধিমত্তা। মাধবী এমন উদাত্ত, রাশভারী, সংসার যাত্রায় অভিজ্ঞ ছিল না।

আজ অনেকদিন পরে মাধবীর কথা নীলাদ্রির মনে পড়ে।

মাধবী নেই কিন্তু সুমিত্রা এসেছে। মাধবীকে হারাবার বিষণ্ণতা সুমিত্রার আগমনে ঢেকে যাচ্ছে। কিন্তু নীলাদ্রি খুসী হতে পারছে না। মাধবীকে পুনঃপুনঃ মনে পড়তে থাকে। এই মাধবী ও সুমিত্রাকে নিয়ে তার জীবননাট্যে এক অভাবনীয় সুখ-দুঃখের অঙ্ক অভিনীত হয়ে গেল।

সারাদিনের মানসিক অস্থিরতা, শারীরিক ক্লান্তির জন্য নীলাদ্রি অবসন্ন বোধ

করছিল। সে শয্যায় গিয়ে গা ঢেলে দিল।

সুমিত্রা নীলাদ্রির মাথার কাছে বসে ধীরে ধীরে তার কপালে কোমল হস্ত সঞ্চালন করতে লাগল।

কেউ কোন কথা বলছে না। উভয়েই চুপচাপ। দীর্ঘ রোগভোগ কালে 'নীলা' নাম্নী ছদ্মবেশিনী নার্সের অকুণ্ঠ সেবার কথা নীলাদ্রির মনে এল। সেই সেবায় সে পরম পরিতুষ্ট হয়ে কেবলমাত্র নার্সের অবয়বের কয়েকটি খুঁৎ থাকার জন্য খুশী হয়েও খুশী হতে পারেনি। আজ সেই নার্স সুমিত্রার বেশে নিখুঁত রূপশ্রী নিয়ে তার পাশে সেবারতা। কিন্তু এই নিয়ে আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হবার, হাস্য-পরিহাসে লিপ্ত হবার প্রবণতা কারও অন্তরে নেই। মাধবীর মৃত্যু ও তৎপরবর্তী ঘটনা উভয়কেই ম্রিয়মাণ করে তুলেছে।

মস্তকে সুমিত্রার কোমল হস্তস্পর্শে নীলাদ্রি শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হোল।.

নীলাদ্রির ঘুম যখন ভাঙল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ঘরে আলো জলেছে। বাইরে অন্ধকার। রাস্তায় মনুষ্য কোলাহল অনেকখানি স্তিমিত হয়ে এসেছে। তবে ট্রাম বাসের শব্দের বিরাম নেই।

ঘুম ভাঙল সুমিত্রার ডাকে। সুমিত্রা চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে। হাতে সুটকেশ। পরিপাটী বেশবিন্যাস; মাথার কবরী আধ-ঝুলন্ত। ঠিক এই বেশেই সে নার্সের চাকরী শেষ করে ছদ্মবেশ ছেড়ে নীলাদ্রিকে ধোঁকা দিয়ে তার কাছে বিদায় গ্রহণ করেছিল।

সুমিত্রা বললে—"আমি চললুম। সাবধানে থাকবেন। মানদা ঝিকে কিংশুকের ভার দিয়েছি, ওকে কখন কি খাওয়াতে হবে, সব বলে লিষ্ট করে দিয়েছি। আপনার ভার নিয়েছে—আপনার খাস চাকর ভবতারণ। আপনাকে কখন কি খেতে দিতে হবে বলে দিয়েছি। ঠিক যেমন যেমন বলে দিয়েছি, সেইরকম চলবেন। অন্যথা করবেন না। কিংশুককে আপনিও দেখবেন। আচ্ছা, চলি, গুড্ বাই।"

সুমিত্রা ঘর ছেড়ে বাইরে পা দিল।

নীলাদ্রি এমনই হতভম্ব হয়ে গেল যে, ব্যাপারটা সে যেন হৃদয়ঙ্গম করতেই পারল না। পরক্ষণেই সে যখন সপ্রতিভ হোল, তখন সুমিত্রা ঘর ছেড়ে বাইরে এসে সিঁড়িতে পা দিয়েছে।

নীলাদ্রি বিদ্যুদ্বেগে বাইরে এসে সুমিত্রাকে উদ্দেশ করে ডাকল—"শুনুন—।"

সুমিত্রা তখন দু'ধাপ সিঁড়ি নেমেছে। সেই অবস্থাতেই সে উন্নতগ্রীবায় স্থির

দৃষ্টিতে নীলাদ্রির মুখের প্রতি তাকিয়ে দাঁড়াল।

নীলাদ্রি বললে—"আপনি চলে যাচ্ছেন মানে ?"

নীলাদ্রির চক্ষে ঘোরতর বিস্ময়, উদ্বেগ, কণ্ঠে ব্যাকুলতা।

সুমিত্রা বললে—"আর কি করব ? আপনি অমন করে হঠাৎ চলে এসেছিলেন, ভাবনা হয়েছিল, খবর নিতে এসেছিলুম! কাজ ফেলে, অফিস ফেলে চলে এসেছিলুম।"

বেহারী যে নীলাদ্রিকে পরিমলবাবুসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটা বলেছিল, সুমিত্রা তা জানত না। সে জানত নীলাদ্রি তার বাড়ী থেকে সেদিন তার সম্বন্ধে ভ্রান্ত এক ধারণা নিয়ে অমন করে উন্মাদের মত মহাদুঃখে ছুটে চলে গিয়েছিল। সেই অসন্তোষের মহাদুঃখের অভিব্যক্তি সে গতকাল সকালে জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ করেছে। সেই সময় হতেই সে মনে মনে স্থির করে রেখেছিল সে তার সম্বন্ধে নীলাদ্রির মনের অবিশ্বাসকে দূরীভূত করতে, নিজের সততার নির্দোষীতার প্রমাণ দিতে দৃঢ়সচেষ্ট হবে, এই নিয়ে নীলাদ্রির সঙ্গে তার রীতিমত বোঝাপড়া হবে। সে সবদিক দিয়ে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। কিন্তু এখন যেন সে কেমন দুর্বলতা অনুভব করতে লাগল, সে সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়ল। কেন, সে নিজেই তা স্থির করতে পারলে না। এত যে জল্পনা-কল্পনা, এত যে অগ্নি-পরীক্ষার প্রস্তুতি সব নিথর হয়ে গেল! তার স্থলে তার অন্তরে গর্জে উঠল হঠাৎ দুর্জয় অভিমান। কেন ? সে কি অপরাধ করেছে, যার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে ? যদি সত্যিই তেমন ঘটনা ঘটত ? নীলাদ্রি কি তার জীবনটা বিফল করে দেয়নি ? তার পরিবর্তে সে ত নীলাদ্রির অসীম উপকারই করেছে! তার জন্য সে যৎপরনাস্তি স্বার্থত্যাগ করেছে! আজ মাধবী যদি বেঁচে থাকত, তাহলে কি নীলাদ্রি তার কাছে আসত ? নীলাদ্রির সঙ্গে জীবনে তার দেখা হোত না। সে রকম ব্যবস্থাই ত সে করে এসেছিল। মাধবীর সঙ্গে নীলাদ্রির পিতা মাতার সঙ্গে নার্সবেশে রোগশয্যায় নীলাদ্রির সেবার পরিচর্যার কালে! সুতরাং তার জীবনটাই, সারা যৌবনটাই, আনন্দবিহনে, কামনা বাসনা ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি বিহনে কেটে যেতে চলেছে! না, সে এ ব্যাপার নিয়ে নীলাদ্রির কাছে নতশিরে দোষ স্বীকার করবে না! অথবা তার সম্বন্ধে নীলাদ্রির মন থেকে সন্দেহ, অবিশ্বাস, তার প্রতি অনীহা দূর করবার জন্য সচেষ্ট বা বদ্ধপরিকর হবে না! জীবনে সে এ পর্যন্ত তার কাজের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করেনি! আজও করবে না! তাছাড়া, নীলাদ্রিকে সে ত ভাল বেসেছে, তাকে সুন্দর জগতে

আবার ফিরিয়ে এনেছে। তার দ্বারা যদি নীলাদ্রির এত বড় ক্ষতি, দুরাকাঙ্খা অনিষ্ট হয়ে থাকে ত সে তার প্রতিকার করেছে।

সুমিত্রা অনেকক্ষণ একদৃষ্টে নীরবে নীলাদ্রির মুখের দিকে চেয়ে থেকে নীচে নেমে চলে যাবার জন্য মুখ ফিরিয়ে নিল। দুর্জয় আত্মাভিমানে সে ভুগছিল। ক্ষিপ্রগতিতে নীলাদ্রি সুমিত্রার নিকটবর্তী হয়ে বললে—"আমি বেহারীর মুখে সেদিনের ঘটনা সব শুনেছি, এবং বিশ্বাসও করেছি। আপনাকে আমি প্রথম থেকেই খুব ভালরূপেই চিনি। আপনি আমার যথার্থ শুভাকাঙ্খী, আপনি আমাকে অনেক বিপদে রক্ষা করেছেন, আপনার উপর কত অন্যায় করেছি, অভদ্রতা করেছি, নিজগুণে মার্জনা করেছেন। আমার জন্য আপনার জীবনটাই বৃথা হয়ে গেল। আপনি পরপুরুষে আসক্তা হলেও অন্যায় করবেন না, এতে আমারও কিছু বলবার নেই, কিন্তু তাও আপনি করেন নি। আপনি আমাকেই মনে মনে ভালবেসে এসেছেন এ নিগূঢ় সংবাদ আমি মাধবীর মুখে শুনেছি। আমার রোগশয্যা পাশে দীর্ঘকাল ছদ্মবেশে আপনার নার্সের ভূমিকা আমাকে যৎপরনাস্তি বিস্মিত অভিভূত করে দিয়েছে। মাধবীর মৃত্যু না ঘটলে এবং মরণকালে এ রহস্য সে প্রকাশ না করলে আপনি চিরদিনই অজানা হয়ে থাকতেন। এতে কত না আপনার স্বার্থত্যাগের পরার্থপরতার গৌরব আপনাকে মহিমান্বিতা করেছে। আপনাকে অবিশ্বাস করে আপনাকে সত্যই বড় অপমান করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আর, আর আপনি যদি আমাকে ভালই না বাসবেন, আমার শেষের দুরাবস্থায় আমার প্রতি আপনার মমতা না জাগবে, ত এত কষ্ট স্বীকার করে নিজের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে, নিজের কাজকর্ম ছেড়ে, বিদেশে এসে, দুনিয়ার পুরুষদের লোভী দৃষ্টি, তাদের প্রলোভনকে উপেক্ষা করে অচল অটল থেকে আমাকে ভাল করবার জন্য এতদিন আমার পাশে পাশে রইলেন কেন?"

তারপর হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উন্মাদের মত বলতে থাকে—"না না, আমি আর আপনাকে ছাড়ব না, আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। আপনাকে কোথাও যেতে দেব না। দয়া করুন, ক্ষমা করুন, আপনি আমাকে ছেড়ে আর যাবেন না। আপনি চলে গেলে আমি হয়ত আবার পাগল হয়ে যাব। আবার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব। হ্যাঁ, নিশ্চয় করে বলছি। আজই এখুনিই হয়ত—!"

অতিরিক্ত উত্তেজনায় দম নিতে নিতে কাঁপতে কাঁপতে নীলাদ্রি কেমন এক-

রকম হয়ে যায়।

সুমিত্রা ঝটিতি উঠে এসে নীলাদ্রির কাঁধে হাত রেখে তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকে—"আপনি শান্ত হোন, আপনি শান্ত হোন।"

অতঃপর স্থির হোল সুমিত্রা উপস্থিত এখানে থাকবে না। ত্রিবেণীতে যেমন ছিল তেমনি থাকবে। কিংশুককে সে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। আর নীলাদ্রি রবিবার বা অন্য ছুটির দিন যেমন যেত, সেই রকম যেয়ে সারাদিন থেকে রাত্রে বাড়ী ফিরে আসবে।

প্রস্তাবটা নীলাদ্রির পছন্দ হোল। বুঝি তারা আগেকার সেই আনন্দভরা দিনগুলি ফিরে পেতে চায়।

তাই চলতে থাকে। রবিবার বা অন্য ছুটির দিন সকাল হলেই নীলাদ্রি ত্রিবেণী চলে যায়। সারাদিন সুমিত্রার বাড়ীতে বসে বেড়িয়ে কিংশুককে নিয়ে কাটায়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুমিত্রা বাড়ী চলে এসে নীলাদ্রির সঙ্গে গল্প করে, কিংশুককে আদর করে। গল্প করবার কালে উভয়ের চোখে চোখে আকর্ষণের ছটা মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রতিভাত হতে থাকে। তবে উভয়েই এখন শান্ত।

উভয়ের এই মেলামেশার মাঝে মাধবীর স্মৃতির প্রদীপ জ্বলছে।

এই প্রদীপের আলো যেদিন নিষ্প্রভ নিস্তেজ হয়ে আসবে, সেইদিনই এদের মধ্যে ঘটবে মহামিলন!

সমাপ্ত